হিন্দুশাস্ত্র।

—:০:—

পঞ্চম ভাগ, ষড়্‌দর্শন।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, ও বেদান্ত দর্শন।

কলিকাতা

৪৬ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্ হেয়ার প্রেসে শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী দ্বারা প্রকাশিত।

১৩০২
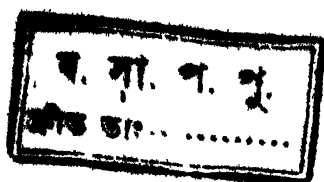
পঞ্চমভাগের বিজ্ঞাপন।

এই ভাগে হিন্দুদিগের ষড় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বেদান্তদর্শনের বিশেষ বিবরণ, প্রত্যেক দর্শনের অবশ্য জ্ঞাতব্য সূত্র, সে সকলের অনুভাষা, সূত্র বিশেষের মন্তব্য ব্যাখ্যা অর্থাৎ স্বল্প টীকা, সানুবাদ বেদান্তসার, ও বেদান্তদর্শনের প্রথম পাদ সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে।

এই ভাগে হিন্দুষড় দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ও দর্শনকারগণের সময়াদিঘটিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত ও সংযোজিত করা হইয়াছে।

হিন্দুষড় দর্শনে যে যে বিষয় বিচারিত ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, সে সমস্তই এই ভাগে অল্পাবয়বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কোনও বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই।

এই ভাগের সংকলনে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অত্যধিক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রুফ্ সংশোধনাদিও তিনি করিয়াছেন। এইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তিনি বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে প্রাচীন হিন্দুদর্শনবিষয়ক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন, এবং আমাকে যার পর নাই অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

দর্শনকারগণ।

গৌতম ও ন্যায়দর্শন।

গৌতমের দর্শন ন্যায়, ইহা সর্ব্ববিদিত। কিন্তু অনুসন্ধান করিতে গেলে বিদ্যমান ন্যায়দর্শনের প্রণেতা গৌতম মুনি সম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি যে কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, সর্ব্বত্রই গৌতমের ও ন্যায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই সত্য; তথাপি সন্দেহ নিবৃত্তি হয় না। সন্দেহ হয়, গৌতম এক কি অনেক। স্মৃতিকার, গোত্রকার ও দর্শনকার এক ব্যক্তি কি না, এবং প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের প্রযুক্ত "ন্যায়" শব্দ বিদ্যমান ন্যায়দর্শনের বাচক কি না, তাহা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। বাৎস্যায়ন-নামা মুনি বিদ্যমান ন্যায়দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদ্বদতাং বরম্।
তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ॥"

এই বাৎস্যায়ন কে? কোন্ বাৎস্যায়ন? অভিধান চিন্তামণি পাঠে জানা যায়, ইনি আট নামে প্রসিদ্ধ। যথা—

"বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥"

মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্য মুনিকে বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য ও বিষ্ণুগুপ্তনামে সম্বোধন করিতে দেখা যায়। ইনিই নীতিশাস্ত্রে বিষ্ণুগুপ্ত নামে প্রসিদ্ধ। উপরের লিখিত হৈম নাম মালায় বাৎস্যায়নের যে সকল নাম সংকলিত আছে, তন্মধ্যে পক্ষিলস্বামী নামটী মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

"অথ ভগবতা অক্ষপাদেন
নিঃশ্রেয়সহেতৌ শাস্ত্রে প্রণীতে,
ব্যুৎপাদিতে চ ভগবতা
পক্ষিলস্বামিনা, কিমপর-
মবশিষ্যতে যদর্থং বার্ত্তিকারম্ভঃ ?" ইত্যাদি।

ন্যায়দর্শনের প্রাচীন টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র যখন বাৎস্যায়ন কৃত ন্যায়-ভাষ্যকে পক্ষিলস্বামী কৃত বলিয়াছেন তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাৎস্যায়ন ও চাণক্য একই ব্যক্তি। অপিচ, তদ্দ্বারা এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় বা পাওয়া যায় যে, ন্যায়দর্শন ও ন্যায়দর্শনকার গৌতম নন্দবংশধ্বংসকারী চাণক্যের এবং মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডরের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। পুরাতন পাণিনি মুনির লিখিত গ্রন্থেও "গৌতম" "ন্যায়" দুই শব্দ গৃহীত হইতে দেখা যায়। পাণিনি মুনি সূত্রপাঠ, গণপাঠ, ধাতুপাঠ, এই ত্রিধা ব্যাকরণ বলেন, তন্মধ্যে গৌরাদিগণে গৌতমকে এবং দিগাদিগণে (নৈয়ায়িক পদ সাধনের নিমিত্ত) ন্যায়কে গ্রহণ বা উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে মহাভারত যে আকারে প্রচলিত আছে, এই আকারে মহাভারত প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ন্যায়দর্শন অধীত হইত, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। মহাভারতে গৌতমের নাম ত আছেই, অধিকন্তু, ন্যায়, আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যা, এই তিন শব্দও আছে। কোথাও বা ন্যায় শব্দ, কোথাও বা আন্বীক্ষিকীশব্দ এবং কোথাও বা তর্কবিদ্যা শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে একটী আখ্যায়িকা আছে; সেই আখ্যায়িকায় এক ব্রাহ্মণ ও এক শৃগাল উভয়ের কথোপকথন আছে। তৎপ্রসঙ্গে আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যা এই দুই শব্দের উল্লেখ আছে।

শৃগাল বলিতেছে—

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥

কতিপয় শ্লোকের পর শৃগাল বলিতেছে—

"আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রহ্মযজ্ঞেষু বৈ দ্বিজান্।
তস্যায়ং ফলনিষ্পত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ!"

ইত্যাদি।

ন্যায়শাস্ত্র পড়িলে মরণের পর শৃগাল হয়, এ প্রবাদ বোধ হয় উপরোক্ত বচন উপলক্ষ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

"অমরকোষ" অভিধানে ন্যায়দর্শনের পর্য্যায়ে আন্বীক্ষিকী শব্দ সংকলিত হইতে দেখা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন স্বীকৃতভাষ্যে বিদ্যমান ন্যায়দর্শনকে "আন্বীক্ষিকী" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা" ইত্যাদি। এখন পরিষ্কার বুঝা গেল যে, বিদ্যমান ন্যায়ই আন্বীক্ষিকী। ফলতঃ বৌদ্ধধর্মপ্রচারক গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ে গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, ন্যায়দর্শন কোন্ গৌতমের কৃত। ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যাকার উদ্যোতকর ন্যায়সূত্রকে অক্ষপাদ প্রণীত বলিয়াছেন এবং পরাশর উপপুরাণেও উদ্যোতকর-মতের অনুকূলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্যোতকর বলিতেছেন—

"যদক্ষপাদঃ প্রবরোমুনীনাম্,
শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ,
করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ॥"

উদ্যোতকর এই বলিয়া বার্ত্তিকারম্ভ করায় জানা যাইতেছে, যে তাঁহার মতে ন্যায়সূত্র অক্ষপাদ গৌতমের প্রণীত। পরাশর উপপুরাণেও দেখা যায়, "অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।" এইরূপ বচন আছে। ঐ বচন উদ্যোতকর মতের অনুকূল। প্রদর্শিত প্রণালীর অনুসন্ধানে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, বিদ্যমান ন্যায়দর্শন অক্ষপাদ গৌতমের প্রণীত, কিন্তু অক্ষপাদ কে?

অথবা গৌতম কোন্ ব্যক্তি ? ইনি স্মৃতিকার, বা গোত্রকার কি না ? তাহা উক্ত প্রমাণে অবগত হওয়া যায় না। না গেলেও, অনুমান করা যাইতে পারে যে, ন্যায়দর্শন স্মৃতিকার গৌতমের প্রণীত। গৌতমস্মৃতি পাঠ করিলে অভিজ্ঞ মাত্রেরই মনে হয়, এই স্মৃতি কোন এক যুক্তিপ্রিয় লোকের প্রণীত; বিশেষতঃ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি "যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ" ইত্যাদি বাক্যে অক্ষপাদ গৌতমকে ঋষি বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্মৃতিকার গৌতম লক্ষিত হইতে পারেন।

কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন।

যদ্যপি কপিলের সাংখ্যদর্শনে "ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" এরূপ একটী সূত্র আছে; তথাপি ঐ সূত্রটীর প্রাচীনত্ব অপ্রামাণ্যজ্ঞানাদিত অর্থাৎ ঐ সূত্রটী অন্যের প্রচারিত বলিয়া অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ আদিবিদ্বান্ কপিল যে ঐরূপ সূত্র রচনা করিবেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যাহাই হউক, যখন পরাশর উপপুরাণ "অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ" বলিয়াছেন এবং বেদান্তদর্শনপ্রণেতা ব্যাস যখন "মহদণুগ্রহণাৎ" "মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্" এই দুই সূত্রে কণাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন, তখন আর বৈশেষিক দর্শনকে ও তৎপ্রণেতা কণাদ মুনিকে অন্ততঃ বেদান্তদর্শনের সমসাময়িক না বলিয়া স্থির থাকা যায় না। মীমাংসাদর্শনের "কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ" এই সূত্রেও কণাদের ও গৌতমের শব্দোৎপত্তিবাদ নিরাকৃত হইতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন বেদান্ত ভাষ্যের রত্নপ্রভা নাম্নী টীকায় লিখিত আছে যে, এই দর্শনের রাবণকৃত ভাষ্য ছিল। কোন্ রাবণ তাহা স্থির হউক বা না হউক; ফল কথা, ঐ সকল প্রমাণে ইহার সমধিক প্রাচীনত্ব অবধারিত হইতে পারে।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বৈশেষিক দর্শনকে "ঔলুক্যদর্শন" নামে ব্যবহার করিয়াছেন। উলুকমুনিকৃত বলিয়া নাম ঔলুক্য দর্শন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উলুক ও কণাদ একই ব্যক্তি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রাজে এক উলুক মুনির উল্লেখ আছে। অনেক স্থলে বৈশেষিক মত কাশ্যপীয়

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "কাশ্যপোঽব্রবীৎ" "কাশ্যপীয়াস্ত্বেবং মন্যন্তে" ইত্যাদিবিধ কথা শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। ইহার সম্বন্ধে এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, ন্যায়প্রবর্ত্তক গোতমের পূর্ব্ব, অথচ অতি প্রাচীন কালে কোন কণাদ বা উলুক বা কাশ্যপ কর্ত্তৃক বৈশেষিক দর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

কপিল ও সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শন কপিলপ্রণীত, এ কথা সর্ব্ববিদিত। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর কপিল সম্বন্ধে আমাদের মনে এক মহান সংশয় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, "অন্যস্য চ কপিলস্য বাসুদেবাপরনাম্নঃ স্মরণাৎ" ইত্যাদি, অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রে অন্য এক কপিলের নাম শুনা যায়, ইত্যাদি। বস্তুত অনুসন্ধান করিতে গেলে তিন কপিল ও দুই সাংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক কপিল অগ্ন্যবতার, অপর কপিল ব্রহ্মার মানস পুত্র, এবং অন্য কপিল বিষ্ণুর অবতার ও কর্দ্দম মুনির পুত্র। প্রথমোক্ত কপিল শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হন। দ্বিতীয় কপিল নিম্নলিখিত মহাভারতীয় শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছেন।

"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলোনাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ॥"

তৃতীয় কপিল শ্রীমদ্ভাগবতে সুবিখ্যাত এবং ইনিও সাংখ্যবক্তা বলিয়া তদ্‌গ্রন্থে প্রসিদ্ধ। ইহার সাংখ্যবক্তৃত্ব সম্বন্ধে ভাগবদ্‌গ্রন্থে যে সকল উক্তি আছে তাহার একাংশ এই—

"এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুর্ক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যাগ্র্যায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনম্॥"

শুকদেবের শিষ্য বা প্রশিষ্য গৌড়পাদ স্বামী স্বকৃত সাংখ্যভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মার মানস পুত্র জন্মবিদ্বান্ কপিল সাংখ্য শাস্ত্রের প্রথম উপদেষ্টা। তিনি আসুরি মুনিকে প্রথমে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। এই আসুরি আদিশরীরী ব্রহ্মার মানস পুত্র।

"ইহ হি ভগবান্ ব্রহ্মসুতো কপিলোনাম।
তদ্যথা 'সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
' ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥"
ইত্যাদি ভাষ্যপ্রারম্ভ দৃষ্ট করুন।

সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু স্বকৃত সাংখ্যভাষ্যে বলিয়াছেন, বিষ্ণুঅবতার কপিলই সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। ইঁহার মতে তত্ত্বসমাসসূত্র ও ষড়ধ্যায়ীসূত্র উভয় সাংখ্যই বিষ্ণু অবতার কপিলের কৃত। এই বিষয়ে সর্ব্বোপকারিণী নাম্নী টীকার লেখক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

"স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান ব্রহ্মপুত্র কপিল মহামুনি সংসারনিমগ্ন জীবদিগের উদ্ধারার্থ প্রথমে দ্বাবিংশতিসূত্রাত্মক সংক্ষিপ্ত সাংখ্যের উপদেশ করেন। তাহাতে তত্ত্ব সমূহের সূচনামাত্র করা হইয়াছিল, সেই কারণে তাহা সূত্র। এই আদিসাংখ্যসূত্রই অন্যান্য সাংখ্যের মূল বা বীজ। যতই সাংখ্য থাকুক, সমস্তই ঐ ২২ সূত্রের বিস্তার। ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য, যাহা এক্ষণে সাংখ্যপ্রবচন নামে প্রসিদ্ধ, তাহা ভগবান অগ্ন্যবতার কপিলের কৃতি এবং পূর্ব্বোক্ত ২২ সূত্রের বিস্তৃতি।"

"অথাহত্রাহনাদিক্লেশকর্ম্মবাসনাসমুদ্রপতিতান্ অনাথান্ উদ্দিধীর্ষুঃ পরমকৃপালুঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানো মহর্ষির্ভগবান্ কপিলো ব্রহ্মসুতো দ্বাবিংশতিসূত্রাণ্যুপাদিক্ষদাসুরয়ে। সূচনাৎ সূত্রমিতি হি ব্যুৎপত্তিঃ। তত এতৈঃ সমস্ততত্ত্বানাং সকলষষ্টিতন্ত্রার্থানাং সূচনং ভবতি। ততশ্চেদং সকলসাংখ্যতীর্থমূলভূতম্। তীর্থান্তরাণি তু এতৎপ্রপঞ্চভূতান্যেব। সূত্রষড়ধ্যায়ী তু বৈশ্বানরাতারকপিল প্রণীতা। ইদঞ্চ দ্বাবিংশতিসূত্রী তস্যা অপি বীজভূতা" ইত্যাদি।

যদি টীকাকারের উপরোক্ত অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা পায় এবং আমরাও বলিতে পারি, সাংখ্যদর্শনই এ দেশের সর্ব্বাদিম। সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে রচিত, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পতঞ্জলি ও পাতঞ্জলদর্শন।

পতঞ্জলিকৃত দর্শনের প্রকৃত নাম সাংখ্যপ্রবচন। পরন্তু তাহাকে কপিলকৃত সাংখ্যপ্রবচন হইতে প্রভেদ রাখিবার নিমিত্ত পাতঞ্জল বলা হয়। পাতঞ্জল অর্থাৎ পতঞ্জলির কৃত।

পতঞ্জলি কে? কোন্ সময়ের লোক? ইহার সম্বন্ধে এই পরিচয় পাওয়া যায় যে, ইনি পাণিনীয় ব্যাকরণের ভাষ্য, চরক সংহিতার প্রতিসংস্কার ও যোগসূত্রাপরনামা সাংখ্যপ্রবচন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যথা—

"যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং,
মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাম্,
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥"

চক্রপাণিদত্ত চরকটীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"পাতঞ্জল-মহাভাষ্য-চরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনো-বাক্-কায়-দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥"

যিনি লোক সমূহের যোগের দ্বারা মনের, ব্যাকরণের দ্বারা বাক্যের, ও বৈদ্যকের দ্বারা শরীরের দোষ দূরীকৃত করিয়াছেন সেই মহামুনিকে নমস্কার। পতঞ্জলির সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকর স্থির করিয়াছেন, যে, খৃষ্টের পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দিতে পতঞ্জলি জীবিত ছিলেন। তদনুসারে পাতঞ্জল দর্শন দুই সহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন। বৈশেষিক দর্শন প্রায় এইরূপ কি কিছু অধিক। ন্যায় ও সাংখ্য অন্যূন ২৫০০ বৎসরের পুরাতন।

বেদান্তদর্শনে "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এইরূপ একটী সূত্র আছে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা সামান্যতঃ যোগ ব্যতীত পতঞ্জলিকৃত সাংখ্যপ্রবচন বা যোগসূত্র বুদ্ধিস্থ করা সঙ্গত নহে। টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র "অথ যোগানুশাসনম্" এই প্রথম সূত্রের ব্যাখায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "পতঞ্জলি

প্রাচীন যোগের শৃঙ্খলা মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাই তিনি যোগশাসনং না বলিয়া যোগানুশাসনং বলিয়াছেন। বাচস্পতি এইরূপ বলিয়া তাহার সাধক প্রমাণ দিয়াছেন "হিরণ্যগর্ভোযোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" ইত্যাদি।

পতঞ্জলি মুনির অপর নাম গোনর্দ্দীয়। বোধ হয়, গোনর্দ্দবংশসম্ভূত বলিয়া গোনর্দ্দীয়। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে এক গোনর্দ্দের উল্লেখ আছে এবং পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্য কাশ্মীর দেশেই সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

জৈমিনি ও মীমাংসাদর্শন।

জৈমিনির মীমাংসাদর্শন এক্ষণে পূর্ব্বমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ। ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থের পাঠে অবগত হওয়া যায়, জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য। কেবল ব্যাসশিষ্য বলিলে জৈমিনির অবস্থিতি কাল বোধগম্য করা যায় না। কোন্ ব্যাস? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। সুতরাং একটু অধিক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করিলাম।

মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যলেখক শবরস্বামী। বিদ্যাপতিকৃত পুরুষপরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার জীবনবৃত্ত লিখিত আছে। তৎপাঠে জানা যায়, ইনি শকাব্দা প্রারম্ভের পূর্ব্বের লোক। এতাদৃশ পুরাতন শবর, মীমাংসাদর্শনের "তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ" এই তৃতীয় সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "বৃত্তিকারস্তু অন্যথেমং গ্রন্থং ব্যাচষ্টে।" ইহাতে বুঝা গেল যে, ভাষ্যকারের অনেক পূর্ব্বে বৃত্তিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বৃত্তিকার কে? বলিতেছি। শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠে জানা যায়, মীমাংসা দর্শনের বৃত্তিকার উপবর্ষ মুনি। কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে পাণিনি, কাত্যায়ন, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, এই সকল লোকের উল্লেখ আছে। আচার্য্য শঙ্করস্বামীও অনেক স্থলে "যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ" এইরূপ এইরূপ উক্তির দ্বারা ঐ প্রাচীন পণ্ডিতকে মান্য করিয়া গিয়াছেন। শবরস্বামী ও শঙ্কর স্বকৃত ভাষ্যের স্থানে স্থানে বলিয়াছেন "নাত্মীয়ং মতং দূষয়িতুম্" জৈমিনি আত্মীয়কে দুষিবার অভিপ্রায়ে ঐ কথা বলেন নাই এবং ব্যাসও আত্মীয়কে দূষিবার জন্য ঐরূপ বলেন নাই।

ভাষ্যকারদ্বয় ঐরূপ বলায় পরিষ্কার বুঝা যায়, উহাঁদিগের মতে জৈমিনি ও ব্যাস পরস্পর পরস্পরের বিশেষ আত্মীয়। সে আত্মীয়তা অবশ্যই ভাগবত অনুসারে গুরুশিষ্যসম্বন্ধঘটিত। অতএব, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

ব্যাস ও বেদান্তদর্শন।

ব্যাস ও বেদান্তদর্শন বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বেদান্তদর্শন সর্ব্বপরিচিত। তবে যে ব্যাস বেদান্তদর্শন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি জৈমিনি ও অন্যান্য দর্শনকারের পরবর্ত্তী লোক, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

উপসংহার।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, যেমন পাণিনি মুনির পূর্ব্বেও নাম, ধাতু, উপসর্গ, নিপাত, প্রকৃতি ও প্রত্যয় প্রভৃতি ব্যাকরণঘটিত কথাবার্ত্তা বিদ্যমান ছিল, পাণিনি সেই সকল প্রণালী বদ্ধ করিয়া সূত্র প্রস্তুত করেন, তেমনি, অভিহিত ষড়দর্শনের সূত্র রচনার পূর্ব্বেও দার্শনিক তথ্য সকল সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল, দর্শনকারেরা সেই সকল প্রণালীবদ্ধ করিয়া সূত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই কারণেই, দর্শনকারেরা যেন পরস্পর পরস্পরের কথা বলিতেছেন বলিয়া অনুভূত হয়। অতএব, সেই সেই উল্লেখ দেখিয়া এমন মনে করা উচিত হয় না যে, অমুক দর্শন যখন অমুক দর্শনের কথা বলিতেছেন তখন অমুক দর্শন অমুক দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী। যদি ঐরূপ মনে করেন, তাহা হইলে কখনও কোন দর্শনের পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতা স্থির হইবেক না। আর যদি উপরি উক্ত আনুমানিক কথায় বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে আর কোনও বিষয়ে সংশয় থাকে না।

হিন্দুষড়দর্শনের উদ্দেশ্য।

যদিও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের মতভেদ দৃষ্ট হয়, তথাপি, সকল দর্শনেরই মূল উদ্দেশ্য বা মুখ্য লক্ষ্য এক। অর্থাৎ মোক্ষ। সমাহিত চিত্তে দর্শনগুলি পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, সকলেই মোক্ষপ্রার্থী, সকলেই আত্মজিজ্ঞাসু, এবং সকলেই স্বকৃত কর্ম্মের অনিবার্য্য শক্তির প্রতি বিশ্বাসী। এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সর্ব্বং জ্ঞানং ধর্ম্মিণ্যভ্রান্তং প্রকারে তু বিপর্য্যয়ঃ।" অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রেই স্বকীয় আশ্রয়ে সত্য; পরন্তু প্রকারে অর্থাৎ বিশেষণে বিপরীত অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন "ইদং" জ্ঞান চক্ষুরবগাহিত পদার্থে সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞানের প্রকার অর্থাৎ "রজতং" এই বিশেষণ অন্যথা। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দর্শনকারগণের উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে কোন প্রকার বিসম্বাদ নাই, কেবল সেই লক্ষ্য গমনের উপায়ে বা পথে বিসম্বাদ। প্রধান লক্ষ্য মুক্তি, তাহাকে যিনি যেরূপে বর্ণনা করুন না কেন, অবশেষে দেখা যায়, সকলেরই বর্ণনা, বিষয়দর্শনরাহিত্যরূপ অবস্থাবিশেষে গিয়া পর্য্যবসন্ন হয়। এই মীমাংসাটী নিম্নলিখিত শিবস্তোত্রে অভিহিত হইয়াছে।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত শাস্ত্র, বৈষ্ণব শাস্ত্র, এইরূপ এইরূপ নানাপ্রকার পথ প্রচারিত আছে এবং ঐ সকল পথের পথিকেরা সকলেই মনে করে, আমরা যে পথে, সেই পথ ভাল। মনুষ্যের রুচি বিচিত্র, তদনুসারে পথও বিচিত্র। অর্থাৎ কেবল পথেরই বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। তাহা ঘটিলেও একমাত্র গম্য তুমি। অর্থাৎ যে, যে পথে যাউক, সকলেই তোমাতে যাইবে।

সমুদায় মনুষ্যেরই গম্য তুমি। যেমন জলপ্রবাহ (নদী) সকল ঋজু ও কুটিলভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশ দিয়া গমন করিলেও সকল প্রবাহেরই গম্যস্থান সমুদ্র, সেইরূপ সকলেরই গম্যস্থান তুমি।

অল্প ভাবিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, মোক্ষ কল্পনাটী জীবস্বভাবসুলভ সুখস্পৃহামূলক। সুখ হউক, দুঃখ যেন অণুমাত্র না হয়, এই যে স্বাভাবিক অভিনিবেশ আছে, তাহারই পরাকাষ্ঠা মোক্ষ। যে মানুষ দুঃখে উদ্বেজিত হইয়া চিন্তা করে, অথবা ইচ্ছা করে যে, যদি এমন কোন উপায় প্রতিভাত হয় যে, যে উপায়ে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক রূপে সমুদয় দুঃখ ধ্বংস হইতে পারে, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইতে পারি, সেই মনুষ্যেরই কল্পনায় মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় অভিহিত প্রকারে কল্পিত ও প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়। সকলের চিন্তা ও চিন্তাধিক বুদ্ধি একরূপ নহে। সেই কারণেই ঐ সকল কল্পিত পথের বা উপায়ের অনৈক্য ঘটনা হইয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আত্যন্তিকদুঃখনিবারণ সত্য; পরন্তু যিনি যেমন প্রকারে বুঝিয়াছিলেন, তিনি তেমনি প্রকারের দর্শন প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় স্থির করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে সাংসারিক ও ব্যবহারিক অনেক পদার্থের অনেক প্রকার চিন্তা ও বিষয়বিভাগের বিচার করিতে হইয়াছে এবং সেই সকল বিচারের নিকর্ষ অনুসারে দর্শনসমূহের সেই সেই প্রণালী ও নাম প্রচারিত হইয়াছে।

গৌতমের ও কণাদের, কপিলের ও পতঞ্জলির, দুঃখের প্রতি বড় বিদ্বেষ। তাই তাঁহাদের দর্শনে আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। জৈমিনি ও ব্যাস এই দুই গুরু শিষ্য, সুখের অনুরাগী ছিলেন, তাই তাঁহাদের দর্শনে স্বরূপানন্দপ্রাপ্তি অথবা নিজানন্দের অভিব্যক্তি মোক্ষ পদের অভিধেয়। ইঁহাদের পদার্থনির্ণয়ও ঐ অভিপ্রায়ের অনুগামী। গৌতম সুখ চাহেন না, দুঃখনিবারণ চাহেন, তাই তাঁহার দর্শনে আত্মা আকাশের ন্যায় জড়দ্রব্য, জ্ঞান সুখাদি তাঁহাতে মনঃসংযোগাধীন সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু ব্যাস সুখ চাহেন, তাই তাঁহার দর্শনে আত্মা চিদানন্দরূপী, ইত্যাদি।

এই পুস্তকে যে সকল সূত্রাদি লিখিত হইয়াছে, সে সকল বিচার সহকারে পাঠ করিলে উপরোক্ত রহস্য অল্পমাত্রও অজ্ঞাত থাকিবেক না। বলা বাহুল্য

যে, দর্শন পরম্পরার পাঠে আপাততঃ মতভেদ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ-বাদী বলিয়া প্রতীত হইলেও বিচার চক্ষে দেখিলে সে সকলের উদ্দেশ্যে কোন বিসম্বাদ দৃষ্ট হইবে না। যে কিছু বিসম্বাদ, সমস্তই অবান্তর পদার্থে, মূল পদার্থে নহে। কেন না, সকল দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ।

ন্যায়দর্শন।

—:০:—

"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ" প্রমাণদ্বারা পদার্থ পরীক্ষা করার নাম ন্যায়। অথবা পরপ্রত্যায়নার্থ (অন্যকে বুঝাইবার নিমিত্ত) প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চকের অবতারণ করার নাম ন্যায়। তাদৃশ ন্যায় প্রচুর পরিমাণে উপদিষ্ট হওয়ায় গৌতমকৃত দর্শন ন্যায়দর্শন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ন্যায়ের আধিক্য না থাকিলে গৌতমের দর্শন উপনিষদাদির ন্যায় আধ্যাত্মবিদ্যায় পরিগণিত হইত। ন্যায়ের অন্য নাম আন্বীক্ষিকী। যাহাতে অন্বীক্ষা আছে—তাহা আন্বীক্ষিকী। অন্বীক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ এইরূপ। অনু=পশ্চাৎ। ঈক্ষা=দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান। মিলিতার্থ—এক প্রকারে জানিয়া পশ্চাৎ অন্যপ্রকার জানা—বিশেষ করিয়া জানা। অর্থাৎ যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহা ঠিক্ কি না, বুঝিয়া দেখা। প্রণালী পূর্ব্বক তদ্বিধ অন্বীক্ষা অভিহিত হওয়ায় গৌতমের শাস্ত্র ন্যায়, আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যা নামে প্রচারিত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শন বা ন্যায়শাস্ত্র অতিগম্ভীর ও বহুবিস্তৃত হইলেও, তাহার মূল বা বীজ পাঁচ শত একুশটী মহাবাক্যের অধিক নহে। মহাবাক্যগুলির নাম সূত্র।*

মহামুনি অক্ষপাদ গৌতম ৫২১টী মাত্র সূত্রে যার পর নাই বিশাল ও বিস্তৃত ন্যায়দর্শন রচনা করিয়া যৎপরোনাস্তি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

গৌতমের ন্যায়গ্রন্থে প্রথমাবধি কোথাও ৩।৪ সূত্রে, কোথাও বা ততোধিক সূত্রে এক এক প্রস্তাব সমাপ্ত করিতে দেখা যায়। প্রস্তাব গুলির

---

* "সূচনাৎ সূত্রম্।" বহু অর্থের সূচনাকারী শব্দসন্দর্ভের নাম সূত্র। সূত্রের পরিপূর্ণ লক্ষণ এই যে, "অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ সর্ব্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ।" যদি অল্প কথায় সার বা সিদ্ধান্ত গ্রথিত করা যায়, তাহাতে কোন প্রকার সংশয় স্থানপ্রাপ্ত না হয়, সংশয় হইলে তাহার নিবারণের উপায় সূচিত থাকে; সর্ব্বতোমুখ তর্কের পথ প্রদর্শিত থাকে, একটীও অক্ষর বৃথা নিবিষ্ট না থাকে, পর-পক্ষিবাদের অযোগ্য অর্থাৎ অখণ্ডনীয় যুক্তিজালে আবৃত থাকে, তবেই তাদৃশ মহাবাক্য সূত্র নামের নামী হইতে পারে।

নাম প্রকরণ।* তাদৃশ প্রকরণের কতিপয় কতিপয় প্রকরণে এক এক আহ্নিক।† তাদৃশ আহ্নিকের দুই দুই আহ্নিকে এক এক অধ্যায়। তাদৃশ অধ্যায়ের পাঁচ অধ্যায়ে গৌতমের ন্যায়দর্শন পরিসমাপ্ত।" গণিয়া দেখা হইয়াছে, গৌতমীয় দর্শনে সর্ব্বসমেত ৫ অধ্যায়, ১০ আহ্নিক; ৮০টী প্রকরণ ও ৫২১টি সূত্র আছে। প্রকরণ বা প্রস্তাব গুলির নাম এই—সপ্রয়োজন অভিধেয় (প্রতিপাদ্য)। প্রমাণ-লক্ষণ। প্রমেয়। ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ। ন্যায়াশ্রিত সিদ্ধান্তের আকার। ন্যায়ের লক্ষণ। ন্যায়ের উত্তরাঙ্গ। ন্যায়ানুগত কথা। হেত্বাভাস।‡ ছল। অশক্তিমূলক দোষ।§ সংশয়। প্রমাণসামান্য। প্রত্যক্ষপ্রমাণ। অবয়বী।‖ অনুমানপ্রমাণ। বর্ত্তমানতা। উপমানপ্রামাণ্য। শব্দসামান্যপরীক্ষা। শব্দ অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী। শব্দপরিণাম। শব্দশক্তি। ইন্দ্রিয়সামান্য। দেহবিশেষ পরীক্ষা। প্রমাণ চারের অধিক নহে। শব্দসামান্যপরীক্ষা। চক্ষুরিন্দ্রিয় এক। মন ও আত্মা এক নহে; কিন্তু ভিন্ন। আত্মা অনাদিনিধন। শরীরোৎপত্তির উপাদান। ইন্দ্রিয়পরীক্ষা। ইন্দ্রিয় অনেক। ইন্দ্রিয়ের বিষয়। বুদ্ধি বা জ্ঞান নিত্য নহে।' ক্ষণভঙ্গবাদ। বুদ্ধি আত্মার গুণ। বুদ্ধি উৎপন্নপ্রধ্বংসিনী। বুদ্ধি শরীরের গুণ নহে। মনঃপরীক্ষা। শরীর অদৃষ্টনিষ্পাদ্য অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে উৎপন্ন হয়। প্রবৃত্তি ও দোষসামান্য। দোষ পরীক্ষা। জন্মান্তর। শূন্যবাদ নিরাস। ঈশ্বর জগতের উপাদান নহেন। জগৎ আকস্মিক অর্থাৎ অকারণোৎপন্ন নহে। সমস্ত বস্তু অনিত্য নহে। সমস্ত বস্তু নানাত্মক নহে অর্থাৎ সমান পঞ্চাত্মক নহে। সর্ব্বশূন্যবাদ নিরাস। ফল পরীক্ষা। দুঃখ। মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি। অবয়ব ও অবয়বী। নিরবয়ব বস্তু। বাহ্য বস্তু।

---

* শাস্ত্রান্তর্গত এক এক অংশ প্রকরণ সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। প্রকরণের সম্পূর্ণ লক্ষণ এই যে "শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্। আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ"। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে শাস্ত্রীয় কার্য্যে অবস্থিত এরূপ শাস্ত্রাংশের নাম প্রকরণ।

† অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুবিধার জন্য যে মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবের বিরাম স্থাপনা করা হয়, তাহাই আহ্নিকপদের অভিধেয়। আচার্য্য হেমচন্দ্র আহ্নিকের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"অনান্তরপ্রকরণবিশ্রামে শাস্ত্রপাঠতঃ। আহ্নিকম্"। আহ্নিক ও অধ্যায় গ্রন্থের বিভাগ বিশেষ। অহন্ শব্দে দিন। তদনুসারে বিদ্যমান নৈয়ায়িক দিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, গৌতম শিষ্যদিগের নিমিত্ত ১০ দিনে ১০ বিভাগ সূত্রের দ্বারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই কারণে ঐ সকল বিভাগ আহ্নিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

‡ যাহা প্রকৃত হেতু নহে, অথচ হঠাৎ দেখিলে হেতু বলিয়া বোধ হয়, তাহা। অর্থাৎ যাহা সদোষ হেতু তাহা।

§ আপত্তি খণ্ডন করিতে ও অন্যের উদ্ভাবিত তর্কে দোষ দেখাইতে না পারা।

‖ যাহার অবয়ব তাহা। এ সকল যথাস্থানে বিশদীকৃত হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান-বৃদ্ধি। তত্ত্বজ্ঞান-পরিপালন। সৎপ্রতিপক্ষ*। ষড়্‌বিধ জাতি†। প্রাপ্ত্য প্রাপ্তিসমা জাতি। প্রসঙ্গসমা ও প্রতিদৃষ্টান্তসমা। অনুৎপত্তিসমা। সংশয়সমা। প্রকরণ সমা। অহেতুসমা। অর্থাপত্তিসমা। অবিশেষসমা। উৎপত্তিসমা। উপলব্ধিসমা। অভিমত বাক্যার্থের অপ্রতিপাদক পদার্থ কথন। ৪ প্রকার নিগ্রহ স্থান। স্বসিদ্ধান্তানুরূপ প্রয়োগাভাস। বিশেষ বিশেষ নিগ্রহ স্থান। কথাভাস। প্রতিজ্ঞাঘটিত ও হেতুঘটিত নিগ্রহ স্থান। অনুপলব্ধিসম। নিত্যসম। কার্য্যসম।

ন্যায়দর্শন যেরূপ সুশৃঙ্খল, অন্য কোন দর্শন সেরূপ সুশৃঙ্খল নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই দর্শনে ক্রমনিয়মে বিচার্য্য পদার্থের উল্লেখ, তৎপরে সে সকলের লক্ষণ, অবশেষে সে সমুদায়ের পরীক্ষা অভিহিত হইয়াছে। এ প্রণালী বা এ পরিপাটী অন্য কোন দর্শনে নাই। কেবল বৈশেষিক দর্শনে আছে। বৈশেষিক দর্শন প্রায় ন্যায়দর্শনেরই অনুরূপ। আলোচ্য ন্যায়-দর্শনের প্রথম সূত্রে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য সমুদয় পদার্থের ও তত্ত্বজ্ঞানের ফল উল্লিখিত হইয়াছে। সূত্রটি এই—

প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়-বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাংতত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

সূত্রটির অক্ষরার্থ এই যে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব অসংশয়িত ও অবিপরীত রূপে জানিতে পারিলে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গল লাভ করা যায়। যে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ নামক পরম মঙ্গল লব্ধ হয়; সে পদার্থ পরে বলা হইবে। গৌতম আগে পদার্থ নিচয়ের উদ্দেশ (উল্লেখ), পরে তৎ-সমুদয়ের লক্ষণ, তৎপরে সে সকল লক্ষণ ঠিক কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করিয়াছেন‡। সেইরূপ করাই নিয়ম, সুতরাং তন্নিয়মানুসারে প্রথম সূত্রে যে সকল আলোচ্য পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে সে সকলের লক্ষণও

---

* কেহ হেতু প্রদর্শন করিলে তাহার বিরুদ্ধে হেত্বন্তর উদ্ভাবন করা।

† জাতি শব্দের অর্থ বাদীর বাক্যে দোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করণ। অর্থাৎ প্রতিবাক্য যোগ্য বাক্য। প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিসমা প্রভৃতি সমুদয় শব্দ ঐ শ্রেণীভুক্ত। শব্দগুলির অর্থ যথাস্থানে লিখিত হইবে।

‡ পরীক্ষা, ন্যায় সংযোগে বস্তুতত্ত্ব অনুসন্ধান করা। যাহা দেখা গেল, শুনা গেল, তাহা ন্যায় সিদ্ধ করা। ন্যায় কি তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

যথাক্রমে সূত্র-নামক-মহাবাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে। গৌতমের অভিহিত সেই সেই লক্ষণের সংক্ষেপ অনুভাষা এই—

প্রমাণের লক্ষণ।

যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা। যাহা তাহার করণ * তাহা প্রমাণ। গৌতম চার প্রমাণবাদী। ইনি বলেন, প্রমা ইন্দ্রিয় দ্বারা, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবস্তুজ্ঞানের দ্বারা,† উপমান (তুলনার) দ্বারা, ও বর্ণ শব্দের অর্থাৎ ভাষার দ্বারা ‡ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; সুতরাং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবস্তুজ্ঞান, উপমান (তুলনা) ও শব্দ; এই চার প্রকার প্রমাণ, অতিরিক্ত প্রমাণ নাই। উল্লিখিত চার প্রমাণে যে প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) জন্মে, তাহা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ নামে প্রসিদ্ধ। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের অন্য নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই—

প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।

সূত্রটীর অক্ষরার্থ এইরূপ।—যে জ্ঞান নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়, নির্দ্দোষ ও যোগ্য অর্থ (অর্থ=ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ রূপ রসাদি) উভয়ের সন্নিকর্ষে উৎপন্ন হয়, সেই অব্যপদেশ্য§ অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞী।

---

* করণ, সন্নিকৃষ্ট কারণ। যাহার সাক্ষাৎব্যাপারে বা ক্রিয়ায় কোন কিছু (ফল) নিষ্পন্ন হয় তাহা করণ। কুঠারের সাক্ষাৎ ব্যাপারে বা ক্রিয়ায় দুইভাগ হওয়া সম্পন্ন হয়, সেই জন্য, কুঠার ছেদন রূপ কার্য্যের করণ। প্রস্তাবিত স্থানেও ইন্দ্রিয়াদির সাক্ষাৎ ব্যাপারে জ্ঞান নামী মানসী ক্রিয়া জন্মে বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি তাহার করণ।

† অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ক জ্ঞান বিশেষের সংস্কারের উদ্বোধে (ব্যাপ্তিজ্ঞানের বা অবিনাভাব স্মরণের প্রভাবে)। ইহাকেই অগ্রে যাইয়া অনুমান প্রমাণ বলা হইবে।

‡ বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবের কণ্ঠবিনিঃসৃত শব্দের নাম বর্ণশব্দ। তাহারা যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ধ্বনিবিশেষ উৎপাদন করে, তাহারই ছেদ বা অংশ-বিশেষ বর্ণ নামে প্রসিদ্ধ। তদ্বোধক রেখাসংকেত অক্ষর। অগ্রে যাইয়া এতদ্‌ঘটিত প্রমাণকে শাব্দ প্রমাণ বলা হইবে।

§ অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নামোল্লেখের অযোগ্য। আধুনিক নৈয়ায়িকগণ ইহাকে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ও বিশেষণানবগাহী জ্ঞান, এই দুই সংজ্ঞা দিয়া বুঝাইয়া দেন। এবং সাংখ্যাদি দর্শনে ইহা

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই কোন না কোন প্রকার জ্ঞান জন্মে। তন্মধ্যে সকল জ্ঞান প্রমা নহে। কোন জ্ঞান প্রমা, কোন জ্ঞান ভ্রম ও কোন জ্ঞান সংশয়। ইন্দ্রিয়ের দোষে ও অর্থের (বিষয়ের) দোষে ভ্রম ও সংশয়াদি জন্মে। পরন্তু উক্ত উভয় (ইন্দ্রিয় ও বিষয়) নির্দোষ হইলে প্রমা-ব্যতীত অন্য জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ের দোষ অনেক প্রকার। অর্থের দোষও অনেক প্রকার। তিমিরাদি রোগ, চিত্তের অস্থিরতা, অতিদূরত্ব ও অতি সামীপ্যাদি, এবং আলোকের অভাব ও বিপর্য্যয় প্রভৃতি দোষ নিতান্ত প্রবল। অনেক স্থলেই ঐ সকল দোষে ভ্রান্তি সংশয়াদি জন্মিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক, ও মনঃ, এই ছয় প্রকার। চক্ষুর দ্বারা রূপের, কর্ণের দ্বারা শব্দের, * ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধের, রসনার দ্বারা রসের, ত্বকের দ্বারা স্পর্শের, এবং মনের দ্বারা সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হয়। অপিচ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় মনের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীন ভাবে জ্ঞান জন্মাইতে অক্ষম। অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় ছয়টী, সুতরাং প্রত্যক্ষও চাক্ষুষ, † শ্রাবণ, রাসন, ঘ্রাণ, ত্বাচ ও মানস ভেদে ছয় প্রকার।

আলোচন ও সম্মুগ্ধ নামে প্রথিত। এই জ্ঞান বুঝাইবার জন্য শিশুর ও মূকের জ্ঞান তুলিত হয়। শিশু ও মূক, বস্তু দেখে অথচ নাম ব্যবহার করিতে পারে না। তাহারা যেমন কেবল দেখে, তেমনি ইন্দ্রিয়গণও কেবল দেখে। অর্থাৎ শিশুগণ কেবলমাত্র বস্তুর সামান্য আকার বা ছবি গ্রহণ করে। শিশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণও বস্তুর সামান্য ভাব গ্রহণ করে, পরে মন তাহা উল্লেখের যোগ্য করিয়া লয়। মন সমুদায় জ্ঞান উল্লেখযোগ্য করিয়া লয় বলিয়া, মানস জ্ঞান হইতে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের পার্থক্য বা প্রভেদ প্রদর্শনার্থ, অব্যপদেশ্য বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অব্যভিচারী শব্দের অর্থ যথার্থ। যেমন বস্তু তেমনি জ্ঞান হইলে তাহাকে অব্যভিচারী বলা যায়। ভ্রমজ্ঞান অব্যভিচারী নহে। কিন্তু ব্যভিচারী। বস্তু এক প্রকার, জ্ঞান অন্য প্রকার, সেরূপ হইলে ভ্রম হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হয়। সুতরাং তাহা ব্যভিচারী।

* আকাশে শব্দের উৎপত্তি ও গতি হয়। তাহা বীচিতরঙ্গের অনুরূপিণী অন্যমতে কদম্বকেশরের অনুরূপিণী। বীচি ক্ষুদ্রলহরী। তরঙ্গ ঢেউ। কদম্ব ফুলের কেশর ২।৩ থাক্ বিশিষ্ট। একটার মাথায় আর একটা; তাহার মাথায় আর একটা, এইরূপ থাক বিশিষ্ট। শব্দ নাকি উৎপন্ন স্থান হইতে ঐরূপে দূরবর্ত্তী হয়। অন্যে বলেন, শব্দ জল-তরঙ্গের অনুরূপে উৎপন্ন হইয়া দূরে গমন করে।

† "য এবায়ং কৃষ্ণসারলক্ষণোভূতবিশেষঃ স বাহ্যভূতগুণবিশেষপ্রসাদানুগৃহীতস্তত্তচক্ষুঃ-পূর্ব্বককর্ম্মাপেক্ষঃ" এই অল্প কথায় ন্যায়দর্শনের চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রণালী বর্ণিত আছে। চক্ষু—দেহস্থ শুক্ল-মণ্ডল ষট্‌পটল বটসন্ধিসমন্বিত অংশ বিশেষ। তাহার কাল ভাগ কৃষ্ণসার। ইহাই চোখের মণি বা তারা। তন্মধ্যস্থ দৃষ্টি ভাগ অধ্যাত্মতেজোভূত। এই ভূত আগে বাহ্যভূতে সম্বদ্ধ হয় পরে বাহ্যভূতের তেজঃপ্রতিভাসে অনুগৃহীত হয়। তৎপরে তাহাতে ক্রিয়া বিশেষ জন্মে। ক্রিয়া—চক্ষুঃ রূপগ্রহাভিলাষিণায় চক্ষুঃসংযুক্তরূপবস্তুর রূপপ্রতিভাস বাহিত হওয়া, তাহাই জ্ঞান হওয়া কথার অর্থ।

অনুমান।

অনু = পশ্চাৎ। মান = মিতি অর্থাৎ জ্ঞান। কোন এক বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে তাহার অব্যবহিত পরে যে তৎসহচর অন্য এক বস্তুর জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান অনুমিতি। যেমন ধূম প্রত্যক্ষের পর ধূমধ্বজের (বহ্নির) জ্ঞান। ন্যায় দর্শনের সৃষ্টিকর্তা গৌতম এই মহাধিকার অনুমান প্রমাণের বীজ একটী মাত্র সূত্রে সংরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। সূত্রটী এই—

অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ।

প্রত্যক্ষের পর অনুমান; তাহা প্রত্যক্ষমূলক ও ত্রিবিধ। এক পূর্ব্ববৎ, অপর শেষবৎ, অন্য সামান্যতোদৃষ্ট। অনুমানের প্রত্যক্ষমূলকতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এই যে, মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবহার ক্রমে অমুক অমুকের কারণ, অমুক অমুকের কার্য্য, অমুক অমুকের সহচর (অমুক থাকিলে অমুক থাকিবেই থাকিবে) অমুক অমুকের অবিনাভূত, (অমুক না থাকিলে অমুক থাকে না ও থাকিলে থাকে) অমুক অমুকের স্বরূপসন্নিবিষ্ট এবং অমুক অমুকের সহিত সংযুক্ত হইলে অমুক প্রকার হয়; অমুকের পরিণাম অমুক; এই সকল প্রত্যক্ষ করে ও সে সকলের সংস্কার তাহাদিগের আত্মায় সংগৃহীত হইতে থাকে। এই শ্রেণীর জ্ঞান নৈয়ায়িক দিগের ভাষায় ব্যাপ্তিজ্ঞান নামে প্রথিত। ব্যাপ্তিজ্ঞান-সম্পন্ন লোক কোন কিছু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার তদবিনাভূত বা তৎসম্বদ্ধ পদার্থের জ্ঞান জন্মে। কেন জন্মে? তাহা সংক্ষিপ্ত টীকায় বলা হইল। প্রোক্ত নিয়মেই ধূমকারণ বহ্নি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচরে থাকিলেও ধূম দর্শনের অব্যবহিত পরে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। সেই কারণে ন্যায়গ্রন্থে ব্যাপ্তিজ্ঞান ভাবী অনুমিতির কারণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। অপিচ, একই অনুমানের পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ ব্যাপ্তিরই বিভাগ অনুসারে স্থিরীকৃত হয়।

---

* ব্যাপ্তিনিশ্চয় সহচার দর্শন ও ভূয়োদর্শন মূলক। বার বার দেখিতে দেখিতে স্থির হয়, বহ্নি ধূমের সহচর। সেই স্থিরতার দ্বারা অন্য সময়ে ধূম দর্শনের পর ধূমসহচর বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। ব্যাপ্তি স্থির থাকিলে ব্যাপ্য দর্শনের পর ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, পরে তাহারই প্রভাবে তদ্ ব্যাপকের জ্ঞান আগমন করে। গৌতমীয় ন্যায়ের এই ব্যাপ্তি কাণ্ড ইংরাজী ন্যায়ের ইন্‌ডক্‌টিব ও অনুমান কাণ্ড ডিডক্‌টিব।

পূর্ব্ব শব্দের অর্থ কারণ। কারণ পদার্থ যে অনুমানের বিষয়, বা মূল, সে অনুমান পূর্ব্ববৎ। বৃষ্টির কারণ মেঘোন্নতি, সেই জন্য, মেঘোন্নতি দেখিলে "বৃষ্টি হইবে" ইত্যাকার অনুমিতি হয়। শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। কার্য্য পদার্থ যে অনুমান জ্ঞানের বিষয়, বা মূল, সে অনুমান শেষবৎ। বৃষ্টি নদীকে পূর্ণ করে, স্রোতঃ বাড়ায়; সুতরাং নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের বৃদ্ধি দেখিলে, "দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে," ইত্যাকার অনুমিতি জন্মে। সামান্যতোদৃষ্ট শব্দে সমান জাতীয় পদার্থের দর্শন। তদনুসারিণী ব্যাপ্তির সামর্থ্যে নিত্য পরোক্ষ বস্তুর অনুমিতি হইয়া থাকে। এই অনুমিতি সামান্যতোদৃষ্ট নামে প্রসিদ্ধ। যাহা যাহা ক্রিয়া, তাহার তাহারই করণ আছে। যেমন ছেদন একটী ক্রিয়া, তাহার করণ দাত্র। দাত্রের ব্যাপারেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছেদন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাহা দেখিয়া দেখিয়া স্থির করা হয় যে, ক্রিয়া মাত্রেরই করণ আছে। জ্ঞানও এক প্রকার ক্রিয়া (মনের পরিস্পন্দ), সে জন্য তাহারও কোন না কোন এক প্রকার করণ আছে। যাহা তাহার করণ, তাহাই ইন্দ্রিয় নামে পরিভাষিত। ইন্দ্রিয় কস্মিন্ কালে কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। সেজন্য, তাহা নিত্যপরোক্ষ। নিত্যপরোক্ষ হইলেও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে তাহার সত্তা অনুভবারূঢ় করা হয়। গতি থাকায় এক ব্যক্তি এখন এখানে ও সময়ান্তরে অন্য স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে স্থানান্তর প্রাপ্তির সহিত গতির ব্যাপ্তি পরিগ্রহ করিয়া সামান্যতোদৃষ্টানুমানে আদিত্যের গতি অনুভব করা যাইতে পারে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে। পৃথিবীও কার্য্য, সেজন্য পৃথিবীরও কারণ আছে। সে কারণ কে? সে কারণ ঈশ্বর। জগৎকার্য্যের কারণতা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব। অতএব, ঈশ্বরসদ্ভাবপ্রতীতিও সামান্যতোদৃষ্টানুমানের ফল। অন্যে বলেন, কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ জানা না থাকিলেও বিশেষণাম্বয়ক্রমে বিশেষ্য বিশেষের প্রতীতি হওয়া সামান্যতোদৃষ্টানুমানের ফল। তন্মতে বলাকাবস্থান দৃষ্টে তন্নিকটে জলাশয় থাকায় জ্ঞান হওয়া সামান্যতোদৃষ্টানুমানের উদাহরণ। ফল কথা, নিত্যপরোক্ষ বস্তু মাত্রেই সামান্যতোদৃষ্টানুমান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ অনুমান প্রমাণের শাখা প্রশাখা অসংখ্য এবং ইহার অধিকারও অসীম। অক্ষপাদ মুনি তদ্বিধ অনন্তপ্রভেদ ও বহুশাখ অনুমান প্রমাণের লক্ষণ একটী মাত্র সূত্রে উপদেশ করায় বিদ্যমান কালে তাহার বোধার্থ টীকা স্থানীয় শত শত গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা তাহার স্থূল-পাতা পুস্তকে যতটুকু সম্ভব তত টুকুই বলিলাম।

উপমানপ্রমাণ।

প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।

যে স্থলে সাধ্য বা বিজ্ঞাত বস্তু প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ বিজ্ঞাত পদার্থের সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রদর্শন দ্বারা সাধিত হয়, তদ্বিষয়ক বোধ উৎপাদন করা হয়, সে স্থলের সেই সাদৃশ্য জ্ঞান উপমান ও তৎপ্রসূত জ্ঞান উপমিতি। "গবয় গোসদৃশ" এই উপমান বাক্যের দ্বারা (তুলনার দ্বারা) গবয় পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। গবয় এক প্রকার বন্য পশু, তাহা দেখিতে গোসদৃশ। উপমান প্রমাণের ফল নামজ্ঞান। গবয়ে যে গোসাদৃশ্য আছে, দ্রষ্টা তাহা চক্ষুর দ্বারাই দেখে; পরন্তু ইহা গবয় নামক পশু, এ জ্ঞান তাহার গোসদৃশ গবয়, এই উপমানের বা তুলনার দ্বারা জন্মে। উপমানের অধিকার তত অধিক বিস্তৃত নহে।

শব্দপ্রমাণ।

শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বর্ণ শব্দই প্রমাণ। বর্ণ শব্দের উচ্চারণ (বাক্য) যে প্রকারে শ্রোতার অন্তরে প্রমাজ্ঞান উৎপাদন করে, সে প্রকার বা সে প্রণালী গৌতমীয় ন্যায় দর্শনের একটী মাত্র সূত্রে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।

আপ্তোপদেশ অর্থাৎ আপ্তবাক্য। তাহা বস্তুযাথাত্ম্যবোধ জন্মায় বলিয়া শব্দ-নামধের প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হউক বা না হউক, যে স্থলে কেবল মাত্র শব্দোল্লেখের দ্বারা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সে স্থলে সে শব্দ প্রমাণ ও সে বোধ প্রমা। এই মহাধিকার প্রমাণটী জগদ্ব্যাপী, ত্রিকাল ব্যাপী ও ঋষি, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, সমুদায় মনুষ্যের উপজীব্য। এ প্রমাণ না থাকিলে মুহূর্ত্তেকের জন্যও ব্যবহার কার্য্য চলিত না।

বাক্যমাত্রেই কোন না কোন জ্ঞান জন্মায়। পরন্তু সকল বাক্য প্রমিতির জনক নহে। অর্থাৎ সত্যজ্ঞান প্রসব করে না। যাহা আপ্তবাক্য, তাহাই যথার্থ জ্ঞানের জনক। আপ্তি শব্দের অর্থ পাওয়া—জ্ঞানে পাওয়া। যে পুরুষ লৌকিক প্রত্যক্ষে, অলৌকিক প্রত্যক্ষে, আর্ষ-বিজ্ঞানে, যোগজপ্রত্যক্ষে, অথবা নির্দোষ অনুমানে বস্তু পাইয়াছে অর্থাৎ বিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই পুরুষই শাস্ত্রীয় ভাষায়

আপ্ত নামে প্রখ্যাত। * তিনি যে স্ববিজ্ঞাত বস্তু অন্যকে বুঝাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ আপনার জ্ঞান অন্যে সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত শব্দ প্রয়োগ করেন, সেই প্রযুজ্যমান শব্দসমূহ বাক্য নামের নামী। সেই বাক্য এতন্মতে আপ্ত। এই আপ্ত প্রণীত বাক্য যথার্থ জ্ঞানের জনক। অর্থপ্রত্যায়ক বর্ণ শব্দের নাম পদ। বাক্য তাহার সমষ্টি। বাক্যস্থ পদগুলি আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্য † অনুসারে উচ্চারিত না হইলে শ্রোতাকে বক্তার অভিপ্রেতার্থ বোধনে ক্ষমবান্ হয় না। শ্রোতারও শব্দনিবহের শক্তি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শব্দ-শক্তি জানা না থাকিলে কদাপি সে অন্যোচ্চারিত বাক্যের অর্থ বুঝিবে না। সে জন্য নির্দ্ধারিত আছে, বাক্য আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও বক্তার তাৎপর্য্য অনুসারে উচ্চারিত হইয়া শব্দশক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন শ্রোতার চিত্তে স্বার্থপ্রমিতি উৎপাদন করে। শব্দশক্তি কি? শব্দশক্তি অপর কিছু নহে, শব্দশক্তি অর্থের সহিত শব্দের বোধ্যবোধক সম্বন্ধ। অথবা তাহা অমুক শব্দে অমুক অর্থ বুঝিতে হইবে, ইত্যাকার সংকেত বিশেষ। সঙ্কেত সনাতন ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ। যাহা সনাতন সংকেত তাহা শক্তি নামে এবং যাহা আধুনিক সংকেত তাহা পরিভাষা ও সংজ্ঞা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

মনুষ্য, শব্দের, সনাতন ও আধুনিক দ্বিপ্রকার সংকেতরূপা শক্তির বৃদ্ধ-ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা সেই সেই উপলক্ষে পরিচয় লাভ করিয়া থাকে। ‡ এই মহাধিকার প্রমাণের বিষয় এত বিস্তৃত, এত দুরববোধ ও এত

---

* যে পুরুষের ভ্রম প্রমাদ প্রতারণেচ্ছা ও করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি কোন প্রকার দোষ নাই, সেই পুরুষ আপ্ত। ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকার বলেন, যাহারা যে বিষয় সাক্ষাৎকার করিয়াছে, তাহারা সেই বিষয়ে আপ্ত। আপ্তের সর্ব্বসম্মত লক্ষণ এই—"স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যো রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ। জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্ন আপ্তো জ্ঞেয়ঃ স এব হি।"

† আকাঙ্ক্ষা—কথনের পর্য্যবসান বা শেষ না হওয়া। যেমন দ্বারং বলিলে বলা শেষ হয় না, পিধেহি বলার আবশ্যক হয়। আসত্তি—অব্যবধানে সম্বন্ধিপদের উল্লেখ বা বিন্যাস। যেমন দ্বারং শব্দের পরেই পিধেহি পদের বিন্যাস প্রয়োজনীয়। যোগ্যতা—অবাধিতার্থ পদের প্রয়োগ। জলসিঞ্চন, এই প্রয়োগ অবাধিত কিন্তু বহ্নিসিঞ্চন বলিলে বাধিতার্থ পদের প্রয়োগ হইবে। তাৎপর্য্য—বক্তার অভিপ্রায়। এই অঙ্গটীই প্রধান। কেন না মনুষ্য অন্যের প্রতি আপনার অভিপ্রায় আহিত করিবার জন্য অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতা অন্যে সঞ্চারিত করিবার জন্য বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

‡ "শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্তবাক্যাৎ ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্বিবৃত্তের্ব্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥"

ব্যাকরণের, উপমানের, কোষের অর্থাৎ নাম মালাদির, আপ্তবাক্যের, বৃদ্ধব্যবহারের,

অধিক যে, পরভাবী নৈয়ায়িকগণ এই প্রমাণের বিষয় বুঝাইবার জন্ত শত শত গ্রন্থরচনা করিয়াও বুঝাইতে ও শেষ করিতে পারেন নাই।

প্রমেয়।

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণে যে যে বস্তুর জ্ঞান জন্মে, সেই সেই বস্তুই প্রমেয়। প্রমেয় পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিভাগ ১২। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অর্থ (রূপাদি), বুদ্ধি, ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (পুনর্জ্জন্ম), ফল, (জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি) দুঃখ, অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি। এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের কোন প্রমেয় প্রত্যক্ষের, কোন প্রমেয় অনুমানের, কোন প্রমেয় উপমানের, এবং কোন প্রমেয় শব্দের অর্থাৎ আপ্তবাক্যের অধিকারভুক্ত। মূল ন্যায়দর্শনে এই সমস্ত প্রমেয়ের যথাযথ লক্ষণ ও পরীক্ষা বর্ণিত আছে॥

সংশয়।

অনিশ্চিত জ্ঞানের নাম সংশয়। তাহা "ইহা অমুক কি অমুক" ইত্যাকারে প্রথিত হইয়া থাকে।

প্রয়োজন।

জীব যদুদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিমান্, অর্থাৎ লোক সকল যাহার আশায় কার্য্যপ্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন। প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সুখ মুখ্য ও সুখলাভের উপায় গৌণ। পক্ষান্তরে তাহা শাস্ত্রজগতে দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে দ্বিবিধ। দৃষ্ট প্রয়োজন লৌকিক ও অদৃষ্ট প্রয়োজন লোকোত্তর অর্থাৎ পারলৌকিক। প্রয়োজনের প্রভাবেই প্রাণিজগৎ দিন দিন উন্নত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত।

কি বাদী কি প্রতিবাদী, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, যাহা সকলেই জানে, মানে ও বুঝে, তাহা দৃষ্টান্ত পদের অভিধেয়। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে ব্যাপ্তিসম্বেদনভূমি বলিয়া উল্লেখ করেন। ব্যাপ্তি দুই বা ততোঽধিক পদার্থের অবিনাভাব। সম্বেদন অসন্দিগ্ধ জ্ঞান। ভূমি অর্থাৎ উদ্ভবস্থান। যাহা

প্রসিদ্ধ পদের একাধিকরণ্যে ও সন্নিধির দ্বারা শক্তশক্তির জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এ বিষয়ে অনেক বক্তব্য রহিল, গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে বলা হইল না।

দেখিয়া সার্ব্বজনীন অসন্দিগ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে, তাহাই সার্ব্বজনীন দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তই ন্যায়ের প্রাণ বা প্রধান অঙ্গ।

সিদ্ধান্ত।

যে অর্থ শাস্ত্রকারেরা বিচারপূর্ব্বক অবধারণ করেন, প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত চার প্রকার। সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম। যাহা সমুদয় শাস্ত্রে স্বীকৃত অথবা যাহা বাদী-প্রতিবাদী উভয়ের স্বীকৃত, তাহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যাহা কোন এক শাস্ত্রে স্বীকৃত, কিংবা বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে একের স্বীকৃত, তাহা প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যে স্থলে কোন কিছু সপ্রমাণ বা সিদ্ধ হইলে তৎসঙ্গে অন্য কিছু সপ্রমাণ সিদ্ধ বা হওয়া অবশ্যম্ভাবী ; এবং যাহার সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-সিদ্ধ অর্থ অন্যথা হইয়া যায়, সে স্থলে সে সিদ্ধান্ত অধিকরণসিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য। যথা ন্যায়াদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়ের অনেকত্ব। যে যাহা করে সে তাহার উপাদান প্রভৃতি সমস্তই জানে। সুতরাং সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ইত্যাদিবিধ সিদ্ধান্ত অধিকরণসিদ্ধান্তের পক্ষভুক্ত। যে স্থলে উল্লেখ না থাকিলেও, পরিষ্কার কথা না থাকিলেও, পরীক্ষার দ্বারা লব্ধ হয়, পাওয়া যায়, সে স্থলের তাদৃশ সিদ্ধান্ত অভ্যুপগম নামে খ্যাত। গৌতম ইন্দ্রিয়-নির্দ্দেশ সূত্রে মন ইন্দ্রিয় কিনা তাহা বলেন নাই। না বলিলেও পরীক্ষার দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের অধিকারভুক্ত।

অবয়ব।

ন্যায়ের বা পরার্থানুমানের বিশেষ বিশেষ অংশ অবয়ব নামে* প্রসিদ্ধ। যে যে শব্দসমূহে (বাক্যে) সাধনীয় পদার্থের সিদ্ধি (বুঝা, বা বুঝান) সমাপ্ত হয়, সেই সেই শব্দসমূহ (বাক্য) অবয়ব। গৌতমের ন্যায়দর্শনে অবয়বের সংখ্যা পাঁচ। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচ অবয়বের গৌতমসূত্রোক্ত লক্ষণ এই—

সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।

উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ।

---

* প্রথম প্রথম বা খুব প্রাচীনকালে ন্যায় বা পরার্থানুমান দশ অবয়বে সমাপ্ত হইত। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচ, এবং তদতিরিক্ত সংশয়, জিজ্ঞাসা, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন, সংশয়ব্যুদাস, ই এ

সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ। তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং ব্যতীরেক্যুদাহরণম্।
উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ।
হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্।

সূত্রগুলির অক্ষরার্থ এইরূপ।—যাহা সাধিতে বা সিদ্ধ করিতে হইবে, বুঝাইতে বা বুঝিতে হইবে, তাহার উল্লেখ অর্থাৎ তদ্বোধক শব্দব্যূহের প্রয়োগ প্রতিজ্ঞা-নামক প্রথম অবয়ব। সম্মুখে এক পর্ব্বত, দেখা না গেলেও তাহাতে বহ্নি থাকা সিদ্ধ বা সপ্রমাণ করিতে হইবে, সেই কারণে প্রথমতঃ এইরূপ তদ্বোধক বাক্য স্থাপনা করা হয়। "পর্ব্বতোবহ্নিমান্"—"এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে।" এই সাধ্যনির্দ্দেশাত্মক প্রথম বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা স্থাপনের পর হেতুপ্রদর্শন। যাহা সাধ্যের সাধক, তাহার সাধন, হেতু, জ্ঞাপক, লিঙ্গ (চিহ্ন), এই সকল পর্য্যায় শব্দ আছে। ধূম বহ্নির জ্ঞাপক, সুতরাং ধূমের সত্তাব ধূমমূলে বহ্নিসত্তাব জানায়। ধূম বহ্নিসত্তাব জানায় বলিয়া "বহ্নি আছে" এই নির্দ্দেশের পর তাহার সাধক ধূমের উল্লেখ করিতে হয়। "ধূমবত্বাৎ"—"যেহেতু ধূম আছে।" এই হেতু নামক অবয়ব দ্বিতীয়, ইহা উদাহরণ-বিজ্ঞাত সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অনুসারে দ্বিবিধ। সাধর্ম্ম্য শব্দের অর্থ অন্বয় এবং বৈধর্ম্ম্য শব্দের অর্থ ব্যতিরেক। তদনুসারে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী, হেতু দ্বিবিধ লব্ধ হয়। থাকিলে থাকে, এরূপ স্থলগুলি অন্বয়ের এবং তাহার বিপরীত স্থলগুলি ব্যতিরেকের উদাহরণ। যাহা ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্মস্থান, যে স্থান হইতে ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব জানা হইয়াছে, সেই ব্যাপ্তি-সম্বেদন স্থলগুলি "উদাহরণ" নামের নামী। অগ্রে গিয়া ইহাকে অনুমানের তৃতীয় অবয়ব বলা হইবে। উদাহরণে যদি অন্বয়ব্যাপ্তি দেখিয়া থাক, তবে অন্বয়ী হেতু প্রয়োগ করিবে। যদি ব্যতিরেকব্যাপ্তি দেখিয়া থাক, তবে

পাঁচ। প্রয়োজন হেয় ও উপাদেয় বোধ, সেই বোধ হইতে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা, তাহা হইতে সংশয়—ইহা এরূপ কি না। শক্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ প্রমাণ সকল যথার্থ জ্ঞানের জনক, ইত্যাকার বোধ। সংশয়ব্যুদাস—অর্থাৎ সেই সেই বিষয়ের অনুকূলে তর্ক। বৈদান্তিক-গণ বলেন, ন্যায় ত্র্যবয়ব। পঞ্চ অবয়ব-প্রয়োগের অনুমাত্রও প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, অথবা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উপনয়, এই তিন অবয়বেই যথেষ্ট হয়। অবয়ব শব্দ অংশবাচী। একার্থপ্রতিপাদক ন্যায়-নামক মহাবাক্যের অংশ পাঁচ, মতান্তরে তিন, সেইজন্য সেই পাঁচ বা সেই তিন অংশ অবয়ব সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ব্যতিরেকী হেতু স্থাপন করিবে। অন্বয় শব্দের অপর অর্থ সহভাব বা সহাবস্থান। পাক শালার বহ্নিধূমের অন্বয় (সহাবস্থান) দেখিয়াছ। সুতরাং বহ্নিসাধ্যক অনুমানে তৎসহচর ধূমের উল্লেখ করিবে। বহ্নি না থাকিলে ধূমও থাকে না, ইহাও দেখিয়াছ; সে অনুসারে ধূমাভাবসাধ্যক অনুমানে বহ্ন্যভাব হেতু প্রয়োগ করিবে।

দৃষ্টান্তপ্রদর্শনযোগ্য বাক্যপ্রয়োগ উদাহরণ নামক তৃতীয় অবয়ব। ইহাও সাধ্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অনুসারে দ্বিবিধ। অর্থাৎ অন্বয়ী উদাহরণ ও ব্যতিরেকী উদাহরণ। বহ্নিসাধ্যক ও ধূমহেতুক অনুমানে মহানস (রন্ধনশালা) অন্বয়ী উদাহরণ। আত্মসাধ্যক ও প্রাণবত্ত্বহেতুক অনুমানে ঘটপটাদি সমুদায় জড়পদার্থ ব্যতিরেকী উদাহরণ। উদাহরণ পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপ্তির স্মারক। উদাহরণের রচনা এইরূপ। যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, যথা মহানসঃ। যে যে ধূমবিশিষ্ট, সে সে বহ্নিবিশিষ্ট, যেমন মহানস। ধূম বহ্নির সহচর ইহা স্থির থাকায়, ধূমবিশিষ্ট পদার্থ দেখিলে অবশ্যই মনে হইবে, ইহা বহ্নিবিশিষ্ট। "ইহা বহ্নিবিশিষ্ট" এ জ্ঞান অসন্দিগ্ধ অর্থাৎ প্রমা (সত্য)।

উদাহরণ-পরিজ্ঞাত ব্যাপ্তি অনুসারে, হয় "তথা" "ইহাও সেইরূপ" না হয় "ন তথা" "ইহা সেইরূপ নহে।" ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করার নাম "উপনয়"। বিভাগ এই যে, অন্বয়ব্যাপ্তি অনুসারে তথা অর্থাৎ সেইরূপ এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি অনুসারে ন তথা অর্থাৎ সেরূপ নহে, বলা আবশ্যক হয়। এই উপনয় নামক চতুর্থ অবয়ব উদাহরণের পর উল্লেখ বা স্থাপন করিতে হয়। যো যো ধূমবান স স বহ্নিমান; যথা মহানসঃ ইহার পরেই যোজনা—অয়ং তথা, এই পর্ব্বতও সেইরূপ অর্থাৎ ধূমবান্।

পুনর্ব্বার হেতু কথন পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার উল্লেখ করা নিগমন নামক পঞ্চম অবয়ব। এই পঞ্চম অবয়ব যতোহয়ং পর্ব্বতো ধূমবান্ ততোহয়ং বহ্নিমান্—যেহেতু এই পর্ব্বত ধূমবিশিষ্ট, সেই হেতু ইহা অবশ্যই বহ্নিবিশিষ্ট, ইত্যাকারে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

বর্ণিত প্রকারের পঞ্চাবয়ব মহাবাক্য ন্যায় ও পরার্থানুমান এই দুই নামে পরিভাবিত। এই ন্যায় অবোধের বোধ উৎপাদন, সন্দিগ্ধের সন্দেহ ভঞ্জন ও ভ্রান্তের ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ। ইহারই দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুর পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই বিদ্যার নাম ন্যায়বিদ্যা ও আন্বীক্ষিকী। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, এই ন্যায়বিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যার প্রদীপ।

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" ॥

গৌতমোক্ত পরম ন্যায় সূত্রগ্রথিত বলিয়া নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। তাহাতে যে সকল তথ্য সূচিত হইয়াছে, বিচার স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের গ্রন্থে বিশদীকৃত হইতে দেখা যায়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, আমরা কেবল দিগ্‌দর্শনার্থ ন্যায়ের কতকটা স্থূল কথা মাত্র বর্ণন করিলাম।

তর্ক।

তর্ক দ্বিবিধ। এক বিষয়সংশোধক, অপর ব্যাপ্তিগ্রাহক। তর্কই প্রত্যক্ষের, অনুমানের, উপমানের ও শব্দের বিষয় পরিশোধন করে। অর্থাৎ অভিধেয় বিষয়ে সংশয়াদি অপনয়ন করে। এবং যাহার সহিত যাহার অকাট্য অবিনাভাব, তাহা স্থির করিয়া দেয়। তর্ক ও তাহার প্রয়োগরীতি অনেক প্রকার। অনেক প্রকার হইলেও তর্কসাধারণের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই—অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞানার্থ, অনবধৃত পদার্থের অবধারণার্থ ও প্রমাণসমর্পিত পদার্থের স্থিরতা বা অব্যভিচারিতা প্রদর্শনার্থ কারণাদির উন্নয়ন (ঊহ) করার নাম তর্ক।

একটী উদাহরণ। জন্ম কিংমূলক! যদি অনিত্যকারণমূলক হয়, তবে তাহার উচ্ছেদে অবশ্যই জন্মপ্রবাহের উচ্ছেদ হইবে। জন্ম যদি নিত্যকারণমূলক অথবা আকস্মিক হয়, তাহা হইলে কোনও উপায়ে জন্মপ্রবাহের উচ্ছেদ বা অবরোধ হইতে পারে না। যখন শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় প্রমাণে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জন্মপ্রবাহের বিরাম (নিরোধ) হওয়া পাওয়া যাইতেছে, তখন জন্ম নিত্যকারণমূলক নহে। যাহা জন্মের মূল, তাহা নশ্বর, সুতরাং তাহা উপায় বিশেষের নাশ্য। এ স্থলে কারণের উন্নয়ন বা সমর্থনকারী প্রদর্শিত প্রকারের তর্ক শাস্ত্রসমর্পিত জন্মবিরামের দৃঢ়ীকার করিতেছে।

তর্কের লক্ষণ প্রকারান্তরে দর্শিত হইতে পারে। তদ্‌যথা—ব্যাপকের (সাধ্যের) অভাব নিশ্চয় থাকিলেও ব্যাপ্যের (সাধনের বা হেতুর) আরোপ করিয়া ব্যাপকের অভাব প্রসঞ্জিত করা তর্ক নামে খ্যাত। তাহার প্রয়োগ এইরূপ "বহ্নি না থাকিলে, ধূম থাকিত না। কারণ, বহ্নিমাত্রেই ধূমব্যাপ্ত" ইত্যাদি। ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব সিদ্ধ থাকিলে ব্যাপ্য অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ মানিয়া লইয়া ব্যাপকের উন্নয়ন করাও তর্ক নামের নামী। যেমন, "এ স্থলে যদি ঘট থাকিত তবে দেখিতে পাইতাম। পর্ব্বত যদি নির্ব্বহ্নি হইত তবে নির্ধূমও হইত" ইত্যাদি।

দোষোন্নয়নকারী বলে। তাহা তর্ক একাদশবিধ। যথা উহাকে—ব্যাঘাত,

আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রতিবন্ধিকল্পনা, লাঘব, গৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ ও বৈজাত্য *। কেহ কেহ বলেন, প্রতিবন্ধিকল্পনাদি পাঁচ প্রকার তর্ক নহে, তর্কের ন্যায় ফলপ্রদ বলিয়া তর্ক নামে ব্যবহার করা হয়। যেমন "বিনিগমনাবিরহ" তর্ক নহে; অথচ প্রমাণের উপকারী বলিয়া তর্ক স্থলে গৃহীত হয়। [বুদ্ধি একতরগ্রাহিণী না হইলে "বিনিগমনাবিরহ" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] ঐ সকল তর্কের দ্বারা উৎপত্তির, স্থিতির ও জ্ঞানের বাধা দেওয়া হইয়া থাকে। যেস্থলে ঐ সকল তর্ক আক্রম না করে, সেই স্থলে প্রস্তাবিত বিষয় শুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, অন্যথা সদোষ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

তর্ক নিজে প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের সহায়। তর্কের দ্বারাই প্রমাণোপস্থাপিত বিষয় শোধিত ও ব্যাপ্তির (অবিনাভাবের) নিঃসন্দিগ্ধ অবধারণ হয়। উক্ত লক্ষণান্বিত তর্ক প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। অনুকূল ও প্রতিকূল। যাহা প্রমাণের সহায় তাহা অনুকূল, যাহা তাহার বিপরীত তাহা প্রতিকূল। প্রতিকূল তর্কের অন্য নাম কুতর্ক। কুতর্কের নামান্তর বিরুদ্ধতর্ক, অসৎতর্ক, তর্কাভাস, ইত্যাদি।

নির্ণয়।

যাহা প্রমাণের ফল তাহা নির্ণয়। নির্ণয়ের লক্ষণ এইরূপ,—যাহা পক্ষ প্রতিপক্ষের (বাদী বিবাদীর) বিবাদের পর স্থিরীকৃত হয়, তাহা নির্ণয়।

---

* নিজের কথায় নিজবাক্যের বাধ হওয়া ব্যাঘাতের উদাহরণ। যেমন "আমার জিহ্বা নাই" "এ বন্ধ্যাতনয়" ইত্যাদি। অন্যে বলেন, এক পদার্থকে এক প্রকার বলিয়া পরে অন্য প্রকার বলাও ব্যাঘাত দোষের স্থল। যেস্থলে আপনিই আপনার সিদ্ধির আশ্রয় হয়, সেই স্থলগুলি আত্মাশ্রয়ের উদাহরণ। যেমন—"মনুষ্যই মনুষ্য" এরূপ বলিলে মনুষ্যলক্ষণ বলা হয় না। আত্মাশ্রয় *দোষ তাহার প্রতিবন্ধক হয়। মনুষ্য কি? জিজ্ঞাসা করিলে, "যে মনুষ্যত্ববিশিষ্ট সেই মনুষ্য" এরূপ প্রত্যুত্তর দিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আপতিত হয়। কেননা মনুষ্যত্বজ্ঞান মনুষ্যজ্ঞানসাপেক্ষ ও মনুষ্যজ্ঞান মনুষ্যত্বজ্ঞান সাপেক্ষ। জ্ঞানে, উৎপত্তিতে ও অবস্থিতিতে পরস্পর অপেক্ষা থাকিলেই তাহা অন্যোন্যাশ্রয়ের স্থল হয়। "এ জিনিসটী কার?" "প্রত্যুত্তর আমার প্রভুর।" "কে তোমার প্রভু?" প্রত্যুত্তর "যাহার এই জিনিস।" এখানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষে দ্রব্যস্বামী কে তাহা জানা গেল না। যে স্থলে কেবল চক্রের ন্যায় বাক্‌পথে ভ্রমণ করা হয়, মূল স্থির হয় না, সেই স্থলগুলি চক্রক দোষের উদাহরণ। অন্যোন্যাশ্রয়ের উপর দুই একটা বিশেষণ বাড়িলেই চক্রক হইয়া থাকে। বঙ্গ ভাষায় চক্রকের উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য। দশ কথায় বলা অপেক্ষা দুই এক কথায় বলা লাঘব। এক কথার জিনিস দশ কথায় বলা গৌরব। ইত্যাদি।

বাদ।

তত্ত্ববুভুৎসু দিগের কথাপ্রসঙ্গ বাদ। অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় অভিপ্রায়ে এক পক্ষ হইতে প্রমাণ বিন্যাস, ও অপর পক্ষ হইতে তাহার খণ্ডন, এরূপ বাক্ প্রপঞ্চের নাম বাদ।

জল্প।

জিগীষুদ্বয়ের কথা প্রসঙ্গ। জয়াভিলাষে বাদী ও প্রতিবাদী যে আপন আপন পক্ষ সমর্থন করে, তাহা জল্প নামে পরিভাষিত।

বিতণ্ডা।

বাদী ও প্রতিবাদী কেহই স্বপক্ষ সমর্থন করে না, সকলেই পর পক্ষ খণ্ডন করে, অথবা পরপক্ষে দোষার্পণ করে ; সেরূপ বাক্‌প্রপঞ্চ বিতণ্ডা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

হেত্বাভাস।

যাহা অনুমিতি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা সাধ্যের অসাধক, তাহা হেত্বাভাস নামে প্রসিদ্ধ। ইহারই অন্য নাম অসৎহেতু, দুষ্ট হেতু ও সোপাধিক হেতু। হেতুর ন্যায় অবভাষিত হয় অর্থাৎ হেতুর মত দেখায় বলিয়া হেত্বাভাস। ফলিতার্থ—হেতু দোষপরিশূন্য না হইলেই তাহা হেত্বাভাস হইবে। নির্দ্দোষ হেতু পাঁচ প্রকার লক্ষণে অন্বিত। পক্ষবৃত্তি হয়, সপক্ষে থাকে, বিপক্ষে না থাকে, বাধিত না হয়, সৎপ্রতিপক্ষিত না হয়, এরূপ হেতু নির্দ্দোষ, অবশিষ্ট সদোষ। ঐ পাঁচটীর একটী বিঘটিত হইলেই হেতুত্ব অপগত হয় সুতরাং হেত্বাভাস নাম অর্পিত হইয়া থাকে।

হেত্বাভাস বা সদোষ হেতু দোষ ভেদে পাঁচ প্রকার। সেগুলির নাম-সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীতকাল।* এই হেত্বাভাস অন্য নামেও ব্যবহৃত হয়। যথা—অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ, অনৈকান্তিক, প্রকরণসম ও কালাত্যয়াপদিষ্ট। কেহ কেহ অন্যপ্রকার নামেরও উল্লেখ করেন। যথা—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত ও বাধিত। *

---

* অনৈকান্তিক ও সব্যভিচার সমান কথা। এক স্থানে না থাকা ব্যভিচার, তদ্‌যুক্ত সব্যভিচার। উদাহরণ—শব্দ নিত্য। যেহেতু তাহা অস্পর্শ। যেমন আকাশ। এই অস্পর্শ হেতুটী ব্যভিচারী। কেনন। অস্পর্শ বুদ্ধিতেও আছে এবং অন্যত্রও আছে। হ্রদ অগ্নিযুক্ত, যেহেতু

ছল।

বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া তদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, তদুচ্চরিত শব্দের অন্যার্থ উন্নয়ন পূর্ব্বক যে দোষোদ্ঘোষণ করা হয়, তাহা ছল নামে খ্যাত। আরও [illegible] কথা এই যে, প্রকৃতার্থ গোপন করতঃ সঙ্গতিপূর্ব্বক অপ্রকৃতার্থ যোজন দ্বারা যে উত্তর প্রত্যুত্তর করা যায় তাহা ছল। ছল ত্রিবিধ। বাক্‌ছল, সামান্য ছল ও উপচার ছল। উদাহরণ—

এক জন বলিল, এ ব্যক্তি নবকম্বলধারী।

আর এক জন তাহার উত্তর করিল, কৈ ইহার ৯ খান কম্বল?

এক জন বলিল, ব্রাহ্মণ জাতি বিদ্যাবিনয়াদিসম্পন্ন।

অন্যে তাহার উত্তর দিল, ব্রাহ্মণ জাতি বিদ্যাবিনয়াদি সম্পন্ন, এ কথা মিথ্যা। অমুক ব্রাহ্মণ অথচ বিদ্যাবিনয়াদিসম্পন্ন নহে। অপিচ, বাল্যকালে কোনও ব্রাহ্মণের বিদ্যাদি থাকে না।

এক জন বলিল, আমি নিত্য বস্তু।

তদুত্তরে অন্যে বলিল, তুমি অমুক হইতে জন্মিয়াছ, কি করিয়া তুমি নিত্য? ইত্যাদি। বক্তার অভিপ্রায় নবকম্বল শব্দে নূতন কম্বল। শ্রোতা তাহা বুঝিয়াও নব শব্দের ৯ সংখ্যা অর্থ উন্নয়ন করিল। এইরূপ, বক্তার অভিপ্রায় ব্রাহ্মণেরাই বিদ্যাব্যবসায়ী। বক্তার উচ্চারিত "আমি" শব্দের অর্থ আত্মা কিন্তু শ্রোতা তাহা বুঝিয়াও অন্যার্থে যোজনা করিয়া প্রত্যুত্তর করিল।*

তাহা সজল। জল বহ্নিরূপ সাধ্যের বিরোধী বলিয়া ঐ প্রয়োগ বিরুদ্ধ। ব্যাপ্তি নাই, পক্ষ বৃত্তিতাও নাই, সেরূপ হইলে তাহা অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য। যথা—ঘট দ্রব্য। যেহেতু তাহা শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। এ স্থলে ঘটের শ্রাবণত্ব অসিদ্ধ। প্রতিপক্ষে হেত্বন্তর থাকিলে তাহা সৎপ্রতিপক্ষিত। যথা—শব্দ অনিত্য, যে হেতু তাহা শ্রাবণ। যেমন শ্রবণত্ব। ইহার প্রতিপক্ষে—শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা জন্মবান্, যেমন পট। এই স্থলে শ্রাবণত্ব হেতুটী জন্মরূপ হেতুর দ্বারা সৎপ্রতিপক্ষিত। বহ্নি উষ্ণ নহে। যেহেতু তাহা দ্রব্য। যেমন জল। এ স্থানে বহ্নির অনুষ্ণতা প্রত্যক্ষবাধিত ইত্যাদি।

* এক অতিথি মশারি না পাইয়া গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে মশা লাগে কেমন।" গৃহস্থ বলিলেন, "খেয়ে দেখি নাই।" অতিথি—"তা নয়, বলি দৌরাত্ম্য কেমন।" গৃহস্থ—"কৈ? আজও ত কাহার কিছু কাড়িয়া লয় নাই।" অতিথি প্রাতে পথের এক স্থানে জল দেখিয়া, কত জল তাহা আঁচিতেছে। এমন সময় সেই গৃহস্থ তথায় উপস্থিত। পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন। বলি মহাশয়! এখানে জল কত? গৃহস্থ—"মেপে দেখি নাই।" পথিক—তা নয়, বলি, কাপড় ভিজিবে কি? গৃহস্থ—"লেপ তোষক যা দিবে তাই ভিজিবে।" এই গল্পটী বাক্‌ছলের সুন্দর নিদর্শন।

জাতি।

ইহা অসদুত্তর, সদোষ প্রত্যুত্তর, স্বোক্ত ব্যাঘাতক বাক্য, ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই যে, দোষ প্রদানে [illegible]ত হইয়া ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ পূর্ব্বক দোষার্পক বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা "জাতি" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। এই জাত্যুত্তরের প্রকার ভেদ চতুর্ব্বিংশতি। যথা—সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, হেতুসম, অর্থাপত্তিসম, বিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম, ও কার্য্যসম। জাতি নামক অসৎ প্রত্যুত্তরের একটী উদাহরণ এই—"শব্দ অনিত্য। যেহেতু উহা জন্য বস্তু। যেমন ঘট। অথবা যেমন ব্যতিরেকে আকাশ। ঘট জন্য বস্তু বলিয়া অনিত্য, এবং আকাশ জন্য বস্তু নহে বলিয়া অনিত্য নহে।

কোন বাদী ঐরূপ প্রয়োগ বা পক্ষ স্থাপন করিলে অন্য বাদী তদুপরি প্রত্যবস্থান করিতেছে বা তদুত্তরে বলিতেছে। "যদি কেবল অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য অথবা নিত্যাকাশের বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার ঐ স্থাপনায় নিত্যাকাশের সাধর্ম্ম্যে ও অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্যে শব্দকে নিত্য ও মূর্ত্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।" ইহা সদুত্তর নহে, প্রত্যুত জাত্যুত্তর অর্থাৎ অসদুত্তর। এবম্বিধ অসদুত্তরের নাম সাধর্ম্ম্যসম ও বৈধর্ম্ম্যসম। অন্যান্য প্রকারের জাত্যুত্তর বা অসদুত্তর লক্ষণ অনুসারে উহ্য করিয়া লইবে।*

---

* শব্দ অনিত্য। যেহেতু তাহা জন্য। যেমন ঘট। এইরূপ স্থাপনার পর "জন্য" এই মাত্র হেতুতে শব্দ যদি অনিত্য হয় তবে সেই হেতুতে তাহা ঘটের ন্যায় সাবয়ব হইবে। এই প্রত্যুত্তর উৎকর্ষসম। ঐ স্থাপনায়, শব্দ যদি জন্য বলিয়া ঘটের ন্যায় অনিত্য হয় তবে প্রোক্ত হেতুতে তাহা ঘটের ন্যায় অশ্রাবণ হউক, এই প্রত্যুত্তর অপকর্ষ সম। আত্মা সক্রিয়। যেহেতু তাহার ক্রিয়াজনক গুণ আছে। যেমন লোষ্ট্র। এই স্থাপনায়, "আত্মায় তবে লোষ্ট্রের অনুরূপ নোদনকারক সংযোগ (ছুড়িয়া দেওয়া—নোদন) গুণ আছে।" এই প্রত্যুত্তর বর্ণ্যসম। ঐ স্থাপনাতেই "আত্মার ক্রিয়োৎপাদক নোদন সংযোগ গুণ অস্বীকার করিতে পার না।" এই প্রত্যুত্তর অবর্ণ্যসম। শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা জন্য, এই স্থাপনায় জন্যতা অনিত্যতার ব্যভিচারী, এই প্রত্যুত্তর বিকল্পসম। আত্মা সক্রিয়, এই স্থাপনায়—যেমন লোষ্ট্র সক্রিয় তেমনি আত্মা সক্রিয়, এতদনুসারে যেমন আত্মা তেমনি লোষ্ট্র, এইরূপ সাধিতে পার, এরূপ

নিগ্রহস্থান।

পরাজয়ের স্থান। পরাজয়ের কারণ বা জ্ঞাপক ধর্ম্ম। বাদী পক্ষ-বিপরীত বুঝিলে, ভাল না বুঝিলে, সদুত্তর দিতে না পরিলে, তাহা পরাজয়ের কারণ হয়। বাদী পক্ষ স্থাপন করিলে অথবা দোষ প্রদর্শন করিলে, তাহার প্রতিষেধ ও দোষোদ্ধার করিতে না পারিলে তাহাও পরাজয়ের হেতু বলিয়া জানিবে। যাহা যাহা পরাজয়ের হেতু তাহা তাহাই নিগ্রহস্থান। এবম্প্রকার নিগ্রহস্থান সর্ব্বসমেত ২২ প্রকার। তদ্ যথা—

প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্তি, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত, হেত্বাভাস। প্রতিজ্ঞাহানি নিগ্রহ স্থানের উদাহরণ এইরূপ।

প্রতিজ্ঞা—শব্দ অনিত্য, যে হেতু তাহা জন্য।

প্রত্যুত্তর—"শব্দের অনিত্যতা প্রত্যভিজ্ঞাবাধিত। অর্থাৎ "ইহা সেই শব্দ" এইরূপ অনুভব অনিত্যতা বোধের বাধক। শব্দ নশ্বর হইলে ঐরূপ অনুভব হইত না।" এই প্রত্যুত্তর স্বীকার করিয়া লইয়া বাদী যদি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করে,অর্থাৎ যদি শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ ছাড়িয়া দেয় অথবা আপন পক্ষ বিশেষ করিয়া না বলে, সমর্থন না করে; তাহা হইলে স্থির হইবে, তাহার পরাজয় হইয়াছে। এ প্রকারের পরাজয় প্রতিজ্ঞাহানি নামে প্রখ্যাত। অন্যান্য নিগ্রহ স্থানের উদাহরণ লক্ষণ দৃষ্টে উন্নয়ন করিয়া লইবে। *

প্রত্যুত্তর সাধ্যসম। পূর্ব্বোক্ত স্থাপনায়—ক্রিয়া হেতু গুণ থাকা দৃষ্টে আত্মার সক্রিয়ত্ব সিদ্ধ করিতে চাও অথচ নোদনাখ্য সংযোগ থাকা মানিতে চাও না; ইহা অন্যায়, এই প্রত্যুত্তর—প্রাপ্তিসম। ইত্যাদি। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার মধ্য হইতে জাত্যুত্তরের উদাহরণ সংগ্রহ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

* পরপ্রদত্ত দোষের উদ্ধারার্থ পূর্ব্বানুক্ত বিশেষণের কথন প্রতিজ্ঞান্তর নামক নিগ্রহ স্থান। ফলিতার্থ—প্রথমে এক প্রতিজ্ঞা, পরে অন্য প্রতিজ্ঞা, এরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞান্তর নামক নিগ্রহস্থান হয়। যথা—ক্ষিত্যাদি গুণজন্য। যেহেতু জন্মবান্। এই প্রতিজ্ঞায় প্রতিবাদী সিদ্ধসাধন দোষ দেখাইলে বাদী যদি তদুদ্ধারার্থ "সবিষয়ক গুণ" এরূপ বলে তবে তাহা প্রতিজ্ঞান্তর নামক নিগ্রহস্থান। কথায় স্বোক্ত বাক্যের অর্থবিরোধ এবং বিচারে প্রতিজ্ঞার ও হেতুর বিরোধ হইলে তাহা প্রতিজ্ঞাবিরোধনামক নিগ্রহস্থান। উদাহরণ—গুণ-ব্যতিরিক্ত দ্রব্য। যেহেতু রূপাদি ব্যতীত অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না। এ স্থলে দ্রব্যসিদ্ধির

উল্লিখিত প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব (অনারোপিত বা যথার্থ রূপ) অপরোক্ষ নামক জ্ঞানের গোচর হইলে তত্ত্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিঃশ্রেয়স্ লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা পরম নিঃশ্রেয়স্, যাহার নাম মোক্ষ, যাহা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বলিয়া গণ্য, তাহা কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেই লব্ধ হয়, অন্য উপায়ে বা পদার্থান্তরের তত্ত্ব জ্ঞানে হয় না। তাহাও আবার ক্রমপরম্পরায়। কারণ এই যে, জ্ঞান অজ্ঞানের বা মিথ্যা জ্ঞানেরই বিরোধী। অর্থাৎ নাশক। পদার্থান্তরের নাশক নহে। সেই কারণে স্বীকার করিতে হয়, আত্মতত্ত্বজ্ঞান আত্মবিষয় মিথ্যাজ্ঞান বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমপরম্পরায় আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংসাত্মক মোক্ষ উৎপাদন করে। এই বিষয়ে গৌতমের সূত্র——

"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥"

সূত্রটী বিলোম ক্রমে ব্যাখ্যা করিতে হয়। যথা—আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করে। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে দোষ বিনষ্ট হয়। দোষের অভাবে প্রবৃত্তির অভাব এবং প্রবৃত্তির অভাবে জন্মের অবরোধ। জন্মের অবরোধ হইলেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ।

আত্মদর্শী গৌতম বলেন, দেহ ইন্দ্রিয় মন, তিনটীর কোনটী আত্মা নহে। আত্মা ঐ তিনের অতিরিক্ত। মনুষ্য যে ঐ সকল অনাত্ম পদার্থে আত্মভাব

প্রতিজ্ঞা; পরন্তু তাহার সাধক গুণাতিরিক্তের অনুপলব্ধি। সুতরাং উহা প্রতিজ্ঞাবিরোধ নামক নিগ্রহস্থান। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া নূতন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলে তাহা প্রতিজ্ঞা-সংন্যাস নামক নিগ্রহস্থান হয়। শব্দ অনিত্য। এই প্রতিজ্ঞায় দোষ প্রদত্ত হইলে যদি বলে, শব্দ নিত্য, তবে তাহা প্রতিজ্ঞাসংন্যাস নামক নিগ্রহস্থান হইবে। দোষ দেখানর পর নূতন হেতু প্রদর্শন অথবা প্রথমোক্ত হেতুতে বিশেষণ দান করিলে তাহাও নিগ্রহস্থান হয়। সে নিগ্রহস্থান হেত্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। প্রস্তাবে অনাকাঙ্ক্ষিত কথনও নিগ্রহস্থান এবং তাহার নাম অর্থান্তর। যথা—শব্দ অনিত্য। যেহেতু তাহা জন্য। এই প্রয়োগের পর "শব্দ গুণ, তাহা আকাশের" এরূপ প্রয়োগ করিলে তাহা অর্থান্তর। অবাচক শব্দের প্রয়োগ করিলেও তাহা নিরর্থক নামক নিগ্রহস্থান হইবে। বাদী, প্রতিবাদী ও সভ্য যাহার অর্থ না বুঝে, তাহার প্রয়োগ অবিজ্ঞাতার্থনামক নিগ্রহস্থান। অর্থশূন্য বৃথা শব্দের প্রয়োগ অপার্থক নামক নিগ্রহ স্থান। ব্যামোহজনক অথবা বর্ণবিপর্য্যয়-প্রয়োগ অপ্রাপ্তকালনামক নিগ্রহস্থান। উল্‌টা পুল্‌টা করিয়া বলাকে বর্ণবিপর্য্যয় প্রয়োগ বলে। ছেঁদো কথা বলাও বিপর্য্যয় প্রয়োগ। ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, এই তিন নিগ্রহস্থান বিস্পষ্ট। প্রতিবাদী দোষার্পণ করিলে প্রত্যুত্তর

আরোপ করে, তাহাই তাহাদের মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রান্তি)। আত্মায় আত্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান এবং অনাত্মায় আত্মজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান।

ইহা শরীরাদির অনুকূল, ইহা শরীরাদির প্রতিকূল, এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য যে সেই সেই বিষয়ে সমাসক্ত ও বিদ্বিষ্ট হয়, তাহাদের সেই আসক্তি ও বিদ্বেষ এতৎশাস্ত্রে দোষ নামে পরিভাষিত। ফলতঃ কোনও কিছু আত্মার বাস্তব প্রতিকূল বা বাস্তব অনুকূল নহে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানই দোষের জনক, এবং মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে দোষেরও বিনাশ হয়। দোষ রাগ, দ্বেষ মোহ, এই ত্রিধা বিভক্ত। ত্রিধা বিভক্ত দোষই সমুদায় প্রবৃত্তির মূল বা কারণ। প্রবৃত্তি বৈধাবৈধ ভেদে দ্বিপ্রকার; তাহা আবার কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিন প্রকার। মনুষ্য মাত্রেই দোষপ্রেরিত হইয়া ত্রিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ হয় মোহের প্রেরণায়, না হয় অনুরাগের বশ্য হইয়া, না হয় দ্বেষের বাধ্য হইয়া শরীরের দ্বারা হিংসা ও চৌর্য্য প্রভৃতি, বাক্যের দ্বারা মিথ্যাবচনাদি এবং মনের দ্বারা পরদ্রোহাদি শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ কার্য্য করে, এবং শরীরের দ্বারা পরপরিত্রাণাদি, বাক্যের দ্বারা সত্যভাষণাদি, মনের দ্বারা দয়াদাক্ষিণ্যাদি ও ইন্দ্রিয়বশীকরণাদি বৈধকার্য্যও করে। প্রথমোক্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ প্রবৃত্তি অধর্ম্মের এবং তৎপরোক্ত অর্থাৎ বৈধ প্রবৃত্তি ধর্ম্মের উৎপাদক। ঐ দ্বিবিধ প্রবৃত্তি শরীরে বাহ্যিক ও মনে মানসিক ক্রিয়ায় পরিপুষ্ট বা চরিতার্থ হইলে তাহা হইতে আত্মায় বাসনাময় ধর্ম্মাধর্ম্মনামক কিম্বা পুণ্যাপাপনামক সংস্কারবিশেষ, অথবা অদৃষ্ট বিশেষ বা সামর্থ্য বিশেষ উৎপন্ন হয়। পরে তাহারই অনুবলে পুনর্ব্বার অনুরূপ জন্ম উপস্থিত হয়। জন্ম অর্থাৎ শরীরোৎপত্তি হইলেই দুঃখ অনিবার্য্য। এবম্প্রকার কারণকার্য্যভাবে চক্রভ্রমির ন্যায় প্রবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানাদির প্রবাহ পরম্পরা সংসার নামে অভিহিত হইতেছে। ইহার মধ্যে যদি কোন

না দেওয়াও নিগ্রহস্থান। ইহার নাম অননুভাষণ। না বুঝিতে পারা অজ্ঞান-নামক নিগ্রহস্থান। প্রত্যুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তাহা অপ্রতিভা নামক নিগ্রহস্থান। স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিলোপ অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান। কথা প্রসঙ্গে কর্ত্তব্য ভঙ্গ করা বিক্ষেপনামক নিগ্রহস্থান। পরকর্ত্তৃক দোষ প্রদত্ত হইলে তাহা স্বীকার করিয়া সেই দোষ তৎপক্ষে প্রদর্শন করা অর্থাৎ "এ দোষ তোমারও পক্ষে আছে" এইরূপ প্রত্যুত্তর করা মতানুজ্ঞানামক নিগ্রহস্থান। নিগ্রহস্থান দেখিয়াও নিগ্রহ উদ্ভাবন না করে, (এটী সভ্যগণেরও মধ্যস্থের পক্ষে) এবং অনুযোগের কার্য্য করে নাই, অথচ অনুযোগ করা হইতেছে, সেরূপ হইলেও তাহা নিগ্রহস্থান হইবে। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসও নিগ্রহস্থান বলিয়া গণ্য।

পুরুষধৌরেয় পূর্ব্বকৃত পুণ্যাপুণ্যের সামর্থ্যে বুঝিতে পারে, এ সমস্তই দুঃখায়তন ও দুঃখানুষক্ত, তাহা হইলে সেই পুরুষধৌরেয়ই এ সকলের হেয়ত্ব অনুভব করিয়া রাগবিহীন (বিরক্ত) হইবার চেষ্টা করেন। অনন্তর দুঃখমূল বা সংসারমূল মিথ্যাজ্ঞানাদির উচ্ছেদার্থ অগ্রসর হন। পরে প্রমাণরূপিণী বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারা প্রমেয়রহস্য জ্ঞাত হন। প্রমেয়তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই তত্ত্বজ্ঞান সুসম্পন্ন হয়। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রমেয়বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট করে, মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে রাগদ্বেষাদি দোষ থাকে না, রাগদ্বেষাদি দোষ না থাকিলেই প্রবৃত্তির অবরোধ হয়, প্রবৃত্তির অবরোধ হইলেই জন্মের অবরোধ সিদ্ধ হয়। জন্মের অবরোধে বা উচ্ছেদে অপবর্গ অর্থাৎ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। দুঃখজড়িত থাকার নাম বন্ধন এবং দুঃখ-বিমুক্ত হওয়ার নাম মোক্ষ।

গৌতমের দর্শনের মোক্ষ বর্ণিত হইল বটে; কিন্তু মোক্ষকালে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকে? চিৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে কিনা? তাহা উল্লিখিত মোক্ষসূত্রের দ্বারা বুঝা যায় না। মোক্ষসূত্রের দ্বারা বুঝা না গেলেও, আত্মলক্ষণ সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। গৌতম, জ্ঞান গুণকে মনঃসংযোগজন্য বলায় এবং চৈতন্য ও জ্ঞান একই পদার্থ, পদার্থান্তর নহে, এরূপ বলায় বুঝা গিয়াছে যে, আত্মা মুক্ত হইলে আকাশের ন্যায় অচেতন ও সুখ দুঃখ বিহীন হইয়া থাকেন। আত্মা এক কি বহু তাহাও গৌতমগ্রন্থে বিস্পষ্টরূপে অভিহিত হয় নাই। বিস্পষ্ট অভিহিত না হইলেও আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা দৃষ্টে জানা যায়, গৌতম একাত্মবাদী নহেন।

গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বরপ্রতিপাদক সূত্র নাই। ঈশ্বর উপাস্য, কি বিজ্ঞেয়, সে কথাও গৌতমগ্রন্থে নাই। এতদীয় গ্রন্থের প্রথমেই প্রতিজ্ঞাসূত্র, তন্মধ্যে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থেরই উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয় বিভাগে যে আত্মার কথা আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাসূত্র দৃষ্টে বুঝা যায়, সে কথা জীবাত্মপর। সে সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, গৌতমের মতে জীবাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষদায়ক তত্ত্বজ্ঞান। ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান কোন কিছু উপকার অপকার করে কিনা তাহা গৌতমের গ্রন্থে নাই। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখমাত্র হইতে দেখা যায়। সুতরাং আধুনিক নৈয়ায়িকগণ যে বলেন, ন্যায়শাস্ত্র ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র; বস্তুতঃ তাহা নহে। নব্য নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরসম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, সে সকলের মোটামোটি সংক্ষিপ্ত সংকলন এই—

আত্মা জীব ও পরম ভেদে দ্বিধা। জীবাত্মা শরীরী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং

পরমাত্মা ঈশ্বর নামে বিখ্যাত। ঈশ্বর অশরীরী, সেজন্য তিনি অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট নহেন। নিরিন্দ্রিয়তা বিধায় তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছাদি অজন্য অর্থাৎ নিত্য। পূর্ব্বে যে অনুমান প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব, জগৎকর্ত্তৃত্ব ও নিত্যজ্ঞানত্বাদি সাধিত হইতে পারে। নৈয়ায়িক গঙ্গেশোধ্যায় ঈশ্বরানুমান বিষয়ে এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।" উদয়নাচার্য্যের "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থেও ঈশ্বরানুমানের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সকল নিতান্ত বিস্তীর্ণ। কাযেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দিক্‌প্রদর্শনার্থ ঈশ্বরানুমান বিষয়ক দুই চারিটী মহাবাক্য ব্যতীত অন্য কিছু বলা হইল না। যথা—

১। "ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা।" এই পৃথিবীর স্থজন কর্ত্তা আছে।

২। "কার্য্যত্বাৎ।" যেহেতু ইহা কার্য্য অর্থাৎ জন্যবস্তু।

৩। "ঘটাদিবৎ।" যেমন ঘট পট প্রভৃতি। ঘটাদি বস্তু জন্য, সে কারণ সে সমুদায়ের কর্ত্তা বা জন্মদাতা আছে। পৃথিবীও জন্যবস্তু; সে কারণ পৃথিবীরও কর্ত্তা বা জন্মদাতা আছে।

ঘটাদি পদার্থের জন্মদাতা কুম্ভকারাদি প্রত্যক্ষ; পৃথিবীর জন্মদাতা অপ্রত্যক্ষ। ইহা সত্য বটে; তথাপি, জন্যত্বরূপ হেতুর দ্বারা কর্ত্তৃসদ্ভাব সিদ্ধ হইবার বাধা হয় না। কর্ত্তা থাকা স্থির; পরন্তু সে কর্ত্তা কে? বরং তাহাই উক্ত দৃষ্টান্তের অনুবলে স্থির না হইতে পারে। এই স্থানে বক্তব্য এই যে, যদি কর্ত্তৃসদ্ভাবই স্থির হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃবিশেষের প্রতিপত্তি পূর্ব্বোক্ত সামান্যতোদৃষ্ট-নামক পরিশেষ অনুমানের দ্বারা হইতে পারিবে। পরিশেষ অনুমান অর্থাৎ সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান কি করে? সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান অনুমেয় বস্তুকে প্রথমে প্রত্যক্ষদৃষ্ট অসঙ্গত স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া কোন এক অপ্রত্যক্ষ সুসঙ্গত স্থানে স্থাপন করে। সুতরাং ঐ অনুমান প্রস্তাবিত কর্ত্তৃত্বের সঙ্গত স্থান দেখাইতে অসমর্থ হইবে না। কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, ঈদৃশ বিচিত্রকৌশলসম্পন্ন শৈলসাগরদিবাকরনিশাকরাদি-মণ্ডিত জগৎ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব অস্মদাদির ন্যায় অল্পজ্ঞ পুরুষে অসম্ভব বিধায়, অবশেষে ঈদৃশ জগৎকার্য্যের অনুরূপ কর্ত্তা অনির্দ্দেশ্য অনাদি অনন্ত সত্তা-বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি স্বতন্ত্রেচ্ছ ও নিত্যজ্ঞানাদিমান্ পুরুষকে উপস্থাপিত করে, পরে তাঁহাতেই ইহার কর্ত্তৃত্ব পর্য্যবসিত হয়। যথোক্ত বিশেষণসম্পন্ন সেই পুরুষই নৈয়ায়িকের ঈশ্বর ও পরমাত্মা।

জগৎ কার্য্য কি না অর্থাৎ জন্যবস্তু কি না, এ সংশয় অন্য প্রকার অনুমানে বিদূরিত হইতে পারে। যথা—

১। নগ নগ সাগরাদি যুক্তা পৃথিবী অনাদি নহে; কিন্তু সাদি। অর্থাৎ জন্মবান্।

২। হেতু এই যে, ইহা সাবয়ব।

৩। যাহা যাহা সাবয়ব তাহা তাহাই জন্মবান্। যেমন ঘটাদি। পৃথিবীও সাবয়ব; সেজন্য পৃথিবীও জন্মবিশিষ্টা। ইত্যাদি।

গৌতমীয় ন্যায়ে এরূপ বিস্পষ্ট কথা না থাকিলেও সূচ্য কথা অনেক আছে। জগৎ যে আকস্মিক নহে, অকারণোৎপন্ন নহে, স্বয়ংজাত অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম পরম্পরায় আবির্ভূত হয় নাই, এবং ভ্রমের বিলাসও নহে, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। * এই বিষয়ে যে সকল গৌতমসূত্র বিদ্যমান আছে, সে সকল প্রস্তাব বৃদ্ধির ভয়ে আহরণ করা হইল না।

গৌতম বেদ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবচ্চ তৎপ্রমাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।" গৌতমের মতে শব্দ দ্বিবিধ। দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। তন্মধ্যে অদৃষ্টার্থক শব্দরাশির নাম বেদ। এই বেদ অপ্রমাণ নহে, পরন্তু প্রমাণ—চক্ষুরাদির ন্যায় প্রমাণ। (প্রমিতির বা সত্যজ্ঞানের জনক)। বেদৈকদেশের অর্থাৎ মন্ত্রভাগের ও আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বেদভাগের প্রামাণ্য অনুমেয়; বেদপ্রামাণ্যের প্রতি হেতু—বেদকর্ত্তা অথবা বেদবক্তা আপ্ত। আপ্তের লক্ষণ কি তাহা বলা হইয়াছে। এই স্থলে নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন, গৌতম আপ্তশব্দে ঈশ্বরের কথাই বলিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্রে যে ঈশ্বর হইতে বেদের প্রাদুর্ভাব হওয়ার কথা আছে, গৌতম সেই কথাই এতৎসূত্রে অনুমোদন করিয়াছেন।

বেদপ্রামাণ্যের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া মহর্ষি গৌতম নিম্নলিখিত কএকটী সূত্রের রচনা করিয়াছেন।

"তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ।" অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, ব্যাঘাত অর্থাৎ পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ, পুনরুক্তি অর্থাৎ একই কথা বার বার বলা, এই ত্রিবিধ দোষ বিদ্যমান থাকায় বেদবাক্য অপ্রমাণ। যেমন ঐরূপ ঐরূপ লৌকিক বাক্য অপ্রমাণ, তেমনি, বেদবাক্যও অপ্রমাণ।

* আকস্মিকত্ব প্রভৃতি নিষেধ করায় প্রকারান্তরে কর্ত্তা থাকা বলা হইয়াছে। সে কর্ত্তা ঈশ্বর। ন্যায় মতে আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন, পরমাণু, ইত্যাদি নামীয় বস্তু নিরবয়ব। সে জন্য সে সকল নিত্য অর্থাৎ অনশ্বর। অবশিষ্ট সাবয়ব। সেজন্য সেকল অনিত্য। আকস্মিকত্ব মত নাস্তিকের, স্বয়ংজাত বা তত্ত্বপরিণাম মত সাংখ্যের, ভ্রমবিলাস মত বৈদান্তিকের। এ সকল মত গৌতমের অনভিমত।

বেদ-প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে এইরূপ আরও কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়া পরে বলিয়াছেন—

"ন। কর্ম্মকর্তৃসাধনবৈগুণ্যাৎ।"

বেদোক্ত কর্ম্ম করিলেও যে ফল হয় না, তাহা বেদের দোষ নহে। তাহা কর্ম্মকর্ত্তার, কর্ম্মানুষ্ঠানের ও কর্ম্মসাধক দ্রব্যাদির দোষ। কর্ম্মকর্ত্তা অজ্ঞ ও মন্ত্রাদি উচ্চারণে অশক্ত হইলে, অনধিকারী হইলে, যে নিয়মে উপদেশ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে, এবং যেরূপ দ্রব্যাদির দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার বিধান সে রূপ দ্রব্যাদি না হইলে, কাযেই ফলের অনুৎপত্তি বা অদর্শন ঘটনা হয়। ঐ ঐ কারণে কর্ম্ম করিলেও তাহা ফলশূন্য হইয়া থাকে। অতএব, দৈবাৎ কখন ফলের অনুৎপত্তি দেখিয়া বেদের অনৃতত্ব (মিথ্যাবাদিত্ব) অবধারণ হইতেই পারে না।

"অভ্যুপেত্য ফলভেদে দোষবচনাৎ॥"

একস্থানে বিধান আছে, উদয় কালে হোম করিবেক। অন্য স্থানে বিধান আছে, অনুদয় কালে হোম করিবেক। অন্যস্থানে আবার উদয় হোমের নিন্দাবচনও আছে। ঐ সকল বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ বাক্যের প্রামাণ্য কোথায়? গৌতম বলেন, তাহা নহে। ঐরূপ বিরুদ্ধাভিধায়িতা দোষাবহ নহে। ঐ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, উদিত হোম স্বীকার করিয়া অনুদিত হোম করিলে দোষ জন্মে। অক্ষরার্থ গ্রহণকালে বিরোধ দৃষ্ট হয় বলিয়া অপ্রামাণ্য অবধারণ ন্যায্য নহে। মীমাংসাপরিশোধিত অর্থ গ্রহণ করিলে কুত্রাপি বিরোধ দৃষ্ট হইবে না।

"অনুবাদোপপত্তেশ্চ।"

বহুভাষীর ন্যায় নিষ্প্রয়োজনে বার বার এক কথা বলিলেই তাহা পুনরুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। যদি প্রয়োজন বশে বার বার বলা হয়, তাহা হইলে তাহা পুনরুক্ত নহে; পরন্তু তাহা অনুবাদ। অনুবাদ দোষাবহ নহে। বেদ বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সুতরাং বুঝা উচিত, সে সকল পুনরুক্ত নহে; পরন্তু অনুবাদ। অনুবাদ সকল বিধানে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা অপ্রমাণ নহে। এইরূপ আরও কথা আছে, সে সকল বিস্তৃতিভয়ে পরিত্যাগ করা গেল।

বৈশেষিক দর্শন।

বিশেষ শব্দের* অর্থ ভেদ ; তৎপ্রযোজক (পরস্পর এক না হইয়া গিয়া বিভিন্ন ব্যবস্থায় থাকার কারণীভূত) পদার্থ অঙ্গীকার করিয়া প্রস্তুত হওয়ায় কণাদকৃত দর্শন বৈশেষিক নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার অন্য নাম ঔলুক্য-দর্শন†। এ দর্শনেরও মুখ্য উদ্দেশ্য মোক্ষ। কণাদ বলেন, মোক্ষের প্রতি অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখবিমোচনের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহ লাভই প্রকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বরানুগ্রহ এতন্মতে ঈশ্বরতত্ত্বসাক্ষাৎকার। কণাদ মনে করেন,—আগম, অনুমান, ও ধ্যানপ্রবাহ, এই তিনের দ্বারা প্রজ্ঞা উদিত হয়, তৎপরে ঈশ্বর-তত্ত্বসাক্ষাৎকারাত্মক উত্তম যোগ জন্মে। অনন্তর আত্যন্তিক দুঃখবিয়োগরূপ মোক্ষ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা লাভের প্রথম সোপান শ্রবণ দ্বিতীয় অঙ্গ অথবা দ্বিতীয় উপায় মনন। এই দ্বিতীয় অঙ্গ মনন অনুমানাত্মক। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ, এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থবিবেকসাপেক্ষ। সেইজন্য কণাদপ্রণীত দর্শনে পদার্থতত্ত্ব বিচারিত ও অভিহিত হইয়াছে। কণাদের মতে সাত প্রকারের অধিক পদার্থ নাই। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, অর্থাৎ জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। সমুদায় জগৎ এই সাত প্রকারের অন্তর্নিবিষ্ট বা সাত প্রকারের ক্রোড়ে অবস্থিত রহিয়াছে। কণাদের দর্শনও সূত্রগ্রথিত। সূত্রগ্রথিত কণাদ-দর্শন দশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। অধ্যায়গুলি দুই দুই আহ্নিকে বিভক্ত। সমুদায় গ্রন্থে ১০ অধ্যায়, [illegible] আহ্নিক ও ১০০ সূত্র আছে।

---

* কণাদ মুনি অনুমান করেন, প্রত্যেক শ্রেণীর পরমাণুতে বা পরমাণুরূপ আশ্রয়ে এমন এক প্রকার পদার্থ আছে, যাহা থাকাতে ইহা বায়বীয়, ইহা জলীয়, ইহা পার্থিব, ইত্যাদি প্রকার প্রভেদ অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই পদার্থই বিশেষ—বিশেষ কারক (ভেদক) বলিয়া বিশেষ। তাহা এক, দুই, তিন, এ প্রভেদেরও কারণ। ঘট পট হইতে ভিন্ন, এ প্রতীতি তদুভয়ের আকার প্রকারের অন্যথাভাব দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে বটে ; কিন্তু এ পরমাণু ও সে পরমাণু, এ প্রভেদ অর্থাৎ পরমাণুনিষ্ঠ প্রভেদ বিশেষ পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণ-মূলক নহে। সুতরাং পরমাণুনিষ্ঠ অন্ত্য নামক পদার্থ পৃথক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সেই অন্ত্য পদার্থের অন্য নাম বিশেষ।

† উলূকেন মুনিনা কৃতং দর্শনং ঔলুক্যম্।
উলূক নামক মুনির কৃত দর্শন ঔলুক্য। উলূক কণাদের নামান্তর।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতিমৎ পদার্থ ও দ্বিতীয় আহ্নিকে জাতি বিশেষ নিরূপিত হইয়াছে। যাহা নিত্য, যাহা এক আশ্রয় নষ্ট হইলে অন্য আশ্রয়ে থাকে ও প্রতীত হয়, আত্যন্তিক উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না; অথবা যাহা অনেকে সমবেত (সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত), তাহা জাতি। যেমন দ্রব্যত্ব ও গুণত্ব প্রভৃতি। দ্রব্যের বিভাগ অনেক, গুণের বিভাগও অনেক। দ্রব্যত্ব সমুদায়দ্রব্যবৃত্তি; গুণত্বও সমুদায়গুণবৃত্তি। সেই জন্য এক দ্রব্য বিনষ্ট হইলেও দ্রব্যত্বজাতি দ্রব্যান্তরে অবস্থান করে এবং এক গুণ বিনষ্ট হইলেও গুণত্ব জাতি গুণান্তরে প্রতীত হয়। যাহা "ইহা দ্রব্য" এই প্রতীতির কারণ তাহা দ্রব্যত্ব। জাতিবিশেষ শব্দের অর্থ অবান্তর জাতি। যেমন দ্রব্যত্ব জাতির অবান্তর জাতি পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রভৃতি।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে, ভূতবিশেষের লক্ষণ ও দ্বিতীয়াহ্নিকে দিক্ ও কাল, এতদুভয়ের তত্ত্ব কথিত ও লক্ষিত হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে আত্মার ও দ্বিতীয়াহ্নিকে অন্তঃকরণের লক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে।

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে শরীর-উপযোগী পদার্থ ও দ্বিতীয়াহ্নিকে শরীর বিবেচিত হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে শরীরসম্পাদ্য (শরীরসম্বন্ধীয়) ক্রিয়া এবং দ্বিতীয়াহ্নিকে মনের ক্রিয়া বিচারিত হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমে শ্রুত্যুক্ত দানপ্রতিগ্রহাদি ধর্ম্মের ও দ্বিতীয়ে আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের নিরূপণ হইয়াছে। সপ্তমের প্রথমে বুদ্ধিনিরপেক্ষ গুণ ও দ্বিতীয়ে তৎ-সাপেক্ষ গুণ চিন্তিত হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণ, পরে নবমাধ্যায়ে প্রজ্ঞা নাম্নী বুদ্ধির লক্ষণ ও দশমে অনুমান ও অনুমানের প্রভেদ চিন্তিত হইয়াছে।

এই শাস্ত্রও ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় প্রথমে পদার্থসমুদ্দেশ, পরে তাহার লক্ষণ, এবং তৎপরে সে সকলের পরীক্ষা, এই প্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। কণাদের শাস্ত্রারম্ভ এইরূপ—

অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥২

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্ ॥৩

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্ ॥৪

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মমন ইতি দ্রব্যাণি ॥৫॥ ইত্যাদি।

১। মঙ্গলাচরণ অর্থে 'অথ'শব্দের প্রয়োগ। অর্থ—শিষ্যপ্রশ্নের অনন্তর কণাদের উক্তি। যে হেতু উত্তমাধিকারী শিষ্যবৃন্দ উপসন্ন হইয়াছে, সেই হেতু ধর্ম্মরহস্য ব্যাখ্যা করিব।

২। অভ্যুদয় স্বর্গ. নিঃশ্রেয়স মোক্ষ। যাহা হইতে স্বর্গ ও মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়, তাহা ধর্ম্ম। একমাত্র ধর্ম্মই স্বর্গলাভের সাক্ষাৎ উপায়। তাহা মোক্ষের পরম্পরা উপায়, সাক্ষাৎ উপায় নহে। নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, তৎপরে মোক্ষের উৎপত্তি। সুতরাং ধর্ম্মও মোক্ষকারণ; পরন্তু পরম্পরা কারণ। অথবা অভ্যুদয় শব্দে তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স শব্দে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি। যাহা ঐ দুএর কারণ, তাহা ধর্ম্মনামের নামী।

৩। তাদৃশ ধর্ম্ম প্রতিপাদিত (বোধিত) হইয়াছে বলিয়াই আম্নায়ের অর্থাৎ বেদ নামধেয় বাক্যসন্দর্ভের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয়। যে বাক্য প্রামাণিক অর্থ বোধ করায়, সেই বাক্য অবশ্য প্রমাণ।

৪। ধর্ম্মের লক্ষণ ও মহিমা বলিবার প্রয়োজন এই যে, পুরুষ ধর্ম্ম বিশেষের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হয়। শুদ্ধসত্ত্ব হইলে তখন সে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে পারে। তদনন্তর আত্মতত্ত্ব তাহার সাক্ষাৎকার পথে আইসে। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ধর্ম্মবিশেষ শব্দের লক্ষ্যার্থ—ঐহিক অথবা জন্মান্তরীয় অনির্ব্বাচ্য সুকৃত (পুণ্য), যে সুকৃতের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক সত্ত্বগুণ সুনির্ম্মল হয়, সেই সুকৃত। জ্ঞানোৎপাদক সত্ত্ব নিতান্ত নির্ম্মল হইলেই তাহাতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ ষটকের তত্ত্ব (অনারোপিত রূপ অর্থাৎ স্বরূপ) প্রতিভাত হয়। তখন সাধক কোঽহং—আমি কে ইত্যাকারা অন্তর্মুখী মনোবৃত্তি উদ্ভাবন করিয়া আত্মযাথার্থ্যের মনন করিতে প্রবৃত্ত ও সক্ষম হয়। অনন্তর নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহার মানস প্রত্যক্ষে আত্মার স্বরূপ ভাসমান হয়। তৎপরে সে পূর্ব্বাভ্যস্ত সমুদয় মিথ্যাজ্ঞানসংস্কার দূরীকৃত করিয়া দুঃখমুক্ত হইয়া থাকে। কাহার কাহার মতে ধর্ম্মবিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা নিবৃত্তি ধর্ম্ম এবং কাহার বা মতে ধর্ম্মবিশেষ শব্দের অর্থ ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ।

৫। পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন, এই

নয়টী * দ্রব্য। দ্রব্যই অন্যান্য পদার্থের আশ্রয় এবং সেই কারণেই প্রথমে দ্রব্যের উল্লেখ। গুণ সকল দ্রব্যাশ্রিত। সেই কারণে দ্রব্যের পরে গুণের উল্লেখ। তৎপরে কর্ম্মের। তৎপরে তৎত্রিতয়াশ্রিত জাতির; তৎপরে সমন্বয়ের অধিকরণ (আশ্রয়) বিশেষের, সর্ব্বশেষে সমবায়ের গণনা বা উল্লেখ হইয়াছে। গুণ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। সে সকল রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি ক্রমে পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭টী গুণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে; তদ্ভিন্ন ৭টি গুণ সূচিত আছে। কর্ম্ম পঞ্চবিধ। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ. গতি, ইত্যাদি। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, প্রভৃতি গতির অন্তর্ভূত বলিয়া সে গুলির পৃথক উল্লেখ করা হয় নাই।

সামান্য † অর্থাৎ জাতি দ্বিবিধ। পর ও অপর। পর সামান্যের অন্য নাম সত্তা। পর-সামান্য বা সত্তানাম্নী জাতি দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম. এই তিনে সমবেত থাকে। অপর-সামান্য গুণে ও কর্ম্মে সমবেত থাকে। পরমাণু অনন্ত বলিয়া তন্নিষ্ঠ বিশেষ পদার্থও অনন্ত। অনন্ত বলিয়া বিশেষ পদার্থের এবং সমবায় এক বলিয়া সমবায় পদার্থের বিভাগ প্রদর্শন নাই।

দ্রব্য। যাহা গুণের আধার বা আশ্রয় তাহা দ্রব্য। এই দ্রব্য, গুণের সঙ্গে গুণের আধার বা আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অন্যে বলেন, দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয় না। দ্রব্য গুণাধারত্ব পুরস্কারে অনুমেয়।

গুণ। যাহা দ্রব্যও নহে কর্ম্মও নহে, অথচ দ্রব্যাশ্রিত, তাহা গুণ। সাংখ্যের সত্ত্বাদি গুণ পৃথক্, তাহা এতল্লক্ষণাক্রান্ত নহে।

কর্ম্ম। যাহা গুণ নহে, দ্রব্যও নহে; যাহা সংযোগের ও বিভাগের কারণ, ও চলন নামের নামী, তাহা কর্ম্ম। ক্রিয়া, গতি ও স্পন্দন প্রভৃতি কর্ম্মের নামান্তর।

সামান্য। সামান্যের ও বিশেষের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

---

* মীমাংসক মতে তমঃ দশম দ্রব্য।

† সমানের ভাব সামান্য। যাহা অভিন্নবোধের কারণ, যাহা ভিন্ন আধারে থাকিয়াও সমান বা অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা থাকাতে ব্যক্তি বহু হইলেও পরস্পর ব্যাবৃত্ত হয় না, ভেদ বুদ্ধির বিষয় হয় না, যাহা আধারে আধারে ইহা অমুক ইহা অমুক, ইত্যাকার বোধের কারণ, এতৎশাস্ত্রে তাহা সামান্য সংজ্ঞায় সজ্ঞিত। সামান্যের অন্য নাম জাতি। প্রয়োগ কালে জাতি বুঝাইবার জন্য "ত্ব" ও "তা" শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন গোত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি।

সমবায়। অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধের নাম সমবায়। ইহা সংযোগাতিরিক্ত ও এক প্রকার সম্বন্ধ। ইহারই দ্বারা "ইহ ইদং—ইহাতে ইহা" এবম্প্রকার বুদ্ধি জন্মে। যেমন পুষ্পে গন্ধঃ; ইহ কপালে ঘটঃ; তন্তুষু পটঃ ইত্যাদি। সমবায় নিত্য ও এক। প্রভাকর মতে সমবায় এক নহে, কিন্তু নানা। ন্যায় মতে সমবায় প্রত্যক্ষ; পরন্তু বৈশেষিক মতে সমবায় অনুমেয়। ভট্টমতে ও বেদান্ত মতে সমবায় অলীক, তাহা কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

পৃথিবী। যাহা গন্ধের আধার বা গন্ধের সমবায়ী কারণ তাহা পৃথিবী। পৃথিবী ভূত-সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট এবং গন্ধাধারত্বই তাহার লক্ষণ। গন্ধ অন্য কিছুতেই নাই; কেবল পৃথিবীতেই আছে। সেই কারণে পৃথিবী পৃথক্ পদার্থ। গন্ধ ইহার নিজগুণ, দৃশ্যমান রূপাদি তাহার কারণাগত গুণ। পৃথিবী চার ভূতের পরজাত, সেই কারণে তাহাতে চার ভূতেরই গুণ অনুক্রান্ত আছে। তন্মধ্যে রূপ ও রস ব্যক্ত, আর সব অব্যক্ত। অব্যক্ত বলিয়া কণাদ সে গুলির উল্লেখ করেন নাই। কণাদ পৃথিবী লক্ষণের "রূপ-রস-গন্ধবতী পৃথিবী" এইরূপ সূত্রে বলিয়াছেন। রূপ রস গন্ধ এই তিন গুণ পৃথিবীতে ব্যক্তভাবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে গন্ধগুণটী নৈজ। পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ কাল। অন্য রূপ নৈমিত্তিক অর্থাৎ পাকবিশেষে জায়মান। রস মধুর; অন্য রস নৈমিত্তিক অর্থাৎ ঔপাধিক। গন্ধের মধ্যে সুরভি অসুরভি এই দ্বিপ্রভেদ ব্যতীত বহুপ্রভেদ অভিহিত নাই। অন্যান্য প্রভেদ সংসর্গী বস্তুর নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। তত্রস্থ স্পর্শ অনুষ্ণ ও অশীত। এইরূপে কণাদের দর্শনে পৃথিবীতে রূপাদি দ্বাদশ গুণ, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব ও বেগ, এই ১৪টি গুণ থাকা নির্ণীত হইয়াছে। পৃথিবীভূত প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। পরমাণু ও কার্য্য। কার্য্য বা জন্য পৃথিবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই ত্রিপ্রভেদে অভিহিত হয়। শরীর আবার যোনিজ ও অযোনিজ এই দ্বিভেদে কথিত হয়। অস্মদাদির শরীর যোনিজ, ক্রিমি দংশাদির শরীর অযোনিজ। ইন্দ্রিয়াত্মক পৃথিবী শরীরস্থ, তাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নামে পরিচিত হইয়াছে। মৃত্তিকা ও পাষাণ প্রভৃতি বিষয়রূপা পৃথিবী।

জল। যাহা রসের আধার বা রসের (স্বাদের) সমবায়ী কারণ, তাহা জল। স্বাদ গুণ থাকাই জল ভূতের লক্ষণ। স্বাদ অন্য ভূতে নাই। জল ভূত দ্রবস্বভাব। এই জল চতুর্থ ভূত; সেই কারণে ইহাতে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, এই তিন ভূতের গুণ অনুক্রান্ত আছে। তন্মধ্যে রূপ, রস ও স্পর্শ

অভিব্যক্ত; আর সব অনভিব্যক্ত। সেই কারণে কণাদের সূত্র "রূপ রস-স্পর্শবত্য আপো-দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ।"

তেজঃ। যাহা রূপের আধার বা রূপের সমবায়ী কারণ তাহা তেজোনামক তৃতীয় ভূত। রূপ অন্য ভূতে নাই। যাহার রূপ নাই তাহা তেজ নহে। সুতরাং তেজোভূত রূপবত্ব গুণে অন্যান্য ভূত অপেক্ষা স্বতন্ত্র বা পৃথক। সেইজন্য রূপবত্তাই তেজোভূতের লক্ষণ। তেজোভূতে রূপ ও উষ্ণ-স্পর্শ প্রব্যক্ত বলিয়া কণাদ "তেজোরূপস্পার্শবৎ" এই রূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন। তেজের স্বাভাবিক রূপ শুক্লভাস্বর। * ভাস্বর শব্দের অর্থ পর-প্রকাশকত্ব। যেমন আলোক। আলোকই স্বীয় স্বভাবে পদার্থ প্রকাশ করে। মতান্তরে তেজের স্বাভাবিক রূপ (রং) লোহিত। অন্যান্য রূপ নৈমিত্তিক। স্পর্শ উষ্ণ। এই তেজঃ নিত্যানিত্য ভেদে দ্বিপ্রকার। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য; তৎপ্রভব বা তৎকার্য্যাত্মক তেজ অনিত্য। কার্য্যাত্মক অনিত্য তেজ আবার ত্রিবিধ। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীর আদিত্য লোকে। ইন্দ্রিয় শরীরবর্ত্তী রূপগ্রাহক চক্ষু। তাহা কৃষ্ণতারাগ্রবর্ত্তী। † অবশিষ্ট বিষয় তেজ বলিয়া গণ্য। বিষয় তেজ আবার প্রধানকল্পে চতুর্ব্বিধ। দিব্য, ঔদর্য্য, আকরজ ও ভৌম। দিব্য—বাড়বাগ্নি ও বিদ্যুদাদি। ঔদর্য্য—ভুক্ত-পরিপাক কারণীভূত উদরবর্ত্তী উষ্মাদি। আকরজ—সুবর্ণাদি ‡। ভৌম—বহ্নিনামে খ্যাত। সংখ্যাদিসপ্তক, শুক্লভাস্বররূপ, উষ্ণস্পর্শ, বেগাখ্যসংস্কার, দ্রবত্ব ও বেগ, এই ১১ গুণ তেজোভূতে বিদ্যমান আছে।

বায়ু। বায়ু রূপরহিত ও স্পর্শবান্। যাহা স্পর্শগুণের আধার বা স্পর্শের সমবায়ী কারণ, তাহা বায়ু নামক দ্বিতীয় ভূত। বায়ুর নিজগুণ অনুষ্ণাশীত। বায়ুর পিতা (জনক আকাশ। ¶ সেই জন্য তাহাতে (বায়ুতে)

---

* আদিত্যই মূল তেজ। তেজোমণ্ডল আদিত্য সর্ব্বতেজের আধার। সেই কারণে আদিত্য সর্ব্বপ্রকার রূপের অর্থাৎ রঙের আধার। পুরাণের বর্ণনায় সৌরালোকে ৭ প্রকার রং থাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। [মহাভারত দেখ।]

† চক্ষু-নামক বিষয় তেজ দৃষ্টিমণ্ডলবর্ত্তী। ইহার বিবরণে এইরূপ কথা লিখিত আছে—"নেত্রস্থদৃষ্টিমণ্ডলস্থং তেজঃ বাহ্যতেজসা স্বযোনিনা যোগাৎ শত্রুবিমাশনা কর্ম্মণাং ভবতি। অতিযোগাদুপহন্যতে। তচ্চ বৈদ্যুতবৎ বড়বামুখবচ্চ অম্ভোমধ্যগমপি বীর্য্যোৎকর্ষাৎ তেজস্থং ন জহাতি।" ইতি।

‡ কণাদ মতে সুবর্ণ তেজোবিকার ও সাকর্ষ্যপরিহীন।

¶ বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের এক স্থানে লিখিত আছে, "আকাশই স্পন্দগুণযোগে বায়ু হইয়াছে এবং তদ্দ্বয়ে ঔষ্ণ্য গুণ আবির্ভূত হওয়ায় তদ্দ্বয় হইতে জলভূত জন্মিয়াছে।

নৈত্তিক গুণও আছে, পরন্তু তাহা প্রব্যক্ত নহে। প্রব্যক্ত নহে বলিয়াই সূত্রকার সূত্রে তাহা লিখেন নাই। সূত্রকার কণাদ এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছেন —"স্পর্শবান্ বায়ুঃ।"

আকাশ। যাহা শব্দের সমবায়ী কারণ অথবা যদাশ্রয়ে শব্দ তরঙ্গাকারে অথবা কদম্বকেশরের আকারে উৎপন্ন ও বাহিত হয়, হইয়া শ্রবণগম্য হয়, তাহাই আকাশ নামক প্রথম ভূত। এই আকাশ অবকাশস্বভাব, নিতান্ত ব্যাপক ও সংযোগাজন্য ও জন্যবিশেষ গুণের আশ্রয়। আদি ভূত বলিয়া ইহাতে পূর্ব্বোক্ত রূপ রসাদি গুণ নাই। তাহা না থাকাতেই কণাদ— "ত এতে আকাশে ন বিদ্যন্তে" এইরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহা একদ্রব্য। কণাদ বলেন, আকাশে সংখ্যাদি পাঁচ ও শব্দ এই ৬ গুণ আছে এবং ইহা ঘনকঠিন (solid), দ্রব (liquid) ও বায়বীয়, (gaseous) এতত্রিতয়বিলক্ষণ আদিভূত (ether)।

কাল। যাহা অতীতাদি প্রত্যয় ব্যবহারের কারণ তাহা কাল। ইহাও একদ্রব্য। ইহা নিত্য, বিভু (ব্যাপক) ও অনুমেয়। এই বিষয়ে কণাদের সূত্র "অপরস্মিন্ অপরং যুগপৎ ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি।"

দিক্। যাহা দূর নিকটাদি বোধের ও পূর্ব্ব পশ্চিমাদি ব্যবহারের মূল কারণ তাহা দিক্। কালের ন্যায় দিক্‌ও এক দ্রব্য, নিত্য, ব্যাপিনী ও অনুমেয়া। কণাদ সূত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, কণাদের মতে আকাশ, কাল, দিক, এই তিন এক দ্রব্য; পরন্তু "কার্য্যবিশেষেণ নানাত্বম্।" কার্য্যভেদে নানা।

আত্মা। যাহা জ্ঞানাদির অধিকরণ, তাহা আত্মা। আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত অষ্টম দ্রব্য। গুণ পাঁচের দ্রব্য। আত্মদ্রব্য নিত্য (অজ অমর অজর) বিভু ও অনুমেয়। ন্যায়মতে আত্মা মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু কণাদ মতে অনুমেয়। আত্মপ্রত্যায়ক অহং জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃঢ়। সুতরাং আত্মা অনুমেয়। কণাদ মুনির "প্রাণাপান নিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চাত্মনোলিঙ্গানি।" এই সূত্রটী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ঐকাত্ম্যবাদ কণাদেরও অভিমত। এ বিষয়ে বিস্পষ্ট সূত্রও আছে। যথা—"সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্।" "শাস্ত্র-

সামর্থ্যাচ্চ।” “ব্যবহারতো নানা।” এই তিন সূত্রে ঐকাত্ম্যবাদই বিচারিত ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

মন। মন নবম দ্রব্য। ইহারই অন্য নাম অন্তঃকরণ এবং ইহাই সুখাদি সাক্ষাৎকারের হেতু।

যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রধান কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়, তেমনি সুখাদি সাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ মন। অন্য কোন করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সুখাদি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। এই বিষয়ে কণাদের সূত্র “আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবাভাবশ্চ মনসোলিঙ্গম্।” শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয় উভয়ে বহিঃস্থ দ্রব্যাদিতে সংযুক্ত হইলেও এক কালে সর্ব্বেন্দ্রিয়নিমিত্তক সর্ব্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। একেন্দ্রিয়নিমিত্তক জ্ঞানই যথাবথ যোগে উৎপন্ন হয়, অপরেন্দ্রিয়নিমিত্তক জ্ঞান অনুৎপন্ন থাকে। এতদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, ইন্দ্রিয়সাধারণের নিয়ন্তা এমন এক পদার্থ আছে, যাহার সংযোগে ও অসংযোগে ঐরূপ জ্ঞানের ভাবাভাব ঘটনা হয়। যাহার সংযোগে ও অসংযোগে ঐরূপ ঘটনা হয় তাহাই মন। স্মৃতি, অনুমান, আগম, সংশয়, স্বপ্ন, উহ, বা বিতর্ক, সুখদুঃখাদি অনুভব, ইত্যাদি পদার্থের কোনটাই ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে। সমস্তই মনোনামক অন্তর্ব্বর্ত্তী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। চক্ষুরাদি ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় কেবল রূপাদি বিষয়েই আসক্ত, অন্যান্য বিষয়ে উদাসীন। চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু গন্ধ গ্রহণ করে না। সেইরূপ, ঘ্রাণও রূপ গ্রহণ করে না। কিন্তু মন সর্ব্বগামী ও সর্ব্বগ্রাহী। অপিচ, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোনও ইন্দ্রিয় জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, মন নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া এক সময়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে অসমর্থ। এই সকল কারণে স্থির হয় যে, মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরক, ইন্দ্রিয়সমর্পিত বস্তুর বিবেচক, এবং অণুতুল্য সূক্ষ্ম। মহামুনি কণাদের দর্শনে মনের ৮টী গুণ অবধারিত আছে। সংখ্যাদি ৫, পরত্ব, অপরত্ব, ও বেগ। এতন্মতে মন ও আত্মা এক নহে। কণাদোক্ত ষড়্‌বিংশতিগুণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

রূপ। চক্ষুর্মাত্র গ্রাহ্য গুণবিশেষের নাম রূপ। ভাষা নাম রঙ্। তাহা ৭ প্রকার। শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র। এই গুণটী পৃথিবীতে, জলে ও বহ্নিতে অবস্থিত। পৃথিবীতে ৭ প্রকার রূপ বিদ্যমান, তাহা পাকজ। পাকজ বলিয়া পরিবর্ত্তন হয়। জলে ও বহ্নিতে শুক্লরূপ। অভাস্বর শুক্লরূপ জলে এবং ভাস্বর শুক্লরূপ তেজে।

রস। রসন-গ্রাহ্য নির্দ্দিষ্ট গুণকে রস বলে। ইহার অন্য নাম স্বাদ বা আস্বাদ। রস ৬ প্রকার ;—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত। রস পৃথিবী ভূতে ও জলে অবস্থান করে। পৃথিবীতে ৬ প্রকার রসই বিদ্যমান, পরন্তু তাহা পাকজ। পাকজ বলিয়া অনিত্য। অর্থাৎ অস্থায়ী বা উৎপন্ন-প্রধ্বংসী।

গন্ধ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ গন্ধ নামে খ্যাত। এটী পৃথিবীর বিশেষ গুণ অর্থাৎ নিজের গুণ।

স্পর্শ। মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ স্পর্শ নামের নামী। স্পর্শ ত্রিধা বিভক্ত। শীত, উষ্ণ ও উভয়বিলক্ষণ। এই গুণ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, এই চার ভূতে অবস্থান করে। ইহা বায়ুর নৈজ গুণ, অন্যের কারণোৎপন্ন গুণ।

শব্দ। কেবলমাত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ শব্দ নামে পরিচিত। এটী আকাশীয় নৈজ গুণ এবং অন্যান্য ভূতে উহা স্ব স্ব কারণ লব্ধ। শব্দ দ্বিবিধ। ধ্বনি ও বর্ণ। ভেরী প্রভৃতির প্রসিদ্ধ শব্দ ধ্বনি এবং ভাষারূপ শব্দ বর্ণ। এই দ্বিবিধ শব্দ আবার প্রত্যেকে ত্রিবিধ। সংযোগজ, বিভাগজ ও শব্দজ।

বাহিরে ভেরীদণ্ডসংযোগে সমুৎপন্ন শব্দ সংযোগজ, এবং শরীরে ঔদর্য্য-বায়ু কণ্ঠ সংযোগে সমুৎপন্ন শব্দ সংযোগজ। বাহিরে বাঁশ প্রভৃতি পাটিত করণ কালে সমুৎপন্ন শব্দ বিভাগজ এবং শরীরে ওষ্ঠদ্বয় বিভাগজনিত শব্দ বিভাগজ। প্রতিধ্বনি নামক শব্দ শব্দজন্য বলিয়া শব্দজ। কদম্বগোলক অথবা বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি ও গতি হইয়া থাকে। বর্ণিত প্রকারের বর্ণ শব্দ প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। প্রমাণ ও অপ্রমাণ। আপ্তো-পদেশ সকল প্রমাণ শব্দের অন্তর্গত। এই প্রমাণশব্দ আবার প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। লৌকিক ও বৈদিক। বৈদিক আবার ত্রিপ্রকার। বিধি, মন্ত্র, অর্থ-বাদ। এই প্রমাণ শব্দ আবার প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। ঘটোঽস্তি—ঘট আছে, ইত্যাদিবিধ শব্দ প্রথম অর্থাৎ দৃষ্টার্থ ও স্বর্গঃ নরকং দেবাঃ ইত্যাদি দ্বিতীয় অর্থাৎ অদৃষ্টার্থ। অর্থশূন্য বা বাধিতার্থ বর্ণ শব্দ (ভাষা) অপ্রমাণ।

সংখ্যা। যে গুণ থাকায় এক, দুই, তিন্, ইত্যাদিবিধ প্রতীতি ও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, সেই গুণ সংখ্যা নামে পরিভাষিত। সংখ্যা সমুদায় দ্রব্যে অবস্থিত, এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ও ত্বগিন্দ্রিয়ের গম্য।

পরিমিতি অর্থাৎ পরিমাণ। যাহার দ্বারা ছোট, বড়, মধ্যম ও এক

হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি আকারের জ্ঞান ও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহা পরিমাণ নামক গুণ। এই পরিমাণ নামক গুণ দ্রব্য মাত্রে অবস্থিত।

পৃথকত্ব। যাহা "অমুক অমুক হইতে পৃথক্" ইত্যাকার জ্ঞানের ও ব্যবহারের অসাধারণ কারণ, তাহা পৃথকত্ব নামক গুণ। পৃথকত্ব গুণ নব দ্রব্য বৃত্তি। কোন বৈশেষিক বলেন, পরস্পরাভাবই পৃথকত্ব; তাহা স্বতন্ত্র গুণ নহে।

সংযোগ। দুই বা ততোধিক অযুক্ত দ্রব্যের যোগ, মেলন, পরস্পর স্পর্শ বা পরস্পর প্রাপ্তি সংযোগনামক গুণ। সংযোগ গুণ অনিত্য অর্থাৎ উৎপন্নপ্রধ্বংসী। এ গুণ দ্রব্যের একাংশ অবলম্বনে অবস্থিত থাকে। ইহা দ্বিবিধ। কর্ম্মজ ও সংযোগজ। কর্ম্মজ সংযোগ দুই প্রকার। অন্যতরকর্ম্মজ ও উভয়কর্ম্মজ। অন্যতর কর্ম্মজ সংযোগের স্থান বা নিদর্শন—বৃক্ষপক্ষিসংযোগ। উভয়কর্ম্মজ সংযোগের উদাহরণ—মেষদ্বয়ের বা মল্লদ্বয়ের সন্নিপাত। সংযোগজ সংযোগের উদাহরণ—ঘটে কপালিকাসংযোগ, বৃক্ষে ঘটসংযোগ। এই সংযোগ [illegible]ীয় ভাষায় অবয়বসংযোগজনিত অবয়বিসংযোগ বলিয়া নিদর্শিত হয়। সংযোগনামক গুণ আবার প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। এক প্রকারের নাম অভিঘাত ও অপর প্রকারের নাম নোদন। অভিঘাতনামক সংযোগ শব্দোৎপত্তির ও ক্রিয়োৎপত্তির কারণ এবং নোদনসংযোগ কেবল মাত্র ক্রিয়োৎপত্তির হেতু। ক্রিয়া=প্রস্পন্দ বা প্রচলন।

বিভাগ। সংযোগনাশক গুণবিশেষ বিভাগনামের নামী। এইগুণটী অর্থাৎ বিভাগ গুণটী সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তি। ইহাও অনিত্য অর্থাৎ জন্মবান্। এই গুণ দ্বিভেদবিশিষ্ট। কর্ম্মজ ও বিভাগজ। কর্ম্মজ দ্বিবিধ। এককর্ম্মজ ও উভয়কর্ম্মজ। প্রথম—বৃক্ষপক্ষীর বিভাগ। দ্বিতীয় মেষদ্বয়ের বিভাগ। বিভাগজ বিভাগও দ্বিবিধ। কারণমাত্রবিভাগজ ও কারণাকারণবিভাগজ। উভয়ের উদাহরণ—কপালদ্বয় বিভাগে কপালের পূর্ব্ব ভাগের বিভাগ এবং হস্তপুস্তকবিভাগে কায়ঃ পুস্তকের বিভাগ। [কপাল—ঘটের, অবয়ব। কায়—শরীর।]

পরত্ব। পরত্ব নামক গুণ "পর বা পরে" ইত্যাকার জ্ঞানের ও ব্যবহারের কারণ। ইহা দুই প্রকার। এক দিকক্কত, অপর কালকৃত। দূরত্বাদি দিক্‌কৃত পরত্ব এবং জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বাদি কালকৃত পরত্ব।

অপরত্ব। ইহা "অপর" ইত্যাকার জ্ঞানের ও ব্যবহারের কারণ।

গুরুত্ব। যাহা পতনের অসমবায়ী কারণ তাহা গুরুত্ব নামধেয় গুণ।

গুরুত্ব গুণের ভাষা নাম "ভার।" এই গুণটী অতীন্দ্রিয় ও পৃথিবীতে অবস্থিত। পার্থিব পদার্থে, জলে ও জলীয় বস্তুতে উহা অবস্থান করে। ইহার ব্যবহার রতি, মাষা, তোলা, ইত্যাদি ইত্যাদি ভাষায় নিষ্পন্ন হয়। বল্লভাচার্য্য বলেন, গুরুত্ব এক প্রকার স্পর্শ এবং তাহা প্রত্যক্ষ। ফল থাকিলে গুরুত্ব গুণে পৃথিবীপতিত হয় না। গুরুত্ব গুণ বৃন্তসংযোগ ধ্বংস করে; পরে তাহাতে বেগাখ্য ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়ায় তাহা স্খলিত বা বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ফল পতন কেবল গুরুত্বজনিত নহে, প্রত্যুত তাহা বেগজনিত। বৃন্তসংযোগের ধ্বংসই গুরুত্বজনিত। *

দ্রবত্ব। স্যন্দনের অসমবায়ী কারণ গুণ দ্রবত্ব নামের নামী। স্যন্দন শব্দের ভাষা নাম গড়িয়ে যাওয়া ও চুঁইয়ে পড়া। ইহা সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব; পৃথিবীতে ও তেজে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বিদ্যমান আছে। সেই কারণে তাপ সংযোগে লাক্ষা ও জতু প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ ও সুবর্ণ প্রভৃতি আকরীয় তেজ দ্রবীভূত হয়।

স্নেহ। যে গুণে চূর্ণীকৃত দ্রব্য পিণ্ডাকৃতি ধারণ করে সেই গুণ স্নেহ। চিক্কণতাও স্নেহ গুণের অন্তঃপাতী। এই গুণটী কেবল মাত্র জলে অবস্থিত। পৃথিবীভূতে যে স্নেহ গুণ দৃষ্ট হয় তাহা জলসম্পর্কজনিত।

বুদ্ধি। যাহা অর্থপ্রকাশক আত্মগুণ তাহা "আমি জানিয়াছি" ইত্যাদিবিধ সাক্ষাৎকারজাতীয়। বুদ্ধির পর্য্যায়—উপলব্ধি, জ্ঞান ও প্রত্যয়। বুদ্ধির আরও নাম আছে। কণাদের মতে বুদ্ধি বা জ্ঞান সংক্ষেপতঃ দ্বিধা। বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা চতুর্ব্বিধা। প্রত্যক্ষ, লৈঙ্গিক † স্মৃতি, আর্ষবিজ্ঞান। অবিদ্যাও চতুর্ব্বিধা।—সংশয়, বিপর্য্যয়, স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়। লৈঙ্গিক

---

* প্রশ্নোপনিষদে লিখিত আছে, গুরুত্ব পার্থিব গুণবিশেষ। সেই জন্য তাহা পৃথিবীর অভিমুখে স্বাশ্রিত বস্তুকে গতিমান্ করে। উৎক্ষিপ্ত হইতে দেয় না। ভাস্করাচার্য্য নামক জ্যোতিগ্রন্থলেখক ঐ উক্তির পরিবর্ত্তে পার্থিবাকর্ষণ কথা ব্যবহার করিয়াছেন।

† লিঙ্গ শব্দের অর্থ বোধক হেতু। হেতুদর্শনোৎপন্ন হেতুমদ্বিষয়ক বোধ কণাদের শাস্ত্রে লৈঙ্গিক জ্ঞান নামে পরিভাষিত হইয়াছে। অন্য শাস্ত্রে ইহার নাম অনুমিতি। ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান প্রণালী যদ্রূপ, কণাদ শাস্ত্রের লৈঙ্গিক জ্ঞানের প্রণালীও তদ্রূপ। কণাদ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিন প্রমাণ মানেন; উপমান মানেন না। উপমান প্রমাণ গৌতমসম্মত। গৌতম মতে বুদ্ধির বিভাগ এইরূপ। বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রথমতঃ দ্বিবিধ। নিত্য ও অনিত্য। ঐশ্বরিক জ্ঞান নিত্য, জৈবিক জ্ঞান অনিত্য। অনিত্য জ্ঞান আবার দ্বিবিধ। স্মৃতি ও অনুভূতি। অনুভূতি অর্থভেদে বিবিধ এবং স্মৃতি একবিধ। উক্ত অনুভূতি প্রকারান্তরে চতুর্ব্বিধ। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ।

জ্ঞান ইন্দ্রিয়জাত নহে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়জাত। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান দ্বিপ্রকার। সর্বজ্ঞীয় ও অসর্বজ্ঞীয়। যাহা ইন্দ্রিয়জাত অসর্বজ্ঞীয় জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক *। কেহ বলেন, সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে; পরন্তু তাহা মানস। অন্যে বলেন, সবিকল্পক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগজনিত বলিয়া প্রত্যক্ষ এবং নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের মূল। সেজন্য তাহাও প্রমাণ। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ না হইলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতীত হয় না।

সুখ। ইহা আত্মনিষ্ঠ ও অনুকূলবেদনীয় গুণ। এ গুণটী ধর্ম্মমূলক। সুখ ৪ প্রকার। বৈষয়িক, আভিমানিক, মানোরথিক ও আভ্যাসিক। বিষয়সাক্ষাৎকার জন্য সুখ বৈষয়িক। রাজ্য, আধিপত্য, পাণ্ডিত্য ও গর্ব্বাদি জনিত সুখ আভিমানিক। বিষয়ধ্যানজনিত সুখ মানোরথিক। কর্ম্মরত থাকায় যে তদভ্যাসজনিত ঈপ্সা বিশেষ তাহাই কণাদের আভ্যাসিক সুখ।

দুঃখ। ইহাও আত্মার প্রতিকূলবেদনীয় গুণ এবং এ গুণও ভাবাত্মক দুঃখোৎপত্তির মূলকারণ অধর্ম্ম। দুঃখও সুখের ন্যায় চতুর্ব্বিধ।

ইচ্ছা। যাহা প্রবৃত্তির অনুকূল (জনক) তাহা। ইহা মনোমাত্র গ্রাহ্য ও আত্মার গুণ। ইহা দ্বিবিধ। ফলবিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী।

দ্বেষ। যাহা নিবৃত্তির সাক্ষাৎ অনুকূল (জনক) তাহা। এটীও আত্মনিষ্ঠ ও মনোমাত্র গ্রাহ্য গুণ।

যত্ন বা প্রযত্ন। যে গুণের উদ্রেকে, ইষ্যমান পদার্থে শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া ব্যাপারিতা হয়, সেই গুণ। ইহার অন্য নাম ধৃতি। প্রযত্ন নিরাকার, সবিষয়ক ও মনোমাত্র গ্রাহ্য। এই প্রযত্ন ত্রিভেদবিশিষ্ট। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই শব্দের অর্থ বিস্পষ্ট। জীবনযোনি শব্দের অর্থ—যে প্রযত্ন প্রাণ ধারণ করিতেছে সেই প্রযত্ন। এই জীবনযোনি নামক প্রযত্ন স্বাভাবিক অর্থাৎ ইচ্ছার অনধীন। ইহা শ্বাসপ্রশ্বাসরূপী।

ধর্ম্ম। এই গুণটী আত্মাশ্রিত ও বিহিতানুষ্ঠানজনিত। এই গুণের

* বিশেষণানবগাহী জ্ঞান নির্ব্বিক নামে পরিভাষিত। ইহা ইন্দ্রিয়গৃহীত প্রথম জ্ঞান—মনের নিকট অর্পিত হইবার পুর্ব্বের জ্ঞান। ইন্দ্রিয় বস্তুমাত্র গ্রহণ করে, আকার প্রকার হেয় উপাদেয় ভাল মন্দ অবধারণ করে না। ভাল মন্দ অবধারণের পূর্ব্বে ও ইন্দ্রিয়সংযোগের অব্যবহিত পরে প্রথম নির্ব্বিকল্পক অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যানবগাহী জ্ঞান জন্মে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সম্মুগ্ধ জ্ঞানই এতৎশাস্ত্রে নির্ব্বিকল্পক নামে অভিহিত হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অভিহিত আছে। ইহারই এক বিভাগ জন্মের অর্থাৎ শরীরোৎপত্তির কারণ এবং অন্য এক বিভাগ শরীরাদি নিবারণের অর্থাৎ জন্ম বিনাশের হেতু। কণাদ মুনি "য তোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" এই সূত্রে উভয় বিভাগই ব্যক্ত করিয়াছেন।

অধর্ম্ম। ইহা নিষিদ্ধাচরণপ্রভব, শরীরাদির জনক; এবং নরকাদি দুঃখের সাধক আত্মগুণ।

সংস্কার। সংস্কার গুণটী প্রধান কল্পে ত্রিভাগে বিভক্ত। বেগ, ভাবনা, ও স্থিতিস্থাপক। বেগ মূর্ত্তদ্রব্যবৃত্তি, ভাবনা আত্মবৃত্তি, স্থিতিস্থাপক পার্থিবদ্রব্যবৃত্তি। বেগ দ্বিবিধ। ক্রিয়াপ্রভব ও বেগপ্রভব। তন্মধ্যে ক্রিয়াপ্রভব বেগ নোদনোৎপাদক। ইহা শরীরাদি নানা পদার্থে প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট বেগবৎ-অবয়ব-জন্য ও অবয়বীতে প্রসিদ্ধ। ভাবনা অনুভবজনিত। স্থিতিস্থাপক—ক্রিয়া ও ক্রিয়াশেষ উভয়জনিত। কোন দ্রব্য অন্যথা স্থাপন করিলে তাহা যে পুনরুদবস্থ হয়, তাহাই স্থিতিস্থাপকের উদাহরণ।

অভাব। সমুদায় পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিভাগ দুই। ভাব ও অভাব। তন্মধ্যে ষট্প্রভেদান্বিত ভাব পদার্থের বিভাগ ও লক্ষণ প্রভৃতি সমস্তই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অভাব পদার্থের নির্দ্দেশ করা যাউক। কণাদ কণ্ঠতঃ অভাব পদার্থের কথা না বলিলেও ভাবান্তরে বলিয়াছেন। তাদৃশ অভাব পদার্থই "নাস্তি—নাই" এতদ্রূপ জ্ঞানের ও ব্যবহারের কারণ। অভাব পদার্থও ভাবপদার্থের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও প্রতিযোগীর স্বরূপ। (যাহার অভাব তাহা প্রতিযোগী, এইরূপ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।) অবস্থাভেদে অভাব চার প্রকার। তদ্যথা—অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব। ত্রৈকালিক অভাব অত্যন্তাভাব। ঘটে যে পটের অভাব এবং পটে যে ঘটের অভাব অনুভূত হয়, তাহা অন্যোন্যাভাব। উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে বৃক্ষের অভাব ছিল, সে অভাব প্রাগভাব নামে খ্যাত। বৃক্ষ মরিয়া গেলে অথবা ধ্বংস হইয়া গেলে যে অভাব প্রতীত হয়, সে অভাব ধ্বংসাভাব নামে পরিচিত।

বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রণেতা কণাদ মুনি, প্রদর্শিত প্রকারে পদার্থের বিভাগ ও লক্ষণাদি নির্ণয় করিয়াছেন। অপিচ ঐ সকল পদার্থের পরীক্ষা ও প্রসঙ্গাগত অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মর্ম্মকথা উত্তমরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কণাদ বলেন,—জগতের মূল কারণ নিত্য। তন্মধ্যে চতুর্ব্বিধ পরমাণু; আকাশ, কাল ও আত্মা নিত্য। আর আর অনিত্য। মনঃ প্রভৃতি

কএকটী পদার্থ প্রকৃত নিত্য নহে, কিন্তু নিত্যপ্রায়। প্রলয় বা মোক্ষ পর্যান্ত স্থায়ী বলিয়া নিত্যপ্রায়। কণাদকৃত সূত্রগণের মধ্যে, ঈশ্বর প্রতিপাদক সূত্র নাই। সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রসঙ্গও দেখা যায় না। কিন্তু নব্য বৈশেষিক দিগকে আত্মার বিভাগে জীব ও পরম এই দ্বিপ্রকার বিভাগ স্থির করিয়া ঈশ্বরের পদে পরমাত্মাকে স্থাপন করিতে দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নিত্যজ্ঞানী, নিত্যেচ্ছ, পূর্ণশক্তি, ইত্যাদিবিধ লক্ষণান্বিত। তদীয় অস্তিত্ব আগম ও আগমসহায় অনুমান, এই দ্বিবিধ প্রমাণে বিনিশ্চিত হয়। কণাদের মতে নিত্যের লক্ষণ "সদকারণবন্নিত্যম্"। যাহার কারণ নাই, অর্থাৎ যাহা অনুৎপন্ন ও সদা বিদ্যমান, তাহা নিত্য।

কণাদমুনি বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন বটে, পরন্তু ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া নহে। কণাদ মুনি মনে করেন, ঋষিগণ আর্ষবিজ্ঞানের প্রভাবে পদার্থ তত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ অসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ে সমারোপিত অর্থাৎ প্রতীতিগোচর করিয়া প্রজাহিতকামনায় যে সকল উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই সেই বাক্য প্রমাণ বেদনামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা যোগজ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ আর্ষবিজ্ঞানে দেখিয়াছিলেন যে, যাগের ফল স্বর্গ, তাই তাঁহারা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন "স্বর্গকামো যজেত"। এবংক্রমেই বেদ প্রকটিত হইয়াছে। এ সকল কথা কণাদ দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "বুদ্ধিপূর্ব্বা বা বাক্যকৃতির্বেদে।" "ব্রাহ্মণে সংজ্ঞা কর্ম্ম সিদ্ধিলিঙ্গম্।" ইত্যাদি সূত্রে অভিহিত হইতে দেখা যায়। আর্ষবিজ্ঞান কি? আর্ষবিজ্ঞান যোগসমাধিসমুৎপন্ন অলৌকিক জ্ঞান। তাহা যোগসমাধিপ্রভব ধর্ম্মবিশেষ (জ্ঞান বিশেষ) নামে খ্যাত। এই অলৌকিক যোগসমাধিজাত ধর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হইলে ঋষিদিগের জ্ঞেয়দর্শন অর্থাৎ যথাযথ তত্ত্ব প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া থাকে। তাই কণাদ মুনি বলিয়াছেন "আর্ষং সিদ্ধদর্শনং ধর্ম্মেভ্যঃ।"

কণাদ মুনি আরও বলিয়াছেন, "আত্মেন্দ্রিয়মনোর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখ দুঃখে।" আত্মা মনে, মন ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় অর্থে সন্নিকৃষ্ট (সম্বদ্ধ) হয়, অনন্তর সুখ ও দুঃখ জন্মে। অভিমত অর্থে সুখ, অনভিমত অর্থে দুঃখ। ইহা অযোগ অর্থাৎ সংসার দশার ঘটনা। পরন্তু "তদনারম্ভে আত্মস্থে মনসি শরীরস্থ সর্ব্বদুঃখাভাবঃ সংযোগঃ।"

মন যদি বিষয়ান্তর পরিহার করিয়া, কেবলমাত্র আত্মাভিমুখে

অবস্থিতি করে, অথবা দীর্ঘকাল ধ্যেয় বস্তুতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে মনের অন্যাভিসন্ধানাত্মিকা ক্রিয়া রহিত হইয়া যায়।

যে অবস্থা শরীর ও মানস দুঃখের নিবারক ও চিত্তগত সামর্থ্য বিশেষের জনক, তাহারই শাস্ত্রীয় নাম যোগ। এই যোগ নানা উপায়ে সাধিত হইতে পারে এবং তাহাতে সিদ্ধ হইলে অলৌকিক প্রত্যক্ষ (যাহা সাধারণ লোকের নাই) উপস্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। "আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্।" "তথা দ্রব্যান্তরেষু।", "তৎসমবায়াৎ কর্ম্মগুণেষু॥" আত্মার আত্মমনের সংযোগবিশেষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনের অবস্থিতি—যাহাকে সমাধি বলে—তাহা জন্মিলে আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান জন্মে। অপিচ, ঐ প্রকার যোগের দ্বারা দ্রব্য, দ্রব্যাশ্রিত গুণ ও ক্রিয়া; সমস্তই যথাযথ প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষ অলৌকিক ও বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ। যোগীরা যোগজধর্ম্ম প্রভব আর্ষবিজ্ঞানে* দ্রব্য গুণ কর্ম্ম ও সে সকলের বিভাগ যথাযথ প্রত্যক্ষ করেন। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে আত্মার অদুঃখিত্ব সিদ্ধ ও জন্মমরণপ্রবাহ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। জন্মমরণপ্রবাহ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ জন্মে। যাবৎ না মোক্ষ প্রাদুর্ভূত হয় তাবৎ বার বার শরীরসংযুক্ত ও শরীরবিযুক্ত অর্থাৎ জন্ম ও মরণ অনুভব করিতে হইবে। এবং তদনুগত অসংখ্যবিধ দুঃখও পুনঃপুনঃ অনুভূত হইবে, অন্য কিছুতে তাহা নিবারিত হইবে না।

মোক্ষ বিষয়ে কণাদের সূত্র এই যে, "অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।"

গৃহীত পূর্ব্বদেহ হইতে আত্মার অপসর্পণ (নিষ্ক্রান্তি), পরে আবার দেহান্তরে উপসর্পণ (দেহান্তরের উৎপত্তি), তাহাতে পান ভক্ষণাদির সংযোগ ও অন্য অন্য কার্য্যের (প্রাণাদির) সংযোগ, সমস্তই অদৃষ্টের (পূর্ব্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারের) প্রবল প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।" সেই অদৃষ্ট আর্ষবিজ্ঞানবিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অদৃষ্ট ক্ষয় হইলে সে সকল সংযোগ আর হয় না। সুতরাং তাহার পুনঃ প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ শরীরোৎপত্তি নিবারিত হইয়া যায়। শরীরোৎপত্তি নিবারিত হইলেই মোক্ষ সুসম্পন্ন হয়।

---

* ইহাই যোগশাস্ত্রের "প্রজ্ঞালোক" এবং অন্য নাম "প্রাতিভ জ্ঞান।"

এ স্থানে বলা বাহুল্য যে,কণাদের মতে মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা দুঃখাতীত হন সত্য; পরন্তু আকাশাদির ন্যায় সুখদুঃখবর্জ্জিত জড় ও অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। সেই কারণে বৈষ্ণবেরা প্রাণান্তেও বৈশেষিকী মুক্তি কামনা করেন না।' এতন্মতে জ্ঞানের নামান্তর চৈতন্য; তাহা আত্মার স্বরূপে সন্নিবিষ্ট নহে। তাহা আত্মায় মনঃসংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা গেল, চৈতন্য নামক জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নহে; উৎপন্নপ্রধ্বংসী গুণ। আত্মমনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মোক্ষে তাহার উৎপত্তি নিবারিত হয়; সুতরাং আত্মা আকাশের ন্যায় অচেতন অবস্থায় থাকেন। যাবৎ না মোক্ষ হয়, তাবৎ আত্মমনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। মরণের পরেও তাহা থাকে। সেই কারণে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, জন্মমরণের অন্তরালে স্বপ্নতুল্য অস্পষ্ট ভাবনাময় বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তাদৃশ আত্মমনঃসংযোগ একবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তখন আত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্ত্যাত্মক মোক্ষ সুসম্পন্ন হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, এই বৈশেষিক মোক্ষে সুখের সম্পর্ক থাকে না। এবং আকাশের ন্যায় জড় হইয়া থাকিতে হয়।

সাঙ্খ্যদর্শন।

—00—
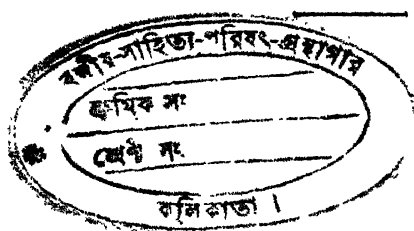
উদ্দেশ্য।

কপিলকৃত দর্শনের এক নাম ষষ্টিতন্ত্র, * অপর নাম সাঙ্খ্য। সাঙ্খ্যকে শাস্ত্রও বলে, দর্শনও বলে। মহর্ষি কপিল যে জীব নিবহের মোক্ষ উদ্দেশে সাঙ্খ্যশাস্ত্র বা সাঙ্খ্যদর্শন প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহা "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" এই প্রথম সূত্র দৃষ্টে বুঝা যায়।

পদার্থবিভাগ।

কপিল বলেন, মোক্ষ বিবেক-জ্ঞানের অধীন এবং বিবেক-জ্ঞানের বিষয় প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই পদার্থের তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে জীবের প্রাকৃতিক বন্ধন থাকে না; কাযেই কৈবল্য নামক মোক্ষ হয়। কপিলের মতে মূলতত্ত্ব বা বিজ্ঞেয় তত্ত্ব প্রধানকল্পে দুই। প্রকৃতি ও পুরুষ। অপরিণামী বা একরূপতা বিধায় পুরুষ নামক তত্ত্বের অবান্তর বিভাগ নাই। নানারূপে বা নানা আকারে ব্যবস্থিত বলিয়া প্রকৃতি নামক তত্ত্বের অবান্তর বিভাগ আছে। সে বিভাগ এই—

মূল-প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি ও কেবল বিকৃতি। সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ এই তিন বিভাগকে পৃথক্ গণ্য করিয়া বলিয়াছেন, সাঙ্খ্যীয় পদার্থনিচয় প্রথমতঃ চতুর্ধা বিভক্ত। মূল-প্রকৃতি (১), প্রকৃতি-বিকৃতি (১), কেবল বিকৃতি (১) ও অনুভয়রূপ (১)। এই বিভাগের আবার অবান্তর বিভাগ আছে।

---

* ৬০ প্রকার জ্ঞাতব্যের উপদেশ থাকায় সাংখ্যের নাম ষষ্টিতন্ত্র। আচার্য্য পঞ্চশিখ সমুদায় জ্ঞাতব্যের গণনা ও বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৬০ প্রকার কি কি তাহা পশ্চাৎ বলা হইবে। সংখ্যা শব্দে সম্যক্ জ্ঞান। সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ জ্ঞানের উপায় উপদিষ্ট থাকায় কপিলকৃত দর্শন সাংখ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। "সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে। তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এ বচনটীও সাংখ্য নামের ব্যুৎপাদক।

তাহা এইরূপ—মূল-প্রকৃতি ১, প্রকৃতি-বিকৃতি ৭, কেবল বিকৃতি ১৬, অনুভয়রূপ অর্থাৎ পুরুষ ১। পুরুষ কোন কিছুর প্রকৃতি নহে, বিকৃতিও নহে, সুতরাং অনুভয়রূপ। সমুদায়ে ২৫ তত্ত্ব; পঁচিশের অধিক তত্ত্ব নাই *। এতন্মতে শরীরের বাহিরেও পুরুষের অবস্থিতি আছে, পরন্তু শরীরেই তাহার স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ।

পুরুষ।

সাংখ্যোক্ত পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, নির্গুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা ও অপ্রসবধর্ম্মী। শরীরের নাম পুর, তাহাতে শয়ান আছেন বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই কারণে নাম পুরুষ। আদি বা উৎপত্তি নাই বলিয়া অনাদি। নিরবয়ব ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া সূক্ষ্ম। পূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সর্ব্বগত। † সুখ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধি করেন (বুঝেন) ও জড়শরীরকে চেতিত করেন বলিয়া চেতন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের অতীত বলিয়া নির্গুণ। উৎপন্ন ও উৎপাদক পদার্থ নহেন বলিয়া নিত্য। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থ দেখেন বলিয়া (প্রকাশ করেন বলিয়া) দ্রষ্টা। সুখ দুঃখ ভোগ করেন বলিয়া ভোক্তা। তাঁহাতে ক্রিয়া হয় না অর্থাৎ তিনি কোন কিছু করেন না বলিয়া অকর্ত্তা। পুরুষ হইতে কোন কিছু প্রসূত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না বলিয়া পুরুষ অপ্রসবধর্ম্মী। এবম্বিধ পুরুষ শাস্ত্রান্তরে আত্মা, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, ব্রহ্ম, অক্ষর ও প্রাণী প্রভৃতি নানা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। সদা একরূপে অবস্থিত থাকায়, কোনও কালে ও কোনও প্রকারে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত না থাকায়, ইনি জগতের উপাদান নহেন।

---

* "মূল-প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥" (৩ কারিকা।

যাহা মূল প্রকৃতি, তাহা কোন কিছুর বিকার নহে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পাঁচ তন্মাত্রা, এই সাত প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকার ও অহংতত্ত্বের প্রকৃতি। অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি ও তন্মাত্রা পঞ্চকের প্রকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ স্থূল ভূত (পৃথিব্যাদি পঞ্চক) অহংতত্ত্বের বিকার। ইহাদের বিকারে আর কোন তত্ত্ব জন্মে নাই। সেই জন্য ইহারা কেবল বিকৃতি। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ পৃথিব্যাদি হইতে উৎপন্ন হইলেও তত্ত্বান্তর নহে। অর্থাৎ সে সমুদায় পৃথিব্যাদিরই অবস্থা প্রভেদ।

† ইহাকে জড়বিপরীতরূপে বুদ্ধিস্থ করিতে হয়। জড়বিপরীতত্বই চেতনের লক্ষণ।

প্রকৃতি।

পুরুষের ন্যায় অনাদিনিধন, নিত্য ও অসীম; অথচ চেতনবিপরীত ও পরিণামী, এমন এক মূলতত্ত্ব আছে,—যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতিসংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই অনাদিনিধন, বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন ও বিচিত্রপরিণাম-স্বভাব মূল তত্ত্বটী অব্যক্ত, প্রকৃতি ও প্রধান, এই তিন নামে ব্যবহৃত হয়। "প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্।" যাহা এই দৃশ্য বিশ্বের মূল কারণ, মূল উপাদান, তাহারই অন্যতম সংজ্ঞা বা নাম প্রকৃতি। তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধিকারবহির্ভূত বলিয়া অব্যক্ত, অথবা এই ব্যক্ত বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থা বলিয়া অব্যক্ত। তাহা হইতে এ সকল ক্রমপরিণামে ব্যক্ত বা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতি এবং বীজে বৃক্ষ থাকার ন্যায় ব্যক্ত বিশ্ব তাহাতেই নিহিত (লুক্কায়িত) ছিল বলিয়া প্রধান। এই তত্ত্বই শাস্ত্রান্তরের মায়া, জগদ্‌যোনি, বিক্ষেপশক্তিমৎ অজ্ঞান, ঈশ্বরের সৃজনশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহাই বিশ্বের মূল, বীজ বা স্থূল রচনার সূক্ষ্ম আদর্শ। সূক্ষ্মতা বা অব্যক্ততা বিধায় ইহা বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও আন্তঃকরণিক প্রজ্ঞাবিশেষের অর্থাৎ অনুমান-নামক জ্ঞান বিশেষের গ্রাহ্য হইতে পারে। যথা—ব্যক্ত মাত্রেই পূর্ব্বাপর অবস্থা বিভাগে দ্বিরূপী। পূর্ব্বাবস্থা কারণ ও পরাবস্থা কার্য্য। যাহা গুণাদি বিশেষণে অনভিব্যক্ত তাহা কারণ এবং যাহা গুণাদি বিশেষণে অভিব্যক্ত তাহা কার্য্য। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। কারণ ও অব্যক্ত সমান কথা এবং কার্য্য ও ব্যক্ত তুল্য কথা। অন্বেষণ করুন দেখিতে পাইবেন, যাহার যাহার প্রকাশাবস্থা থাকে বা দৃষ্ট হয়, তাহার তাহারই এক সময়ে না এক সময়ে অপ্রকাশাবস্থা ছিল। এই প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট সত্য নিয়ম অনুসারে জানা যায়, বা বুঝিতে পারা যায়, যে, এই বিচিত্র ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডও পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল। ইহার সেই অব্যক্তা-বস্থা, বীজাবস্থা বা কারণাবস্থা সাঙ্খ্য মতের প্রকৃতি ও প্রধান। মনু এই প্রধানকে "আসীদিদং তমোভূতম্" তমঃ সংজ্ঞা দিয়াছেন। সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ ইহার "ব্যক্তবিপরীতমব্যক্তম্" এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। আদিবিদ্বান্ মহর্ষি কপিল মহামুনি "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" এই বলিয়া উক্ত মূল কারণের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত সূত্রভাগের ব্যাখ্যা এই যে, "অকার্য্যোপলক্ষিতং গুণসামান্যং প্রকৃতিঃ।" অর্থাৎ অপ্রকটিত বা সমাগত কার্য্যাবদ্ধ সত্ত্বাদি গুণই প্রকৃতি। গীতা শাস্ত্র এই

অব্যক্ত নামক মূল কারণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব।" শাস্ত্রান্তরে আরও একটী প্রকৃতি বুঝিবার উপযুক্ত বিস্পষ্ট কথা আছে। যথা—

"যথাশ্বত্থকর্ণিকায়ামন্তর্ভূতো মহাদ্রুমঃ।
নিষ্পন্নো দৃশ্যতে ব্যক্তমব্যক্তাৎ সম্ভবস্তথা॥"
"শব্দস্পর্শবিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংবৃতম্।
ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্॥"*

সেই সুদূরবর্ত্তী মূল কারণটী ত্র্যাত্মক। পূর্ব্বোক্তলক্ষণ একাত্মক পুরুষ তাহার সহায় বা নিমিত্ত কারণ। পুরুষের সন্নিধানরূপ সাহায্যে বা নিমিত্ত-ভাব অবলম্বনে ত্র্যাত্মক মূল কারণ ক্রমবিকাশ নিয়মে বিকশিত হইয়া এখন বিশ্বাকারে বিরাজ করিতেছে। মূলকারণ প্রকৃতি ত্র্যাত্মিকা, এ কথার রহস্য —সত্ত্বনামক রজোনামক ও তমোনামক গুণের সাম্য বা সমাহার। এক সঙ্গে, তুল্যবলে ও তুষ্টীম্ভাবে অবস্থিত থাকাই গুণসাম্য শব্দের অর্থ। গুণ বলিলে এখন আমরা যাহা বুঝি, এ সে গুণ নহে। দ্রব্য বলিলে যাহা বুঝা যায়, সত্ত্বাদি গুণ তাহারই অনুরূপ বস্তুবিশেষ। † তাহা বল, বাধা ও উভয়-সামঞ্জস্যকারক। সত্তা, অসত্তা ও তন্নিয়ামক। লঘু, গুরু ও তদ্দ্বয়ের পরিমিতিকারক। চল, অচল ও তদ্দ্বয়ের নিয়ামক। প্রকাশ, অপ্রকাশ ও তদ্দ্বয়ের ব্যবস্থাকারক। অপিচ সীম, অসীম, জ্ঞান অজ্ঞান ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিরোধী ধর্ম্মের সমাবেশ কারক। বিশ্ববীজ মূল কারণ এবং লক্ষণা-ক্রান্ত ও কথিত প্রকারে ত্র্যাত্মক। এই লক্ষণগুলি প্রায় সমস্তই সাংখ্য-কারিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥
[১২ কারিকা।

---

* এতন্মতে, কারণাবস্থায় রূপাদি অপ্রকট থাকে মাত্র। পরে অর্থাৎ কার্য্যাবস্থায় তাহা হইতে হরিদ্রাচূর্ণসংযোগজ লৌহিত্যের ন্যায় রূপাদি গুণ প্রকট হয়। সুতরাং "রূপাদিভিরসংযুতং" কথা—রূপাদির অত্যন্তাভাববোধক নহে।

† ত্রিবৃৎকৃত ত্রিতন্তু রজ্জুর নাম গুণ। পশুবন্ধন-রজ্জুও গুণ। সত্ত্বাদি দ্রব্য সেই ভাবে গুণ। সত্ত্বাদি সংসর্গেই পুরুষের পশুর ন্যায় বন্ধন ঘটিয়াছে বলিয়া সত্ত্বাদি দ্রব্য গুণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ॥*

[১৩ কারিকা।

সত্ত্বাদি গুণত্রয় যথাক্রমে প্রীতি অপ্রীতি ও বিষাদ (সুখ দুঃখ মোহ) শক্তি সম্পন্ন, প্রকাশ প্রবৃত্তি ও নিয়মন কারক, পরস্পর পরস্পরের অভিভাব্য ও অভিভাবক, পরস্পর পরস্পরের অধীন এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বৃত্তিমান্ হয় (বিকার জন্মায়)। অথচ এ সকল গুণ কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না।

সত্ত্ব দ্রব্যটী লঘু ও প্রকাশক (জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ধর্ম্ম), রজোদ্রব্যটী স্পন্দবৎ অর্থাৎ চলনশীল (ক্রিয়া ও বেগ প্রভৃতি ইহারই সামর্থ্যে জন্মে) এবং তমোদ্রব্যটী গুরু ও আবরক (অজ্ঞান প্রভৃতি ইহারই প্রাদুর্ভাববিশেষ)। ইহারা প্রদীপের ন্যায় নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ। অনল ও তৈল উভয়ে উভয়ের বিরোধী, অথচ সম সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া রূপপ্রকাশাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সেইরূপ সত্ত্বাদি গুণও পরস্পর সম- সামঞ্জস্যে মিলিত থাকিয়া সৃজন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

পরমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে তত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাচ্চ॥১৬

বিশ্বমূল পরম অব্যক্ত। তাহা গুণত্রয়ের সাম্য। সাম্য ভঙ্গের পর তাহা গুণের উদ্রেক অনুসারে কার্য্যপ্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ বিসদৃশ পরিণামাত্মক সৃষ্ট্যারম্ভ করে। যেমন মেঘনির্ম্মুক্ত জল একরূপ ও একরস হইলেও ভূমি বীজাদি আশ্রয়ের ভিন্নতায় শ্বেত পীতাদি বিবিধ প্রকারের রূপ † ও মধুরা-ম্লাদি বিভিন্ন প্রকারের রস সৃজন করে, তেমনি, সত্ত্বাদি দ্রব্যও স্ব স্ব অল্পাধিক্য ও প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিকার জন্মাইয়া থাকে।

কথিত প্রকারের ত্র্যাত্মিকা প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী ও সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ব্যাপ্তির ইয়ত্তা বা সীমা নাই।

---

* কপিলকৃত সূত্রগ্রন্থেও এ সকল কথা আছে। যথা—"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈঃ গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্।" "লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যম্" ইত্যাদি।

† রূপোৎপত্তির মূল কারণ জল নহে। মৃত্তিকা বিশেষে জলের রঙ্ বিভিন্ন হয়, এই মাত্র বলা উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য।

যে প্রকৃতির অঙ্গপরিসরের অন্তরালে অন্তরালে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র-তারকাদিসমন্বিত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সে প্রকৃতি যে কিরূপ অসীম তাহা ধারণা করাও দুঃসাধ্য।

মহত্তত্ত্ব।

প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব নামে খ্যাত। গুণত্রয়ের সাম্য ভঙ্গ হইলে, প্রথমে যে ভবিষ্যৎ জগতের অঙ্কুরস্বরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশ আবির্ভূত হয়, সেই আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া কপিল মুনি বলিয়াছেন "প্রকৃতের্মহান্" প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিগত সত্ত্ব দ্রব্যের প্রাকট্য বিশেষ; সুতরাং বুদ্ধির ন্যায় নিরাকার। উৎপত্তিক্রমের নিয়ম এই যে, ক্রমে স্থূল হওয়া এবং বিনাশক্রমের নিয়ম এই যে, ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়া। সেই জন্য প্রস্তাবিত মহত্তত্ত্ব বিশ্ব অপেক্ষা অব্যক্ত হইলেও প্রকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত এবং তাহা জ্ঞানের বিজৃম্ভণস্বরূপ অথবা স্বপ্নমনোরথাদির অনুরূপ। সুতরাং তাহা জ্ঞানস্থানীয়। সেই কারণে কপিল "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ" এই সূত্রে মহত্তত্ত্বের মন নাম দিয়াছেন।* শাস্ত্রান্তরেও বুদ্ধি অষ্টরূপবতী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধির ৮ প্রকার পরিণাম বা সামর্থ্য থাকা অবধারিত আছে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য বা অক্ষমতা। বুদ্ধিরই অল্লাধিক প্রকাশে জীব অক্ষম ও সক্ষম হয় এবং বুদ্ধিরই অত্যন্ত উৎকর্ষে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি অনুভব করে। পুরাণাদি শাস্ত্রে এই মহত্তত্ত্ব "গুণক্ষোভে যায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ। মনোমহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্বৃত্তিভেদতঃ॥" ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং তস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
বীর্য্যমাধত্ত সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥"

ইত্যাদি শাস্ত্রেও মহত্তত্ত্বকে জ্ঞানস্থানীয় বলা হইয়াছে।

---

* মানুষেরাও আগে ব্যষ্টি মহত্তত্ত্ব নামক মনে নির্ম্মাতব্য কল্পনা করে, পশ্চাৎ বাহিরে তাহার অনুরূপ স্থূল সৃষ্টি করে। এ মন ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়াত্মক মনের কথা পরে বলিব। মানস সৃষ্টি নিরাকার অথচ তাহাতে দ্রষ্টব্য বস্তুর সূক্ষ্ম আকার প্রকাশিত হয়।

দৈব=কালশক্তি। ক্ষুভিত=ক্ষোভপ্রাপ্ত অর্থাৎ সাম্যভঙ্গ। যোনি=জগতের উৎপত্তিস্থান অব্যক্ত। বীর্য্য=চিৎপ্রভা। হিরণ্ময়=প্রচুর প্রকাশ। এ প্রকাশ সূর্য্যাদির প্রকাশ নহে; পরন্তু জ্ঞানাত্মক প্রকাশ। সুষুপ্তি ভঙ্গের অব্যবহিত পরক্ষণে যেরূপ চৈতন্যস্ফূর্ত্তি ও জগৎপ্রকাশ আগমন করে, সত্ত্বাদি দ্রব্যের সাম্য ভঙ্গের পর প্রায় সেইরূপে মহত্তত্ত্বনামক সূক্ষ্ম জগতের প্রকাশ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্বনামক প্রকাশ ও অব্যক্তনামক জগৎ-পূর্ব্বাবস্থা বুঝাইবার উপযোগী অন্য একটী বচন আছে। তাহা এই—

"বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থোজগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজসা জিতং তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ॥"

যাহার দ্বারা আত্মার প্রস্বাপন ঘটে তাহা তমঃ *। চিৎপ্রভার উদ্রেকে সেই প্রস্বাপক তমঃ অভিভূত হইলে যে প্রকাশবিশেষ উদিত বা উপস্থিত হয়, তাহা ব্যঞ্জনা অর্থাৎ জগচ্চিত্রের সূক্ষ্ম রেখাপাত। সুষুপ্তি ও সুষুপ্তিভঙ্গ এই দুই অবস্থা প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব বুঝিবার অনুরূপ দৃষ্টান্ত। মহাপ্রলয় বা প্রকৃতি সর্ব্বজগৎসুষুপ্তি স্থানীয় এবং মহাপ্রলয়ের অবসান, সত্ত্বাদি গুণের সাম্যভঙ্গ, জগদঙ্কুর, মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব, এ সকল জাগ্রৎপূর্ব্বভাবী আত্ম-প্রকাশস্থানীয়। মহর্ষি মনুও মহাপ্রলয় বর্ণনায় "প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতো" বলিয়াছেন এবং প্রলয়াবসানের বর্ণনায় "অব্যক্তং ব্যঞ্জয়ন্নিদম্" বলিয়াছেন। যখন প্রলয় হয় তখন আগে স্থূল প্রপঞ্চের স্থূলতা নষ্ট হয়, তৎপরে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম মূল কারণে পর্য্যবসন্ন হয় অথবা প্রবেশ করে। সেই সর্ব্বকার্য্যগ্রাসকারী মূল কারণ কাহার বর্ণনায় মহাপ্রলয়, কাহার কাহার বর্ণনায় অব্যক্ত, তমঃ, প্রকৃতি, প্রধান, মায়া, জগদ্বীজ, জগদ্যোনি, ইত্যাদি। এ অবস্থা অনন্ত কাল থাকেনা, পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা আসিবার উপক্রম হয়। উপক্রমের প্রথমে সাত্ত্বিক প্রকাশ উদিত হয়। সাত্ত্বিক প্রকাশ উদিত হইলে তাহাতে সুতরাং প্রথমতঃ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের প্রতিভাস প্রকটিত হয়। সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের প্রতিভাসগর্ব্ভিত সেই অসীম অনন্ত আদিম প্রকাশ এতৎ-শাস্ত্রের মনঃ, মহান্, মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব, অন্তঃকরণ এবং শাস্ত্রান্তরের ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, জীবঘন, সমষ্টি জীব ও সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর, ইত্যাদি। এই মূল

---

* তমঃ শব্দ অন্ধকারবাচী নহে কিন্তু অপ্রকাশবাচী। চেতন পুরুষ প্রলয়কালেও অলুপ্ত চেতন থাকেন, পরন্তু চেত্য না থাকায় তাহা থাকা না থাকা সমান হয়। যেমন আলোকনীয় না থাকিলে আলোকের থাকা না থাকা সমান হয়, তেমনি।

মহত্তত্ত্বই শরীরোৎপত্তির পর অসংখ্য শরীরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যষ্টিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বই এতৎশাস্ত্রের অন্তঃকরণ। ব্যষ্টি অন্তঃকরণের অর্থাৎ শরীরাবচ্ছিন্ন মহত্তত্ত্বের যে ভাগে অধ্যবসায় অর্থাৎ বুদ্ধিনাম্নী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি জন্মে, সেই ভাগ সাংখ্যের ব্যষ্টি মহত্তত্ত্ব। এই স্থানে সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"প্রকৃত্যংশরূপে বীজাবস্থমহত্তত্ত্বে সত্ত্ববিশেষে জীবকর্ম্ম-বাসানাদীনামবস্থানাৎ তস্যৈব জ্ঞানকারণাবস্থায়ামঙ্কুরবদুপ-পত্ত্যঙ্গীকারাৎ।"

অতএব, নিশ্চয়বৃত্তিমতী বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন মহত্তত্ত্ব এতৎ শরীরে নাই। এই বুদ্ধিতত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যব্যাপক ও অত্যধিক ঐশ্বর্য্যশালী অর্থাৎ ক্ষমতা-শালী বলিয়া মহৎ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত মহত্তত্ত্বের পরিণামে অহঙ্কার তত্ত্বের উদয় হইয়াছিল। সেই অপরিচ্ছিন্ন অহঙ্কারতত্ত্ব শরীরোৎপত্তির পর পরিচ্ছিন্ন হইয়া শরীরপরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ দ্রব্যে নিরূঢ় আছে। সুতরাং অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বা অন্তঃকরণ নামক দ্রব্যের পরিণামান্তর (অন্য অবস্থা) ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শরীরা-বচ্ছিন্ন ব্যষ্টি অন্তঃকরণেও আগে বুদ্ধির উদয়, পরে তদ্বিষয়ে অহঙ্কার ও মমকার জন্মিতে দেখা যায়।

"সর্ব্বোপি লোকঃ পদার্থমাদৌ স্বরূপতো নিশ্চিত্য পশ্চাদভিমন্যতে—অয়মহং মমেদং ময়েদং কর্ত্তব্যম্ ইত্যাদি।"

বিষয়েন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে প্রথমতঃ অন্তঃকরণের তমোভঙ্গ (আবরণের তিরোভাব), পরে প্রকাশময় স্বচ্ছস্বভাব সত্ত্বের উদ্রেক, তৎপরে তাহাতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বস্তুর প্রতিবিম্বপাত, পরে তদ্বস্তুর অবধারণ অর্থাৎ "ইহা এত-দ্রূপ ও অমুক" এবম্বিধ অবধারণ, অবধারণের পরেই অহঙ্কারতত্ত্বের আমি, আমার, আমাতে, আমার কর্ত্তব্য, আমি করিব, ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তৃতি বা বিশেষ বিশেষ বৃত্তি জন্মে। যাবৎ না অবধারণ হয় তাবৎ অহঙ্কারতত্ত্ব প্রসুপ্তপ্রায় থাকে। অর্থাৎ তাবৎ উক্তবিধ বৃত্তি জন্মায় না। অন্তঃকরণ দ্রব্যের যে অংশে অহংবৃত্তি নিত্যনিরূঢ় আছে ও যাহাতে ঐ সকল বিস্পষ্ট বৃত্তি উদিত হয়, তাহা বা সেই অংশ এতন্মতে অহংনামধেয় তত্ত্ব। বৃত্তিগুলি তত্ত্ব নহে। যাহা বৃত্ত্যুদয়ের আধার, তাহাই তত্ত্ব। সুষুপ্তি কালে ও প্রলয়-

কালে বৃত্তি থাকে না, পরন্তু বৃত্তির আধারে অলুপ্ত থাকে। সেই বৃত্ত্যাধারে বৃত্তিসংস্কার আবদ্ধ থাকায়, সময়ে তাহারই অনুবলে পুনর্ব্বার সেই সেই বিষয়ে অস্মচ্ছব্দোল্লেখিনী বৃত্তি জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, এই তিন তত্ত্ব এক সঙ্গে বুঝিতে হইলে শরীরবর্ত্তী ব্যষ্টি বা পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। যথা—বস্তু আগে তমোগ্রস্ত বা অব্যক্ত (অজ্ঞাত) থাকে, তৎপরে ইন্দ্রিয়ক্রিয়াদ্বারা তমের অভিভব ও সত্ত্বের উদ্রেক হয়, সত্ত্বের উদ্রেকে বস্তুরূপের প্রকাশাত্মক অবধারণ, তৎপরে তাহাতে অস্মচ্ছব্দোল্লেখী জ্ঞানব্যবহার সম্পন্ন বা সমাপ্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির স্থানে অজ্ঞান, মহত্তত্ত্বের স্থানে অজ্ঞানের অপসারে জ্ঞানের উদ্রেক, এবং অহঙ্কারতত্ত্বের স্থানে জ্ঞানব্যবহার বা জ্ঞানের কার্য্য স্থাপন করিয়া মূল প্রকৃতির, মূল মহত্তত্ত্বের ও মূল অহঙ্কার তত্ত্বের ভাব বোধগম্য করিতে হয়। কপিল "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং" "চরমোঽহঙ্কারঃ" এই দুই সূত্রে উপরি উক্ত ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কথা বলেন নাই।*

তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়।

পট যেমন চিত্রের আধার, প্রকৃতি তেমনি জগৎ চিত্রের আধার। চিত্র চিত্রাধার পটে ঘটিত লাঞ্ছিত ও বর্ণপূরণ প্রভৃতি উত্তরোত্তর বিকাশাবস্থা লাভের পর প্রকটমূর্ত্তি ধারণ করে, এই বিশ্বও প্রকৃতি পটে মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি বিকাশাবস্থা লাভের পর প্রাকট্য প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতিনামক আধারে আগে মহত্তত্ত্বের, পরে অহং তত্ত্বের, তৎপরে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রাগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ বিষয়ে কপিলের সূত্র—

একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্। [২ অং, ১৭ সূ।

অর্থ—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ তন্মাত্রা অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য্য অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে প্রসূত। মূল অহঙ্কারের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কারের

---

* মূল অহঙ্কার সর্ব্বপুরুষাবলম্বী এবং শরীরস্থ ব্যষ্টি অহঙ্কার একপুরুষাবলম্বী। পুরুষই সর্ব্বাগ্রে স্পষ্টরূপে বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত হন্। সেই প্রতিবিম্বন পুম্প্রকাশক অহং শব্দের বোধ্য বা লক্ষ্য। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিণাম অত্যন্ত বিলক্ষণ; সেই কারণে প্রথম অর্থাৎ মহৎ অপেক্ষা দ্বিতীয় অর্থাৎ অহং পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া গণ্য। অপিচ, কেবল মাত্র পুরুষাবগাহী বলিয়া মূল বা প্রথম অহংবৃত্তি এক বা অপরিচ্ছিন্ন থাকে; পরে, শরীরাদির দ্বারা তাহার বিচ্ছিন্নভাব বা ব্যষ্টিভাব ঘটনা হয়।

উদয় প্রকৃতিশরীরে তপ্ত দুগ্ধে তক্রসংযোগে ছানা ও জল এই দুই বিকার আবির্ভাবের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রাগণ উৎপাদন করিয়াছিল*। আমরা যেমন ভোগসংকল্পের অনুগামী হইয়া ভোগোপকরণ প্রস্তুত করি, তেমনি, সমষ্টি অহংতত্ত্বে "অহমভিমানী হিরণ্যগর্ভও "আমি এবম্প্রকারে ইহার দ্বারা এই প্রকার ভোগ করিব," এতদ্রূপ সংকল্প করিয়া ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রাগণ সৃজন করিয়াছিলেন। এস্থলে সংকল্প শব্দের অর্থ—এক প্রকার বিকাশ—তাহা ইচ্ছাসদৃশ। উক্ত উভয়ের মধ্যে—

"সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।"

[কপিল সূ ॥

দশের পর পরিপঠিত হয় বলিয়া মন একাদশক†। একাদশ ইন্দ্রিয় মন প্রচুরসত্ত্ব-অহঙ্কার-প্রভব, অন্য দশ ইন্দ্রিয় রজঃ-প্রচুর-অহঙ্কার-প্রভব এবং তন্মাত্রা সকল তমঃ-প্রচুর-অহঙ্কারতত্ত্বাংশ-সমুৎপন্ন।

"বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।
অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ মনোবৈকারিকাদভূৎ॥
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ।
তামসোভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ॥"

তন্মাত্রার অপর নাম ভূতসূক্ষ্ম ও অবিশেষ‡। এই অবিশেষ অবস্থান্বিত ভূতসূক্ষ্মগণ চিরসহবাসে পরস্পরানুবিদ্ধ হইয়া বিশেষ বিশেষ স্থূল ভূত উৎপাদন করিয়াছে। পৃথিবীর জলের তেজের ও বায়ুর স্থূলতার বৈপরীত্যে সূক্ষ্ম বিভাগ থাকা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু আকাশের সূক্ষ্ম মূল থাকা বুদ্ধ্যারোহ হয় না। না হইলেও কপিলের দর্শনে তাহা উক্ত হইয়াছে এবং তাহা শব্দ তন্মাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। অবিশেষ অবস্থাই শব্দতন্মাত্রা ও সূক্ষ্ম আকাশ এবং

---

* যেমন মহাপৃথিবী স্থাবর জঙ্গমাদি উৎপত্তির কারণ, তদেকদেশ লোষ্ট্রাদি কারণ নহে, তেমনি, হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির কারণ, অস্মদাদির ব্যষ্টি অহঙ্কার কারণ নহে। অস্মদাদির ক্ষুদ্র অহঙ্কার তত্ত্ববিশেষের কারণ অর্থাৎ উৎপাদক না হইলেও সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তনের কারণ বটে।

† পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন উভয় ইন্দ্রিয়। ইহা অন্তঃকরণ নামে প্রসিদ্ধ।

‡ বৈদান্তিকেরা ইহাকে অপঞ্চীকৃত মহাভূত বলেন। বোধ হয়, ইহাই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের পরমাণু। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পরমাণুবাদী দিগের মতে আকাশের পরমাণু নাই। ইহাদের মতে আকাশ এক ও সূক্ষ্ম অখণ্ড পদার্থ।

বিশেষ অবস্থাই শ্রবণযোগ্য শব্দ ও স্থূলাকাশ। তন্মাত্র শব্দের অর্থ—কেবল তাহাই *। শব্দতন্মাত্রায় অনভিব্যক্ত বা অবিশেষ শব্দ ব্যতীত উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, ষড়জ, রিষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম প্রভৃতি বিশেষ বা প্রভেদ থাকে না †। ঐ সকল প্রভেদ স্থূলাকাশের ধর্ম্ম, তন্মাত্রার নহে। কপিল বলেন, তন্মাত্র সকল লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়, কিন্তু আর্ষবিজ্ঞানের বিষয় বা গোচর। স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রার বর্ণনাও ঐরূপ।

তন্মাত্র সকল বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপ ন্যায়ে যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই; ক্রম পরিণামে ও পরম্পরানুবেধে উৎপন্ন হইয়াছিল। যেমন—

"আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ হ।
বলবানভবদ্বায়ুঃ তস্য স্পর্শোগুণোমতঃ।"

হিরণ্যগর্ভ স্বাহঙ্কারাধিষ্ঠিত আকাশে ইচ্ছার দ্বারা বিকার উৎপাদন করিয়া স্পর্শতন্মাত্র সৃজন করিয়াছেন। সেই স্পর্শতন্মাত্র এক্ষণে বেগধর্ম্মা বায়ু নামে প্রখ্যাত। ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম সৃষ্টি; পরে স্থূল সৃষ্টি।

স্থূল ভূত ‡।

সাংখ্যকার কপিল বলিয়াছেন, 'অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ।" অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতসকল চিরসহবাসের পর পরম্পরানুবেধে ও কারণকার্য্যনিয়মে আকাশাদি মহাভূত বা স্থূল ভূত উৎপাদন করিয়াছে। এতদনুসারে, মোটামুটি এই মাত্র বুঝা যায় যে, শব্দমাত্রার স্থৌল্যে আকাশ ভূত, স্পর্শমাত্রার স্থৌল্যে বায়ু

* "তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ॥"

† শব্দ বায়ুর গুণ কি আকাশের গুণ তাহা বিচার করিতে গিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, গুণ মাত্রেই যাবদ্দ্রব্যভাবী। সুতরাং শব্দ আকাশের গুণ, বায়ুর গুণ নহে। বায়ুর গুণ হইলে দূরোৎপন্ন শব্দ দূরে যাইতে পারিত না। আকাশোৎপন্ন বলিয়াই দূরে যায়। আকাশ শব্দতন্মাত্রাকার সমুদ্র, তত্রোৎপন্ন শব্দবিশেষ তাহার তরঙ্গ। সেই কারণে তাহা তরঙ্গের অনুরূপে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতীতিগোচর হয়।

‡ ভূতলক্ষণ—অমিশ্র মৌলিক পদার্থ ভূত, এরূপ নহে। ভূতের শাস্ত্রীয় লক্ষণ—বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণযোগিত্বং ভূতত্বম্" এইরূপ। অর্থাৎ যাহার যাহার এক একটি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য অসাধারণ গুণ আছে এবং যাহাদের পরম্পরানুবেধে ও সাক্ষাৎ পরিণামে স্থাবরজঙ্গমাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই ভূত। এ লক্ষণ পৃথিব্যাদিপঞ্চকেই আছে, অন্যত্র নাই।

ভূত, রূপমাত্রার স্থৌল্যে তেজোভূত, রসমাত্রার স্থৌল্যে জলভূত, এবং গন্ধ মাত্রার স্থৌল্যে পৃথিবীভূত জন্মিয়াছে। অপিচ, পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বে সূক্ষ্ম-শরীর ও সম্প্রতি উক্ত স্থূলতত্ত্বে স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত পর পর ভূতের কারণ। সে জন্ত পর পর ভূতে এক একটী অধিক গুণ বিদ্যমান আছে। আকাশ একগুণক, বায়ু দ্বিগুণবিশিষ্ট, তেজ ত্রিগুণযুক্ত, জল চতুর্গুণান্বিত এবং পৃথিবী পঞ্চগুণাত্মিকা। আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দস্পর্শ, তেজে শব্দস্পর্শরূপ, জলে শব্দস্পর্শরূপরস এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধ অবস্থিত আছে। আকাশ অবকাশদানে, বায়ু বহন ও ব্যূহন কার্য্যে, জল দ্রবকার্য্যে, তেজ তাপদানে ও পৃথিবী ধারণ কার্য্যে ব্যাপৃতা আছে। শরীরে ইহাদের অবস্থান ও কার্য্য অন্তভাবে ব্যবস্থিত।

শরীর।

কপিলের দর্শনে শরীর দ্বিবিধ। সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্ম শরীর একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার (বুদ্ধিরই প্রভেদ) ও পঞ্চ তন্মাত্রা এই সপ্তদশাত্মক। স্থূল শরীর স্থূল ভূতের পরিণামে মাতৃপিতৃ হইতে উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীর আদিসৃষ্টি-কালে উৎপন্ন হইয়াছিল; মোক্ষ অথবা মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে। স্থূল শরীরই পুনঃ পুনঃ জন্মে ও মরে। সূক্ষ্ম শরীর জন্মেও না; মরেও না। পুনঃ পুনঃ ইহ-পর-লোক গমনাগমন করে। তত্ত্বজ্ঞান ও মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিনাশ নাই। এই কথাটী সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টাভিধানে উক্ত হইয়াছে। যথা—

> পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
> সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥

সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম লিঙ্গশরীর। প্রাকৃতিক প্রলয়ে ও মোক্ষে লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া, অথবা আত্মার অনুমাপক ও ভোগের প্রধান উপকরণ বলিয়া 'লিঙ্গ' এই নাম হইয়াছে। ভোগ (সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার) স্থূল শরীরে হয় না, সূক্ষ্ম শরীরেই হয়। স্থূলশরীরসংযোগ কালের ভোগ বিস্পষ্ট; তদ্বিয়োগ-কালের ভোগ অস্পষ্ট। যেমন স্বাপ্ন ভোগ; তেমনি।

হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ প্রথমোৎপন্ন লিঙ্গ একই; পরে তাহা পরিচ্ছিন্ন হইয়া নানা হইয়াছে। এই স্থানে সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, যেমন একই পিতৃলিঙ্গশরীর অংশক্রমে পুত্রকন্যাদিসম্বন্ধীয় অনেক লিঙ্গ শরীর উৎপাদন করে, তেমনি, একই হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গশরীর হইতে অংশক্রমে নানা জীবের

নানা লিঙ্গশরীর উৎপন্ন, বিভক্ত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ কথা মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন। যথা—

"তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ।
"ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমজায়ন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥"

সাংখ্য স্থূল শরীরের বিচারণায় বলিয়াছেন, স্থূল শরীরকে কেহ পাঞ্চভৌতিক, কেহ চাতুর্ভৌতিক; কেহ বা একভৌতিক বলেন। তন্মধ্যে এক ভৌতিক পক্ষই অধিক সঙ্গত। কেননা, মানব দেহে পার্থিব ভাগই অধিক ও আরম্ভক; অন্যান্য ভূতমাত্র উপষ্টম্ভক। সূর্য্যাদিলোকস্থ জীবের দেহও এক ভৌতিক অর্থাৎ তেজোভূতের আধিক্যে সমুৎপন্ন। সাংখ্যের তৃতীয় অধ্যায়ে "দৈবাদিপ্রভেদাঃ" এই সূত্রে ভৌতিক সৃষ্টির চৌদ্দ প্রকার বিভাগ উক্ত আছে। দেবতাজাতীয় শরীরের ৮, তির্য্যকদেহের ৫ এবং মানবজাতীয় ১। সমুদায়ে চৌদ্দ। ব্রাহ্ম,প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব,যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই ৮ দেবতাজাতীয়। পশু, মৃগ, পক্ষী, সরিসৃপ ও স্থাবর, এই পাঁচ তির্য্যকজাতীয়। মনুষ্যজাতি একই; তন্মধ্যগত ব্রাহ্মণত্বাদি অবান্তর বিভাগ প্রাকৃতিক নহে; কিন্তু গুণাদিক্রমে কাল্পনিক। *

শরীরস্থ ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয় বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিধা। বাহ্যেন্দ্রিয় ১০, অন্তরিন্দ্রিয় এক। যাহার ব্যাপারে ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয় তাহাকে করণ বলে। জ্ঞান ও ক্রিয়া তাহার নিষ্পাদন বলিয়া ইন্দ্রিয়গুলি করণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক, এই পাঁচ ও বাক্‌, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচ বাহ্যকরণ বা বাহ্যেন্দ্রিয় †। প্রথমোক্ত পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শেষোক্ত পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে খ্যাত। বহিরিন্দ্রিয় বিদ্যমানগ্রাহক; অন্তরিন্দ্রিয় ত্রিকালগ্রাহক। বহিরিন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয়ের অতিরিক্ত গ্রহণ করে না। (যেমন চক্ষু রূপ বৈ অন্য কিছু দেখে না, পরন্তু অন্তরিন্দ্রিয় সমুদয় বিষয়ে অবগাহন করে। অন্তরিন্দ্রিয়ের তদ্রূপ

---

* শরীর যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দ্বিবিধ এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্ব্বিধ, এরূপ বিভাগও দেখা যায়।

‡ দৃশ্য চক্ষু ও দৃশ্য কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহে। ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ অধিষ্ঠান স্থান। ইন্দ্রিয় মাত্রেই অদৃশ্য ও শক্তিসদৃশ।

সামর্থ্য থাকাতেই মানুষ ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারে। তাহাদের উক্ত-সামর্থ্যমূলক অনুমান নামক প্রমাণও কার্য্যকারী হয়। অন্যান্য দর্শনের মতে যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়ে দুই বা ততোধিক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান হয় না, কিন্তু সাংখ্যমতে তাহা হয়। সাংখ্য বলেন "ক্রমশোঽক্রমশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ।" ইন্দ্রিয়-গণের স্ব স্ব বিষয়িণী বৃত্তি প্রায়ই ক্রমে হয়, কিন্তু কখন কখন এক সময়েও হইয়া থাকে।

শারীর বায়ু।

ইহা প্রসিদ্ধ বায়ু নহে; বায়ুর ন্যায় বহনশীল বলিয়া বায়ু নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাণ-নামক শারীর বায়ু কপিলের মতে অন্তঃকরণ ত্রিতয়ের (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের) সাধারণী বৃত্তি অর্থাৎ প্রাতিস্বিক ব্যাপারের অনু-ব্যাপার। ইহাই অন্য শাস্ত্রের জীবনযোনি প্রযত্ন। কপিলের শাস্ত্রে ইহা বুদ্ধ্যারোহ করা-ইবার জন্য পিঞ্জরচালন ন্যায় অবলম্বিত হইয়াছে। পিঞ্জরস্থ বহুপক্ষী আপন আপন শরীর স্পন্দিত করে, পিঞ্জর তদনুবলে স্পন্দিত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অন্তঃকরণত্রিতয় নিরন্তর স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়* তাহাদেরই অনুব্যাপারে প্রাণযন্ত্র স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। অন্তঃকরণত্রিতয়ের অনুব্যাপারপ্রভব মহা প্রাণ বৃত্তি অর্থাৎ (কার্য্য ভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

চৈতন্য।

কপিলের দর্শনে শরীর প্রসঙ্গে শরীরস্থ চৈতন্য নিম্নলিখিত প্রকারে মীমাংসিত হইয়াছে। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে; শরীর তাহার অভিব্যক্তি স্থান মাত্র। পুরুষপর্য্যায়ভুক্ত চৈতন্য সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ এবং তাহারই সংযোগ বিশেষে এই জড় শরীর চেতনায়মান হইতেছে। দেহ ভৌতিক, ইহা মনে হইলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, চৈতন্য পদার্থ দেহাকারে পরি-ণত ভূত সমূহের ধর্ম্ম বা গুণ। সেই জন্য কপিল পর পর তিনটী সূত্র বলিয়াছেন। যথা—

---

* বুদ্ধির কার্য্য অধ্যবসায়, অহঙ্কারের কার্য্য আত্মায় প্রাকৃতিক গুণের আরোপ বা অধ্যাস উৎপাদন করা, এবং মনের প্রধান কার্য্য ইহা হউক, তাহা হউক, ইত্যাদিবিধ সংকল্প করা। জীবনযোনি প্রযত্ন অর্থাৎ যে প্রযত্নে বা যে ব্যাপারে প্রাণধারণ হয় ও দেহ সজীব থাকে তাহা জীবনযোনি প্রযত্ন নামে প্রখ্যাত।

"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।"

"প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ।"

"মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টেঃ সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ॥"

সূত্র গুলির মোটামোটি অর্থ এইরূপ—

১। পৃথক্কৃত অবস্থায় কোনও ভূতে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হয় না; সেই কারণে তাহা ভূতসংঘাতাত্মক দেহের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম বা গুণ নহে।

২। চৈতন্য দেহস্বভাবের অন্তর্গত হইলে মরণাদি অচেতন অবস্থার অভাব হইত। ভাবার্থ এই যে, স্বভাব যাবদ্দ্রব্যভাবী; সে জন্য শরীর সত্ত্বে তদ্ধর্ম্ম চৈতন্যের বিলোপ হওয়া অসম্ভব।

৩। চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় আবির্ভূত আগন্তুক গুণ নহে। যে যে আধারে যে যে গুণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে, সেই সেই আধারের সংঘাতভাবে সেই সেই গুণকে প্রব্যক্ত হইতে দেখা যায়। সেই প্রব্যক্ত ভাবকেই লোকে আগন্তুক গুণ বলে। গুড় ও তণ্ডুল প্রভৃতি মদ্যবীজে সূক্ষ্ম মাদকতা শক্তি থাকা প্রমাণিত হয়; কিন্তু ভূতে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হয় না। অপিচ, কার্য্যগুণ মাত্রেই কারণজন্য। অতএব, ভূতরূপ কারণে চৈতন্যের অসদ্ভাব অবধারিত থাকায় তৎসংঘাতোৎপন্ন দেহে চৈতন্যের ভূতসংঘাতপ্রভবত্ব অবধারণ করা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। হরিদ্রা-চূর্ণ-সংযোগজ লৌহিত্য গুণও এতন্মতে অভিনব বা আগন্তুক নহে। হরিদ্রায় অব্যক্ত লৌহিত্য ছিল, চূর্ণসংযোগে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। তাহা অভিনব বা আগন্তুক রূপে উৎপন্ন হয় নাই। অধিক কি বলিব, সৎ-কার্য্যবাদী সাংখ্য বলেন, অভিনব উৎপত্তি নাই।

সৎকার্য্য বাদ।

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ সৎ কার্য্যম্॥"

যাহা অসৎ তাহা করণের অযোগ্য। অর্থাৎ যাহা নাই তাহা করা যায় না। আকাশ কুসুম নাই বলিয়াই তাহা অদ্যাপি কেহ করিতে পারিল না। প্রত্যেক কর্ত্তাকেই কার্য্য (উৎপাদ্য) উৎপাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট

উপাদান গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কর্ত্তা তৈল জন্মাইবার জন্য তিলাদি গ্রহণ করে, বালুকা গ্রহণ করে না। সকল হইতে সকল হয় না। তিল হইতে তৈল হয়, দুগ্ধ হয় না। যাহাতে যাহা শক্ত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে, তাহারই দ্বারা তাহা করা যায়, অন্য কিছু করা যায় না। সহস্র শিল্পী একত্রিত হইলেও নীলকে পীত করিতে পারেন না। বীজে বৃক্ষ থাকে, শক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকে, তাই বীজ লইয়া বৃক্ষ করা যায়। অমুক অমুকের কারণ, অমুক অমুকের কার্য্য, এই যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল, এ শৃঙ্খল অবিভগ্নস্বভাব। অর্থাৎ যে সে জিনিশ যে সে কার্য্যের কারণ নহে। এইরূপ এইরূপ নিয়মপরিপাটী দর্শনে স্থির হইয়াছে যে, উৎপাদ্য মাত্রেই উৎপাদকের গর্ব্ভে অব্যক্ত আকারে লুক্কায়িত থাকে, পরে তাহাই প্রক্রিয়া বিশেষে আবির্ভূত বা ব্যক্ত হয়। * ছিল না হইল, তাহা নহে।

উৎপত্তি।

অব্যক্তাবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যক্তাবস্থা আগমনের নাম আবির্ভাব এবং তাহারই নাম উৎপত্তি।

বিনাশ।

উত্তরোত্তর অবস্থা আগমনের দ্বারা যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার তিরোভাব হয়, পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই লোকসম্মত নিরোধ ও বিনাশ। অবস্থান্তর প্রাপ্তি ছাড়া কোন কিছুর আত্যন্তিক বিনাশ বা নিরন্বয় উচ্ছেদ হয় না। এই উৎপত্তি ও বিনাশ জীবদেহে জন্ম ও মরণ এই দুই নামে প্রখ্যাত।

জীব।

পুরুষপ্রতিচ্ছায়াপন্ন পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম শরীর এতদীয় মতের জীব।

ঈশ্বর।

বহুকাল হইতেই লোকে সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলিয়া আসিতেছে।

---

* পদ্মবীজ ভাঙ্গিয়া দেখিলে দেখা যায়, তন্মধ্যে একটা সূক্ষ্ম আকারের সপত্র পদ্মবল্লী আছে। তদ্দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই কারণে কার্য্যের অবস্থান অনুমান করিবেন।

কিন্তু সাংখ্যপ্রণেতা কপিল বাস্তবিক ঈশ্বরনাস্তিক ছিলেন কি না তাহা সাবধারণ বাক্যে বলা যায় না। মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ দেখিলে কপিলকে ঈশ্বরনাস্তিক বলা দূরে থাকুক, বাধ্য হইয়া ঈশ্বরের অবতার বিশেষ বলিতে হয়। কিন্তু তাঁহার নামীয় বিদ্যমান দর্শন গ্রন্থ দেখিলে তাঁহাকে ঈশ্বর-নাস্তিকের অগ্রগণ্য না বলিয়া থাকা যায় না। কপিলের দর্শনে যে কএকটী ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সূত্র আছে, সে গুলি সমুদায় উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিলাম। পাঠকগণ পাঠ করিয়া কপিল নাস্তিক কি আস্তিক তাহা বিচার করিবেন।

প্রথমাধ্যায়ের ৯২ সূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" সূত্রটী প্রত্যক্ষ লক্ষণের প্রসঙ্গে উত্থাপিত। পূর্ব্ব সূত্রে প্রত্যক্ষজ্ঞান অবধারণের নিমিত্ত "ইন্দ্রিয় ও বহির্বস্তু, দুইয়ের সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান প্রত্যক্ষ।" এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নিত্যেশ্বরবাদীরা ঐ লক্ষণকে অব্যাপ্তিদোষাক্রান্ত করিবার জন্য হয় ত বলিবেন, "ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সর্ব্বদর্শী। সমুদায় বস্তু তদীয় প্রত্যক্ষে ভাসমান। সুতরাং উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ ঈশ্বরীয় জ্ঞানে অব্যাপ্ত।" * কপিল ঐরূপ শঙ্কা অবতারণ করিয়া তদুত্তরার্থ বলিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" অর্থ—মূলে সেরূপ ঈশ্বরই অসিদ্ধ (অপ্রামাণিক), সে জন্য তাহা অস্মদাদির অলক্ষ্য। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু এই স্থলে বলিয়াছেন, ঈশ্বর নাই বলা কপিলের উদ্দেশ্য নহে; বাদীর মুখস্তম্ভ করাই উদ্দেশ্য। ঈশ্বর নাই বলার অভিপ্রায় থাকিলে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ বিস্পষ্ট কথা বলিতেন। ভাষ্যকার যাহাই বলুন, আমরা বুঝি, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" আর "ঈশ্বরাভাবাৎ" সমান কথা। পরে আর তিনটী সূত্র আছে।

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।" ৯৩

"উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্॥" ৯৪

"মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা॥" ৯৫

৯৩। মুক্তস্বভাব, বদ্ধস্বভাব, বিলক্ষণস্বভাব, যাহাই বলিবে তাহাতেই নিত্যেশ্বর-সদ্ভাব খণ্ডিত হইবে।

৯৪। মুক্ত বদ্ধ উভয় পক্ষই অকিঞ্চিৎকর। মুক্তস্বভাব পক্ষে ইচ্ছা, যত্ন, প্রবৃত্তি ও অভিমান প্রভৃতির অভাব থাকায়, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের অভাব অব-

* লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলে অব্যাপ্তি ও অলক্ষ্যে লক্ষণ গেলে অতিব্যাপ্তি বলে।

ধারিত হয় এবং বদ্ধস্বভাব পক্ষেও ঐ সকল থাকায় তাঁহাতে অস্মদাদির ন্যায় অল্পজ্ঞতা ও অল্পশক্তিমত্তা প্রভৃতি দোষ বর্ত্তে।

৯৫। শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা আছে, তাহা মুক্তাত্মার বা সিদ্ধাত্মার প্রশংসা বোধক।

ঐ তিন সূত্রে বুঝা গেল, কপিলের মতে নিত্য ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। কিন্তু জন্য ঈশ্বর আছে। পুরাণোক্ত হরি, হর, ব্রহ্মা, সকলেই জন্য ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় উপাসনাসিদ্ধ জীব। সিদ্ধ জীবেরাই পরকল্পে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঈশ্বর হয়। তৃতীয়াধ্যায়ের "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" সূত্রটী তদর্থের পোষক প্রমাণ। অর্থাৎ ঐরূপ জন্য ঈশ্বর সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ। পঞ্চমাধ্যায়ে আরও কতকগুলি সূত্র আছে, সেগুলিও নিত্যেশ্বরের নিষেধক। যথা—

"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২
স্বোপকারবদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ ৩
লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৪
পারিভাষিকো বা ॥ ৫
ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৬
তদ্‌যোগেপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭
প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৮
নিমিত্তমাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৯
প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০
সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ১১
শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ১২

২। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃ ফলনিষ্পত্তি হয়, এ কথা অযুক্ত। কর্ম্মই নিজ স্বভাবে ফল জন্মায়।

৩। লৌকিক দৃষ্টান্তে, অধিষ্ঠানের আত্মোপকারমূলকতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বার্থ ব্যতীত কেহ কিছু করে না, ইহাই লোকমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ঈশ্বরও স্বোপকারার্থ প্রবৃত্ত, ইহা স্বীকার করিলে তিনিও অস্মদাদির ন্যায় স্বার্থপর, সুখদুঃখভাগী ও সংসারী।

৫। অথবা "ঈশ্বর" শব্দটী শাস্ত্রীয়পরিভাষামাত্র (নামমাত্র)। তাহার পরিভাষ্য প্রথমোৎপন্ন ক্ষমতাশালী জীব।

৬। রাগ অর্থাৎ ইচ্ছা ব্যতীত স্রষ্টৃত্ব অসিদ্ধ। কেননা, ইচ্ছাই সৃজন-প্রবৃত্তির নিয়মিত কারণ।

৭। রাগ থাকা মানিতে গেলে নিত্যেশ্বর মান্য করা হয় না।

৮। রাগ একপ্রকার প্রকৃতিনিষ্ঠা শক্তি, তৎসম্বন্ধাধীন স্রষ্টৃত্ব, এ কথা বলিতে গেলে ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবতা ভঙ্গ হইবে।

৯। প্রকৃতির সান্নিধ্য প্রভাবে ঈশ্বরত্ব, এরূপ বলিতে গেলে সকল পুরুষ ঈশ্বর না হয় কেন? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে।

১০। প্রমাণ না থাকায় সেরূপ স্বতন্ত্র নিত্যেশ্বর অসিদ্ধ।

১১। কোন প্রকার দৃষ্ট সম্বন্ধ নাই। না থাকায় অনুমান প্রমাণও ঈশ্বরবিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে না।

১২। শ্রুতিও জগৎকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়াছেন।

এই সকল সূত্রের অর্থ চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, বিদ্যমান সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা কপিল নিত্যেশ্বর-নাস্তিক ছিলেন। ইহাঁর মতে পূর্ব্বকল্পীয় প্রকৃতিলীন জীবেরাই পরকল্পের প্রারম্ভে ঈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শব্দে বর্ণন করা হয়।

প্রমাণ।

সাংখ্য তিন প্রমাণবাদী। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-ত্রয়ে প্রমিতি অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান জন্মে। তন্মধ্যে অনুমান ও শব্দ এই দুই প্রমাণ প্রায়ই পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়, কদাচিৎ কখন (বিষয় বিশেষে) অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে। কপিলের দর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ এইরূপ—

"যৎসম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।" ৮৯

ইন্দ্রিয় ও তদ্‌গ্রাহ্য উপযুক্ত বস্তু, উভয়ের যথাযোগ্য সম্বন্ধ হইবা মাত্র অন্তরে যে তদাকারোল্লেখী বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে যে তদাকারা বৃত্তি জন্মে, সেই বৃত্তি বস্তুযাথাত্ম্য বোধের কারণ। নিকট কারণ—(একপ্রকার

পরিণাম) বলিয়া প্রমাণ এবং তাহা অক্ষজাত বলিয়া প্রত্যক্ষ।* অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় ষড়্‌বিধ ; সে কারণে প্রত্যক্ষও ষড়্‌বিধ। যথা— চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ ও মানস। অতিদূর, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের ব্যাঘাত (বিনাশ ও বিকার), অমনোযোগ (মনশ্চাঞ্চল্য) অতিসূক্ষ্ম, ব্যবধান থাকা, অভিভব ও সমানাভিহার, এই কয়েকটী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক†। এই কএকটী প্রতিবন্ধকে বস্তু থাকিলেও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে এইরূপ ও অন্যরূপ নানা কথা আছে, সে সকল ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত হইবার নহে। সাংখ্য বলেন, প্রত্যক্ষ হইল না বলিয়া "নাই" এরূপ ভাবা উচিত নহে। অনুমান প্রমাণে প্রত্যক্ষবহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্বাদি প্রমিতিগোচর হইতে পারে। অনুমানের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই—

"প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্।" [কপিল সূ।

প্রতিবন্ধ=ব্যাপ্তি‡। দৃশ=জ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের ব্যাপ্য দর্শনের অনন্তর যে ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা প্রমাণ। এই প্রমাণ মানের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পশ্চাদ্ভাবী বলিয়া অনুমান। অনু+মান।

অনুমান ত্রিবিধ। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ দৃষ্টে কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ। কার্য্য দৃষ্টে কারণের অনুমান শেষবৎ। তুল্যজাতীয় পদার্থ

---

* সাংখ্যমতে কেবল সাংখ্যমতে নহে, সকল মতেই প্রত্যক্ষের পূর্ব্বাপর ভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযোগে প্রথম ভাগ এবং তদুপরি মনঃসংযোগ হওয়ায় দ্বিতীয় ভাগে। প্রথম ভাগ ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক গৃহীত হয় ; দ্বিতীয় ভাগে তাহা মনের দ্বারা আলোচিত হইয়া সর্ব্বাবয়বে বিস্পষ্ট হয়। জ্ঞানক্রিয়ার প্রথম ভাগের সাংখ্যীয় নাম বৃত্তি, ইন্দ্রিয়ালোচন ও সম্বন্ধ জ্ঞান। দ্বিতীয় ভাগের নাম বোধ, প্রমা, প্রমিতি, ইত্যাদি। নৈয়ায়িকেরা বলেন, প্রথমে নির্ব্বিকল্প ; পরে সবিকল্প জ্ঞান হয়। প্রথমে বস্তুর অবিশেষ প্রতিপত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক সাধারণ ছবি মাত্রের গ্রহণ, পরে তাহার বিশেষ আকারের বিস্ফুরণ। সাংখ্যাচার্য্যেরা ইন্দ্রিয়সংযোগাবস্থার জ্ঞান বুঝাইবার অভিপ্রায়ে মূকের শিশুর জ্ঞান তুলিত করেন। মূক=বোবা।

† অভিভব=আচ্ছন্ন হওয়া। দিবসেও আকাশে নক্ষত্র থাকে, পরন্তু সৌর তেজে অভিভূত থাকে। সমানাভিহার=সজাতীয়ের সম্বলন অর্থাৎ সম্মিশ্রণ। গো দুগ্ধে মাহিষ দুগ্ধ মিশিলে সমানাভিহার হইয়াছে বলা যায়।

‡ "নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ।" [কপিলসূত্র] সূত্রটীর স্থূল অর্থ এই যে, কারণকার্য্যভাবেই হউক, গুণাগুণ ভাবেই হউক, অথবা শক্তিশক্তিমৎভাবেই হউক, যে কোন ভাবে হউক, একের সহিত অপরের যে নিয়মিত সাহিত্য অর্থাৎ এক সঙ্গে থাকা দৃষ্ট হয়, সেই নিয়মিত সহচরভাব ব্যাপ্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাপ্তির বোধ্য পদার্থ ব্যাপ্য, বোধক পদার্থ ব্যাপক। ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি তাহার ব্যাপক।

দৃষ্টে তুল্যজাতীয় পদার্থান্তরের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট*। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, প্রত্যক্ষীকৃত জাতীয় পদার্থের অনুমান পূর্ব্ববৎ এবং ব্যতিরেকানুমান শেষবৎ। যে কিছু পরোক্ষ বস্তু, সমস্তই ঐ ত্রিবিধ অনুমানের গোচর এবং যাহা অত্যন্তপরোক্ষ অর্থাৎ যাহা অনুমানেরও অবিষয়—তাহা শব্দপ্রমাণের বিষয় বা গোচর। কপিলকৃত দর্শনে শব্দনামক প্রমাণের লক্ষণ এইরূপে অভিহিত হইয়াছে।

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ॥" [কপিলসূত্র॥

যোগ্য উপদেশের নাম শব্দ, তজ্জনিত জ্ঞান প্রমাণ। এই প্রমাণ শব্দজনিত বলিয়া শাব্দ। শব্দ লৌকিক বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বৈদিক শব্দ স্বতঃপ্রমাণ। পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, এ সকল অনুমান-প্রমাণের প্রমেয়। শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ উপদেশ নহে; কিন্তু অনুবাদ। যাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপক,তাহাই উপদেশ। যাহা প্রমাণান্তরবিদিত তাহা অনুবাদ। শাস্ত্রে এই দ্বিবিধ অবস্থা বর্ণিত আছে। শাস্ত্র নামক অথবা আপ্তোপদেশ নামক প্রমাণের মুখ্য প্রমেয়—স্বর্গ, নরক, অপূর্ব্ব ও দেবতা প্রভৃতি। ঐ সকল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অধিকারবহির্ভূত। শাস্ত্রের অত প্রামাণ্য কেন? কপিল তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। আমরা তাহা আরও অধিক সংক্ষেপে বলিব।

কপিলের মতে বেদ অপৌরুষেয়—অঙ্কুরাদির ন্যায় অপৌরুষেয়। প্রকৃতির প্রথম পুত্র ব্রহ্মা. তাঁহার উপাধি ও সমষ্টিমহত্তত্ত্ব। তদভ্যন্তরে পূর্ব্ব কল্পীয় বেদের সংস্কার অবশেষিত হইয়াছিল, এতৎকল্পে তাহা হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আবেশে স্বতঃ উদয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতিতে বোধ্য, বোধ, বোধক, তিন্ ভাবই থাকে; তন্মধ্যে বোধকভাব বেদ। সেজন্য বেদ প্রকৃতির সাক্ষাৎ আদেশ†। সেই জন্যই বেদের যথার্থজ্ঞানজননসামর্থ্য অব্যাহত। এ কথা কপিলের "নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্।" সূত্রে অভিহিত আছে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে,অনুমান ও শাব্দ, এই দুই প্রমাণ যে যে প্রমেয়

* মেঘোন্নতি দৃষ্টে বৃষ্টি হইবে, নদীবৃদ্ধি দৃষ্টে দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে, ছেদন ক্রিয়ার করণ আছে দেখিয়া জ্ঞানরূপ ক্রিয়ারও ইন্দ্রিয় নামক করণ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি উক্ত অনুমানত্রয়ের উদাহরণ।

† বেদের আক্ষরিক অর্থ আদেশ নহে, তাৎপর্য্যার্থই আদেশ। যাহা মীমাংসাপরিশোধিত, তাহা তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া গণ্য।

সমর্পণ করিবে, সে সমস্তই পরোক্ষ। অনন্তর সে সকলের অপরোক্ষতা সম্পাদনার্থ সংশয়বিপর্য্যয়াদি নিবারক নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। নিদিধ্যাসনের সামর্থ্যে আর্ষবিজ্ঞান নামক প্রমিতিবিশেষ উদিত হয়, পরে তৎপ্রভাবে সে সকল "অপরোক্ষ পথে আইসে।

সংসার-দশায় উপরোক্ত প্রমাণবৃত্তি ছাড়া আরও চারি প্রকার বৃত্তি সমুদিত থাকে। সে সকল বৃত্তির নাম—বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। বিপর্য্যয়=ভ্রম। বিকল্প=শব্দানুপাতী বস্তুশূন্য জ্ঞান। নিদ্রা=অজ্ঞানময়ী সুষুপ্তি। স্মৃতি=সংস্কারবাহী জ্ঞান। কপিল এই সকল বিভাগ "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ।" সূত্রে বলিয়াছেন। যাহা ক্লেশের কারণ তাহা ক্লিষ্টবৃত্তি এবং যাহা ক্লেশের নাশক তাহা অক্লিষ্টবৃত্তি। সংসার দশায় অবিবেকপ্রভব বৃত্তি ক্লেশের কারণ এবং যোগকালের বিবেকাভিমুখী বৃত্তি ক্লেশবিমোচনের হেতু।

সাংখ্য শাস্ত্রে বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, বিবেক ও ও অবিবেক প্রভৃতি অনেকগুলি কথা আছে সত্য; পরন্তু সে সকলের অর্থ পৃথক্ তত্ত্বে গণনীয় নহে। সে সকল বুদ্ধিতত্ত্বেরই প্রভেদ সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তর্ভূত। বুদ্ধির অসংখ্য প্রভেদ থাকলেও কপিলের শাস্ত্রে স্থূলতঃ "তস্য ভেদাশ্চ পঞ্চাশৎ" পঞ্চাশ প্রকার প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

বিপর্য্যয় ৫
অশক্তি ২৮
তুষ্টি ৯
সিদ্ধি ৮

৫০

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচ বিপর্য্যয়। ইন্দ্রিয় বৈকল্যজনিত ১১, ও বুদ্ধিবধজনিত ১৭, মেলনে ২৮ অশক্তি। আধ্যাত্মিক তুষ্টি ৪ ও বিষয়োপরমজনিত বাহ্যিক তুষ্টি ৫, মেলনে ৯ তুষ্টি। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ নিবারণের উপায় পরিজ্ঞান, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান, এই ৮ সিদ্ধিসংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট।

প্রকৃতি, মহৎ, অহং ও তন্মাত্রা পাঁচ, এই আট অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা নামে খ্যাত। ইহাতে বুঝা গেল, আধ্যাত্মিক ভ্রান্তিবিশেষই এতৎশাস্ত্রের অবিদ্যা। এই অবিদ্যা জন্মমরণপ্রবাহাত্মক সংসারের অমোঘ বীজ

এবং ক্রমানুসারে উঁহাকে তমঃ, মোহ,মহামোহ,তামিস্র ও অন্ধতামিস্র সংজ্ঞা দেওয়া হয়। প্রকৃতিতে আত্মবুদ্ধি (আমিত্ব বোধ) তমঃ, মহত্তত্ত্বে আত্মবুদ্ধি মোহ, ইত্যাদি।

"আমি সিদ্ধ, আমি জ্ঞানী, ইত্যাদিবিধ অভিমান অস্মিতা-শব্দের বাচ্য। সুখপক্ষপাতিতা রাগ, দুঃখবিপক্ষতা দ্বেষ্ এবং মরণাত্রাস অভিনিবেশ।

অশক্তির বিবরণ এই যে, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও উভয়াত্মক মন ১, এই একার ইন্দ্রিয়ের বৈকল্যে, বিনাশে বা অসম্পূর্ণতা দোষে বুদ্ধির হ্রাস ও অভাব ঘটিত একার এবং তুষ্টির ও সিদ্ধির বৈপরীত্যে অতুষ্টি ও অসিদ্ধি ঘটিত ১৭, সমুদায়ে ২৮ অশক্তি।

৪ প্রকার আধ্যাত্মিকী তুষ্টির নাম ও বিবরণ এইরূপ—আত্মা প্রকৃতিভিন্ন, এই জ্ঞান অপরোক্ষরূপে আবির্ভূত হইলে মোক্ষ হয়। পরন্তু সেরূপ জ্ঞান পরিণামশীলা প্রকৃতির কার্য্য। সুতরাং তাহা অবশ্যই কোন না কোন এক সময়ে আপনা আপনি হইবে। যে ঐরূপ ভাবিয়া পরিতুষ্ট থাকে, তাহার পরিতোষ "প্রকৃতিতুষ্টি" ও "অম্ভ" নামে পরিচিত। যাহারা ভাবে, সন্ন্যাস গ্রহণ তাদৃশ আত্মসাক্ষাৎকারের সহায়, ভাবিয়া সন্ন্যাসী হয় ও পরিতুষ্ট থাকে, তাহাদের তুষ্টি "উপাদান" ও "সলিল।" যাহারা ভাবে,জ্ঞান লাভের কাল না আসিলে জ্ঞান লাভ হয় না, কাল আসিলে তাহা আপনা আপনি হইবে, ভাবিয়া যাহারা নিরুদ্যোগে পরিতুষ্ট থাকে, তাহাদের তুষ্টি "কালতুষ্টি" ও "মেঘ" নামে খ্যাত। ভাগ্যে না থাকিলে জ্ঞান লাভ হয় না, ভাগ্যে থাকে ত অবশ্যই হইবে, এই ভাবের ভাবুক হইয়া যাহারা সন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের সন্তোষ "ভাগ্যতুষ্টি" ও "বৃষ্টি"। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চতুষ্টয়ের বিবরণ বলা হইল, এক্ষণে বিষয়োপরমঘটিত বাহ্যিক তুষ্টি সমূহের বিবরণ বলিব।

উপরম শব্দের অর্থ বৈরাগ্য। অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ, হিংসা, এই পাঁচ দোষের অনুবন্ধে বৈরাগ্য ও তজ্জনিত পরিতোষ পঞ্চবিধ। তৎপ্রত্যেকের বিবরণ ও নাম এই——

উপার্জ্জন করা বিষম ক্লেশ, কেন তাহা সহ্য করি? এই ভাবিয়া যাহারা বিষয়ে বিরক্ত হয়, হইয়া পরিতুষ্ট থাকে, তাহাদের পরিতোষ "পার" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। বরং উপার্জ্জন সহজ ত রক্ষা করা সহজ নহে। বিষয় রক্ষা করা বড়ই ক্লেশ। এইরূপ ভাবিয়া যাহারা বৈরাগী হয়, হইয়া পরিতুষ্ট থাকে; তাহাদের পরিতোষ "সুপার" আখ্যাধারী। যাহা রাখা যায় না, ভোগে ও অন্যান্য প্রকারে ক্ষয় হইয়া যায়, তাহার জন্য এত

ক্লেশ কেন? ইহা ভাবিয়া যাহারা বিষয়বিমুখ হয়, হইয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের সন্তোষ "পার-পার" এই আখ্যা প্রাপ্ত। ভোগে অভিলাষ বাড়ে, অভিলাষ বাড়িলেই তদপ্রাপ্তে দুঃখ হয়, সুতরাং তাহা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। এই ভাবে যাহাদের বৈরাগ্য হয়, তাহাদের সেই বৈরাগ্যজনিত পরিতোষ "অনুত্তমাম্ভ" নামে খ্যাত। সর্ব্বত্রই হিংসা দোষ আছে, সেজন্য বিষয় মাত্রেই পরিত্যাজ্য। এইরূপ ভাবিয়া যাহারা বিষয়বিরক্ত হয়, হইয়া পরিতুষ্ট থাকে, তাহাদের সেই তুষ্টি "উত্তমাম্ভ" নামে পরিচিত। [এ সকলগুলিই বুদ্ধির দোষ, একটীও বুদ্ধির গুণ নহে।]

উহ প্রভৃতি ৮ প্রকার সিদ্ধির বিবরণ যথা—

উহ—বিচারশক্তি। শব্দ=শাস্ত্রীয় পদপদার্থের ভাব বোধ। অধ্যয়ন=গুরু-সকাশে উপদেশ লাভ। দুঃখবিঘাত=দুঃখনাশের উপায় প্রতিপত্তি। সুহৃৎপ্রাপ্তি=সমধর্ম্মী ব্যক্তি লাভ অর্থাৎ সৎসঙ্গলাভ। দান—অন্তর্বাহ্য উভয়বিধ শুদ্ধি। কেহ কেহ বলেন, দান শব্দের অর্থ ধনত্যাগ। ধনদানাদির দ্বারা গুরুপ্রসন্নতা লাভ করার নাম দান। এই সকল কথা কপিলের "বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ" "অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা" "তুষ্টির্নবধা" "সিদ্ধিরষ্টধা" "অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ" "আধ্যাত্মিক্যাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ" "উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ।" ইত্যাদিসূত্রে গ্রথিত আছে।

অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ঐশ্বর্য্য নামে প্রসিদ্ধ*। পরন্তু তাহাও বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম। তাহা কেবল বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ বিকাশ বা ক্ষমতা। তদ্ব্যতীত তাহা অন্য কিছু নহে। এ কথাও কপিলের "ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ।" "মহদুপরাগাদৈশ্বর্য্যম্।" এই দুই সূত্রে অভিহিত আছে। সূত্র দুইটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ এইরূপ। ভাবনাখ্য উপাসনা সুসম্পন্ন হইলে সেই নিষ্পাপ পুরুষ প্রকৃতি প্রেরণে সমর্থ হন। প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন, তেমনি, উপাসনাসিদ্ধ বুদ্ধিসত্ত্বও প্রকৃতি প্রেরণ দ্বারা সৃষ্ট্যাদি করিতে সক্ষম হয়। মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, তদুপরাগে ঐশ্বর্য্যের (অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির) উদয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ৬০ প্রকার পদার্থের প্রতিপাদন থাকায় সাংখ্য ষষ্টিতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। সেই ৬০ পদার্থ সমস্তই সাঙ্খ্য শাস্ত্রের যথাযথ স্থানে বর্ণিত আছে। সম্প্রতি তাহার সঙ্কলন কিরূপ তাহা বলা যাইতেছে।

---

* অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও যত্রকামাবসায়িত্ব, এই ৮ ঐশ্বর্য্য। ঐ গুলির ব্যাখ্যা পাতঞ্জল দর্শনে দ্রষ্টব্য।

"পুরুষঃ প্রকৃতির্বুদ্ধিরহঙ্কারোগুণাস্ত্রয়ঃ ।
তন্মাত্রমিন্দ্রিয়ং ভূতং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ ॥
বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধস্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ ।
করণানামসামর্থ্যমষ্টাবিংশতিধা মতম্ ॥
ইতি ষষ্টিঃ পাদার্থানামষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিঃ ॥"

সাংখ্যাচার্য্যদিগের ডিণ্ডিম এই যে, "পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে-বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥" যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব সাক্ষাৎ সন্দর্শন (অনুভব) করিয়াছে, সে, জটী হউক, মুণ্ডী হউক, অথবা শিখী হউক, যে কোন আশ্রমধারী হউক, মুক্ত হইবে—সন্দেহ নাই। জটী = সন্ন্যাসাশ্রমী। মুণ্ডী = ব্রহ্মচারী। শিখী = শিখাধারী গৃহস্থ। এতন্মতে বেদান্তীদিগের ন্যায় সন্ন্যাসের নিয়ামকতা নাই। প্রত্যুত সন্ন্যাসাভিমান নিষিদ্ধ।

এতৎশাস্ত্রে, অভিহিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ সাক্ষাৎকার উদ্দেশে যোগশাস্ত্রোক্ত যমনিয়মাদি সাধনেরও উপদেশ আছে এবং তাহার অধিকারি-ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট আছে। এ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে প্রায় সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে, এক্ষণে সাংখ্যীয় তত্ত্বজ্ঞানের ও মোক্ষের কথা আরও কিছু বলিব।

সাংখ্যবক্তা কপিল শ্রৌত, যৌক্তিক ও যোগজ জ্ঞানে জানিয়াছিলেন, পুরুষ স্বরূপতঃ অসঙ্গস্বভাব ও অসংখ্য। তাঁহার সংসারিত্ব অবিবেকজ্ঞানমূলক। বিবেক জ্ঞান হইলেই তিনি আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত বা বিমুক্ত দেখেন, তখন আর তাঁহার অবিবেকমূলক সংসার থাকে না। সুতরাং—

"—ন বধ্যতে ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥"

বাস্তব পক্ষে কোনও পুরুষ সংসারী নহে। পুরুষ যে সত্য সত্যই বদ্ধ হইয়া আছে; তাহাও নহে। এবং সত্য সত্যই যে বন্ধনবিমুক্ত হয়, তাহাও নহে। সংসার, বন্ধন, মোক্ষ, সমস্তই প্রকৃতির, পুরুষের কেবল তদ্বিষয়ক ভ্রান্তি। (ভ্রান্তি = অবিবেক অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত এক হইয়া থাকা। এক হইয়া থাকাতেই পুরুষে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম আরোপিত হয়।)

"রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥"

বুদ্ধ্যাকারে পরিণতা প্রকৃতি পুরুষকে আপনার সাত প্রকার রূপে (ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, ও অনৈশ্বর্য্য, এই সাত রূপে) বদ্ধ করেন অর্থাৎ সুখদুঃখ ভাগী করেন এবং এক প্রকার রূপে মুক্ত করেন অর্থাৎ ভোগবর্জ্জিত করেন। সে রূপটী জ্ঞান। প্রকৃতি যে প্রকার জ্ঞানে পুরুষকে মুক্ত করেন তাহাও অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"

পূর্ব্ববর্ণিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের, বিশেষতঃ পুরুষতত্ত্বের দৃঢ়তর অভ্যাসে অর্থাৎ নিরন্তরিত চিন্তাপ্রবাহরূপ নিদিধ্যাসনের দ্বারা কেবল অর্থাৎ নির্বিশেষ (বিশেষণবর্জিত) রূপে পুরুষাবগতী জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহা একপ্রকার মানস সাক্ষাৎকার। সে জ্ঞানে "ন অস্মি—আমি নহি অর্থাৎ অহং বিশেষণ থাকে না। এই জ্ঞান কর্ত্তৃত্ববিলোপী। ন মে—আমার নাই অর্থাৎ তাহাতে সম্বন্ধবিশেষণও থাকে না। তাহা না থাকায় কাযেই দুঃখাদির প্রতিভাস তিরোহিত হয়। সুখদুঃখের প্রতিভাস নিবৃত্ত হয় বলিয়া তাহা ভোক্তৃত্ব বিলোপী। সে জ্ঞানে "ন অহং" আমিত্বও থাকে না, সুতরাং তাহা আমিত্ব বিলোপী। * এই জ্ঞান অপরিশেষ অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকার চরম প্রান্ত। পুরুষে পুরুষ জ্ঞান হওয়ায় তাহা অভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত বলিয়া বিশুদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদয় মিথ্যাজ্ঞান-সংস্কারের নাশক। এই জ্ঞান কেবল অর্থাৎ তাহার সঙ্গে কোন কিছুর সংস্রব থাকে না। এই কেবল জ্ঞান, শাস্ত্রীয় ভাষায় আত্ম-সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বজ্ঞান নামে পরিচিত হইয়াছে। কেবলাত্মসাক্ষাৎকার রূপ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে যাহা হয় তাহাও অভিহিত আছে। যথা—

---

* এ জ্ঞানও প্রকৃতির পরিণাম বা প্রস্ফুরণ। ইহা প্রকৃতির বহির্মুখ পরিণাম নহে; অন্তর্মুখ অর্থাৎ পুরুষাভিমুখ পরিণাম। ইহাকে বিলোম পরিণামও বলে। অনুলোম পরিণামে (ক্রমবিকাশে) সৃষ্টি, ভোগ ও বন্ধন, এবং বিলোম পরিণামে অর্থাৎ ব্যুৎক্রম সংকোচে সৃষ্টির অদর্শন, ভোগের তিরোধান ও মোক্ষ। অপিচ, এই কারিকায় বলা হইয়াছে যে, একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষের উপায়, অন্য উপায় নাই।

এ জ্ঞান অধিকারিভেদে কাহার শীঘ্র হয়, কাহার বিলম্বে হয়, কাহার বা জন্মান্তরেও হয় না। একথা কপিল "আধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ।" এই সূত্রে বলিয়াছেন।

সাধনকালেই শরীরভিন্নতা প্রতীত হইয়াছিল, ইদানীং বুদ্ধি, মন ও অহংকার, এই তিনেরও ভেদ প্রতীতি হইল। নাস্মি শব্দ বুদ্ধিভিন্নতার, ন মে শব্দ মনোভিন্নতার ও নাহং শব্দ অহঙ্কার ভিন্নতার বোধক।

"তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥"

তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে পুরুষের সম্বন্ধে সপ্তপ্রসবা প্রকৃতি নিবৃত্তা হন। অর্থাৎ প্রকৃতি সে পুরুষকে আর আপনার ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সন্তান দেখান না। পুরুষও তখন আপনার নির্লিপ্তস্বভাবে অবস্থিতি করিয়া উদাসীন দর্শকের ন্যায় প্রকৃতিকে দেখিতে থাকেন।

"দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥"

প্রকৃতিও আছেন, পুরুষও থাকিলেন, পরন্তু পুরুষ এতৎপূর্ব্বে আপনাকে প্রকৃতিভিন্ন বলিয়া জানিতেন না। তাহা না জানাতেই আপনাতে প্রকৃতির পরিণাম (প্রতিবিম্ব) দর্শন করিতেন। এখন জানিয়াছেন, পৃথক্ হইয়াছেন, সুতরাং এখন তিনি কেবল, নির্লিপ্ত ও উদাসীন। এবং প্রকৃতিও এখন সে পুরুষের ভুক্তপরিত্যক্তা। সুতরাং প্রকৃতি এখন সে পুরুষকে আপনার পরিণাম পরম্পরা দেখাইতে বিরতা।*

"সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মাদীনামকারণতাপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ ॥"

সম্যক্ জ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংসারবীজ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মকারণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দগ্ধবীজকল্প হইলেও চক্রভ্রমণের দৃষ্টান্তে কিছুকাল প্রারব্ধ শরীর বিধৃত থাকে।†

"প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি ॥"

---

* এই স্থানে একটী রূপক বর্ণনার কারিকা আছে। যথা—"প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। যা দৃষ্টাস্মীতি ন পুনর্দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।" সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমার মনে হয়, প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীলা আর নাই। কেন না, "পুরুষ দেখিতে পাইয়াছে" এই মাত্র কারণে প্রকৃতি লজ্জায় লুকায়িতা হয়, কখন আর সে পুরুষের দর্শন পথে যায় না।

† তত্ত্বজ্ঞানের পর মরণ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তাবস্থা, তৎপরে বিদেহকৈবল্য নামক পরম মোক্ষ। যে চাকা ঘুরিয়াছে, বেগনিবৃত্তি ব্যতীত তাহার ভ্রমিনিবৃত্তি হয় না। তেমনি, যে বলে শরীর হইয়াছে ও তাহার স্থিতিকালের পরিমাণ যে পর্য্যন্ত, জ্ঞান হইলেও সে পর্য্যন্ত তাহা

ভোগের দ্বারা শরীর অবস্থানের কারণ (প্রারব্ধ) ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনন্তর এ দিকে শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, অপর দিকে শরীরান্তরোৎপত্তির কারণ প্রকৃতি বিনিবৃত্তা (আত্মধর্ম্মপ্রদর্শনবিমুখী) হইয়াছে, কাযেই পুরুষের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক উভয়বিধ কৈবল্য এতকাল পরে সুসিদ্ধ হইল। কারিকাস্থ ঐকান্তিক শব্দের অর্থ অবশ্যম্ভাবী এবং আত্যন্তিক শব্দের অর্থ দুঃখসজাতী ভয়ের অনুৎপত্তি। সমুদায় কথার মোট সংকলন —কেবলাত্মসাক্ষাৎকারই সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত না হওয়াই অর্থাৎ জড়সম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়াই পুরুষের মোক্ষ। এই মোক্ষ, নামান্তরে কৈবল্য, স্বরূপে অবস্থান ও মুক্তি।*

থাকিবে। শরীর থাকিলেও সে পুরুষ তাহাতে মমাসক্ত থাকে না। পদ্মপত্রস্থজলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে থাকে।

* এই সকল কারিকার মূলীভূত কপিল সূত্র "বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে।" "ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ।" "দ্বয়োরেকতরস্য চৌদাসীন্যমপবর্গঃ।" "অন্য সৃষ্ট্যুপরাগেপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যোবোরগঃ।" "নৈরপেক্ষ্যেপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্।" "দোষবোধেপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ।" "নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে।" "প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ।" "রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারবৎ বিমোচয়ত্যেকরূপেণ।" ইত্যাদি।

পাতঞ্জলদর্শন।

—oo—
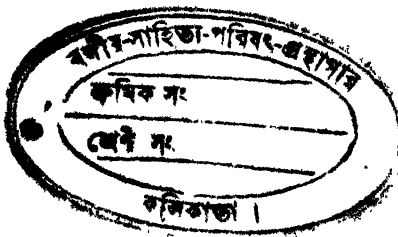
"পতঞ্জলিনা প্রোক্তং পাতঞ্জলম্।" পতঞ্জলি মুনি যে শাস্ত্র বলিয়াছেন তাহা পাতঞ্জল। পাতঞ্জল শাস্ত্র দর্শন ও যোগ উভয়নামে প্রসিদ্ধ।

পাতঞ্জল-দর্শনের পদার্থবিভাগ সাংখ্য দর্শনেরই অনুরূপ। সাংখ্যে যে যে পদার্থ নির্ব্বাচিত ও অভিহিত হইয়াছে সে সমস্তই পতঞ্জলির অভিমত। অধিকের মধ্যে ঈশ্বর পতঞ্জলির স্বীকৃত। সেই জন্য পতঞ্জলির দর্শনে প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, এ সকল তত্ত্বের লক্ষণবোধক সূত্র নাই; কেবল ঈশ্বরাভিধেয় অতিরিক্ত তত্ত্বের লক্ষণবোধক সূত্র আছে। সাংখ্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী, পাতঞ্জল ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ববাদী। সেই ষড়্‌বিংশ তত্ত্বটীই এতদ্দর্শনের ঈশ্বর। ঈশ্বর-নামক পৃথক্ তত্ত্বের উপদেশ থাকায় এই দর্শন সেশ্বর-সাংখ্য নামে প্রথিত হইয়াছে।

পাতঞ্জলশাস্ত্রের আসল নাম "সাংখ্যপ্রবচন", কিন্তু সে নাম এখন অপ্রচলিত। এখন সাংখ্যপ্রবচন বলিলে লোকে কপিলের ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য বুঝে। পতঞ্জলির শাস্ত্রও যে সাংখ্যপ্রবচন নামে অভিহিত, তাহা এখন অনেকেই জ্ঞাত নহেন। ফল, কপিলের সাঙ্খ্যও সাংখ্য, পতঞ্জলির সাঙ্খ্যও সাংখ্য; প্রভেদ এই যে, কপিলের সাঙ্খ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব অযুক্ত; পতঞ্জলির সাঙ্খ্যে তাহা উক্ত। অপিচ, কপিলের সাঙ্খ্যে বিবেক-জ্ঞানের উপায়ীভূত যোগের উল্লেখমাত্র আছে, পতঞ্জলির সাঙ্খ্যে তাহা সপ্রপঞ্চে অভিহিত হইয়াছে। যোগের বিস্তৃত বিবরণ থাকাতেই পতঞ্জলির দর্শন পৃথক্ ও যোগশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

পাতঞ্জল গ্রন্থের পরিচ্ছেদ (অবয়ব বিভাগ) গুলি অধ্যায় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত নহে। তাহা পাদ সংজ্ঞায় প্রথিত। তাদৃশ পাদের চারি পাদে, পতঞ্জলির দর্শন সমাপ্ত। তাহার প্রথম সমাধিপাদ, দ্বিতীয় সাধনপাদ, তৃতীয় বিভূতিপাদ এবং চতুর্থ কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে ৫১টী সূত্র, দ্বিতীয় পাদে ৫৫টী সূত্র, তৃতীয় পাদে ৫৬টী এবং চতুর্থ পাদে ৩৩টী সূত্র আছে। সমুদায় গ্রন্থে ১৯৫টী সূত্র। প্রথম পাদে—

১। অথ যোগানুশাসনম্ ॥

২। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥

৩।, তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্ ॥

৪। বৃত্তিস্বারূপ্যমিতরত্র ॥

৫। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥

৬। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥

এবং ক্রমে সূত্রগণ অভিহিত হইয়াছে। সূত্র ছয়টীর অর্থ এইরূপ—

১। যোগানুশাসন অর্থাৎ যোগশাস্ত্র আরম্ভ করা গেল। *

২। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। †

৩। সেই সময়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ কালে দ্রষ্টা (আত্মা) স্বরূপে অবস্থিতি করে। ‡

৪। অন্য সময়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির স্থিতিকালে দ্রষ্টা (আত্মা) চিত্তবৃত্তির সমান অর্থাৎ তৎসহিত একীভূত হইয়া থাকেন।

৫। বৃত্তি পাঁচ প্রকার। তাহা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দ্বিধা। যাহা অবিদ্যাদি ক্লেশের কারণ (উৎপাদক), তাহা ক্লিষ্ট। এবং যাহা তাহার বিপরীত, তাহা অক্লিষ্ট। পরিষ্কার কথা—বৈধ মনোবৃত্তি অক্লিষ্ট ও অবৈধ চিত্তবৃত্তি ক্লিষ্ট।

৬। প্রমাণ, বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রান্তি, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। চিত্তের সামান্যতঃ এই পাঁচ প্রকার (পাঁচ শ্রেণীর) বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। ¶

---

* অথ শব্দের নানা অর্থ থাকিলেও এখানে আরম্ভ অর্থ গ্রাহ্য। সমুদায় ব্যাখ্যাকার আরম্ভ অর্থেরই গ্রাহ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। শাসন শব্দের অর্থ উপদেশ করা। পতঞ্জলি মুনি যোগের আদি উপদেষ্টা নহেন। সেই কারণে তিনি অনুশাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনু—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ। যোগশাস্ত্রের আদিবক্তা ব্রহ্মা।

† যোগ শব্দ এখানে সংযোগবাচী নহে; কিন্তু সমাধিবাচী। সমাধি কি? তাহা পরে বলা হইবে।

‡ বৃত্তি শব্দে চিত্তের বিশেষ বিশেষ পরিণাম বা অবস্থা বুঝায়। তন্মধ্যে নিরুদ্ধ ও একাগ্র এই দুই বৃত্তিই যোগের উপযুক্ত। সর্ব্ব সমেত চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ অবস্থা আছে। নিরুদ্ধ অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তে কোনও প্রকার বৃত্তি থাকে না, চিত্ত না থাকার ন্যায় হয়, সুতরাং দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ তখন অনভিভূতস্বরূপে থাকেন। এই সময়েই তাঁহার স্বরূপ অপ্রচ্যুত অবস্থায় থাকে।

¶ ইন্দ্রিয়জনিত যথার্থ জ্ঞান প্রমাণ বৃত্তি। অযথার্থ জ্ঞান বিপর্য্যয় বৃত্তি। বস্তুশূন্য শাব্দ জ্ঞান বিকল্প বৃত্তি। ইহাও এক প্রকার মিথ্যা জ্ঞান। অজ্ঞানমাত্রাবলম্বী জ্ঞান নিদ্রাবৃত্তি। ইহার

এবং-ক্রমে সমাধিপাদ নামক প্রথমপাদে যোগের লক্ষণ, তাহার অবান্তর বিভাগ (প্রভেদ) ও যোগোপযোগী বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর সাধনপাদ নামক দ্বিতীয় পাদে "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।" ইত্যাদি ক্রমে ৫৫টী সূত্রে যোগের বহিরঙ্গ সাধন ক্রিয়া যোগ, তাহার লক্ষণ, তাহার বিভাগ, তাহার (যোগের) অপেক্ষাকৃত নিকট সাধন যমনিয়মাদি অভিহিত হইয়াছে। তৎপরে বিভূতিপাদ নামক তৃতীয় পাদে "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"। "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ" "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।"* এবং-ক্রমে ৫৬টী সূত্রে নির্বীজ সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন (উপায়) ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তত্রিতয়ের পারিভাষিক বা সাঙ্কেতিক নাম সংযম, তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী ও তাহার আনুষঙ্গিক ফল (অণিমাদি) কথিত হইয়াছে। সর্ব্ব শেষে কৈবল্য পাদ। এই পাদে "জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজা সিদ্ধয়ঃ।" ইত্যাদি ক্রমে ৩৩টী সূত্রে পাঁচ প্রকার সিদ্ধি, সে সকলের লক্ষণ ও যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য কৈবল্য (মোক্ষ) উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পতঞ্জলির দর্শনে আত্মা নামের পরিবর্ত্তে দ্রষ্টা, দৃক্‌শক্তি, পুরুষ, চিতিশক্তি, ইত্যাদি নাম এবং মোক্ষ ও নির্ব্বাণ প্রভৃতি নামের পরিবর্ত্তে কৈবল্য ও স্বরূপে অবস্থান, ইত্যাদি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবলীভাব অর্থাৎ কেবল হওয়া। কোন কিছুর সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে লোকে কেবল ও একক বলে। পতঞ্জলির কেবল হওয়াও সেইরূপ। এতন্মতে চৈত্তসম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়াই কৈবল্য। চিত্ত নিরুদ্ধ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে দৃশ্য দর্শন হয় না, দৃশ্য দর্শন না হইলেই দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান অর্থাৎ কৈবল্য সুসম্পন্ন হয়। এই কৈবল্য দর্শনান্তরের মোক্ষ ও নির্ব্বাণ। অন্যান্য দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ; পরন্তু পতঞ্জলির দর্শনে লিখিত হইয়াছে, নির্বীজ সমাধিই কৈবল্যের পুষ্কল কারণ। পতঞ্জলি বলেন, শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্মার শাস্ত্রসমর্পিত স্বরূপ অবগত হও, পরে তদ্বিষয়ে

অন্য নাম সুষুপ্তি। সংস্কার প্রভাবে প্রাদুর্ভূত পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রতীতি স্মৃতিবৃত্তি। এই পাঁচের অধিক বৃত্তি নাই। পূর্ব্বে যে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই পাঁচ অবস্থার কথা বলিয়াছি, সেগুলি যোগশাস্ত্রে চিত্তভূমি নামে প্রসিদ্ধ।

* তপস্যা, মন্ত্রজপ ও ঈশ্বর প্রণিধান ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়া—অনুষ্ঠান। ঐ তিন অনুষ্ঠান যোগের উপকারী বা প্রথম সোপান বলিয়া যোগ। শাস্ত্রোক্ত পদার্থে চিত্তের বন্ধন অর্থাৎ স্থির করণ ধারণা। সেই পদার্থে একতান হওয়া ধ্যান। যেন আর কিছু নাই, কেবল মাত্র তাহাই আছে, সেরূপ হইলে তাহা সমাধি। অভিমত বিষয়ে ক্রমিক ঐ তিনের প্রবর্ত্তন সংযম।

সংযম প্রয়োগ কর। অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ কর। ঐ তিন স্থায়ী ও অভ্যস্ত হইলে তৎপরিপাকে যে নির্বীজ সমাধি প্রাদুর্ভূত হইবে, সেই নির্বীজ সমাধি কৈবল্যের সাক্ষাৎ কারণ। তাহার অন্তরঙ্গ কারণ (পূর্ব্বাঙ্গ) সবীজ সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ। সম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভের দুইটী মাত্র পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। এক পথ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, অপর পথ ঈশ্বরপ্রণিধান। উভয় পথই সমবল। যেমন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণা-য়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে নিরোধ-পরি-ণামাত্মক নির্বীজ সমাধি প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি, ঈশ্বরপ্রণিধান ঘনীভূত হইলেও নিরোধপরিণামাত্মক নির্বীজ সমাধি জন্মিয়া থাকে।

পতঞ্জলির অভিমত পরমেশ্বর এক প্রকার পুরুষ। তিনি মূল পুরুষ এবং তিনি জীব-নামধেয় অসংখ্য পুরুষ হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। তিনি পূর্ণ, অব্যয়, বিচিত্রশক্তিমান, ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক ও আশয়ে অলিপ্ত। তিনি স্বীয় ইচ্ছায় প্রকৃতিকে পরিচালিতা করেন অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলা সম্পন্ন করেন এবং তিনিই লৌকিক বৈদিক দ্বিবিধ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। ইঁহারই প্রসন্নতায় তপ্যমান জীব তাপবিমুক্ত হইয়া থাকে। পতঞ্জলি মুনি ইঁহার বিষয়ে ৭টী মাত্র সূত্র বলিয়াছেন। যথা—

১অ। ২৩। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥

২৪। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥

২৫। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥

২৬। স পূর্ব্বষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥

২৭। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥

২৮। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥

২৯। ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥

সূত্র গুলির সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—

২৩। ঈশ্বর প্রণিধানেও অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখিলেও সমাধি ও সমাধিফল লব্ধ হয়। অথবা ঈশ্বরপ্রণিধানই সমাধি-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

২৪। অবিদ্যাদি ক্লেশ, শুভাশুভ কর্ম্ম, সে সকলের ফল ভোগ অর্থাৎ

জন্মমরণাদি ও কর্ম্মজনিত আশয় অর্থাৎ পুণ্যপাদিনামক কর্ম্মজ সংস্কার, এ সকলে অস্পৃষ্ট এমন এক পুরুষ আছেন—তিনি ঈশ্বরনামের নামী।

২৫। তিনি সর্ব্বাধিক সর্ব্বজ্ঞতার মূল।

২৬। তিনি অনাদি ও আদিস্রষ্টা ব্রহ্মারও গুরু অর্থাৎ শিক্ষক।

২৭। তাঁহার বাচক শব্দ প্রণব অর্থাৎ ওঁ।

২৮। যোগী অনন্যচিত্তে ঐ বাচক শব্দের জপ ও উহার অর্থের ভাবনা (চিন্তন) করিবেন।

২৯। করিলে প্রত্যক্ চৈতন্যের অধিগম অর্থাৎ স্বাত্মসম্বোধ ও যোগবিঘ্নকর ব্যাধি প্রভৃতি নিবারিত হইবে।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মত-ত্রয়েই পুরুষ নির্লেপ ও নির্দুঃখ স্বভাব। তাঁহার দুঃখিত্বাদি বোধ অবিবেকজনিত বা ভ্রান্তিমূলক। জনৈক যোগাচার্য্য এই বিষয়টী একটী শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

"সত্ত্বং তপ্যং বুদ্ধিভাবেন বৃত্তম্,
ভাবাস্তে যা রাজসাস্তাপকাস্তে।
তথা ভেদগ্রাহিণী তামসী যা,
বৃত্তিস্তস্যাং তস্য ইত্যুক্ত আত্মা॥"

বুদ্ধ্যাকারে পরিণত সত্ত্বগুণ তপ্য। অর্থাৎ বুদ্ধিতেই তাপ (দুঃখ) জন্মে। রজোগুণের বৃত্তি তাহার তাপক অর্থাৎ সে তাপের জনক। তাপ কি? তাপ বুদ্ধিরই এক প্রকার বিকার। তাপ বুদ্ধির বিকার, বুদ্ধিতেই হয় ও থাকে, আত্মায় তাহা হয়ও না, থাকেও না, এরূপ বিবেকজ্ঞান তামসী বৃত্তি অর্থাৎ তমোগুণের বৃত্তি উদ্ভবে প্রচ্ছন্ন থাকে, উদিত হইতে পারে না। সেই কারণে প্রকাশ পায়—পুরুষ তাপদগ্ধ হইতেছে। শ্লোকার্থের সারসঙ্কলন এই যে, পুরুষ বা আত্মা পদ্মপত্রতুল্য নির্লেপ হইলেও জবাসন্নিহিত স্ফটিকমণির ন্যায় বুদ্ধিসন্নিধানে বুদ্ধিবৃত্তিরই অনুকারী হইতেছেন। বুদ্ধিতে যখন যে বিকার জন্মিতেছে তখন তিনি সেই বিকারের প্রতিচ্ছায়ায় তদাকার প্রাপ্ত হইতেছেন। যোগাচার্য্যের এ সিদ্ধান্তে পতঞ্জলিরও অভিমতি দেখা যায়। যথা—

"চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারোপপত্তৌ
স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্॥"

অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির অর্থাৎ অপরিণামী আত্মার প্রতিবিম্বপাতে পরিণামী বুদ্ধিদ্রব্য চেতনায়মান ও বুদ্ধির প্রতি ছায়ায় আত্মাও বুদ্ধিময় হইতেছে। তৎক্রমে বুদ্ধিসম্বেদনাদি অর্থাৎ বুদ্ধির জানা ও পুরুষের ভোগ সুসম্পন্ন হইতেছে। তৎপ্রকারে তপ্যমান হওয়ায়, কোন কোন পুরুষ তৎপরিহারার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে দীর্ঘকালব্যাপী যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, কোন পুরুষ বা ঈশ্বরপ্রণিধানের চরম সোপান আরোহণে উত্যুক্ত হন। উভয়বিধ সাধকের অন্যতর সাধক যখন সমাধি-জনিত নির্ম্মলজ্ঞানালোকে বুদ্ধি অন্য, পুরুষ অন্য, এই সত্য স্পষ্টরূপে অবলোকন করেন, তখন তাঁহার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই ক্লেশপঞ্চক ও পূর্ব্বোপার্জ্জিত সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মসংস্কার দগ্ধকল্প হইয়া যায়। তাহাতে তাঁহার জন্মমরণাদি সংসার নিবারিত হইয়া যায়, দেহপাতের পর বিদেহকৈবল্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তিনি যে নির্লেপ সেই নির্লেপ হন।

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিত্তই পরিণামী, পুরুষ পরিণামী নহে, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে পতঞ্জলি বলেন, পুরুষের অপরিণামিত্বে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়বিধ প্রমাণ আছে। শাস্ত্র—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইত্যাদি। যুক্তি—

চিৎশক্তি অপরিণামিনী। যে হেতু তাহা সর্ব্বদা চিত্তবৃত্তি জানিতেছে অর্থাৎ প্রকাশ করিতেছে। যাহা সেরূপ নহে তাহা সেরূপও নহে অর্থাৎ যাহা পরিণামী নহে তাহা সদা জ্ঞাতাও নহে। যেমন চিত্ত। চিত্ত সদা জ্ঞাতা নহে; অপরিণামীও নহে।

তর্ক। চিৎশক্তি যদি পরিণামিনী হইত তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্ববৃত্তি জানিত না অর্থাৎ প্রকাশ করিত না। পরিণামী পদার্থ সর্ব্বদা একরূপ থাকে না এবং পরিণামও অন্যথা অন্যথা হইয়া থাকে। চিৎশক্তি বা পুরুষ সর্ব্বদা চিত্তসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছে এবং চিত্তও অনবরত বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিকারের অধীন হইতেছে। চিত্তসত্ত্বে যখন যে বিকার বা যে বৃত্তি জন্মে চিৎশক্তিনামা পুরুষ তখনই সেই বৃত্তি জানে। জানে কি না, তাঁহাতে স্বপ্রতিবিম্ব অর্পণ ও আপনাতে তৎপ্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। অতএব, দৃক্ শক্তিই সদা জ্ঞাতা। সদা জ্ঞাতা বলিয়া অপরিণামিনী সুতরাং সর্ব্বদা একাকারে অবস্থিত। চিত্ত সেরূপ নহে বলিয়া পরিণামী—ভিন্ন ভিন্ন বিকারের অধীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনে অবস্থিতি করে।

চিত্ত যে বিষয়ে উপরক্ত হয় সেই বিষয়ই জানে অর্থাৎ তদাকারধারী হয়। যে বিষয়ে উপরক্ত হয় না, সে বিষয় জানে না। অর্থাৎ তদাকারধারী হয় না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায়, বস্তু জানা না জানা চিত্তসংযোগমূলক। যদিও এতদ্দর্শনের মতেও চিত্ত আহঙ্কারিক বলিয়া ব্যাপক, তথাপি, চিত্ত যে শরীরে বৃত্তিমান্ হয়—সেই শরীরের সহিত যে বস্তুর সম্বন্ধ—সেই শরীরেই সেই বস্তুর চিত্তগ্রাহ্যতারূপ উপলব্ধি (জ্ঞান) হইয়া থাকে। পরিষ্কার কথা এই যে, চিত্ত স্বরূপসদ্ভাবে জ্ঞানকারণ নহে; কিন্তু বৃত্তি উদ্ভব দ্বারা জ্ঞান কারণ। বিষয় সকল অয়স্কান্তমণিস্থানীয় ও চিত্ত অয়ঃস্থানীয়। অয়স্কান্তস্থানীয় বিষয়, ইন্দ্রিয়সংযোগের অনন্তর অয়ঃস্থানীয় চিত্তকে উপরাগান্বিত করে (স্বাকারধারী করে), পুরুষ তাহা প্রেক্ষকের ন্যায় দেখেন—চৈতন্যব্যাপ্ত করেন। কাম, সংকল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, ভয়, বুদ্ধি, সমস্তই চিত্তধর্ম্ম; পুরুষধর্ম্ম নহে। "উপপন্ন স্বয়ং ধর্ম্মো বিকরোতি হি ধর্ম্মিণম্।" যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় সেই ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে অর্থাৎ আপন আশ্রয়কে বিকৃত করে। চিত্তে ঐ সকল ধর্ম্ম (বিকার) উৎপন্ন হয়; সেজন্য চিত্তই পরিণামী অর্থাৎ বিকারী। পুরুষ অপরিণামী অর্থাৎ অবিকৃত স্বভাব।

এতন্মতে বৃত্তিনিরোধও চিত্তের ধর্ম্ম। অর্থাৎ নিরোধও এক প্রকার চিত্তবৃত্তি। সুতরাং তাহা চিত্তেই অবস্থিত; পুরুষে নহে। নিরোধপরিণামকালে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি বৃত্তি থাকে না, সুতরাং চিত্ত না থাকার ন্যায় হয়। চিত্ত না থাকার ন্যায় হইলেই পুরুষ নিজরূপে অবস্থিত হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমাধিই মুখ্য যোগ। আর সব তাহার অঙ্গ। অঙ্গ—সাহায্যকারী। পাতঞ্জলে বর্ণিত আছে যে, সমাধি অবস্থাভেদে দ্বিধা—দুই প্রকার। প্রথম সম্প্রজ্ঞাত, দ্বিতীয় অসম্প্রজ্ঞাত। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অন্য স্থানে নির্ব্বীজ সমাধি নামে অভিহিত হইয়াছে। চিত্ত একতান হইলে তাদৃশ চিত্ত যে তদতিরিক্ত বস্তুর অগ্রহণ নিবন্ধন প্রমাণাদি বৃত্তি পরিশূন্য হয়, সেই বৃত্ত্যন্তরপরিহীন নিরুদ্ধ নামক চিত্তাবস্থা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি শব্দের বাচ্য। ব্যুৎপত্তি—"সম্যক্ প্রজ্ঞায়তেঽস্মিন্ বিবিক্ততয়া চিত্তমিতি সম্প্রজ্ঞাতঃ।" অথবা "সম্যক্ প্রকর্ষেণ চ জ্ঞায়তে ভাব্যস্বরূপমনেনেতি সম্প্রজ্ঞাতঃ।" চিত্তের অথবা ভাব্যপদার্থের স্বরূপ (ঠিক্ রূপ, যাহা তথা তাহা) জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া তাদৃশ যোগের নাম সম্প্রজ্ঞাত। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবলম্বনীয় বিষয় ভেদে চতুর্ব্বিধ। সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত।

সমাধি কি? সমাধি এক প্রকার ভাবনা (পরিপক্ব ধ্যান)। চিত্তে অন্য

অন্য কোনও প্রকার বৃত্তি থাকিবেক না, কেবল মাত্র নিবিড় ভাব্যাকার বৃত্তিপ্রবাহ দেদীপ্যমান থাকিবেক, সেরূপ হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়াছে বলা যায়। সুতরাং সম্প্রজ্ঞাত যোগ ভাব্য ভেদে বিভিন্ন। ভাব্য দুই প্রকার। এক ঈশ্বর, অপর তত্ত্ব। তত্ত্বও দ্বিবিধ। চিৎ ও জড়। চিৎ আত্মা, জড় চতুর্বিংশতি অর্থাৎ প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও স্থূলভূত পঞ্চক, এই চতুর্বিংশতি। এই সকলের মধ্যে স্থূলভূতে অলুপ্ত শব্দার্থজ্ঞান ও সনিশ্চিত একতান-ভাবনা সবিতর্ক। সূক্ষ্মভূতে ও একাদশ ইন্দ্রিয়ে লুপ্তশব্দার্থজ্ঞান ভাবনাপ্রবাহ সবিচার। মহত্তত্ত্বে সানন্দ ও অহংতত্ত্বে সাস্মিত সম্প্রজ্ঞাত নাম প্রচারিত আছে। এ বিভাগ পতঞ্জলির "বিতর্ক-বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" এই সূত্রে অভিহিত আছে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ব্যুৎপত্তি—"ন সম্প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদপি অস্মিন্।" সুতরাং বুঝা গেল, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় কোনও প্রকার বৃত্তি থাকে না এবং চিত্তও না থাকার ন্যায় হয়। সেই জন্যই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ "সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ।" এইরূপ। এই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ মুখ্য বলিয়া যোগ শাস্ত্রকার পতঞ্জলি মুনি প্রথমেই "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সমাধি স্থায়ী হইলে সংসারবীজ কর্ম্মাশয় বিলীন হইয়া যায়। সেই কারণে উহার নাম নির্বীজ সমাধি। অথবা ব্যুত্থান বীজ চিত্ত দগ্ধপ্রায় হয় বলিয়া নির্বীজ। পতঞ্জলি বলিয়াছেন "সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে নির্বীজঃ সমাধিঃ।" এই সমাধিতে যে আত্মদর্শন অলুপ্ত থাকে, তাহাও এক প্রকার চিত্তবৃত্তি; পরন্তু সে বৃত্তি কৈবল্যের অনুকূল বলিয়া নিষেধ্য নহে। যেহেতু নিষেধ্য নহে। সেই হেতু "সর্ব্ববৃত্তিনিরোধঃ" এ কথা অসঙ্গত নহে। মাত্র সত্ত্বনৈর্ম্মল্যের প্রকাশ ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় বৃত্তি মরিয়া যায়, সে জন্য চিত্তের তাদৃশ পরিণাম নিরোধ-সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। সার কথা এই যে, যে সকল চিত্তবৃত্তি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের জনক, সেই সকল বৃত্তির নিরোধ করাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উদ্দেশ্য। ক্লেশ কি? কর্ম্ম কি? বিপাক কি? এবং আশয়ই বা কি? তাহা বিবৃত হইতেছে।

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ॥ পা, সূ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ সংসার ক্লেশের কারণ বলিয়া ক্লেশ-সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। অবিদ্যার লক্ষণ—

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।"

অনিত্যে নিত্য ও অশুচি পদার্থে শুচিত্ব বোধ, দুঃখে সুখজ্ঞান ও অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা নামে খ্যাত। অবিদ্যা ঐরূপে চতুষ্পদা। সার কথা —যাহা যেরূপ নহে তাহাতে সেইরূপ বুদ্ধি অবিদ্যা নামে পরিভাষিত। এই অবিদ্যা বিদ্যাবিরোধিনী এবং বুদ্ধির তামসী বৃত্তি।" অবিদ্যমানা বিদ্যা যস্যাং সা।" অথবা "যা বিদ্যাবিরোধিনী সা।" যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান নাম্নী বিদ্যার উদয় হয় না অথবা যে বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞাননাম্নী বিদ্যার বিরোধিনী সেই বুদ্ধি অবিদ্যা নামে পরিভাষিত। পাতঞ্জল শাস্ত্র বলেন, অবিদ্যা বুদ্ধিসত্বের তামসী বৃত্তি এবং তাহারই প্রভেদে অনিত্যে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখে সুখ ও অনাত্মায় আত্মভাব প্রথিত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা শাস্ত্রান্তরে অনাদিভ্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। অবিদ্যাক্রান্ত জীবেরাই অনিত্য বাহ্য প্রপঞ্চকে নিত্য মনে করিতেছে, মলমূত্রাদিপূর্ণ দেহ শুচিস্বভাব না হইলেও তাহাকে শুচি ভাবিতেছে, * স্রক্‌চন্দনবনিতাদি সুখের জিনিস না হইলেও তাহাতে সুখ থাকা কল্পনা করিতেছে, † এবং দেহ হইতে অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত অনাত্মপদার্থের কোনওটী আত্মা নহে; অথচ হয় শরীরে, না হয় ইন্দ্রিয়ে, না হয় বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধি (অহং, আমি) স্থাপন করিয়া ক্লেশ পাইতেছে। যোগিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকেন,—

---

* "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভাৎ প্রস্যন্দান্নিধনাদপি।
কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

† কথাটি বিবেকীর দৃষ্টি অনুসারী। জীব সাধারণের দৃষ্টিতে কোন কিছু দুঃখকর এবং কোন কিছু সুখকর। কিন্তু বিবেকীর দৃষ্টিতে সমস্তই দুঃখকর। চক্ষুঃ যেমন উর্ণা তন্তুর স্পর্শেও মহতী পীড়া অনুভব করে, আবার কোন কোন অঙ্গ যষ্টির আঘাতেও উদ্বিগ্ন হয় না, তেমনি, অবিবেকী না হউন, বিবেকী পুরুষ দুঃখলেশ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এ সমস্তই দুঃখগ্রস্ত। প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁহাদের মতে পরিণাম-দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার-দুঃখ প্রথিত আছে। পরিণামে দুঃখ হয় বলিয়া পরিণাম্ দুঃখ। ভোগকালেও আনুষঙ্গিক দুঃখ আইসে, সে বিধায় তাপদুঃখ এবং ভোগের সংস্কার বশে দুঃখান্তর জন্মে বলিয়া সংস্কার দুঃখ প্রত্যেক ভোগ্যে নিহিত আছে। সেই জন্য বিবেকীর নিকট ভোগ্যাভোগ দুঃখানুবিদ্ধ থাকায় সুখ বলিয়া গণ্য হয় না। অপিচ, ভোগ্যমাত্রেই সত্বরজস্তমোময় সুতরাং সুখ-দুঃখ-মোহ সমন্বিত। কেবল সুখ কিছুতেই নাই। তাহা যদি না থাকিল, তবে, অবশ্যই দুঃখমিশ্রিত বৈষয়িক সুখ বিষান্নের সমান। যেমন আমাদের নিকট বিষান্ন হেয়, তেমনি, বিবেকীর নিকট দুঃখমিশ্রিত সুখও হেয়। এ কথা পতঞ্জলি মুনি "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈ

"অনাত্মনি চ দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাম্।
অবিদ্যা, তৎকৃতোবন্ধস্তন্নাশে মোক্ষ উচ্যতে ॥"

এইস্থলে পতঞ্জলি আর এক কথা বলিয়াছেন, "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্ত-রেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।" অবিদ্যাই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক ক্লেশের মূল। অবিদ্যা হইতেই ঐ সকল ক্লেশের আবির্ভাব হয়। ক্লেশের অবস্থা চতুর্ব্বিধ। প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যাহা প্রকাশ পায় নাই বা লুপ্তপ্রায় আছে তাহা প্রসুপ্ত। যাহা দগ্ধ শস্যের ন্যায় সমাধিভর্জ্জিত হইয়াছে তাহা বিচ্ছিন্ন। যাহা প্রকাশ পাইয়াছে বা ভোগ হইতেছে তাহা উদার। একটী পৌরাণিক শ্লোকে এই চার অবস্থার ক্লেশ নিদর্শিত হইতে দেখা যায়। যথা—

"প্রসুপ্তাস্তত্ত্বলীনানাং তনুদগ্ধাশ্চ যোগিনাম্।
বিচ্ছিন্নোদাররূপাশ্চ ক্লেশা বিষয়সঙ্গিনাম্ ॥"

অস্মিতা নামক দ্বিতীয় ক্লেশের লক্ষণ—"দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্ম-তাভিমানোঽস্মিতা।" সূত্রের অর্থ এইরূপ—দৃক্‌শক্তি শব্দের অর্থ চিতি-শক্তি,অর্থাৎ পুরুষ। দর্শন শক্তির অর্থ বুদ্ধিসত্ত্ব। উভয়ের অভেদাধ্যাস- নিবন্ধন অহং আমি ইত্যাকার অভিমান অস্মিতা। ইহা ক্লেশজনক বলিয়া ক্লেশ।

রাগ ও দ্বেষ এই দুই ক্লেশের লক্ষণ—"সুখানুশয়ী রাগঃ" এবং দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" সূত্র দুইটীর অর্থ এইরূপ—

সুখাভিজ্ঞ পুরুষ অনুভূতপূর্ব্ব সুখ স্মরণ করতঃ পুনর্ব্বার তৎপ্রতি যে সতৃষ্ণ হয়, অভিলাষী হয়, সেই তৃষ্ণা বা অভিলাষ রাগ-নামক তৃতীয় ক্লেশ। আর, দুঃখাভিজ্ঞ পুরুষ যে পূর্ব্বানুভূত দুঃখের অনুস্মরণ পূর্ব্বক তাহার বা তজ্জনক পদার্থের নিন্দা পূর্ব্বক পরিহার প্রার্থী হয়, সেই পরিহার প্রার্থনা এতৎশাস্ত্রের দ্বেষ নামক চতুর্থ ক্লেশ। অভিনিবেশ নামক পঞ্চম ক্লেশের লক্ষণ "স্বরসবাহী বিদুষোপি তথারূঢ়োঽনুবন্ধোঽভিনিবেশঃ।" সূত্রাক্ষরের অর্থ এই যে, পূর্ব্বজন্মানুভূত মরণ দুঃখের সূক্ষ্ম সংস্কার প্রভাবে সুতরাং দৃষ্ট কারণ ব্যতিরেকে জীবের অন্তরে যে ভয়বিশেষ রূঢ় রহিয়াছে, যাহার জন্য তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রার্থনা করে, "আমি যেন না মরি, আমার

গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" এই সূত্রে বিস্পষ্ট অভিহিত হইতে দেখা যায়।

যেন শরীর বিয়োগ না হয়” সেই ভয়-বিশেষ-সংস্পৃষ্ট প্রার্থনা (বাঁচিবার আশ।) অভিনিবেশ নামক পঞ্চম ক্লেশ।*

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়, এই ৪ পদার্থের মধ্যে প্রথমোক্ত ক্লেশ পদার্থের ব্যাখা বলা হইল,এক্ষণে অন্য তিন পদার্থের ব্যাখ্যা বলা যাউক।

কর্ম্ম। বিহিত ও নিষিদ্ধ কায়িক বাচিক ও মানসিক কার্য্যের নাম কর্ম্ম।

বিপাক। কর্ম্মের শেষ পরিণাম অর্থাৎ ফল উদ্ভব বিপাক শব্দের বোধ্য। এতন্মতে জন্ম, আয়ু ও ভিন্ন ভিন্ন ভোগ (সুখদুঃখমোহানুভব) স্বকৃত কর্ম্মেরই বিপাক অর্থাৎ ফল।

আশয়। আ+শি+অ—যাবৎ না ফল জন্মে তাবৎ যাহা চিত্তক্ষেত্রে সংস্কার রূপে নিহিত থাকে ও শরীর মন প্রভৃতিকে ফল প্রদানার্থ প্রবৃত্ত করায়—ইচ্ছার উদ্রেক করায়—সেই সংস্কারীভূত পূর্ব্ব কর্ম্ম এতদ্দর্শনে আশয় নামে পারিভাষিত। পাতঞ্জল দর্শনের এই আশয় অন্যান্য দর্শনে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য পাপ, অদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট নামে প্রসিদ্ধ। ইহা যাবৎ না পরিপুষ্ট হয় বা ফলারম্ভ করে, তাবৎ শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রবৃত্তি, স্বভাব, প্রকৃতি আগ্রহ ও অনুবন্ধ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়। স্বভাব, প্রকৃতি, আগ্রহ, অনুবন্ধ আর ইংরাজি ভাষার tendency ও বাঙ্গালা ভাষার ঝোঁক শব্দ প্রায় তুল্য। ঐ সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের নামান্তর। আরও ভাষা কথা—পূর্ব্ব অভ্যাসের প্রেরণা। অভ্যাসের বা আশয়ের প্রেরণায় জীব কার্য্যপ্রবৃত্ত হয়। আশয়ের প্রেরণায় পরিপ্রেরিত হয়, এ কথার অর্থ—আশয়ের বা পূর্ব্বাভ্যাসের অনুরূপ প্রবৃত্তি জন্মে। কর্ম্মাশয় কার্য্য প্রবৃত্ত করায়, সে কার্য্য আবার কার্য্যান্তে আশয় উৎপাদন করে, সে আশয়ে পুনর্ব্বার কর্ম্ম, পুনঃ কর্ম্মে পুনঃ আশয়, এইরূপে জীব অনবরত চক্রের ন্যায় ঘূর্ণমান। যদি একবার যোগ দ্বারা উহাকে দগ্ধ করা যায়, নিঃশক্তি করা যায়, তাহা হইলে সেই সময় হইতে উহার প্রেরণা রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তৎপরে আর পুনর্জ্জন্মাদি অর্থাৎ পুনঃ সংসারদুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

---

* আর ও পরিষ্কার কথা—মরণ ত্রাস। মরণ ত্রাসের শাস্ত্রীয় নাম অভিনিবেশ। পাতঞ্জল ভাষ্যে লিখিত আছে, প্রাণিগণের স্বতঃ সমুখ ও নিরন্তরিতরূপে রূঢ় মরণত্রাস পূর্ব্বজন্ম সদ্ভাব অনুমান করাইতে সমর্থ। তাঁহার মতে পূর্ব্ব জন্মানুভূত মরণ দুঃখের বাসনা (সংস্কার) এতজ্জন্মে ঐ প্রকার অভিনিবেশ জন্মায় বা ঐ প্রকার অভিনিবেশরূপে প্রকাশ পায়।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথমেই যে যোগ-লক্ষণে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" সূত্র বলা হইয়াছে, তত্রস্থ নিরোধ শব্দ নাশবাচী নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষ-বাচী। অর্থাৎ সে স্থানে নিরোধ শব্দের বিনাশ অর্থ অভিপ্রেত নহে; অবস্থা-বিশেষ অর্থই অভিপ্রেত। নিরোধও এক প্রকার চিত্তবৃত্তি বা চিত্তের অবস্থা। নিরোধ শব্দের ব্যুৎপত্তি—নিরুধ্যন্তে অস্মিন্ প্রমাণাদ্যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। নিরোধ অবস্থায় প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পঞ্চবিধ বৃত্তি থাকে না। কেবল মাত্র চিত্তসত্ত্বের সদৃশপরিণামাত্মক বৃত্তিপ্রবাহ অর্থাৎ অবস্থিতি মাত্র বিদ্যমান থাকে।

চিত্তবৃত্তিনিরোধের অর্থাৎ সমাধির মুখ্য উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে চিত্তের বৃত্তিপ্রতিরোধ অর্থাৎ প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়মন, এই উদার বৃত্তির প্রতিঘাত হয় তাহা নিরোধ শব্দের অভিধেয়। অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের লক্ষণ সূত্রকার নিজেই বলিয়াছেন। যথা—"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্।" বৃত্তিরহিত চিত্তের স্বরূপ পরি-ণামের নাম স্থিতি। তদ্বিষয়ক যত্ন বা উৎসাহ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ সেই স্থিতি সংরক্ষণ করাই অভ্যাস। লৌকিক ধনাদি বিষয়ে এবং শাস্ত্রীয় স্বর্গাদি বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিলে তাহা বশীকার নামক বৈরাগ্য। যাহার প্রকৃতি পুরুষ দর্শন (সাক্ষাৎকার) হয় তাহার যে প্রকৃতিবিতৃষ্ণতা, তাহা পরবৈরাগ্য নামে প্রখ্যাত। সেইরূপ অভ্যাসের ও অনন্তরোক্ত বৈরাগ্যের সামর্থ্যে চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক যোগ লব্ধ হইয়া থাকে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য ব্যতীত চিত্ত স্থির হয় না, চিত্ত স্থিরভাব প্রাপ্ত না হইলেও যোগ হয় না। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্য, উভয়ই প্রয়োজনীয় এবং উভয়ই যোগের মুখ্য উপায়।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধনের জন্য পূর্ব্বে ক্রিয়াযোগ অবলম্বনীয়। কেননা, ক্রিয়াযোগ মুখ্যযোগের প্রথম সোপান। মুখ্য যোগ হঠাৎ লাভ করা যায় না, ক্রমে ক্রমে ভূমিক্রমে লব্ধ হইয়া থাকে। প্রথমে ক্রিয়াযোগে রত হইতে হয়, ক্রিয়া যোগে রত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ পঞ্চক দুর্ব্বল করিতে হয়, পরে বৈরাগ্য ও অভ্যাস অবলম্বন করিতে হয়, তবে নিরোধনামা সমাধি জয় বা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। ক্রিয়া যোগ কি তাহাও পাতঞ্জল সূত্রে বর্ণিত আছে। যথা—"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর

প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।" তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই তিন অনুষ্ঠানের নাম ক্রিয়াযোগ। যোগের উপকারী বলিয়া যোগ এবং অনুষ্ঠানাত্মক বলিয়া ক্রিয়া। শাস্ত্রোক্ত কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা,* স্তোত্র পাঠ ও নাম জপ প্রভৃতি স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ—যাহার অন্য নাম উপাসনা তাহা ঈশ্বরপ্রণিধান।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি), এই আটটী নির্বীজ-সমাধি-নামক মুখ্যযোগের অঙ্গ অর্থাৎ পর পর নিকট সাধন। মুখ্য যোগ ঐ আট অঙ্গে আত্মলাভ করে বলিয়া লোকে ও শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ আট অঙ্গের পাতঞ্জলোক্ত লক্ষণ-সূত্র ও সে সকলের ব্যাখ্যা এইরূপ।

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।"

অহিংসা, সত্যনিষ্ঠতা, চৌর্য্যবর্জন, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ (দ্রব্যাদিতে মমত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করা), এই পাঁচ অনুষ্ঠানের নাম "যম।"

"শৌচ সন্তোষ তপস্যা স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানি নিয়মাঃ।"

জলাদির দ্বারা বাহ্যিক শৌচ ও ভাবশুদ্ধির দ্বারা অন্তঃ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরচিন্তা, এই পাঁচ অনুষ্ঠান "নিয়ম" নামে পরিভাবিত।

"স্থিরসুখমাসনম্।"

শরীর ও মন অবিকম্পিত থাকে ও কোনরূপ আয়াস না হয়, এরূপ উপবেশনের নাম "আসন।" এই আসন পদ্ম ও স্বস্তিকাদি ভেদে অনেক প্রকার। অন্যান্য যোগশাস্ত্রে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার আসনের লক্ষণ ও শিক্ষা-প্রণালী অভিহিত আছে।

"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।"

আসন জয়ের পর তাদৃশ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় নিয়মে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছিন্ন করার নাম প্রাণায়াম।

---

* "বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তপসাং তপ উত্তমম্॥" [যাজ্ঞবল্ক্য]

"স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকারি ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।"

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তানুবর্ত্তন করিলে তাহা প্রত্যাহার আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।"

কোন এক অভিমত বিষয়ে চিত্তের বন্ধন (বিষয়ান্তরে যাইতে না দেওয়া) ধারণা সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

সেই বিষয়ে চিত্তের একতানতা অর্থাৎ ধ্যেয়াকারা বৃত্তি প্রবাহিত করা ধ্যান নামে খ্যাত।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।"

ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় চিত্ত অন্যান্য বিষয়ে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় হয়, কেবল মাত্র ধ্যেয়াকারে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। তাদৃশ অবস্থা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পাতঞ্জল শাস্ত্রে লিখিত আছে, এই অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যস্ত হইলে যোগী সেই সেই যোগে সিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ সেই সেই যোগপ্রক্রিয়া আয়ত্ত করিয়া ঐশ্বর্য্য ও কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন।

পাতঞ্জল শাস্ত্রে অনেকগুলি সিদ্ধির কথা লিখিত আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধি যোগাদি অভ্যাস কালে অভ্যাসের চরম উৎকর্ষে আপনা আপনি প্রাদুর্ভূত হয়; কতকগুলি সিদ্ধি সংযমের সাহায্যে ইচ্ছারপ্রভাবে লাভ করিতে পারা যায়। যাহা আপনা আপনি প্রাদুর্ভূত হয় তাহার ফল এই—

---

* ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বাং মনোনয়ন্।
স্বাধ্যায় শৌচ সন্তোষ-তপাংসি নিয়মাত্মবান্।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি পরং পরস্মিন্ প্রণয়ং মনঃ।
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশিষ্টফলদাঃ কাম্যে নিষ্কামাণাং বিমুক্তিদাঃ॥

সম্যক্ আধীয়তে একাগ্রীক্রিয়তে বিক্ষেপান্ পরিহৃত্য যত্র মনঃ স সমাধিঃ।

নির্বৈরতা, বাক্‌সিদ্ধি, সর্ব্বরত্নোপস্থান, বীর্য্যলাভ, জাতিস্মরত্ব, অসংসর্গিত্ব, সত্ত্বশুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠা, কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি, দেবতাদর্শন, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, আবরণক্ষয়, ধারণাশক্তি ও ইন্দ্রিয়বশীকার। যথা—

"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। [২পা ৩৫সূ।

হিংসাত্যাগ সিদ্ধ হইলে (অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে) তাহাকে হিংস্র জন্তুরাও হিংসা করে না। [পুরাণাদি শাস্ত্রে ঋষিদিগের আশ্রম বর্ণনা দেখ।

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্। [২। ৩৬

সত্যনিষ্ঠতার উৎকর্ষ অবস্থায় সত্যসন্ধ যোগীর বাক্যে অন্যে ক্রিয়া না করিয়াও ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সত্যসন্ধ যোগীরা বাক্‌সিদ্ধ হন। (তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা খাটে)।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্। [ঐ ৩৭।

অচৌর্য্যের উৎকর্ষ হইলে যোগীর অভিলাষানুরূপ রত্ন লাভ হয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। [ঐ ৩৮।

ব্রহ্মচর্য্যের উৎকর্ষে শরীরে, ইন্দ্রিয়ে, ও মনে তেজোবিশেষ জন্মে। এই তেজ আধ্যাত্মিক সামর্থ্য বিশেষ।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ। [ঐ ৩৯।

অপরিগ্রহ অবিচাল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জন্মান্তরের বৃত্তান্ত স্মরণ হয়। দ্রব্যাদিতে ও শরীরে মমত্বাভিমান পরিগ্রহ; তাহার ত্যাগ অপরিগ্রহ।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গশ্চ। [ঐ ৪০।

শৌচব্রত অভ্যস্ত হইলে নিজ-পর শরীরে তুচ্ছ জ্ঞান ও সংসর্গ বর্জন সহজ হয়।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।
[ঐ ৪১।

শৌচের অপর ফল—বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য, চিত্তের প্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়জয়, একাগ্র হইবার সামর্থ্য ও আত্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়া।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ। [ঐ ৪২।

সন্তোষ অভ্যস্ত হইলে বিষয়নিরপেক্ষ সুখবিশেষ অনুভূত হইতে থাকে।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ। [ঐ ৪৩।

তপস্যার অভ্যাসে যে পরিমাণে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়—সেই পরিমাণে তপঃসিদ্ধ যোগীর শরীর ও ইন্দ্রিয় বশ্য হয়। অর্থাৎ তাঁহারা শরীরকে ইচ্ছানুসারে লঘু ও গুরু করিতে পারেন এবং তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ও দূরস্থাদি বিষয় গ্রহণ করিতে পারে।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ। [ঐ ৪৪।

স্বাধ্যায় অর্থাৎ মন্ত্র জপাদি সিদ্ধ হইলে উপাস্য দেবতার দর্শন হয়।

ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। [ঐ ৪৮।

আসন জয় হইলে শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বে শরীর আহত হয় না।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। [ঐ ৫২।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ। [ঐ ৫৩।

প্রাণায়াম সিদ্ধ (অভ্যস্ত) হইলে আত্মার আবরণ অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ধারণা করিবার সামর্থ্য জন্মে। ধারণা—চিত্তকে ধ্যেয় পদার্থে স্থির করা।

ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্। [ঐ ৫৫।

প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়।

যে সকল সিদ্ধি সংযম দ্বারা জয় করিতে হয় সে সকল সিদ্ধির ফলের তালিকা এই—

ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞান, সর্ব্বজীবশব্দজ্ঞান, পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান, পরচিত্ত জ্ঞান, অন্তর্ধান, মৃত্যুজ্ঞান, বলপ্রাপ্তি, সূক্ষ্ম ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-জ্ঞান, ভুবনকোষ-বিজ্ঞান, নক্ষত্রব্যূহজ্ঞান, শরীরতত্ত্ববোধ, ক্ষুধাতৃষ্ণাজয়, সিদ্ধদর্শন, সর্ব্ববস্তু-বিষয়ক প্রাতিভ জ্ঞান, চিত্তস্বরূপ সাক্ষাৎকার, আত্মদর্শন, দিব্যশব্দজ্ঞান, পরশরীরপ্রবেশ, জলপঙ্ককণ্টকাদির উপরে গমনাগমন, তেজোবিশেষপ্রাপ্তি, দিব্যচক্ষুষ্ট্বাদি, আকাশগতি, ভূতজয়, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, কায়সম্পৎ, ইন্দ্রিয় জয়, মনোজবিত্ব, প্রকৃতিবশ্যতা, সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব, বিবেকজ্ঞান, পদার্থভেদ-বিজ্ঞান, তারকজ্ঞান ও কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ। এই সকল বিষয়ে যে সকল সূত্র আছে সে সকল তালিকাক্রমে অভিহিত হইতেছে।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। [৩। ১৬।

বস্তুর ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম* অবলম্বনে সংযম করিলে তদ্বস্তুর অতীত ও অনাগত অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ জানা যায়। [এ বিষয়ে পতঞ্জলির অভিপ্রায়—চিত্তের সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তু গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে, পরন্তু সে সামর্থ্য বিক্ষেপ (চাঞ্চল্য) দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে। কার্য্যকারী হয় না। যদি বিক্ষেপ নিবৃত্তি করা যায়, তাহা হইলে সে চিত্তে মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় নিপ্রতিবন্ধকে ধ্যেয় বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। অতএব, পরিণাম সংযমে পরিণামী পদার্থের ত্রৈকালিক অবস্থার জ্ঞান আবির্ভূত হওয়া সুসম্ভব বৈ অসম্ভব নহে।]

---

* ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম ভূত, ভৌতিক ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে। চিত্তবিষয়ে নহে। চিত্তেরও ত্রিবিধ পরিণাম আছে, পরন্তু তাহার নাম নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা। চিত্তের ঐ তিন পরিণাম সংযমযোগে গ্রহণীয়। অন্য পরিণাম—যাহা ব্যুত্থান কালে দৃষ্ট হয়—তাহা যোগের প্রতিপক্ষ ব্যতীত স্বপক্ষ নহে। সুতরাং তাহা সংযমের অবিষয়। বস্তু যে পূর্ব্বধর্ম্ম নিবৃত্তির পর ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হয় তাহা তাহার ধর্ম্মপরিণাম। যেমন মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী পিণ্ডরূপ ধর্ম্মের নিবৃত্তির পর ঘটরূপ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে ভবিষ্যৎ স্থান ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান স্থানে আইসে, সেই আগমন তাহার লক্ষণপরিণাম। মৃত্তিকার যে ঘটধর্ম্ম অনাগত পথে ছিল (শক্তিরূপে ছিল) সেই ঘটধর্ম্ম কাল-ক্ষণের পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান পথে আসিয়া লক্ষণপরিণাম নাম প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান পথে আগমন ও প্রব্যক্ত হওয়া সমান কথা। সেই ধর্ম্ম আবার বর্ত্তমানতা ত্যাগ করিয়া যখন অতীত পথে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহা অবস্থা পরিণাম নামেখ্যাত হয়। চিত্তের যে ত্রিবিধ পরিণামের অর্থাৎ নিরোধ,একাগ্রতা ও সমাধি, এই ত্রিবিধ পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, তাহার স্বরূপ লক্ষণ এই ;—চিত্ত যে নানাবিধ অর্থ গ্রহণ করে, তাহা তাহার স্বধর্ম্ম, তাহার অন্য নাম বিক্ষেপ। এই বিক্ষেপ সংস্কারের সহিত অভিভব প্রাপ্ত হইবে, স্থৈর্য্য ও তৎসংস্কার প্রাদুর্ভূত হইবে, সেরূপ হইলে নিরোধ পরিণাম হইয়াছে বলিয়া জানিবে। নিরোধ পরিণামের আরো বিশদ কথা—স্থৈর্য্য বা স্থিতিপ্রবাহ। একমাত্র আলম্বনে চিত্তের স্থিতি একাগ্রতা এবং নানা বিষয়ে গতি সর্ব্বার্থতা। সর্ব্বার্থতার অন্য নাম বিক্ষেপ। যখন বিক্ষেপ ও তৎসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও একাগ্রধর্ম্ম পরিপুষ্ট হয়, তখন বুঝিবে, সমাধি পরিণাম হইয়াছে। সমাধি পরিণাম আরব্ধ হইলে চিত্তের যে একবৃত্তিতা অর্থাৎ একজ্ঞানপ্রবাহ স্থিতি লাভ করে, সেই স্থিতি একাগ্রতা-পরিণাম নামের নামী। চিত্তের এই ত্রিবিধ পরিণাম স্মরণ করিয়া তদুপরি সংযম প্রয়োগ করিতে হয়। সংযম কি তাহা বলিয়াছি, আবার বলিতেছি। কোন এক বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইলে তাহাকে সংযম বলা যায়। প্রথমে চিত্তনিবেশ, পরে ধ্যানপ্রবাহ, তাহার পরিপাকে সমাধি অর্থাৎ সেই বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়া। সেরূপ হইলে সংযম সুসম্পন্ন হয়, সংযম সুসম্পন্ন হইলেই তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ণস্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগ-সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্। [ঐ ১৭।

বাগ্‌ব্যবহার কালে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান, এই তিন পরস্পর এক বা অভেদ-প্রায় হইয়া যায়। এই শব্দ, সেই অর্থ, এই জ্ঞান, এ বিভাগ অর্থাৎ ঐ তিনের পার্থক্য প্রতীত হয় না। পরন্তু যদি বিভাগ বিজ্ঞাত হইয়া শব্দ, অর্থ, জ্ঞান, এই তিনে সংযম করা যায়, তাহা হইলে এমন কি পশু পক্ষ্যাদির উচ্চারিত শব্দের অর্থ বোধগম্য হইতে পারে। অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া সংযমের সামর্থ্যে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, অমুক জীব অমুক অভিপ্রায়ে এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্। ১৮

সংযম দ্বারা চিত্তস্থ বাসনা নামক সংস্কার সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে পূর্ব্বজন্ম উপলব্ধি হয়। [বাসনা দ্বিবিধ। এক স্মরণজনক; অপর জন্মাদির হেতু। "আমি অমুক প্রকারে অমুক জানিয়াছিলাম, অমুক প্রকারে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলাম," ইত্যাকার অনুসন্ধান সহকারে সংস্কার দ্বয়ে সংযম (সমাধি) করিতে পারিলে সেই সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ স্মরণে পরিণত হইয়া পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত প্রতীত করায়।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্। [১৯।

ভাব ভঙ্গীর দ্বারা পরের জ্ঞান মোটামুটি বুঝিয়া লইয়া তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে পরের মন (মনোগত ভাব সমূহ) বুঝা যায়।

কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাহ্‌সংযোগেঽন্তর্ধানম্। [২০।

শরীরে যে চক্ষুর্গ্রাহ্য গুণ আছে, যাহার অন্য নাম রূপ, যোগী "আমার শরীরে তাহা (রূপ) নাই" এইরূপ ভাবনা উত্থাপন করতঃ সংযম সমাধি দৃঢ় করিবেন। করিলে শরীরস্থ রূপের চক্ষুর্গ্রাহ্যশক্তি স্তম্ভিত হইবে এবং পরকীয় চক্ষুর প্রকাশের (চাক্ষুষ জ্যোতির) সহিত সংযমকারীর শরীরস্থ রূপের অসংযোগ হইবে। অর্থাৎ অন্যের চক্ষু তদীয় শরীরে কিছুমাত্র ব্যাপার করিতে পারিবে না। সুতরাং যোগীর অন্তর্ধান সিদ্ধ হইবে।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তত্র সংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যোবা। [২৩।

যে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল আয়ুঃ, তাহা দ্বিবিধ। সোপক্রম ও নিরুপক্রম। যাহার ফল শীঘ্র হয় তাহা সোপক্রম। উপক্রম—আরম্ভ। যাহার ফল বিলম্বে হয় তাহা নিরুপক্রম। উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মে সংযম করিলে অপরান্ত জ্ঞান (মরণকালের জ্ঞান) উদিত হয়। অর্থাৎ যে সময়ে যে স্থানে যে প্রকারে মরণ হইবে তাহা জানা যায়। অথবা আগে অরিষ্ট (মরণ চিহ্ন) উপলব্ধ হয়, পরে তদ্দ্বারা মরণকাল জানা যায়।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চার ভাবে চিত্তসংযম করিলে ঐ সকলের বলাধিক্য জন্মে।*

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্। ২৬

প্রবৃত্তির আলোক অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশ (জ্ঞান বিশেষ) প্রয়োগ করিতে পারিলে পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু, ভূম্যাদি ব্যবহিত রত্নাদি ও মেরু পার্শ্বস্থ (বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্ত্তী) বস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত করা যায়।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যসংযমাৎ ॥ ২৭

সূর্য্যে সংযমসমাধি করিলে ভুবনকোষ (ভূগোল খগোল) জানা যায়।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ১৮

চন্দ্রে কৃতসংযম যোগী তারাগণের (জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর) সংস্থানাদি জানিতে পারেন।

---

* মৈত্রী সৌহার্দ্দ। করুণা দয়া। মুদিতা হর্ষ। উপেক্ষা ঔদাসীন্য।

* এই প্রবৃত্তি শব্দ পারিভাষিক। যে অর্থে ইহার প্রয়োগ সে অর্থ পাতঞ্জলের প্রথম পাদে অভিহিত আছে। যথা—প্রবৃত্তি দুই প্রকার। এক বিষয়বতী, অপর জ্যোতিষ্মতী। নাসাগ্র ও ভ্রূ মধ্য প্রভৃতি স্থানে চিত্ত ধারণ করিতে করিতে অদ্ভুত রূপ ও রস প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান আবির্ভূত হয়। সেই জ্ঞান বিষয়বতী প্রবৃত্তি নামে পরিভাষিত। হৃদপদ্ম সম্পুট মধ্যে চিত্তসত্ত্বের ধ্যান করিতে করিতে যে প্রজ্ঞা বিশেষ জন্মে, সেই প্রজ্ঞা বিশেষই এতৎ শাস্ত্রের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। ইহার অন্য নাম বিশোকা এবং ইহা এক প্রকার নির্ম্মল অলৌকিক সত্যজ্ঞান।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৯

যোগীরা ধ্রুবে (ধ্রুব=নিশ্চল তারা) সংযম করিয়া জ্যোতিষ্কগণের গতি বিজ্ঞাত হন।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ৩০

নাভিস্থ নাড়ীচক্রে সংযম প্রয়োগ করিলে কায়ব্যূহ অর্থাৎ শরীরতত্ত্ব (শরীরস্থ শিরা প্রশিরাদির সংস্থান) জানা যায়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১

জিহ্বামূলস্থ গর্ত্তাকার প্রদেশ কণ্ঠকূপ। কণ্ঠকূপ সংযমে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি থাকে।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩

মস্তককপালের (মাথার খুলির) মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রাভিধেয় সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সেইস্থান দিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের আলোক নিরন্তর নিঃসৃত হইতেছে। সেই আলোক অবলম্বনে কৃতসংযম হইয়া যোগীরা সিদ্ধদর্শন (অন্যের অদৃশ্য অমানব জীবের সাক্ষাৎ কার লাভ) করেন।

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বং সর্ব্বনিমিত্তানপেক্ষম্ ॥ ৩৪

ঝটিতি উৎপদ্যমান মনোমাত্রজন্য সত্যজ্ঞান প্রতিভা। যে ভাবের জ্ঞানকে লোকে প্রত্যুৎপন্নমতি বলে সেই ভাবের জ্ঞান। অর্থাৎ উন্মেষ শালিনী বুদ্ধি। যোগীরা তাদৃশ প্রতিভায় কৃতসংযম হইয়া সর্ব্ববিষয়ে অলৌকিক জ্ঞান লাভ করেন।

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ॥ ৩৫

হৃদপদ্ম মধ্যস্থ চিত্তসত্ত্বে সংযম করিলে চিত্তের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ নিজ চিত্তের অস্ফুট বাসনা ও পরকীয় চিত্তের রাগাদি (ইচ্ছাদি) প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত করা যায়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাৎ ভোগঃ পরার্থান্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, যাহা বুদ্ধিনামে পরিচিত, তাহা সত্ত্ব। যিনি

সুখদুঃখভোক্তা ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, তিনি পুরুষ। উক্ত উভয় (বুদ্ধি ও আত্মা) অত্যন্ত অসংকীর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, কদাচ এক নহে। কেন না, সত্ত্ব অচেতন ও পুরুষ চেতন। ভিন্ন হইয়াও উক্ত উভয় অভিন্নপ্রায় হইয়া যেন এক হইয়া আছে। বুদ্ধির সহিত এক হইয়া থাকায় পুরুষের ভোগ সু(খ দুঃখাদি প্রতীতি) হইতেছে পরন্তু সে ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পরের জন্য। সে পর এস্থলে বুদ্ধি। বুদ্ধিরই বিকার পুরুষে আরোপিত হওয়া পুরুষের পরার্থ ভোগ। পরার্থ ভোগ ছাড়া আর এক প্রকার ভোগ, যাহা স্বার্থ ভোগ নামে গণ্য, তাহাও বুদ্ধিতত্ত্বে পুরুষের প্রতিচ্ছায়া পাত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাদৃশ স্বার্থভোগে অর্থাৎ পুরুষপ্রতিচ্ছায়াপন্ন বুদ্ধিতত্ত্বে সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শনস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৭

পুরুষে কৃতসংযম যোগীর প্রাতিভ জ্ঞান জন্মে ও অলৌকিক শব্দাদি শ্রবণগম্য হয়।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসম্বেদনাচ্চ চিত্তস্য পর-শরীরাবেশঃ ॥ ৩৯

আত্মা ও চিত্ত উভয়ই ব্যাপক। ব্যাপক হইলেও কর্ম্মের দ্বারা উভয়ের কার্য্যকারিতা সঙ্কুচিত হইয়া আছে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র ভোগ নিষ্পত্তি না হইয়া কেবল শরীরাবচ্ছেদেই ভোগনিষ্পত্তি হইতেছে। এরূপ ভোগসঙ্কোচের কারণ কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম। সমাধি ভাবনার দ্বারা তাদৃশ কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইলে ও প্রচার সম্বেদন থাকিলে যোগী সংযমযোগে পরকীয় মৃত শরীরে ও জীবৎ শরীরে সেন্দ্রিয় চিত্ত সঞ্চারিত করিয়া তাহাতে স্বশরীরবৎ ব্যবহার করিতে পারেন। প্রচার সম্বেদন শব্দের অর্থ—যখন যে নাড়ী দিয়া যেরূপে ইন্দ্রিয়গণ ও চিত্ত আপন আপন বিষয়ে সঞ্চরণ করে তাহা জানা।

উদানজয়াৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০

প্রাণ অপান সমান ব্যান, এই চার বায়ু নিরোধ পূর্ব্বক সংযম দ্বারা উদান বায়ু জয় করিয়া যোগীরা ঊর্দ্ধগামী হইয়া জলোপরি, কর্দ্দমোপরি ও কণ্টকোপরি পরিভ্রমণ করেন ও ইচ্ছানুসারে দেহ হইতে বহির্গত হন।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥ ৪১

সংযম দ্বারা সমান বায়ু জয় করিয়া যোগীরা প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী হন। সমান বায়ু জাঠরাগ্নিসাম্যকারী শারীর বায়ু।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২

শ্রবণেন্দ্রিয় ও আকাশ এই দুএর যে সম্বন্ধ, যোগী তাহাতে কৃতসংযম হইয়া দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। অর্থাৎ দূর ব্যবহিত ও সূক্ষ্ম শব্দ শ্রবণ করেন।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪৩

শরীর ও আকাশ, উভয়ের যে সম্বন্ধ, যোগী সেই সম্বন্ধে সংযম করতঃ লঘুতূলভাবাপন্ন (পিঞ্জিত তুলার ন্যায় হাল্কা) হইয়া আকাশে গমনাগমন করেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥৪৪

শরীর নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি বিশেষে অর্থাৎ চিত্ত যখন অভিমান ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করে তখনকার সেই সদৃশপ্রবাহবতী চিত্তবৃত্তিতে সংযম করিলে সাত্ত্বিক প্রকাশের আবরণ (রজোস্তমোবৃত্তি অর্থাৎ অজ্ঞান) ও ক্লেশ কর্ম্মাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাৎ ভূতজয়ঃ ॥৪৫

পাঁচ মহাভূতের প্রত্যেক ভূতের পাঁচ পাঁচ অবস্থা আছে। স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। এই পাঁচ অবস্থায় কৃতসংযম হইলে ভূতগণ বশীভূত হয়। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূত তাদৃশ যোগীর ইচ্ছানুকারী হয়। পরিদৃশ্যমান আকার পৃথিবীভূতের স্থূলাবস্থা। কাঠিন্যাদিভাব স্বরূপাবস্থা। গন্ধ ও তন্মাত্রা তাহার সূক্ষ্মাবস্থা। গুণত্রয়ের ধর্ম্মানুবৃত্তি অর্থাৎ প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মন অন্বয়াবস্থা। এবং ভোগদাতৃত্বভাব তাহার অর্থবত্ত্ব অবস্থা। অন্য চার ভূতেরও ঐরূপ অবস্থা পঞ্চক অনুসন্ধেয়।

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬

ভূতজয়ী যোগীর অণিমাদি * অষ্ট ঐশ্বর্য্য, কায়সম্পৎ ও শরীরধর্ম্মের স্থৈর্য্য জন্মে। কায়সম্পৎ = শরীরেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা। শরীর ধর্ম্ম = রূপাদি।

---

* অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব। যোগীদিগের এই আট নামের আট ঐশ্বর্য্য আছে। ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥৪৮

ভূতপঞ্চকের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণেরও পাঁচ পাঁচ অবস্থা আছে। গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। বিষয়াভিমুখী বৃত্তি গ্রহণাবস্থা, প্রকাশভাব স্বরূপাবস্থা, অহঙ্কারানুগতি অস্মিতাবস্থা, গুণত্রয়ের অনুবৃত্তি অন্বয়াবস্থা এবং ভোগনির্ব্বাহক সামর্থ্য অর্থবত্ত্ব অবস্থা।

যোগীরা ঐ পাঁচ ঐন্দ্রিয়ক অবস্থায় কৃতসংযমী হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করেন।

ততোমনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯

ইন্দ্রিয়জয়ী যোগীর মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় শীঘ্রগামিতা ও শরীরাভিমানবর্জ্জন পূর্ব্বক যত্র তত্র ঐন্দ্রিয়ক কার্য্য (দর্শন শ্রবণাদি) করিবার শক্তি ও প্রকৃতিবশিত্ব সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০

সত্ত্ব বুদ্ধি। পুরুষ আত্মা। বুদ্ধি অন্য ও আত্মা অন্য, এইরূপ জ্ঞানে কৃতসংযমী যোগীর প্রকৃতি পুরুষের বিবেক, সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব জন্মে।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫৪

বর্ণিত প্রকারের সিদ্ধিতে বৈরাগ্য জন্মিলে রাগদ্বেষাদি দোষের বীজ অবিদ্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর জন্মাদির অভাবে কৈবল্য (মোক্ষ) জন্মে।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫

সংযমসমাধিসংস্কৃত বিবেকজ জ্ঞানের অন্ত্য ভূমিতে যে অপূর্ব্ব নির্ম্মল

সাধকের ক্ষমতা সিদ্ধি নামেও অভিহিত হয়। অণিমা=পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম হওয়া। মহিমা=বৃহৎ হওয়া। লঘিমা=লঘু হওয়া অর্থাৎ তুলা অপেক্ষাও হাল্‌কা হওয়া। গরিমা=ভারি হওয়া। প্রাপ্তি=পৃথিবীতে থাকিয়া অঙ্গুলির দ্বারা চন্দ্রাদি স্পর্শ করা। প্রাকাম্য=ইচ্ছার সাফল্য। শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করা। বশিত্ব—ভূতগণের উপর প্রভুত্ব। যত্রকামাবসায়িত্ব=যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা তখনই সেই বিষয়ের পূরণ।

জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞানও সর্ব্বপ্রকার বস্তু অবগাহন করিতে সমর্থ এবং তাহা সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ করায় বলিয়া তারক।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্ ॥ ৫৬

সত্ত্ব ও পুরুষ সমান শুদ্ধ হইলেই কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষের আত্যন্তিক দুঃনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হয়। সত্ত্ব অর্থাৎ চিত্ত। চিত্ত সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বকারণে অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলে তাহার শোধন সমাপ্ত হয় এবং চিত্তপ্রতিবিম্বন পরিত্যাগে উপচরিত ভোগ নিবৃত্ত হইলে পুরুষের শুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সেই পূর্ণ শুদ্ধিই পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ।

পাতঞ্জলোক্ত সিদ্ধি অর্থাৎ যোগ ও যোগফল সমস্তই বলা হইল পরন্তু পতঞ্জলি বলিয়াছেন,ঐ সকল ফল ব্যুত্থানকালে সিদ্ধি বলিয়া গণ্য হইলেও সমাধিকালে উপসর্গ বা উপদ্রব। অর্থাৎ ঐ সকল সমাধিস্থিতির শত্রু। সুতরাং যোগকালে ঐ সকল ফল আগমন করিলে তাহাতে বিস্মিত ও আনন্দিত হওয়া কি সে সকল অঙ্গীকার করা কৈবল্যকামী যোগীর কর্ত্তব্য নহে।

যোগ বা সমাধিজয় সহজে হয় না। অনেক প্রতিবন্ধক আছে। ব্যাধি, স্ত্যান (চিত্তের অকর্ম্মণ্যত্ব), সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি (ভাল না লাগা), ভ্রান্তি, সমাধি লাভে বিলম্ব, অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ চিত্তে একাগ্রশক্তির অভাব। এই সকল প্রতিবন্ধক পদে পদে যোগভ্রষ্ট করায়। দুঃখ, দৌর্মনস্য, শরীরস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, এ গুলিও চিত্তবিক্ষেপের সহচর। অতএব, যাহাতে যোগের পরম শত্রু ঐ সকল বিক্ষেপ ও বিক্ষেপসহচর আক্রমণ করিতে না পারে, প্রথমতঃ তৎপক্ষে যত্ন করা প্রথম যোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকলের নিষেধার্থ প্রথমতঃ একতত্ত্বাভ্যাস করা বিধেয়। কোন এক অভিমত বস্তুতে অথবা স্থানে বার বার ও প্রতিদিন চিত্ত ধারণ অভ্যস্ত করার নাম একাতত্ত্বাভ্যাস। একতত্ত্বাভ্যাস জয় হইলে তখন আর ঐ সকল যোগশত্রু আক্রম করিবে না। একতত্ত্বাভ্যাসকালে কি তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে চিত্তপরিকর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তকে সংস্কৃত করা বিধেয়। পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষানাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" পরকীয় সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ, এই চার বিষয়ে যথাক্রমে সর্ব্বদা মৈত্রী,, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেক। করিলে চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ যোগোপযোগী নির্ম্মল হইবে। পরে একতত্ত্বাভ্যাস, তৎপরে সমাধিলাভার্থ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান। যোগীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে

অচল অটল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অবিচ্ছেদে যোগাঙ্গসমূহের সেবা ও ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে করিতে অধিকারী অনুসারে কেহ বা অল্প কালে, কেহ বা দীর্ঘকালে বিশেষ বিশেষ সমাধি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

সমাধি ও সমাধির ফল এক প্রকার নহে। প্রত্যুত অনেক প্রকার। সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দ্বিবিধ হইলেও ফল ও অবস্থা অনুসারে তাহাকে চার বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রবৃত্তজ্যোতি, মধুমতী, মধুপ্রতীক ও বিশোক। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, যোগী প্রধান করে চার প্রকার। প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্ত ভাবনীয়। যাহারা যোগাভ্যাসে রত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়বতী প্রবৃত্তি (জ্ঞানবিশেষ) প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা প্রথমকল্পিক। এই প্রথম কল্পিক যোগীরা বিষয়জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ বা আলোক প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু পরচিত্তগত জ্ঞানের জ্ঞাতা হয় না। অপিচ, ইহারা কতিপয় ক্ষুদ্রসিদ্ধির অধিপতি হয়। দ্বিতীয় মধুভূমিক যোগী। এই মধুভূমিক যোগীরা পাতঞ্জল দর্শনে ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। ঋত শব্দে সত্য। ইহাদের সমাধিজা প্রজ্ঞা কেবল সত্যকেই গ্রহণ করে, অসত্য গ্রহণ করে না। সেই কারণে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।" ইহাদের সমাধিও ঋতম্ভরা নামে খ্যাত এবং ইহাঁরাই পরচিত্ত জ্ঞানাদি সিদ্ধির অধিকারী। তৃতীয় প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ। প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ যোগীরা ভূতজয়ী ও ইন্দ্রিয়জয়ী হয়। ইহাদের সমাধি মধুপ্রতীক নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত মনোজবিত্ব, বিকরণ ভাব ও প্রকৃতিবশ্যতা প্রভৃতি সিদ্ধি এই তৃতীয় যোগী দিগেরই হইয়া থাকে। চতুর্থ অতিক্রান্তভাবনীয়। অতিক্রান্তভাবনীয় নামক চতুর্থ যোগী দিগের সমাধির নাম বিশোকা। পাতঞ্জল শাস্ত্রে "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।" এই সূত্রে চতুর্থ যোগীর বিশোকা সমাধির কথা অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সর্ব্ব-ভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও বিবেকজ্ঞানদর্শন প্রভৃতি সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, সে সকল সিদ্ধি এই চতুর্থ যোগী দিগেরই করায়ত্ত হয়, অন্যের নহে। এ সকল বিভাগ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্ভূত। যাহা অসম্প্রজ্ঞাত, তাহা একই প্রকার, সুতরাং তাহার আর অবান্তর বিভাগ নাই।

পতঞ্জলি ও অন্যান্য যোগীরা বলেন, সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধের পর পরবৈরাগ্য শালী যোগী দিগের দুঃখবীজ অবিদ্যাদির দাহক নির্বীজ সমাধি নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। অন্যের হয় না। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি চিত্তের অবস্থাপ্রভেদ। অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্ত প্রায় না থাকার ন্যায় হয়। সেই জন্য অসম্প্রজ্ঞাত নামক চিত্তাবস্থা সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট নামে অভিহিত

হইয়াছে। এই অবস্থা কিছুকাল স্থায়ী হইলে চিত্তের বৃত্তিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, এবং চিত্তস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার দগ্ধ হইয়া যায়। যে কয়েক দিন শরীর থাকে সেই কয়েক দিন তাহা দগ্ধসূত্রের ন্যায় আভাসমাত্রে অবস্থান করে, পরে শরীর পাতের পর তাহা নিরবশেষে অর্থাৎ প্রকৃতি প্রবিষ্ট হইয়া যায়। তখন পুরুষের সহিত সে সকলের সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং পুরুষ তখন একক বা কেবল হন। ঐরূপ কেবল হওয়ার নাম কৈবল্য এবং এই কৈবল্য শাস্ত্রান্তরের মোক্ষ ও নির্ব্বাণ।

মীমাংসাদর্শন।

"মীমাংসাদর্শন" এই শব্দ আজ কাল জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রের উপরেই রূঢ়। সুতরাং সার্থক পাঠে বুঝিতে হইবে, এই অংশে আমরা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রের কথাই বলিব। মীমাংসান্তরের কথা বলিব না *।

জৈমিনির দর্শন পূর্ব্বমীমাংসা, পূর্ব্বকাণ্ড, কর্ম্মমীমাংসা, কর্ম্মকাণ্ড, যজ্ঞ-বিদ্যা, অধ্বরমীমাংসা, ধর্ম্মমীমাংসা, ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাকে "দ্বাদশলক্ষণী" নামেও উল্লেখ করেন।

ধর্ম্ম নিরূপণের উদ্দেশে জৈমিনের শাস্ত্রের প্রারম্ভ বা প্রবৃত্তি, সে জন্য নাম ধর্ম্মমীমাংসা।

বেদ ত্রিকাণ্ড; কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। তন্মধ্যে যাহা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ ভাগে অভিহিত হইয়াছে কেবল তাহাই এই দর্শনে বিচারিত হইয়াছে। সে জন্য নাম পূর্ব্বকাণ্ড, পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা।

কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদে যাগ দান ও হোম প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও যাগের প্রাধান্য ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার এই দর্শনে প্রচুর পরিমাণে অভিহিত হইয়াছে। সেই কারণে মীমাংসকগণ ইহাকে যজ্ঞবিদ্যা ও অধ্বরমীমাংসা নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার দ্বাদশ অবয়বে পূর্ণ হইতে দেখা যায়। জৈমিনি মুনি সেই দ্বাদশ অংশ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া বর্ণন বা প্রতিপাদন করায় লোকে মীমাংসা শাস্ত্রকে দ্বাদশলক্ষণী বলিয়া অভিহিত করে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত সম্পূর্ণ জৈমিনের দর্শনের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় সূত্রে মাত্র ধর্ম্মতত্ত্ব চিন্তিত হইতে দেখা যায়। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, একমাত্র ধর্ম্মই জৈমিনের দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য অথবা প্রধান ব্যুৎপাদ্য।

---

* মীমাংসা পূর্ব্ব ও উত্তর ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পূর্ব্ব মীমাংসা জৈমিনিমুনিকৃত। ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা এক্ষণে বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধ।

ধেঁয়াও বলিয়াছেন, "ধর্ম্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্।" ধর্ম্মের লক্ষণ ও প্রমাণাদি নিরূপণ করাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। এই দর্শনের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে যে অধ্যায়ে যে যে বিষয় বিচারিত হই-য়াছে সে সকলের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধ্যায়ে—ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মে প্রমাণ, বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বলে কেন? এই কয়েকটী বিষয় চিন্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—ধর্ম্ম্যকর্ম্মের অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদির প্রভেদ অর্থাৎ নানাত্ব কথিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে—যাগ যজ্ঞাদির অঙ্গপ্রধানভাব নির্ণয় অর্থাৎ কোন্ যাগের কি অঙ্গ তাহার নিরূপণ এবং কোন্ অংশ প্রধান ও কোন্ অংশ অপ্রধান তাহার অবধারণ হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে—যাগকারীর গুণ ও যে যাগ যে ইতিকর্ত্তব্যতায় (রীতিতে) সম্পন্ন করিতে হয় তাহা বিবেচিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে—যজ্ঞাদি কর্ম্মের ক্রমনির্ণয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে—অধিকারিনির্ব্বাচন।

সপ্তম অধ্যায়ে—সামান্যতঃ অতিদেশ বাক্যের বিবেচনা।

অষ্টমে—বিশেষাতিদেশ বাক্যের মীমাংসা। "অমুক কর্ম্ম অমুক কর্ম্মের ন্যায় করিবেক" এইরূপ এইরূপ বাক্য অতিদেশ নামের নামী।

নবমে—উহ-বিচার।

দশমে—বাধ-নির্ণয়।

একাদশে—তন্ত্রতা।

দ্বাদশে—প্রসঙ্গনির্ণয়। *

---

* উহ, বাধ, তন্ত্রতা, প্রসঙ্গ, এই চার পদার্থের অল্প কিছু ব্যাখ্যা এই স্থানেই বলা আবশ্যক। উহের লক্ষণ "অপূর্ব্বোৎপ্রেক্ষণমূহঃ।" মন্ত্রাদিতে অপ্রাপ্ত, এরূপ পদার্থের উৎপ্রেক্ষা বা উল্লেখ উহ শব্দের বাচ্য। তাহা কিরূপ স্থলে করিতে হয় ও কিরূপ স্থলে করিতে হয় না, তাহা নির্ণয় করা উহ-বিচারের উদ্দেশ্য। লিখিত দ্রব্যের অভাবে প্রতিনিধি দ্রব্যের দ্বারা কার্য্য করণ কালে ও অতিদেশ বিধানে কার্য্য করণ কালে উহ বিচারের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে হয়। যেমন মধুর অভাবে গুড় দিবার ব্যবস্থা। পরন্ত গুড় দান কালে "মধুবাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য হইবে কি না, সহজেই সংশয় হইতে পারে।

জৈমিনি মুনি নিজ দর্শনে প্রধানতঃ ঐ সকল বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য কথাও বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, জৈমিনি দর্শনের সমুদায় বিচার্য্য বৈদিক। বেদনামক অনাদি বা অজ্ঞাত-বক্তৃক বাক্যসন্দর্ভে যাগ-দান-হোমাদি-ঘটিত নানা কথা নানা স্থানে বিপ্রকীর্ণ (ছড়ান) ছিল, তাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রম নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তৎকারণে যজ্ঞকরণকালে যাজ্ঞিক দিগের পদে পদে ব্যামোহ জন্মিত, জৈমিনি মুনি মীমাংসা শাস্ত্র প্রস্তুত করিলে যাজ্ঞিক দিগের সে ক্লেশ ও সে ব্যামোহ দুরীভূত হইয়াছিল। মীমাংসাশাস্ত্র প্রাদুর্ভাবের পর হইতেই কর্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতি ও শিক্ষা পথ সুগম হইয়াছে। এই মহামুনি বাক্যরাশি বেদকে প্রথমতঃ দ্বিবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যথা,—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগই বেদনামে প্রসিদ্ধ।* পরে ঐ উভয় বিভাগের অবান্তর বিভাগে ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই তিন বিভাগ স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ স্থির করিবার নিমিত্ত যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই—

ঊহবিচারের সিদ্ধান্ত—ঐ মন্ত্র অবিকল পাঠ্য। ইত্যাদি। বাধ শব্দের অর্থ নিবৃত্তি। কোথায় কোন মন্ত্রের, কোন দ্রব্যের ও কোন্ ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ পরিত্যাগ হইবে, তাহা অবধারণ করা বাধবিচারের উদ্দেশ্য। তন্ত্রতার লক্ষণ 'অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎ প্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা।" বহু কর্ম্মের উদ্দেশে অঙ্গীভূত এক কর্ম্ম করণ তন্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ যে স্থলে এক কর্ত্তার অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে, সেই স্থলে এক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্য কর্ম্মের ফল সিদ্ধ হইবে, এই নির্ণয় করা তন্ত্রতা বিচারের উদ্দেশ্য। স্নান প্রত্যেক ক্রিয়ার অঙ্গ বটে; পরন্তু কর্ত্তা যদি এক দিনে পাঁচ কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে একবার মাত্র স্নান করিতে হইবেক। বার বার স্নান করিতে হইবে না। সেই একই স্নানে অন্য স্নানের ফল পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গের লক্ষণ "অন্যোদ্দেশেঽন্যসিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ।" একের উদ্দেশে কোন কিছু করিলে যদি অনিবার্য্য সে অন্য কোন ফল সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রসঙ্গসিদ্ধ বলিয়া গণ্য। আম্রের নিমিত্ত বৃক্ষ-রোপণ পরন্তু ছায়াপ্রাপ্তি প্রসঙ্গতঃ। কোন এক প্রধান যাগের নিমিত্ত পুরোডাশ (পিষ্টক বিশেষ) প্রস্তুত হইলে আর তাহা অঙ্গ যাগের নিমিত্ত করিতে হইবেক না। অঙ্গ যাগের পুরোডাশ প্রসঙ্গ-সিদ্ধ। ইত্যাদি।

* মন্ত্রভাগ এক্ষণে সংহিতানামে প্রচারিত। ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা, ইত্যাদি। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যেমন বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য। আধুনিক আলোচনাকারীরা সংহিতা ছাড়া অন্য গুলিকে বেদ বলিতে চাহেন না। কিন্তু ঋষিরা কি উপনিষদ কি ব্রাহ্মণ সমুদায় বিভাগকে বেদ বলিতেন।

"তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা।"

"শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ।"

যাহা প্রয়োগকালে অর্থাৎ অনুষ্ঠান কালে উপযুক্ত অনুষ্ঠেয় অর্থের বোধ জন্মায় তাহাতে মন্ত্র আখ্যা অর্থাৎ মন্ত্র শব্দের প্রয়োগ ও তদবশিষ্ট বাক্যসন্দর্ভে ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ। পরবর্ত্তী আচার্য্যেরাও মন্ত্র লক্ষণ নির্ণয়ে বলিয়াছেন, "প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকা মন্ত্রাঃ।" প্রাচীন আচার্য্যেরা আরও বলিয়াছেন যে, অভিহিত লক্ষণ প্রায়িক; পরন্তু যাহা যাহা মন্ত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ তাহা তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রগুলি সূত্রস্থানীয়; ব্রাহ্মণ তাহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। আচার্য্য শঙ্করস্বামী অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ ভাগকে মন্ত্রের ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। "ব্রহ্মণোবেদস্য ব্যাখ্যানমিতি ব্রাহ্মণম্।" এই ব্যুৎপত্তি উক্তার্থের পরিপোষক। ঋক্, যজুঃ, সাম, এ তিন বিভাগ উক্ত উভয় বিভাগের অবান্তর এবং উক্ত অবান্তর বিভাগও লক্ষণানুসারী*। তদ্ যথা—

"তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।"

"গীতিষু সামাখ্যা।"

"শেষে যজুঃ শব্দঃ।"

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়বিধ বেদবাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য অর্থানুসারে পাদবদ্ধ, সেই সকল বাক্য ঋক্। ঋক্, ঋচা, শ্লোক, মন্ত্র, এ সকল সমানার্থ।

যে সকল বাক্য গীত হয়, গান করা যায়, সেই সকল বাক্য সাম। অবশিষ্ট যজুঃ। ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিভাগ প্রথমোক্ত বিভাগদ্বয়ের অন্তর্নিবিষ্ট। সমুদায় বিভাগের লক্ষণ ও উদাহরণ দেখাইয়া মহামুনি জৈমিনি সমুদায়ের মধ্যে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র,ও নাম, এই চার মহাবিভাগ স্থির করতঃ

---

* আরও অনেক বিভাগ আছে। সে সকল ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ঘটনা প্রকাশক বেদাংশ ইতিহাস। পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশক বেদাংশ পুরাণ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রতিপাদক বেদভাগ কল্প। প্রশংসা ও গানযোগ্য সন্দর্ভ গাথা। মনুষ্যবৃত্তান্তবোধক সন্দর্ভ নারাশংসী। এইরূপ আরও অনেক ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। আধুনিক পুরাণ উক্ত বৈদিক পুরাণের অনুকারণে বিরচিত।

তদ্দ্বারা ধর্ম্মের ও ধর্ম্মজনক যাগ, দান ও হোমাদি কর্ম্মের স্বরূপ ও অনুষ্ঠান প্রণালী নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহার অধ্যায়সংখ্যা দ্বাদশ, পাদসংখ্যা অষ্টচত্বারিংশৎ, সূত্রসংখ্যা কিঞ্চিদূন সহস্র, এবং অধিকরণ সংখ্যাও সহস্র। অধিকরণ অর্থাৎ বিচার। অধি+কৃ+অন্। মীমাংসা শাস্ত্রের প্রত্যেক বিচার পঞ্চাবয়ব অর্থাৎ পাঁচ অবয়বে সমাপ্ত। যথা—

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥"

বিষয়—বিচার্য্য বাক্য। বিশয়—সংশয়। পূর্ব্বপক্ষ—সংশয় অনুসারে কোন এক পক্ষের সমর্থন। উত্তর—পূর্ব্বপক্ষে দোষ প্রদর্শন। নির্ণয়—দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক স্বপক্ষস্থাপন। নির্ণয়ের অপর নাম সিদ্ধান্ত।

প্রথমে বিচার্য্য বাক্যের উল্লেখ, পরে তদ্বাক্যের অর্থে সংশয়, তৎপরে পূর্ব্বপক্ষ, তৎপরে পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদ, অবশেষে প্রমাণ বিন্যাস পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন। পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইলেই সিদ্ধান্ত খাঁটী হয়। এবম্প্রণালীর বিচার মীমাংসা শাস্ত্রে অধিকরণ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ প্রণালী বেদান্ত-নামধেয় উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রেও অবলম্বিত হইয়াছে। ন্যায়াদিশাস্ত্রের বিচারও পঞ্চাঙ্গ, মীমাংসাশাস্ত্রের বিচারও পঞ্চাঙ্গ, তন্মধ্যে প্রভেদ—মীমাংসায় বেদবাক্যের বিচার, ন্যায়ে দৃশ্য পদার্থের ও জায়মান জ্ঞানের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় মীমাংসাদর্শনও সূত্রগ্রথিত। সূত্রগুলি পঞ্চাঙ্গবিচার (অধিকরণ) অনুসারে বিভক্ত। কিন্তু সে সকল অধিকরণ কেবলমাত্র সূত্রপাঠ পাঠে প্রতীত হয় না। ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যতীত সূত্রমাত্র দেখিয়া অধিকরণ নিষ্কাশ করা অস্মদাদির অসাধ্য। ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যায় দেখা যায়, কোন কোন অধিকরণ এক সূত্রে এবং কোন কোন অধিকরণ ২।৩।৪ ও ততোধিক সূত্রে সূচিত হইয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এক সূত্রে ২।৩ অধিকরণ অভিহিত হইয়াছে। মীমাংসা গ্রন্থের আরম্ভসূত্রে ধর্ম্মবিচারের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বিতীয় সূত্রাবধি পাদশেষ পর্য্যন্ত ৬টী সূত্রে ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের লক্ষণ কিবিধ? ধর্ম্ম কোন্ প্রমাণের প্রমেয়? এই কয়েকটি প্রশ্ন উত্তরিত ও বিচারিত হইয়াছে। পরে দ্বিতীয় পাদের আরম্ভাবধি

অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত ৮০টী সূত্রে ধর্ম্মের সাধন, ফল ও ধর্ম্মমূল বেদের প্রামাণ্য চিত্রিত হইতে দেখা যায়। এই দর্শনের প্রথম সূত্র—

অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা ॥

ইহার অক্ষরার্থ এইরূপ—

অথ = অনন্তর। অতঃ = সেই হেতু। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা = বিচার দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব জানা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যেহেতু বেদবোধ্য অর্থই ধর্ম্ম, এবং একমাত্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, সেই হেতু, ব্রহ্মচারী বেদ অধ্যয়নের পরেও গুরুকুলে অবস্থান করতঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (ধর্ম্ম কি তাহা জানিবার ইচ্ছা) করিবেন। এস্থলে জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ বিচার পূর্ব্বক জ্ঞানগোচর করা।

উল্লিখিত প্রথম সূত্রে দুইটী অধিকরণ আছে। প্রথম—বেদাধ্যয়ন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কিনা। দ্বিতীয়—ধর্ম্ম বিচার্য্য বস্তু কি না। অর্থাৎ ধর্ম্মবিচার সফল বা প্রয়োজনীয় কি না। এই স্থানে আমরা প্রথম অধিকরণ পরিত্যাগ করিয়া সংক্ষেপে দ্বিতীয় অধিকরণের আকার—যাহা মীমাংসাচার্য্যদিগের রচিত—তাহা দেখাইব।

"বিষয়। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" "বেদমধীত্য স্নায়াৎ" "বেদ অধ্যয়ন করিবেক," "বেদ অধ্যয়নের পর স্নান অর্থাৎ সমাবর্ত্তন* করিবেক" এই দুই বিধিবাক্য বিচারের যোগ্য বলিয়া বিষয়।

সংশয়। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেই কি সমাবর্ত্তন করিবেক? কি কিছু কাল ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ গুরু-গৃহে বাস করিবেক?

পূর্ব্বপক্ষ। বেদাধ্যয়নের পরেই সমাবর্ত্তন, এই বিধির বলে সমাবর্ত্তন অধ্যয়নের পরেই কর্ত্তব্য।

---

* সমাবর্ত্তন = বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচর্য্যাব্রত উদ্যাপন করিয়া গার্হস্থ্য গ্রহণের পূর্ব্বে যে বিধি-বোধিত কর্ম্ম করেন তাহা সমাবর্ত্তন নামে প্রসিদ্ধ। এই সমাবর্ত্তন কর্ম্ম দশবিধ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার। পূর্ব্বে ইহা অধ্যয়ন সমাপ্তিকালে গুরুর অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠিত হইত। এক্ষণে উপনয়ন দিনেই অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ এই বিধি কেবল অক্ষরার্থ গ্রহণ করিতে বলে নাই, তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতেও বলিয়াছে। পরন্তু বিচার ব্যতীত তাৎপর্য্যজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব, অক্ষরার্থ গ্রহণরূপ অধ্যয়নে স্থিরতর ধর্ম্মজ্ঞান লব্ধ হয় না। ধর্ম্মজ্ঞান স্থিরতর না হইলেও অধ্যয়নের সাফল্য হয় না। সুতরাং বুঝা উচিত যে, অধ্যয়ন সমাপ্তের পরেই যে সমাবর্ত্তন, তাহা নহে।

সিদ্ধান্ত। উক্ত কারণে অধ্যয়ন সমাপ্তের পরেও কিছুকাল ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ গুরুগৃহে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

মীমাংসকাচার্য্যেরা যে প্রকারে সূত্রগুলিকে অধিকরণে পর্য্যবসিত করেন তাহার আংশিক প্রকার প্রদর্শিত হইল। সর্ব্বত্রই ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, সূত্রস্থ ধর্ম্মশব্দ অধর্ম্ম শব্দের উপলক্ষক। অর্থাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য। ধর্ম্ম যেমন অর্জনের জন্য জিজ্ঞাস্য, তেমনি, অধর্ম্মও বর্জনের জন্য জিজ্ঞাস্য। সে পক্ষে "অথাতোঽধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্রাবয়ব উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ফল কথা, ধর্ম্মলক্ষণ স্থির হইলে তদ্বৈপরীত্যে অধর্ম্মলক্ষণ আপনা আপনি স্থির হয়। তদুদ্দেশে আর পৃথক বিচার প্রবর্ত্তিত হয় না।

জৈমিনি ঐরূপে শাস্ত্র আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মে প্রমাণ কি? তাহা সূচ্য কথায় অর্থাৎ সূত্রনামক সংক্ষিপ্ত কথায় বলিয়াছেন। তদ্ যথা—

চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ ॥

চোদনা = প্রবর্ত্তক বাক্য। ইহার অন্য নাম বিধি ও নিয়োগ। লক্ষণ = জ্ঞাপক বা বোধক। অর্থ = অনিষ্টবিপরীত। অর্থাৎ শ্রেয়স্কর। যাহার জ্ঞাপক বা বোধক বিধিবাক্য, যাহা অনর্থবিপরীত অর্থাৎ শ্রেয়স্কর বা ইষ্ট, তাহাই ধর্ম্ম। ফলিতার্থ—বিধিবোধিত ভবিষ্যৎ শ্রেয়স্কর ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ যাগ দান হোমাদি ধর্ম্মনামের নামী। তাহার প্রমাণ চোদনা অর্থাৎ বৈদিক বিধিবাক্য। এই সূচ্য কথার তাৎপর্য্যাদি ভাষ্য, বৃত্তি ও বার্ত্তিক প্রভৃতি ব্যাখ্যায় বিশদীকৃত হইতে দেখা যায়। সমুদায়ের নিষ্কর্ষ—ক্রিয়ার প্রভাবে আত্মায় সমুৎপন্ন ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণস্বরূপ গুণবিশেষ বা সংস্কারবিশেষ এতৎশাস্ত্রের ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম শাস্ত্রান্তরের পুণ্য ও শুভাদৃষ্ট। এই সূত্রের অর্থাৎ এই প্রমাণ সূত্রের প্রথমাধিকরণ এইরূপ—

বিষয়—ধর্ম্ম।

সংশয়—ধর্ম্মে প্রমাণ আছে কি নাই। থাকিলে তাহা কি প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর? কি কেবল বিধিবাক্যের গোচর? তাহাতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্য আছে কি নাই? ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষ—বিধিবাক্য প্রমাণ নহে। বাক্য মাত্রেই প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ সমর্পিত পদার্থের অনুবাদক। সেজন্য তাহা পৃথক্ প্রমাণ নহে। কাযেই বলিতে হয়, ধর্ম্মে প্রমাণ নাই। ১ অথবা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমান অন্যতর প্রমাণের প্রমেয় ২। অথবা ধর্ম্ম যোগী দিগের প্রত্যক্ষ, অস্মদাদির অনুমেয় ও চোদনাগম্য ৩। এরূপ পক্ষও স্থাপিত হইতে পারে যে, ধর্ম্ম অর্থাপত্তিপ্রমাণ সহকৃত বিধিবাক্যগম্য। বিবরণ এই যে, কোন এক অদৃষ্ট কারণ না থাকিলে জগৎ এত বিচিত্র বা এত তরতমবিশিষ্ট হইত না। জগতের বিচিত্রতা অন্য কোন প্রকারে উপপন্ন না হওয়ায় প্রথমতঃ সামন্যাকারে ধর্ম্মসদ্ভাবের অবগতি, তৎপরে চোদনায় অর্থাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা তাহার বিশেষ রূপের অবধারণ। সুতরাং ধর্ম্ম কেবল চোদনাগম্য নহে; অর্থাপত্তিসহকৃত চোদনাগম্য ৪। এই চারটী পক্ষ স্থাপিত হইতে পারে।

উত্তর—বিধি শব্দ শ্রবণে যে জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রমাণান্তর না থাকায় শাব্দজ্ঞান অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। অতএব, শব্দ বিদ্যমানে ধর্ম্মে প্রমাণ নাই বলা সাহস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পুরুষের দোষে (ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়াপাটব, এই ৪ দোষে) পৌরুষেয় বাক্য অপ্রমাণ হয় হউক, অপৌরুষেয় বেদবাক্যে ঐ আশঙ্কা না থাকায় ধর্ম্মবিষয়ে তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও আদিপ্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিদ্যমান পদার্থের উপলম্ভক অর্থাৎ বোধক, ভবিষ্যৎ পদার্থের উপলম্ভক নহে। ধর্ম্মও বিদ্যমান পদার্থ নহে। তাহা ভবিষ্যৎ। কেননা তাহা জন্মাইতে হয়। কাযেই তাহাতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অনধিকার। যোগী দিগের যোগজ জ্ঞানও ভাবনাপ্রসূত। তাহা পূর্ব্বানুভূত বা পূর্ব্বচিন্তিত পদার্থের স্মৃতিবিশেষ। কি প্রকারে তাহা অননুভূত অচিন্তিত উৎপৎস্যমান ধর্ম্মে প্রমিতি উৎপাদন করিবে?

নির্ণয়—প্রোক্ত কারণে সিদ্ধান্ত হয়, একমাত্র চোদনাই অর্থাৎ বৈদিক বিধিবাক্যই ধর্ম্মে প্রমাণ।

মীমাংসাশাস্ত্রীয় অধিকরণের অর্থাৎ বিধিবাক্যবিচার প্রণালীর দুইটীমাত্র নমুনা প্রদর্শিত হইল। এবংপ্রকার সহস্র অধিকরণে মীমাংসাশাস্ত্র সমাপ্ত। অধিকরণ গুলি প্রগাঢ় সংস্কৃত ভাষায় সন্দর্ভিত। বাঙ্গালা ভাষায় সে সকলের

অনুবাদ দূরে থাকুক, তাহা অঙ্কিত করা যায় কি না সন্দেহ। যাহা বর্ণিত হইল তাহা বংলামাত্র আভাস মাত্র।

চোদনাই ধর্ম্মে প্রমাণ, এবং চোদনাগম্য অর্থই ধর্ম্ম, এই দুই প্রতিজ্ঞা স্থাপিত হওয়ায় "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রটী অধ্যাপক সমাজে প্রতিজ্ঞাসূত্র নামে প্রথিত আছে। মহামুনি জৈমিনি ঐ দুই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্ত পর পর আরও কএকটী সূত্র উল্লেখ করিয়া প্রমাণ পাদ সমাপ্ত করিয়াছেন। তদ্‌যথা—

তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ ॥ ৩

সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম

তৎপ্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ ॥ ৪

ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশো

ঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্যা

ঽনপেক্ষত্বাৎ ॥৫

অনুমানং জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদেকদেশান্তরে

ঽসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিঃ ॥ ৬

সূত্রগুলির অক্ষরার্থ এইরূপ—

৩। তাহার নিমিত্ত (প্রমাণ) পরীক্ষিতব্য। অর্থাৎ ধর্ম্ম কোন্ প্রমাণের প্রমেয় তাহা বিচার দ্বারা স্থির করা কর্ত্তব্য।

৪। ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান পদার্থে সংযুক্ত হয়, তন্নিবন্ধন আত্মার ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বস্তুর জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ বিদ্যমানের উপলম্ভক (বোধক) ও অবিদ্যমানের অনুপলম্ভক (অবোধক) বলিয়া ধর্ম্মে অনিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণ নহে। ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে না। তাহা উৎপাদ্য, কাযেই তাহাতে প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদির অনধিকার।

৫। অর্থের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ (বোধ্যবোধকভাব) তাহা ঔৎপত্তিক (নিত্য)। তাহা কৃত্রিম বা সাঙ্কেতিক নহে; কিন্তু স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়া নিত্য। সেইজন্য ঔপদেশিক জ্ঞান অর্থাৎ বিধিবাক্যশ্রবণজনিত জ্ঞান

অব্যতিরেক অর্থাৎ অবাধিত ও অব্যভিচারী (সত্য)। শব্দ অজ্ঞাতবিষয়ক অব্যভিচারী জ্ঞান জন্মায় বলিয়া স্থায়ী প্রমাণ। তাহার প্রামাণ্য ও অন্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। বাদরায়ণ মহর্ষিও এ কথায় সম্মতি দান করেন। (বাদরায়ণ জৈমিনিগুরু ব্যাস)।

৬। যাহার বা যাদৃশের সহিত নিরুপাধিক সম্বন্ধ জানা থাকে, স্থানান্তরে যে তাহার বা তাদৃশের দর্শনে তৎসম্বন্ধ অদৃশ্য পদার্থের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান অনুমিতি। নিত্য নিত্য পাকশালায় অগ্নির সহিত উদ্গম-শালী ধূমের সাহিত্য দৃষ্টে ধূমকারণ বহ্নি ধূমের সহবাসী, এই অব্যভিচরিত জ্ঞান সঞ্চিত হওয়ায় স্থানান্তরে অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে তদ্বিধ ধূম দর্শনের পর ধূমোদগম প্রদেশে ধূমকারণ বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। এরূপ অনুমিতিও ধর্ম্মে অপ্রমাণ।

জৈমিনি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থ উভয়ে নিত্য এবং তদু-ভয়ের বোধক বোধ্য সম্বন্ধও নিত্য। অর্থাৎ স্বাভাবিক। প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞার বিপক্ষে যে যে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে সমস্তই তিনি অতঃপর সূত্র সমূহে ন্যস্ত করিয়াছেন। যথা—

কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ ॥

অস্থানাৎ ॥

করোতিশব্দাৎ ॥

সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ ॥

প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ ॥

বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাস্য ॥

সূত্র গুলির ক্রমিক ও সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—

কোন কোন দর্শনকার (গৌতম ও কণাদ) হয় ত বলিবেন, শব্দ এক প্রকার উচ্চারণক্রিয়া, তাহা ক্ষণস্থায়ী ও প্রযত্নবিশেষনিষ্পাদ্য। শব্দ যে ক্রিয়-মান, তাহা প্রত্যক্ষ। যথা—উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ থাকে না, পরে উপলব্ধ হয়। অতএব, ক্রিয়মাণ ও ক্ষণস্থায়ী শব্দের সহিত অক্রিয়মাণ স্থায়ী অর্থের নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বথা অনুপপন্ন।

শব্দ থাকে না। মুহূর্ত্ত কালও থাকে না। তাহাতেই জানা যায়, শব্দ

প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি লাভ করতঃ তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়।

লোকেও বলে, শব্দ কর। শব্দ করিও না। "শব্দ কর" "শব্দ করিও না" এইরূপ প্রয়োগ প্রথমাবধি প্রচলিত থাকায় স্থির হয়, শব্দ মনুষ্যকৃত। নিত্যাবস্থিত নহে।

একই শব্দ একই সময়ে এ দিকে ও দিকে ও সে দিকে, নানা স্থানে ও নানা দেশে, মনুষ্যকর্তৃক উচ্চারিত ও শ্রুত হইতে দেখা যায়। শব্দ এক ও নিত্য হইলে ঐরূপ যৌগপদ্য হইতে পারে না। ব্যাকরণ প্রক্রিয়াতেও দেখা যায়, শব্দের প্রকৃতিবিকৃতিভাব আছে। ই-শব্দ প্রকৃতি, য-শব্দ তাহার বিকৃতি। অর্থাৎ ব্যাকরণে ই-স্থানে য, হওয়ার বিধান আছে। নিত্য পদার্থ মাত্রেই অবিকারী। শব্দ নিত্য হইলে ঐরূপ বিকারোপদেশ হইত না।

শব্দের বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যায়। উচ্চারণকর্ত্তা বহু হইলে অর্থাৎ একদা অনেকে উচ্চারণ করিলে শব্দ বাড়ে, অল্প হইলে কমে। যাহা বাড়ে ও কমে তাহা নিত্য নহে।

শব্দনিত্যতার বিরুদ্ধে এই ছয় আপত্তি আছে। জৈমিনি নিজেই ঐ ছয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। পরে, পর পর ঐ ছয় আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। সেই খণ্ডনসূত্রগুলি এই—

সমন্তু তত্র দর্শনম্ ॥

সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ ॥

প্রয়োগস্য পরম্ ॥

আদিত্যবৎ যৌগপদ্যম্ ॥

বর্ণান্তরমবিকারঃ ॥

নাদবৃদ্ধিপরাঃ ॥

শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে উপলব্ধ হয় না, পরে উপলব্ধ হয়, এই মাত্র দেখিয়া শব্দের কৃতকত্ব অবধারণ ন্যায্য নহে। ঐ দর্শন অকৃতক অর্থাৎ নিত্য পক্ষেও নীত হইতে পারে। নিত্যাবস্থিত নিরাকার শব্দও উচ্চারণের পূর্ব্বে অনববুদ্ধ থাকে। অর্থাৎ শব্দ, উচ্চারণের পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে,

উচ্চারণপ্রযত্নে তাহা ব্যক্ত হয়। অতএব, উচ্চারণক্রিয়ার অনন্তর শব্দের উপলব্ধি হইতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহা শব্দের কৃতকত্বসাধক পুষ্কল হেতু হইতে পারে না। অধিকন্তু অস্মদীয় অকৃতকত্ব পক্ষের সাধক হইতে পারে।

অপর আপত্তি, শব্দ থাকে না। উচ্চারণের পরেই বিনষ্ট হয়। এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। শব্দ বিনষ্ট হয় না, যেমন তেমনি থাকে, অদর্শন অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়। এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা থাকে অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

"শব্দ কর" "শব্দ করিও না" এই লৌকিক প্রয়োগ ধ্বনিপর, শব্দপর নহে। লোকে স্থিত শব্দের প্রকাশক ধ্বনি বিশেষকেই করিতে বলে, শব্দকে করিতে বলে না।

যেমন এক নিত্যাবস্থিত সূর্য্যকে একদা বহু দেশে ও বহু লোকে দেখে, তেমনি, এক নিত্যাবস্থিত বর্ণশব্দকেও এক সময়ে বহু দেশে ও বহু লোকে শ্রবণগোচর করে।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে ই বর্ণের স্থানে য বর্ণের বিধান আছে সত্য; পরন্তু উক্ত উভয় বর্ণে প্রকৃতিবিকৃতি ভাব নাই। ঐ দুই বর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেহ কাহার প্রকৃতি নহে; কেহ কাহার বিকৃতি নহে।

অপর আপত্তি, শব্দ বাড়ে। সে আপত্তিও অতিতুচ্ছ। শব্দ বাড়ে না। উচ্চারণ কর্ত্তাদের গলধ্বনিই বাড়ে। বহু গলধ্বনি একীভূত হইলে তাহা মহান্ হয়, শব্দ যেমন তেমনি থাকে।

জৈমিনি এইরূপে প্রতিকূল পক্ষীয় দিগের আপত্তির প্রত্যুত্তর দিয়া স্বমতের অনুকূলে প্রমাণ বিন্যাস সহকারে যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন সে সকল সূত্র এই—

নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ ॥

সর্ব্বত্র যৌগপদ্যম্ ॥

সংখ্যাভাবাৎ ॥

অনপেক্ষত্বাৎ ॥

প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥

সূত্র গুলির অক্ষরার্থ এইরূপ।—শব্দ নিত্য। কারণ, উচ্চারণ মাত্রেই পরার্থ। লোক সকল স্ববিজ্ঞাত শব্দার্থ অন্যের জ্ঞানে আরূঢ় করিবার অভিপ্রায়েই তদ্ব্যঞ্জক উচ্চারণনামা ধ্বনি উৎপাদন করিয়া থাকে। যদি শব্দ পূর্ব্ব হইতেই থাকে তাহা হইলে অন্যের বোধগম্য করণার্থ তদ্ব্যঞ্জক ধ্বনি করিতে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে। অন্যথা সে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না॥

গোশব্দ উচ্চারণ করিলে তন্মুহূর্ত্তে নিখিল গোপিণ্ডের জ্ঞান জন্মে। শব্দের নিত্যাবস্থান ব্যতীত ঐরূপ যৌগপদ্য প্রতীতি হইতে পারে না। লোকে এমন কথা বলে না যে, আটটী গোশব্দ উৎপাদন কর। সকলেই বলে, আট বার গোশব্দ উচ্চারণ কর। এই সার্ব্বজনীন অনাদিসিদ্ধ ব্যবহার শব্দের একত্ব ও নিত্যত্ব বুঝাইতে সমর্থ।

উৎপন্ন দ্রব্য মাত্রেরই উপাদান কারণ থাকে। কিন্তু শব্দ উৎপাদনের উপাদান দুর্লভ। অতএব, অপেক্ষা অর্থাৎ উৎপত্তির ও বিনাশের যোগ্য হেতু না থাকায় শব্দ অনুৎপন্ন ও অপ্রধ্বংস্তস্বভাব। কাযেই শব্দ অনাদিনিধন নিত্য, নিত্যাবস্থিত ও নিরাকার।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন, শব্দ বায়ুকারণক। অর্থাৎ বায়ুতেই শব্দ জন্মে, বায়ুই শব্দের উপাদান। সে আচার্য্য শব্দের উৎপত্তি বিনাশ আছে বলিতে পারেন বটে; পরন্তু তাহা নহে। শব্দ বায়ুকারণক নহে। ধ্বনিই বায়ুকারণক। বায়ু ঘাতপ্রতিঘাতাদিজনিত সংযোগবিভাগাদির বশে ধ্বনিগুণের গুণী হইয়া চতুর্দ্দিকে তরঙ্গাকারে গমন করে। (ছড়াইয়া পড়ে)। অনন্তর তাহা কর্ণসংযোগক্রমে জ্ঞানগম্য হয়। অতএব, শব্দ ধ্বনিব্যঙ্গ বলিয়া ধ্বনি হইতে পৃথক্। সে জন্যও শব্দ বায়ুকারণক নহে। অধিক কি, বায়ু যখন শব্দের উৎপত্তি বিনাশের কারণ হইল না তখন অন্য পদার্থের কারণতা অবশ্যই দূরপরাহত।

শ্রুতির উক্তিও শব্দের নিত্যতা সাধন করিতে সমর্থ। শ্রুতি বলিয়াছেন, বাক্য সকল নিত্য।

ব্যাখ্যাকারগণ ঐ কয়েকটী সূত্র অবলম্বনে যে সকল বিচারের অবতারণা করিয়াছেন সে সকলের একটী তালিকা প্রদান করা গেল। প্রথম সূত্রে ধর্ম্মমীমাংসার প্রয়োজনীতা, দ্বিতীয় সূত্রে ধর্ম্মের লক্ষণ ও প্রমাণ, একমাত্র বৈদিক চোদনাই ধর্ম্মপ্রমিতির উৎপাদক,—ইত্যাকার প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞাসমর্থনার্থ তৃতীয় সূত্রে তাহার পরীক্ষণীয়তা, চতুর্থ সূত্রে বিদ্যমান

গ্রাহিতা বিধায় ধর্ম্মে প্রত্যক্ষের অনধিকার, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানেরও অগোচর। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রে শব্দ অর্থ ও তদুভয়ের বোধ্য বোধক সম্বন্ধের নিত্যতা বা স্বাভাবিকতা প্রদর্শন এবং সেই কারণে বৈদিক চোদনা অসন্দিগ্ধ জ্ঞানের উৎপাদক, সে জ্ঞানের অসত্যতাসাধক প্রমাণের অভাব, এই সকল বিষয় চিন্তিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ আরও বলিয়াছেন যে, শাব্দ জ্ঞানের মূল শব্দ, তাহা পুরুষের অধীন। পুরুষের ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়াপাটব, এই ৪ দোষ থাকা সম্ভব সুতরাং পুরুষকল্পিত শব্দ (বাক্য) অপ্রমাণ হইলেও অপৌরুষেয় বেদ শব্দে ঐ সকল দোষ না থাকায় তাহার প্রামাণ্য অক্ষত ও স্বতঃসিদ্ধ। শব্দ ও শব্দার্থ কস্মিন্ কালে কৃত্রিম (পুরুষকৃত) নহে। তদুভয়ের সম্বন্ধও পুরুষকৃত সঙ্কেতমূলক নহে। অপিচ, কোনও প্রকারে বৈদিক চোদনায় পুরুষসম্পর্কের অনুপ্রবেশ দেখান যায় না। পুনর্ব্বার শব্দের জন্যতা পক্ষ উত্থাপন ও তাহার নিরাস করিতে দেখা যায়। পুনর্ব্বার পদ পদার্থের ও বাক্য বাক্যার্থের বোধ্যবোধক সম্বন্ধের মনুষ্যকৃতসংকেতমূলকতা পক্ষ উত্থাপন ও তাহার নিরাস করিতে দেখা যায়। পরে ব্রাহ্মণ বেদে কাঠক কালাপক পৈপ্পলাদক প্রভৃতি সংজ্ঞা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে ঋষিপ্রণীতত্ব আশঙ্কা করতঃ সেই সেই প্রয়োগের কৃতিমূলকতা পরিহারে প্রবচনমূলকতা ব্যবস্থাপন করিতে দেখা যায়*। অপিচ, বেদের কর্ত্তা যোগ্যানুপলব্ধিপ্রমাণবাধিত অর্থাৎ তাহার রচয়িতা পুরুষ থাকা সর্ব্বথা অপ্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দেখা যায়।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় এতদ্দর্শনেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ও তৎপ্রমেয় বহু পদার্থের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য; পরন্তু সে সকল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। ইহাতে কেবল বেদবাক্যের বিচারই অধিক বিস্তৃত। বৈদিক বিধিবাক্য অভ্রান্ত, স্বতঃপ্রমাণ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এ সকল কথা নব্য সমাজে প্রচার করা সাহস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহাই হউক, মীমাংসক দিগের বাক্‌চাতুর্য্য কিরূপ তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু অনুবাদ বাক্য বলিলাম।

---

* কঠেন কৃতং কাঠকং এরূপ নহে, কঠেন প্রোক্তং বা কঠেন আচরিতং কাঠকং, এইরূপ। কঠের আচরিত বলিয়া কঠ আখ্যা। কঠ ঋষি তাহা করেন নাই। প্রচারমাত্র করিয়াছিলেন।

"ধর্ম্ম আছে, এ অংশ অবিবাদ। তাহা যাগ দান ও হোমাদি-আকারে প্রথিত, এ অংশেও কোন মীমাংসকের বিবাদ নাই। যে অংশে বিবাদ বা মতভেদ সে অংশ এই—

যাগ দান হোমাদি স্বীয় ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ফল জন্মায়, সুতরাং যাগ দান হোমাদিই ধর্ম্ম। যাগ দান হোমাদি যে, অনুষ্ঠাতার আত্মায় সামর্থ্য বিশেষ জন্মায়, সেই সামর্থ্যবিশেষ যাগ দানাদির ব্যাপার। সেই ব্যাপার বিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠাতা ভবিষ্যতে স্বর্গাদি উপভোগের পাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই সামর্থ্য মীমাংসাশাস্ত্রে অপূর্ব্বনামে পরিভাষিত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তাহা অদৃষ্ট, পুণ্য ও ধর্ম্ম নামে পরিচিত। এতন্মতে যাগ দান-হোমাদি-নামক ক্রিয়া কলাপ ধর্ম্ম। তাহা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার শিল্প-বিশেষ। সুতরাং ধর্ম্মের প্রথম রূপ প্রত্যক্ষ, পরন্তু তাহার অপূর্ব্ব নামক ব্যাপার বা শক্তি অনুমেয়।

অন্যের বিবেচনায়, যাগ-দান-হোমাদি-ক্রিয়ার অনুবলে সমুৎপন্ন অপূর্ব্ব-নামধেয় সামর্থ্যই স্বর্গাদি ফলের জনক। সেই কারণে অপূর্ব্বসামর্থ্যই ধর্ম্ম। তবে যে লোকে ও শাস্ত্রে যাগাদিক্রিয়াকে ধর্ম্ম বলে, তাহা উপচারক্রমেই বলে। আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ঘৃতকে আয়ু বলা যদ্রূপ, ধর্ম্মজনক ক্রিয়াকে ধর্ম্ম বলা তদ্রূপ। এই মতে ধর্ম্ম লৌলিক প্রত্যক্ষাদির অবিষয় হইলেও যোগি-প্রত্যক্ষের বিষয়। যোগীরা যোগজ সন্নিকর্ষের (জ্ঞানের) বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া থাকেন।

অন্যে বলেন, ক্রিয়াজনিত অপূর্ব্বশক্তিই ধর্ম্ম, এ কথা সত্য বটে, পরন্তু তাহা আর্ষবিজ্ঞানের গোচর। (আর্ষবিজ্ঞান কি তাহা কণাদ-দর্শনে বলা হইয়াছে)। এই স্থানে মীমাংসকগণ বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম কায়িক বাচিক মানসিক ক্রিয়ার উৎপাদ্য এবং তাহাই ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ ভোগের বীজ। ধর্ম্মের সেই সেই ফল জন্মান্তরভাবী। সে জন্য তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষাদির, যোগিপ্রত্যক্ষের ও আর্ষবিজ্ঞানের অবিষয়। সে জন্য সিদ্ধান্ত—তাহা বৈদিক চোদনার গম্য। জ্ঞানজননসামর্থ্য থাকায় বাক্য প্রমাণ। স্বতন্ত্র ও স্বতঃপ্রমাণ। তাহার প্রামাণ্যও নিরপবাদ। অযথার্থ বাক্যও বুদ্ধি জন্মায় সত্য; পরন্তু কারণদোষ ও বাধক জ্ঞান বিদ্যমান থাকায় সে বুদ্ধির প্রামাণ্য অস্বীকার্য্য হইলেও অপৌরুষেয়তা বিধায় উক্ত দোষদ্বয় না থাকায় বেদবাক্যের প্রামাণ্য অক্ষত। এই স্থানে দেখিতে হইবে যে, মনুষ্যের প্রামাণ্য জ্ঞান কি প্রকারে জন্মে। ইহা প্রমাণ, তাহা অপ্রমাণ, এ জ্ঞান কি জ্ঞানের স্বভাবে আপনা আপনি

জন্মে ? কি জ্ঞানান্তরের দ্বারা জন্মে ? অথবা কারণের গুণদোষ দৃষ্টে অথবা অর্থ-ক্রিয়াজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থের কার্য্যকারিতা দৃষ্টে উৎপন্ন হয় ? অথবা জ্ঞানের স্বভাবে প্রথমতঃ প্রামাণ্য জ্ঞান জন্মে, পরে জ্ঞেয়ের অন্যথা ভাব ও কারণের দোষ জ্ঞানগম্য হইয়া তাহার অপহার করে ? দেখাও যায়—যে স্থলে জ্ঞেয়ের তথাত্ব, বাধক জ্ঞানের অনুদয় ও কারণ দোষের* অনবধারণ, সেই স্থলেই প্রামাণ্যবোধের স্থায়িতা ও পরিস্ফূর্ত্তি। এ বিষয়ে কোন কোন মীমাংসকের সিদ্ধান্ত—কারণের কার্য্যশক্তি স্বাভাবিক। সেই জন্য জ্ঞানই আপন স্বভাবে ও সামর্থ্যে প্রামাণ্য অপ্রমাণ্য উভয়ের অবধারণ করে। অন্যের সিদ্ধান্ত—জ্ঞান পদার্থ এককালে আপনার অবগাহ্য বস্তুর তথাত্ব ও অতথাত্ব বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। কেন না, তথাত্ব অতথাত্ব এই দুই ভাব পরস্পর বিরোধী বলিয়া এক সময়ে ও এক জ্ঞানে উক্ত উভয় অবস্থান করিতে পারে না। কাযেই মানিতে হয়, কারণের গুণ দোষের জ্ঞান দ্বারাই প্রামাণ্যাদির অবধারণ হইয়া থাকে। এই স্থলে অন্য এক মীমাংসক বলেন, যাবৎ না কারণের গুণ দোষ জানা যায়, তাবৎ যদি তৎপ্রভব বাক্যাদি প্রমাণ কি অপ্রমাণ তাহা স্থির না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে নিঃস্বভাব বা নিঃশক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু তাহা তাঁহাদের স্বীকার্য্য নহে। সেই জন্য মান্য করা উচিত যে, প্রথমে অপ্রামাণ্য, পরে সংবাদ জ্ঞানাদির দ্বারা তাহার অপনোদন ও প্রামাণ্যজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, জ্ঞান জন্মিবামাত্রই যে জ্ঞেয়ের তথাত্ব অবধারণ করায়, তাহা করায় না। যখন কারণের গুণ ও অর্থের সংবাদিতা (তথাত্ব) প্রতীত হয়, তখনই প্রমাণজনিত জ্ঞানে প্রামাণ্যের উদয় হয়। এই অব্যভিচরিত দৃষ্ট নিয়ম অনুসারে বেদ বাক্যের প্রামাণ্যরক্ষা দুর্ঘট হয়। ভাবিয়া দেখ, শাব্দ জ্ঞানের কারণ শব্দ, তাহার গুণ আপ্তপ্রণীতত্ব। যাবৎ "ইহা আপ্ত বাক্য" ইত্যাকার জ্ঞান না হইবে তাবৎ তদ্বাক্যে প্রামাণ্যাবধারণ হইবে না। বিশেষতঃ যাহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলেন তাঁহাদের মতে বেদে আপ্তপ্রণীতত্ব গুণের অভাব আছে। আরও কথা এই যে, বেদে "বনস্পতয়ঃসত্রমাসত" "শৃণোত

---

* বাক্যের কারণ (উৎপত্তি স্থান) পুরুষ ; তাহার দোষ ভ্রমপ্রমাদাদি। বাধক জ্ঞান অর্থাৎ ইহা সত্য নহে ইত্যাকার জ্ঞান। এই জ্ঞান প্রমাণের উৎপাদ্য। রজ্জুতে যে সর্প জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞানের বাধক জ্ঞান—ইহা সর্প নহে ইত্যাকার জ্ঞান।

গ্রাবাণঃ" * এইরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য আছে। সে সকল দেখিলে কে না বুঝিবে যে বেদ অনাপ্তপ্রণীত? যেহেতু অনাপ্তপ্রণীত, সেই হেতু তাহা অপ্রমাণ। মীমাংসকগণ এই আপত্তির বিরুদ্ধে বলিয়া থাকেন,—

"পরাপেক্ষং প্রমাণত্বং নাত্মানং লভতে কচিৎ।
মূলোচ্ছেদকরং পক্ষং কোহি নামাধ্যবস্যতি॥"

পরাপেক্ষ প্রামাণ্য আত্মলাভে অসমর্থ। কোন্ বুদ্ধিমান্ মূলনাশক পক্ষ অঙ্গীকার করিতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, যদি সমুদায় জ্ঞানই স্বক্ষমতায় স্বাবগাহ্য বিষয়ের তথাত্ব অবধারণ না করিত এবং জ্ঞানান্তরের সাহায্যে স্বাবগাহ্য বিষয়ের তথাত্ব নিশ্চয় করিত, তাহা হইলে মনুষ্য জন্ম সহস্রেও কোন এক বস্তুর তথাত্ব অবধারণ করিতে পারিত না। সুতরাং প্রামাণ্যব্যবহার থাকিত না, লোপ প্রাপ্ত হইত। ভাবিয়া দেখ, কারণগুণ-জ্ঞানও জ্ঞান, সে জন্য তাহাকেও স্ববিষয়ের তথাত্ব (সত্যতা) অবধারণার্থ জ্ঞানান্তরের সাহায্য লইতে হইবে। আবার সে জ্ঞানকেও অন্য জ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। এরূপ সাহায্যগ্রহণ প্রবাহ অবশ্যই মূলক্ষতি কর। অর্থাৎ প্রামাণ্যব্যবহারের উচ্ছেদক। অপিচ, অর্থক্রিয়াজ্ঞান পরাপেক্ষ নহে, তাহা স্বতঃ প্রমাণ। অর্থাৎ সে জ্ঞান নিজ সামর্থ্যেই নিজ বিষয়ের তথাত্ব অবধারণ করে, এ কথাও অব্যভিচারী নহে। স্বপ্নাবস্থায় জলাহরণ নামক অর্থক্রিয়া থাকে না, অথচ তাহার জ্ঞান হয়। স্বপ্নে জল আনিতেছি, এরূপ জ্ঞান হয় অথচ তাহা মিথ্যা। সুতরাং বাদীর সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে মীমাংসকের সিদ্ধান্ত—জ্ঞানমাত্রেই স্বতঃপ্রমাণ। "বস্তুপক্ষপাতোহি ধিয়াং স্বভাবঃ।" বস্তুযাথাত্ম্যের দিকেই জ্ঞানের গতি। জ্ঞানই প্রমাণ এবং তাহার প্রামাণ্যও স্বতোগ্রাহ্য। প্রণিধান সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে পরিষ্কার দেখা যায়, পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রামাণ্য জ্ঞানই প্রথম। ভ্রম স্থলেও প্রথমে প্রামাণ্য, পরে তাহার অপবাদ হইয়া থাকে। সেই সেই স্থলে প্রথমোৎপন্ন প্রামাণ্য জ্ঞানকে পরে পদার্থান্যথা জ্ঞান ও কারণদোষ জ্ঞানের দ্বারা অপসারিত হইতে দেখা যায়। যে স্থলে অপবাদ হয় না সে স্থলে

---

* বনস্পতি=বৃক্ষ। সত্র=মহাযজ্ঞ। বৃক্ষ সকল=মহাযজ্ঞ করিয়াছিল। গ্রাবা=প্রস্তর। হে প্রস্তর সকল! তোমরা শ্রবণ কর। এ সকল বাক্য প্রলাপলক্ষণান্বিত।

অবিবাদে প্রথমোৎপন্ন প্রামাণ্য স্থায়ী হয়। লৌকিক শব্দে অনাপ্ত পুরুষের সম্পর্ক থাকে, সেই কারণে তাহা অপ্রামাণ্য শঙ্কায় কবলিত। বেদশব্দ সেরূপ নহে। পুরুষদোষের অনুপ্রবেশ না থাকায় বেদ শব্দে অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা দূরপরাহত। অপিচ, এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই যাহা বেদ-বোধ্য অর্থের অপবাদ করিতে অর্থাৎ মিথ্যাত্ব বুঝাইতে সমর্থ। "অশ্বমেধ যাগে স্বর্গ হয়" এই একটী বেদার্থ। ঐ অর্থের বিরুদ্ধে অর্থাৎ স্বর্গ হইবে না এতদর্থে কি প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও প্রমাণ উপস্থিত নাই। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, শব্দ (বাক্য বা ভাষা) পৃথক প্রমাণ নহে। শব্দ (বাক্য) কেবল বক্তার অন্তরভিপ্রায়ের অনুবাদ সুতরাং অনুমাপক। বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার অন্তরে বক্তার অন্তঃস্থ জ্ঞান অনুমিত হয়। যে সকল জ্ঞানের আকার বক্তার অন্তরে অঙ্কিত থাকে, সে সকল জ্ঞান বক্তার প্রত্যক্ষাদির অনতিরিক্ত। বক্তা যাহা দেখে, শুনে, তাহাই বুঝাইবার বা ব্যক্ত করিবার আশায় শব্দ বিশেষ উচ্চারণ করে, শ্রোতা তাহা কর্ণগোচর করিয়া অনুমানে বুঝিয়া লয়। সুতরাং বাক্য, বক্তার প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের অনুবাদ-ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার প্রত্যুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, তাহা নহে। শব্দও প্রমাণ—প্রত্যক্ষাদির ন্যায় স্বতঃপ্রমাণ। মানুষ বাক্য বলে, এ কথার অর্থ কি ? অর্থ—যথাবস্থিত শব্দ কণ্ঠধ্বনিতে সাজায় বা আরোহণ করায়. উৎপাদন করে না। বর্ণ অনাদি নিধন, পদ অনাদি নিধন, পদার্থ অনাদিনিধন, বোধ্যবোধক সম্বন্ধও অনাদিনিধন। সে সকলকে সন্দর্ভিত করাই পুরুষের কৃতি। বেদ বাক্যে তাহারও অভাব। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়। অতএব. অনাপ্ত বাক্য অর্থাৎ লোকবাক্য অপ্রমাণ হইলেও বেদবাক্যের প্রামাণ্য উপরোক্ত যুক্তিতে গ্রাহ্য হইতে পারে।

কারণদোষ ও বাধক জ্ঞান বর্জ্জিত অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞান প্রমাণ। অথবা অজ্ঞাতজ্ঞাপক অবাধিত বা অবিসম্বাদী বিজ্ঞান প্রমাণ। এ লক্ষণ শাব্দ জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। "শাস্ত্রং শব্দবিজ্ঞানাৎ অসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানম্।" জ্ঞাতার্থশব্দ শ্রবণের পর পদার্থবোধ দ্বারা যে বাক্যার্থবিজ্ঞান জন্মে, সেই বাক্যার্থবিজ্ঞান অবিসম্বাদী বা অবাধিত, অসন্নিকৃষ্ট ও অজ্ঞাত বিষয়ে অব্যভিচারী। সুতরাং প্রমাণ। এই শাব্দবিজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ প্রমাণ নামে প্রসিদ্ধ। এই মহাপ্রমাণ দুই মুখ্য বিভাগে বিভক্ত। পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। আপ্তবাক্য পৌরুষেয়, বেদবাক্য অপৌরুষেয়। যাহা শব্দ, তাহা দোষগ্রস্ত নহে। দোষ বক্তার। বক্তার দোষেই শব্দে

দোষ সংঘটন অর্থাৎ আরোপিত হয়। সেইজন্য অনাপ্তপ্রণীত বাক্য বিসম্বাদী বুদ্ধি উৎপাদন করে, পরন্তু আপ্তপ্রণীত বাক্য অথবা অনাদি অপৌরুষেয় বাক্য সম্বাদিনী হয়। কস্মিন্ কালেও তাহা অবিসম্বাদিনী বুদ্ধি জন্মায় না। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান জন্মায় না। না জন্মাইবার কারণ—তাহা হয় আপ্তপ্রণীত না হয় অপ্রণীত।

অপৌরুষেয় দুই প্রকার। এক সিদ্ধার্থ; অপর বিধায়ক। যাহা সিদ্ধবস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মায় তাহা সিদ্ধার্থ। যেমন "এ তোমার পুত্র" ইত্যাদি বাক্য। যে বাক্য কিছু করিতে বলে, তাহা বিধায়ক। যেমন "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেক" ইত্যাদিবিধ বাক্য। বিধায়ক বাক্য আবার প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। উপদেশ ও অতিদেশ। "ইহা অমুক প্রকারে করিবেক" এবম্বিধ বাক্য উপদেশ এবং "অমুক কার্য্যের মত অমুক কার্য্য করিবেক" এতদ্বিধ বাক্য অতিদেশ।

শব্দপ্রমাণবাদী মীমাংসকের অপর এক গূঢ় অভিসন্ধি থাকা দৃষ্ট হয়। যাহা থাকায় মীমাংসক শব্দকে স্বতঃপ্রমাণ বলিতে ভীত হন না। ইহাঁ-দের অভিসন্ধি—কাল, দিক, আত্মা ও পরমাণু প্রভৃতি যেমন অনাদিনিধন নিরবয়ব দ্রব্য, সেই রূপ, শব্দও অনাদিনিধন নিরবয়ব দ্রব্য। শব্দ অন্যান্য দর্শনে আকাশীয় গুণ ও উৎপন্নপ্রধ্বংসী, কিন্তু মীমাংসাদর্শনে অনাদি ও অবিনাশী। মনুষ্যগণ সঙ্কেতাত্মক বাক্যনামক ধ্বনিবিশেষ (মাত্র কণ্ঠধ্বনি) উদ্ভাবন দ্বারা সে সকলের আকার অন্যের জ্ঞানে আহিত করে, অন্য কিছু করে না। যাহা শুনা যায় অর্থাৎ যাহা কর্ণগোচর হয় তাহা শব্দ নহে। তাহা যথাবস্থিত সেই সেই শব্দের ব্যঞ্জক কণ্ঠধ্বনি। সংকেতময় কণ্ঠধ্বনির দ্বারা নিত্য নিরাকার শব্দের ব্যবহার সিদ্ধ অকারমান হইয়া থাকে। যেমন অক্ষর-নাম্নী সাংকেতিকী রেখার দ্বারা আকার-রহিত ধন্যাত্মক শব্দের জ্ঞান ও ব্যব-হার নিষ্পন্ন হয়, তেমনি, ধন্যাত্মক শব্দের দ্বারাও আকার-রহিত অদৃষ্টচর নিত্যাবস্থিত শব্দের জ্ঞান ও ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রম, ছেদ, ভঙ্গ ও মৃদু মধুর বা কর্কশ, সমস্তই ধ্বনিস্থ বা ধ্বনির গুণ। শব্দস্থ গুণ বা শব্দের ধর্ম্ম নহে। ধ্বনির গুণ শব্দে আরোপিত হয়, তাই লোকে বলে, এ শব্দটা কর্কশ ও মধুর। মীমাংসক মতে ধ্বনিশব্দ নিত্য নহে, বর্ণশব্দ নিত্য। বর্ণ, পদ, বাক্য, সমস্তই নিত্য ও নিরবয়ব। এই নিত্য নিরবয়ব বর্ণ, পদ ও বাক্য, মীমাংসাশাস্ত্রে অদ্যাপি "স্ফোট" নামে ব্যবহৃত হইতেছে। ধ্বন্যারূঢ় বর্ণ, পদ ও বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার অন্তরে যে অর্থপ্রত্যায়ক জ্ঞানময় বর্ণ,

পদ ও বাক্য উদিত হয়, প্রস্ফুরিত হয়,সেই প্রস্ফুরিত অমূর্ত্ত পদার্থই স্ফোট। তাহা নিরাকার বর্ণের, পদের ও বাক্যের প্রতিচ্ছায়া। অথবা সেই স্ফোটই অনাদিনিধন ও তাহাও বর্ণ, পদ ও বাক্য নামের নামী। এইরূপ শব্দরহস্য সংসাধনের জন্য মীমাংসকগণ যে সকল যুক্তি জাল বা তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন সে সকলের অনুবাদ প্রবন্ধবিস্তৃতিভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

মীমাংসক মতে যে, কেবল শব্দই নিত্য, তাহা নহে। শব্দ-শব্দার্থের ও বাক্যবাক্যার্থের বোধ্যবোধক সম্বন্ধও নিত্য। তাহা সাংকেতিক নহে; পরন্তু স্বাভাবিক। পদ-পদার্থের বোধ্যবোধক সম্বন্ধ যে স্বাভাবিক, কৃত্রিম বা সঙ্কেতমূলক নহে, তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

শব্দ ও অর্থ পরস্পর নিঃসম্পর্ক নহে। সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা প্রসিদ্ধ সংযোগ সমবায়াদি নহে। এবং উহাদের মধ্যে কোনরূপ কারণ-কার্য্যভাবও দৃষ্ট হয় না। সেই কারণে সমুদয় দর্শনের সিদ্ধান্ত—শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ তাহা সংজ্ঞা-সংজ্ঞী,নাম-নামী অথবা বোধক-বোধ্য,এতন্ত্রিয়ের অন্যতম। শব্দ নাম, অর্থ তাহার নামী। শব্দ সংজ্ঞা, অর্থ তাহার সংজ্ঞী। শব্দ বোধক, অর্থ তাহার বোধ্য। অভিহিত সম্বন্ধ থাকার প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ শব্দপ্রচারের অব্যবহিত পরেই অর্থের প্রতীতি হওয়া সর্ব্বানুভব-সিদ্ধ। অপিচ, প্রোক্ত সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও অনাদিপ্রবাহপরম্পরাগত। উহা কেহ প্রস্তুত করে নাই; অথবা সংকেত স্থাপনার দ্বারা প্রচারও করে নাই। যাঁহারা বলেন, শব্দ বক্তার হৃদ্গত অভিপ্রায়ের অনুমাপক, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, শব্দ যদি কেবলমাত্র বক্তার হৃদ্গত অভিপ্রায়ের অনুমাপক হয়; তাহা হইলে পারবশ্য অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় ও রোগবিশেষাবস্থায় উচ্চারিত অর্থাভিপ্রায়শূন্য শব্দের অর্থ প্রতীতিগোচর হয় কেন? অর্থানভিজ্ঞের বাক্যই বা বুঝা যায় কেন? প্রত্যুত্তর দিতে অক্ষম হও ত স্বীকার কর, শব্দ যথাবস্থিত অর্থেরই প্রত্যায়ক, অভিপ্রায় বিশেষের অনুমাপক নহে। বলিতে পার যে, তবে প্রথম শ্রবণে বুঝা যায় না কেন? অর্থ প্রতীতি না হয় কেন? ইহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর—সহকারী কারণের অভাব। সহকারী কারণ সংজ্ঞাজ্ঞান, তাহার অভাব অর্থাৎ তাহা না থাকা। চক্ষুঃ যেমন আলোকের সাহায্য ব্যতীত অর্থদর্শন করে না ও করায় না, তেমনি, শব্দও সংজ্ঞাসংজ্ঞিজ্ঞান না থাকিলে শ্রোতার চিত্তে স্বার্থপ্রত্যয় জন্মায় না। যে অন্যের নিকট হইতে অর্থের (জিনিসের) সংজ্ঞা বা নাম জ্ঞাত হইয়াছে, শব্দ

সেই ব্যক্তির অন্তরেই স্বার্থপ্রমিতি উৎপাদন করিবে, অন্যে তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে। *

বাদী এই স্থানে পূর্ব্বপক্ষ করিবার বিলক্ষণ এক অবসর পাইতেছেন। তিনি বলিতে পারেন, তবেই শব্দার্থের সম্বন্ধ পৌরুষের অর্থাৎ পুরুষকৃত সংকেত মূলক, ইহা প্রকারান্তরে ব্যবস্থাপিত ও স্বীকৃত হইল। কেননা প্রথমে তাহা অভিজ্ঞের নিকট জানিয়া লইতে হয়। যাহা অন্যে বলিয়া দেয় ও অন্যে শিক্ষা করে, কি প্রকারে তাহা পৌরুষেয় বৈ অপৌরুষেয় হইতে পারে? এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, সে, সম্বন্ধ প্রস্তুত করিয়া দেয় না, যথাবস্থিত সম্বন্ধ বলিয়া দেয়। প্রস্তুত করিয়া দিলে অথবা গো-শব্দ উচ্চারণান্তর অশ্ব দেখাইয়া দিলে অভিজ্ঞ লোক তাহা গ্রহণ করে না, করিতে দেয়ও না, অধিকন্তু তাহা নিষেধ করে। যাহাকে অভিজ্ঞ বলা হইল, তিনিও শৈশবে অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনিও অন্য অভিজ্ঞের নিকট শিক্ষিত হইয়া ছিলেন। আবার তিনিও অন্যের নিকট, তিনিও অন্যের নিকট। এবংক্রমে ক্রমিক উর্দ্ধতন পুরুষ বুদ্ধিস্থ করিয়া অনুসন্ধান করিলেও শব্দের, অর্থের ও তদুভয়ের সম্বন্ধের অনাদিত্ব বিশ্বাসপথে আরোহণ করিবে।

যদি এমন হয় যে, আদিসৃষ্টি কালে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ আগে স্থাবর জঙ্গম, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও শব্দকাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তত্তাবতের ব্যবহারার্থ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ কল্পনা (সংকেত) করিয়াছিলেন, পরে সে সকল বুঝাইবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কেত শব্দ সন্দর্ভিত করিয়া অর্থাৎ বেদ প্রস্তুত করিয়া মরীচ্যাদি পুত্রদিগকে প্রদান করিয়া ছিলেন, পরে তাঁহারা তদধস্তনদিগকে, তাঁহারা আবার তদধস্তন দিগকে, এবংক্রমে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ হইলে কথঞ্চন সঙ্গত হইতে পারে বটে; পরন্তু সে সিদ্ধান্তে প্রমাণাভাব। এমন

---

* সদ্যঃ প্রসূত অবস্থায় কোনও বালকের নাম-নামি-জ্ঞান থাকে না। পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে আপনা অপেক্ষা বড় ও অভিজ্ঞ পিতা মাতা ভাই ভগিনী ও প্রতিবাসী প্রভৃতির সংসর্গে থাকিয়া তাহাদের উচ্চারিত শব্দ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এক দুই করিয়া অসংখ্য নাম-নামীর জ্ঞান উপার্জ্জন করে। অভিজ্ঞের ব্যবহার ও কথা না দেখিলে ও না শুনিলে সমুদায় মনুষ্যই যে ছবির ন্যায় ও বোবের ন্যায় হইয়া থাকে, সে কথা বলা বাহুল্য। যাঁহারা ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন তাঁহারাই এ রহস্য সম্যক্ বুঝিবেন ও বিশ্বাস করিবেন।

কোনও প্রমাণ নাই, যাহার দ্বারা ঐরূপ জ্ঞান সম্বাদী (সঙ্গত্য বা সত্য) হইতে পারে। "লাভঃ পরং গোবধঃ" অধিকন্তু তাঁহাদের লাভ এই যে, তাঁহাদের মতে সাঙ্কেতিক শব্দার্থঘটিত শাস্ত্রের প্রামাণ্যরক্ষা নিতান্ত দুর্ঘট। পরবর্ত্তী সাঙ্কেতিকশব্দার্থঘটিত শাস্ত্র কি প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারিবে? সুতরাং কিছুই ছিল না, অথচ হইল, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই।

আদি সৃষ্টিতে ও মহাপ্রলয়ে প্রমাণ না থাকায় প্রজাপতিকর্ত্তৃক পদ পদার্থের সম্বন্ধকরণ অপ্রমাণ। অপিচ, শব্দও অসংখ্য, অর্থও অসংখ্য, এক এক করিয়া সে সকলের সম্বন্ধকরণ এক ব্যক্তির পক্ষে অশক্য। * যদি কোনও শব্দ অর্থের সহিত নৈসর্গিকরূপে সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহা অশক্যকরণ কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। সম্বন্ধকরণ (সংকেত) করিতে গেলেই সে সময়ে কোন না কোন বাক্যের আবশ্যক হয়। যদি সে বাক্যের অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে কে তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারে? বালুকায় তৈলজনন সামর্থ্য থাকে না বলিয়াই শিল্পী বালুকা হইতে তৈল নিষ্কাশ করিতে পারে না। গো শব্দের গলকম্বলাদিমান্ জীব বুঝাইবার সামর্থ্য না থাকিলে কোনও ব্যক্তি গোশব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহা বুঝাইতে পারিত না। উক্ত নিদর্শন দৃষ্টে মান্য করা উচিত যে, বক্তা পদপদার্থের যথাবস্থিত সম্বন্ধ ব্যক্ত মাত্র করে, উৎপাদন করে না। করিবার উপায়ও নাই, বরং বলিবার উপায় আছে। বালকেরা যে সকল বৃদ্ধের নিকট হইতে অবস্থিত পদ পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান অর্জ্জন করে, সে সকল বৃদ্ধেরাও শৈশবে বৃদ্ধান্তরের নিকট ক্রমক্রমে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। পর্য্যালোচনায় এবম্প্রকার শব্দরহস্য প্রতিভাত হওয়ায় স্থির হয় যে, শব্দার্থের সম্বন্ধও অপৌরুষেয় অর্থাৎ তাহাও অনাদি ও স্বাভাবিক। প্রদর্শিত বিচারের নিষ্কর্ষে স্থির হয়—লৌকিক বাক্যসন্দর্ভ তাহাদের বুদ্ধির দোষে বাধিতার্থে

---

* অভিপ্রায় এই যে, অগণ্য অর্থ ও অগণ্য শব্দ। সুতরাং এক ব্যক্তির (এক মনুষ্যের) দ্বারা সমুদায়ের সংকেতবন্ধন অসম্ভব। পর পর পুরুষানুপুরুষক্রমে এক এক অর্থের এক এক সাংকেতিক শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে পক্ষে প্রমাণাভাব। কে প্রথমে সাস্নাদিমান্ পশুর সহিত "গো" শব্দের সংকেত বাঁধিয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। "গো" শব্দ উচ্চারণ করিলে শ্রোতা সাস্নাদিমান্ পশু বুঝিবে এ রহস্য প্রথম উচ্চারিতা বুঝিবেন কিসে ইহা অবশ্য আশীকর্ত্তব্য যে, তিনি ঐ শব্দের ঐ অর্থ বুঝাইবার নৈসর্গিক সামর্থ্য থাকা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি প্রথম ঐ অর্থে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশ করিলেও অপৌরুষেয়তা বিধায় বেদপক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষের আশঙ্কা নাই। বেদসন্দর্ভ নির্দোষ ও স্বতঃপ্রমাণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞাতজ্ঞাপক অবিসম্বাদী বিজ্ঞানই প্রমাণ। সে লক্ষণ বিধি-অংশে বিদ্যমান আছে, অন্যান্য অংশে নাই। তাহা না থাকায় কেবল বিধিভাগকেই অর্থাৎ বৈদিক চোদনাকেই ধর্ম্মপ্রমিতির কারণ বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট বেদভাগ যে নিতান্ত অপ্রমাণ তাহা নহে; সে সকল ভাগ বিধির সহিত একবাক্যতায় বা বিধির পোষক রূপে প্রমাণ। এ পর্য্যন্ত যেরূপ বাগ্‌জাল বিস্তৃত করা হইল, এরূপ বিস্তারে সকল মীমাংস্য কথা বলিতে গেলে দশ বৎসরেও শেষ হইবে না। অগত্যা বাগ্‌জাল ত্যাগ করিয়া, প্রস্তাবিত মীমাংসাদর্শন গ্রন্থের সার সার কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা উচিত বোধ করিলাম।

স্বতঃপ্রমাণ বেদ চারি ভাগে বিভক্ত। বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়। পূর্ব্বে যাহাকে বৈদিক চোদনা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাকেই বিধি ভাগ বলা হইল। জৈমিনি মুনি মীমাংসা দর্শনের সৃষ্টিকর্ত্তা সত্য; পরন্তু বিদ্যমান সময়ে গুরু, ভট্ট ও প্রভাকার, এই তিন আচার্য্যের মতই অধিক প্রচলিত। ঐ তিন আচার্য্য পূর্ব্বমীমাংসানামক জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। ইহাঁরা সূত্রোক্ত চোদনা শব্দের পরিবর্ত্তে ও অর্থে বিধি শব্দের ব্যবহার ও নিম্নলিখিত প্রকারে তাহার স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

যাহার কর্ত্তব্যতা অন্য কোন প্রমাণে বা বাক্যে পাওয়া যায় নাই, কেবল তন্মাত্র বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বিধি। যেমন "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি। যাগের কর্ত্তব্যতা উল্লিখিত বাক্য ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণে বা বাক্যে পাওয়া যায় নাই। যাহা জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বলে প্রাপ্ত অথচ শাস্ত্রপ্রাপ্ত, তাহা নিয়ম। ইহাও বিধির প্রকারভেদ। যেমন "দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ" একাদশী উপবাসের পর দিন দ্বাদশী তিথিতে পারণের অর্থাৎ ভক্ষণের কর্ত্তব্যতা, ইচ্ছা ও উল্লিখিত শাস্ত্র, উভয়তঃ প্রাপ্ত। যাহা কেবল তন্মাত্র বাক্যে পাওয়া যায় এবং প্রমাণান্তরে অথবা বাক্যান্তরেও পাওয়া যায়, তাহা পরিসংখ্যা। এই পরিসংখ্যাও বিধির প্রকার ভেদ। যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ।" পাঁচ পঞ্চনখ ব্যতীত অন্য জীব অভক্ষ্য। গাণ্ডার, গোধা ও কূর্ম্ম

প্রভৃতি পাঁচ প্রকার জীব পঞ্চনখ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চনখ ভক্ষণ ইচ্ছা ও শাস্ত্র উভয়তঃ প্রাপ্ত। যে যে স্থল বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, সে সকল সংক্ষেপে বলা হইল। এক্ষণে তাহার লক্ষণ ও নির্ব্বাচন প্রণালী বলা যাউক।

ভট্ট বলেন, বিধি লিঙ্ লোট্ ও তব্যাদি প্রত্যয়ের অর্থ এবং তাহার অন্ত নাম ভাবনা। সুতরাং শাব্দী ভাবনা ও বিধি সমান কথা। প্রভাকর গুরু বলেন, বিধিপ্রত্যয় মাত্রেই নিয়োগবাচী। সুতরাং নিয়োগেরই অন্ত নাম বিধি। যিনি যে প্রকার কথার বিধিলক্ষণ বর্ণন করুন না কেন, সর্ব্বত্রই অপ্রাপ্তার্থবিষয়ক প্রবর্ত্তনের ভাব পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই বিধির আকার কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যঃ, যজেত, ইত্যাদি।

"স্বর্গকামোযজেত" এই একটি বিধি। এই বিধি অর্থী বিদ্বান্ ও সমর্থ শ্রোতৃ-পুরুষকে যাগকরণক ও স্বর্গফলক ভাবনায় (উৎপাদনা বিশেষে) প্রবৃত্তি জন্মায়। অথবা স্বর্গজনক যাগ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। যিনি যিনি স্বর্গার্থী অথচ অধিকারী, তিনি তিনি যাগ করিবেন, করিয়া আপনাতে স্বর্গজনক অপূর্ব্ব অর্থাৎ পুণ্যবিশেষ জন্মাইবেন। লক্ষণের নিষ্কর্ষ এই যে, যে বাক্য কামী পুরুষকে কাম্য ফল লাভের উপায় বলিয়া দিয়া তাহাতে তাহার আনুষ্ঠানিক প্রবৃত্তি জন্মায় সেই বাক্যই বিধি।

বাক্য বা পদ মাত্রেই ধাতু ও প্রত্যয়, উভয়যোগে নিষ্পন্ন। বাক্যের বা পদের এক দেশে যে লিঙাদিপ্রত্যয় যোজিত থাকে, সেই লিঙাদিপ্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ ভাবনা অথবা নিয়োগ। ভাবনা শব্দের অর্থ উৎপাদনা অর্থাৎ কিছু উৎপাদন করিতে প্রবৃত্তি জন্মান। ভাবনা শাব্দী ও আর্থীভেদে দ্বিবিধ। "যজেত" এই বাক্যের একদেশে যে লিঙ্ প্রত্যয় আছে (যজ্ + লিঙ্-যাত), তাহার অর্থ ভাবনা। প্রয়োগ এইরূপ—"ভাবয়েৎ" অর্থাৎ জন্মাইবেক। এই ভাবনা আর্থী অর্থাৎ প্রত্যয়ার্থলভ্য। অনন্তর কিং, কেন, কথং, অর্থাৎ কি? কি দিয়া? কি প্রকারে? ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা বা প্রশ্ন সমুত্থিত হইলে তৎ-পূরণার্থ "স্বর্গং, যাগেন, আগ্ন্যাধানাদিভিঃ" এই সকলের যোগে একটী সমন্বিত বিধিই সম্পন্ন হয়। মীমাংসকগণ বলেন, আর্থী ভাবনা কিং, কেন, কথং, এই তিন অংশে পূর্ণ হয়। যাহা আকাঙ্ক্ষার পূরণ করে তাহা আকাঙ্ক্ষো-ত্থাপ্য। আকাঙ্ক্ষোত্থাপ্য বিধি মুখ্য বিধি নহে। উক্তবিধ আর্থী ভাবনার ভাব্য স্বর্গ, করণ যাগ, এবং প্রকরণপঠিত সমুদয় বাক্য সন্দর্ভ যাগের ইতিকর্ত্তব্যতা বোধক। কিং, কেন, কথং, এই ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার সামর্থ্যে বাক্যান্তর সংযোজিত হইলে যে একটী সমন্বিত বিধিবাক্য বা মহাবিধি সংগঠিত হয়, তাহার আকার এইরূপ—

ভাবয়েৎ। কিং? স্বর্গম্। কেন? যাগেন। কথম্? অগ্ন্যাধানাদিভিঃ। অগ্ন্যাধানাদিভিরুপকারং কৃত্বা যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ। ভাবয়েৎ উৎপাদয়েৎ। আগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যাগ ও যাগের দ্বারা স্বর্গ (স্বর্গসাধক পুণ্য) উৎপাদন করিবেক।

লিঙ্‌যুক্ত লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেও প্রতীতি হয়, এই ব্যক্তি আমাকে এতদ্বাক্যে অমুক বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছে এবং আমি অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, ইহাই ইঁহার অভিপ্রেত। বক্তার অভিপ্রায় তদুক্ত বিধিবাক্যস্থ লিঙাদি প্রত্যয়ের বোধ্য। সুতরাং তাহা বক্তৃগামী। অপৌরুষেয় বেদবাক্যে তাহা শব্দগামী। অর্থাৎ লিঙাদি শব্দই তাহা শ্রোতাকে বুঝাইয়া দেয়। যেহেতু শব্দগামী, সেই হেতু তাহা শাব্দী ভাবনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "স্বাস্থ্যকামী প্রাতর্ভ্রমণ করিবেক" এই একটী লৌকিক বিধিবাক্য। ঐ বাক্য শুনিলে পাশাপাশি দুই প্রকার বোধ জন্মে। এক প্রাতর্ভ্রমণ স্বাস্থ্যলাভের উপায়, তাহা আমার কর্ত্তব্য, অপর যিনি বলিতেছেন তাঁহার অভিপ্রায়—আমি প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া সুস্থ হই। বাক্যটী বৈদিক হইলে বলিতে পারিতাম, প্রথম বোধ আর্থী এবং দ্বিতীয় বোধ শাব্দী।

কথিত প্রকার লক্ষণাক্রান্ত বিধির অন্য প্রকার বিভাগ থাকা দৃষ্ট হয়। উৎপত্তি, বিনিয়োগ, অধিকার ও প্রয়োগ। যাহা কেবল মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের বোধক, তাহা উৎপত্তি বিধি। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি।" অগ্নিহোত্র বাক্য কেবল অগ্নিহোত্র নামক কর্ম্মের বিধান করিতেছে, অন্য কিছু করিতেছে না। যাহা অঙ্গকর্ম্মের বিধায়ক তাহা বিনিয়োগবিধি। যেমন "ব্রীহিভির্যজেত" "দধ্না জুহোতি।" ব্রীহিহোম ও দধিহোম অগ্নিহোত্র যাগের অঙ্গ। যাহা ফলস্বাম্যবোধক তাহা অধিকার বিধি। যেমন "স্বর্গকামো যজেত।" এই বিধি বুঝাইয়া দেয়, যাগকর্ত্তা স্বর্গফলভাগী। যাহা ঐ তিন বিধির সম্মেলন তাহা প্রয়োগ নামে খ্যাত। কোন মীমাংসক বলেন, প্রয়োগ বিধি কল্প্য এবং অন্য মীমাংসক বলেন, শ্রৌত। যে ক্রমে বা যে পদ্ধতিতে সাঙ্গপ্রধান যাগাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে সে ক্রম বা সে পদ্ধতি প্রয়োগ বিধির দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়।

অঙ্গ ও প্রধান। যাহা অন্যার্থ তাহা অঙ্গ, যাহা অন্যার্থ নহে তাহা প্রধান। অঙ্গ মাত্রেই প্রধান কর্ম্মের উপকারক অর্থাৎ মূল কর্ম্মের সহায় বা স্বরূপসম্পাদক। এবং প্রধান মাত্রেই স্বয়ং ফলজনক। যেমন দুর্গাপূজা একটী প্রধান ক্রিয়া, স্নান আচমন ও সংকল্পাদি তাহার অঙ্গ ক্রিয়া। অঙ্গ দ্বিবিধ। সিদ্ধরূপ ও ক্রিয়ারূপ। দ্রব্য ও সংখ্যা

প্রভৃতি সিদ্ধরূপ ; অবশিষ্ট ক্রিয়ারূপ। ক্রিয়ারূপ অঙ্গ দ্বিবিধ। সন্নিপত্যোপকারক ও আরাদুপকারক। সিদ্ধরূপ অঙ্গের (অর্থাৎ দ্রব্যাদির) উদ্দেশে যে ক্রিয়ার বিধান, সে ক্রিয়া সন্নিপত্যোপকারক। "ব্রীহীন্ অবহন্তি" "সোমমভিষুণোতি।" ইত্যাদিবাক্যে ব্রীহি ও সোম দ্রব্যে অবঘাত ও অভিষব ক্রিয়ার বিধান। যে স্থলে দ্রব্যাদির উদ্দেশ দৃষ্ট হয় না অথচ ক্রিয়ার বিধান, সে স্থলে, সে অঙ্গ আরাদুপকারক। পূর্ব্বোক্ত সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্মগুলি প্রধান কর্ম্মের উপকারক এবং প্রধান কর্ম্ম তাহার উপকার্য্য। এই উপকারক উপকার্য্যভাব বাক্যগম্য, প্রমাণান্তরগম্য নহে। শেষোক্ত আরাদুপকারক কর্ম্মের সহিত প্রধান কর্ম্মের উপকার্য্য উপকারকভাব যাহা আছে তাহা প্রকরণ অনুসারে উন্নেয়। অর্থবাদ। বিধি নিষেধের প্রশংসা ও নিন্দা মাত্র অর্থে পর্য্যবসায়ী বাক্য বা বাক্যরাশি অর্থবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এই অর্থবাদ বাক্য গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ ভেদে ত্রিবিধ।

"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥"

যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ অর্থের অভিধায়ক, তাহা গুণবাদ। যেমন "আদিত্যো-যূপঃ।" এই বাক্যের 'যূপই আদিত্য' এতদ্রূপ অর্থ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। সুতরাং বুঝিতে হইবেক, ঐ উক্তি কোন এক গুণসাদৃশ্য অনুসারিণী। আদিত্য যেমন দিন উৎপাদন দ্বারা যাগনির্ব্বাহক, সেইরূপ, যূপও পশুবন্ধনাশ্রয় দ্বারা যাগনির্ব্বাহক।

যে সন্দর্ভ বা যে বাক্য প্রমাণসিদ্ধ অর্থ বলে তাহা অনুবাদ। যেমন "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা। বায়ুমেব স্বেন ভাগেনোপধাবতি। স এনং ভূতিং গময়তি।" ইত্যাদি বাক্যসন্দর্ভ। বায়ু ক্ষিপ্রগামী, এ অর্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ লভ্য অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ। অতএব, বায়ু দেবতাকে তদুচিত ভাগ দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারিলে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ" এই বিধি বাক্যের পোষকতা করিতে হয়।

যাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরুদ্ধ নহে অথচ অপ্রাপ্ত বা অজ্ঞাত অর্থের বোধ জন্মায়, তাহা ভূতার্থবাদ। যেমন "ইন্দ্রোবৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" ইত্যাদি বাক্যসন্দর্ভ। ঐ সন্দর্ভ ভারতরামায়ণাদিপ্রসিদ্ধ বৃত্তান্তঘটিত। উহা প্রমাণ বিরুদ্ধও নহে, প্রমাণান্তরপ্রাপ্তও নহে। সেই জন্য উহা ভূতার্থবাদ। অর্থবাদ মাত্রেই বিধি শক্তির উত্তেজক ও বিধির সহিত এক হইয়া বিধির অনুকূল অর্থের প্রকাশক হয়। মীমাংসা শাস্ত্র বলেন, অর্থবাদ বাক্যের যথাশ্রুত

আক্ষরিক অর্থ অগ্রাহ্য। গুণবাদ ও অনুবাদ, এই দুই অর্থবাদের যথাশ্রুত আক্ষরিক অর্থের প্রামাণ্য স্বীকার আদৌ নাই, কেবল ভূতার্থবাদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইতে দেখা যায়।

অর্থবাদ বাক্যে যে ফলের উল্লেখ থাকে সে সকল প্রলোভন মাত্র। অনেক প্রকার নিন্দাশ্রুতিও থাকে, সে সমুদয়ও ভয়প্রদর্শন মাত্র। আর্থবাদিক ফল সম্বন্ধে মীমাংসকগণের এইরূপ উক্তি আছে।

"পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকম্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥"

যেমন আরোগ্যকামী পিতা প্রলোভন দেখাইয়া শিশু পুত্রের তিক্ত ভোজনের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করেন, তেমনি, কুশলকামী শাস্ত্রও ফলাফলের লোভ দেখাইয়া মনুষ্যদিগের সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণ করিতে চেষ্টা পান। বালক মোদকের লোভে তিক্ত ভোজন করে, পরন্তু পিতা তাহাকে মোদক দেন না। সেইরূপ, শাস্ত্রও স্বোপদিষ্ট অর্থের অনুষ্ঠাতাকে স্বোক্ত ফল প্রদান করেন না। পিতার ইচ্ছা—পুত্র অরোগী হউক। শাস্ত্রের ইচ্ছা—মনুষ্য সকল ঐহিক পারত্রিক কুশল লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় পুত্র তিক্ত ভোজন করিলে আরোগ্য ব্যতীত অন্য কিছু পায় না। অর্থাৎ মোদক পায় না। সেইরূপ, শাস্ত্রের প্ররোচনায় শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে অবস্থান করিলে জীব সকল ঐহিক পারত্রিক কুশল ব্যতীত অন্য ফল পায় না।

মন্ত্র। "প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকা মন্ত্রাঃ।" অর্থাৎ অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় দ্রব্য দেবতাদির স্মরণার্থ তদর্থের প্রকাশক বাক্যবিশেষ মন্ত্রনামের নামী। মন্ত্র ঋক্, যজুঃ ও সাম ভেদে তিন প্রকার। অনুষ্ঠান কালে অনুষ্ঠীয়মান পদার্থের স্মরণার্থ সে সকলের উচ্চারণ বা আবৃত্তি করিতে হয়। মন্ত্রের আবৃত্তিতে দ্রব্যদেবতাদির ও ক্রমবিশেষের স্মরণ হয়, তদ্দ্বারা আত্মায় অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রের প্রামাণ্যও প্রয়োগবিধির সহিত ঐক্য করিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, স্বাতন্ত্র্যে হয় না। *

* মন্ত্রে যদি ছেদ ভেদ দান ও অর্পণাদি ক্রিয়া প্রকাশিত থাকে, তাহা হইলে সে সকল সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা স্মর্য্য। করতঃ সমাধা করা বিধেয়। বৈদিক কার্য্যে বৈদিক মন্ত্র, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কার্য্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। যে স্থানে দান

নামধেয়। "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ" "বিশ্বজিতা যজেত স্বর্গকামঃ" "গোমেধেন যজেত" "অশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে যে উদ্ভিদ্ প্রভৃতি শব্দ আছে, সে সকল নামধেয় অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ যাগের নাম। ঐ সকল অংশে অর্থাৎ বাক্যে বিধিলক্ষণ না থাকায় বিধি নহে, স্তুতি ও নিন্দা না থাকায় অর্থবাদ নহে, মন্ত্রচিহ্ন না থাকায় মন্ত্রও নহে। সুতরাং কেবলমাত্র নাম। ঐ সকল নামভাগ বিধি-অংশে অবস্থিত যাগাদির সহিত অভেদে অন্বয় প্রাপ্ত হয়।

বিধি ও অর্থবাদাদি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইল তাহা জৈমিনি সূত্রেরই ব্যাখ্যাবিশেষ। ঐ সকল কথা যে জৈমিনি সূত্রে আছে, তাহার নিদর্শনার্থ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ হইতে কএকটী সূত্র উদ্ধৃত করা গেল।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং
তস্মাদনিত্যমুচ্যতে ॥ ১

বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ ॥২

তদর্থশাস্ত্রাৎ ॥৩।

উক্তং সমাম্নায়ৈদমর্থ্যং স্যাৎ তস্মাৎ সর্ব্বং তদর্থং স্যাৎ ॥

তৎপ্রখ্যঞ্চান্যশাস্ত্রম্ ॥ ৪

মীমাংসাদর্শন কি? কোন্ বিষয় লইয়া ও কি পরিপাটী অবলম্বনে তাহা লিখিত? এই সকলের অল্প কিছু ভাব সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচরিত করা হইল। এক্ষণে আরও কএকটী বিচার্য্য কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় এতদ্দর্শনেও প্রসঙ্গক্রমে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, জীব, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, সৃষ্টির মূল পদার্থ, স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, প্রমাণ ও প্রমেয় এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি বিচারিত হইয়াছে। সে সকল বিচার অল্পাবয়ব গ্রন্থে সমাবেশ না হওয়ায়, কেবলমাত্র বিচারের ফল বা সিদ্ধান্তগুলি সংকলন করিয়া দিলাম।

শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন। মীমাংসক মতেও শরীর পাঞ্চভৌতিক। ইন্দ্রিয়গণও ভৌতিক পরন্তু সে সকলের ভৌতিকত্ব এতদ্দর্শনে প্রায় অক্ষপাদ

অর্পণাদির নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র নাই, সে স্থলে "প্রণবাদি নমস্কারান্ত দেবতানামই মন্ত্র" এই সাধারণ বিধি গ্রাহ্য। তদনুসারেই আধুনিক পূজাদিকার্য্যে "এতদ্দ্রব্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ" এইরূপ মন্ত্র প্রচলিত হইয়াছে।

দর্শনের অনুযায়ী। অক্ষপাদ দর্শনের ন্যায় এতদ্দর্শনেও ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, এই ৪ ইন্দ্রিয় যথাক্রমে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু ভূতের বিকৃতিবিশেষ। কেবল শ্রোত্র এতদ্দর্শনে দিগাত্মক। দিক্ই কর্ণশুষ্কুল্যবচ্ছিন্ন হইয়া শব্দজ্ঞানের কারণ হইয়াছে। "দিশঃ শ্রোত্রম্" এই বেদবাক্য তাহার প্রমাণ। ইহাঁরা বলেন, মনও ভৌতিক; পরন্তু তাহা পৃথিব্যাদির অন্যতম। অর্থাৎ তাহা পৃথিবীপ্রকৃতিক হউক বা বায়ুপ্রকৃতিক হউক, সে বিষয়ে আমাদের কোন তর্ক নাই। ফল, অস্মন্মতে তাহা অনশ্বর।

জীব। মীমাংসক নানাজীববাদী। বেদান্তের ন্যায় একজীববাদী নহেন। জীব আত্মারই অবস্থাবিশেষ।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। বেদান্তপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাদ্বৈত মীমাংসাদর্শনের অনভিমত। অদ্বয়ব্রহ্মবোধক ও নিত্যেশ্বর বোধক শ্রুতি ও স্মৃতি এতন্মতে অর্থবাদ। মীমাংসা ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ। মীমাংসকেরা দ্বৈতবাদী ও নিত্যজগদ্বাদী।

পদার্থ। মীমাংসক বৈশেষিকের ন্যায় সপ্তপদার্থবাদী। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই পদার্থ সপ্তকের মধ্যে দ্রব্য পদার্থ বিষয়ে মীমাংসকগণ বৈশেষিকগণের সহিত অন্যমত। বৈশেষিকগণ নবদ্রব্য বাদী, মীমাংসকগণ দশদ্রব্যবাদী। কোন কোন মীমাংসক একাদশদ্রব্যবাদী। দশদ্রব্যবাদীর মতে তম অর্থাৎ অন্ধকার দ্রব্যপদার্থ এবং একাদশদ্রব্য-বাদী মীমাংসকের মতে শব্দ এক অতিরিক্ত নিত্য দ্রব্য। যাহা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই শব্দ। ধ্বনি তাহার ব্যঞ্জক। শব্দ, ব্যঞ্জক ধ্বনির দ্বারা বুদ্ধিগম্য হয় অর্থাৎ বুঝা যায়। ধ্বনি গুণ হইলেও তাহার ব্যঙ্গ্য শব্দপদার্থ গুণ নহে। তাহা দ্রব্য। এতন্মতে শব্দ নিত্য, অর্থ নিত্য, উভয়ের বোধক বোধ্য সম্বন্ধও নিত্য। কেবলমাত্র রচনায় অর্থাৎ ব্যক্ত করণে পুরুষের কর্তৃত্ব। বৈদিক সন্দর্ভ অলৌকিক অর্থাৎ অপৌরুষেয় সুতরাং তাহার অনুবাদ বা উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব নাই।

আত্মা। শরীর ভৌতিক, আত্মা তদতিরিক্ত। এতন্মতে আত্মা নানা, প্রতিশরীরে ভিন্ন, অজর অমর ও জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট। আত্মা সুখদুঃখ-ভোক্তা ও মানস অহংপ্রত্যয়ের অধিগম্য। আত্মা বিভু। আত্মার জ্ঞান-শক্ত্যাদি শরীরেই স্ফূর্ত্তি পায়, শরীরের বাহিরে স্ফূর্ত্তি পায় না। জ্ঞান আত্মা নহে; জ্ঞান আত্মার অন্যতম শক্তি বা গুণ। মোক্ষকালে আত্মায় ইন্দ্রিয়নীত আগমাপায়িনী বুদ্ধি ও সুখাদি নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং স্বরূপগত জ্ঞানশক্তি ও সুখ আবিষ্কৃত হয়।

স্বর্গ ও নরক। স্বর্গ সুখবিশেষ, নরক দুঃখবিশেষ। তাহা শরীর ও স্থান ভেদে ভোগ্য। স্বর্গসুখের ও নরকদুঃখের উপভোগযোগ্য স্থানও আছে এবং শরীরও আছে। মীমাংসাশাস্ত্রে স্বর্গের—

"স্বর্গোঽনতিশয়প্রীতিরূপো দুঃখবিবর্জ্জিতঃ।"

অপিচ। "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্॥
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে।

মোক্ষ। বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় এতদ্দর্শনে সুখ দুঃখাদি সমস্ত বিশেষ গুণের উচ্ছেদ মোক্ষসংজ্ঞার সংজ্ঞী। বৈদান্তিক বলেন, মোক্ষে প্রপঞ্চের বিলয়, কিন্তু মীমাংসক বলেন, প্রপঞ্চের নহে, প্রপঞ্চসম্বন্ধের। এতন্মতে প্রপঞ্চসম্বন্ধই বন্ধন এবং প্রপঞ্চসম্বন্ধের উচ্ছেদই মোক্ষ। ভোগায়তন শরীর, ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য বিষয় (বাহ্য বস্তু), এ সমুদায়ই প্রপঞ্চান্তর্গত। সুতরাং ত্রিধাবিভক্ত প্রপঞ্চ উক্ত তিন্ প্রকারে পুরুষকে বন্ধন করে অর্থাৎ ভোগ করায়। ভোগ সুখদুঃখসাক্ষাৎকার। আপনাকে ঐ তিনের সম্বন্ধ বর্জ্জিত করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়। সংসারকালে আত্মার নিজানন্দ অভিভূত বা আচ্ছন্ন থাকে, মোক্ষকালে তাহা স্ফূর্ত্তি পায়। মোক্ষ হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, কেবল মন থাকে। মন থাকাতেই মোক্ষী অনন্তকালের জন্য অপরিচ্ছিন্ন স্বাত্মসুখের স্বাদগ্রাহী হয়। মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত—

"নিজং যত্ত্বাত্মচৈতন্যমানন্দশ্চেষ্যতে চ যৎ।
যচ্চ নিত্যবিভুত্বাদি তৈরাত্মা নৈব মুচ্যতে॥"

চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি। আনন্দ অর্থাৎ সুখ। নিত্যত্ব ও বিভুত্ব অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপিত্ব। এ সকল আত্মার নৈজ ধর্ম্ম। এ সকল মোক্ষকালে বিদ্যমান থাকে, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না।

মোক্ষের প্রণালী। কাম্য ও নিষিদ্ধ শারীর মানস ক্রিয়া বর্জন করতঃ কেবলমাত্র নিষ্কাম নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে রত থাকিতে পারিলে অথবা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকিতে পারিলে পুনর্জ্জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি রহিত হইয়া যায়। সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া যায়। যত কাল দেহ থাকে, তত কাল যে ভোগ হয়, সেই ভোগে প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সুখদুঃখের ও শরীরোৎপত্তির কারণীভূত প্রারব্ধ,

সঞ্চিত ও আগামী ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাবে ভবিষ্যতে সুখ দুঃখ ও শরীর উৎপন্ন হয় না। তাহা না হইলেই মোক্ষ। মোক্ষী তখন অশরীর হইয়া, কেবল মাত্র মূল মন লইয়া অনবরত আত্মসুখাস্বাদে পরিতৃপ্ত থাকে।

তত্ত্বজ্ঞান। শাস্ত্রে যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, তাহা যজ্ঞাঙ্গও বটে; মোক্ষাঙ্গও বটে। যজ্ঞাদিকালের আত্মজ্ঞান যজ্ঞফলের পোষণ করে, ফলের আধিক্য জন্মায়, এবং সার্ব্বভৌমিক আত্মজ্ঞান মোক্ষ ফলের কারণভাব প্রাপ্ত হয়।

অদৃষ্ট। কর্ম্মের ফল অদৃষ্ট। অদৃষ্ট শুভাশুভ ভেদে দ্বিবিধ। বিহিত কর্ম্মের ফল শুভাদৃষ্ট। নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল অশুভাদৃষ্ট। অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ। শুভাদৃষ্ট আবার দুই প্রকার। এক অভ্যুদয়ের হেতু, অপর নিঃশ্রেয়সের অর্থাৎ মোক্ষের উপায়। নিষ্কাম কর্ম্ম যে অদৃষ্টবিশেষ জন্মায়, কর্ম্মী তাহারই সামর্থ্যে নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। যাহা নিঃশ্রেয়সজনক নহে, তাহা অভ্যুদয়ের অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতির জনক। (পারলৌকিক উন্নতিই স্বর্গ)।

সুখ ও দুঃখ। মীমাংসক মতে সুখ ও দুঃখ অত্যন্ত পৃথক। সুখের অভাব দুঃখ বা দুঃখের অভাব সুখ, তাহা নহে। সুখ ও দুঃখ সংসারাবস্থায় বৈষয়িক, আভ্যাসিক, মানোরথিক, আভিমানিক, এই চার প্রকার বিভাগে ভোগ হইতে দেখা যায়। আত্মসুখ ঐ সকল সুখের অতিরিক্ত। দুঃখগুণ আত্মার স্বাভাবিক নহে; তাহা আরোপিত বা কল্পিত। প্রকৃতপক্ষে তাহা বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ।

প্রমাণ। মীমাংসক ষটপ্রমাণবাদী। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ, অর্থাপত্তি ও যোগ্যানুপলব্ধি, এই ছয় প্রমাণ মীমাংসকের স্বীকৃত*।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। মীমাংসকগণ সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না। সুতরাং ছিল না হইল, এমন অভিনব সৃষ্টি ইহাঁদের

---

* অর্থাপত্তি প্রমাণের উদাহরণ এইরূপ। রাম এক ব্যক্তি, দিবসে কেহ তাহাকে ভোজন করিতে দেখে নাই। অথচ সে বিলক্ষণ স্থূলকায়। দিবা-অভোজী স্থূলকায় রামকে দেখিলে যে লোকের জ্ঞান হয় "রাম অবশ্যই রাত্রে খায়" সেই জ্ঞান তাহাদের অর্থাপত্তিপ্রমাণজ। ঐ জ্ঞান আনুমানিক নহে। অনুমান লক্ষণের সহিত উহার বিশেষ বা প্রভেদ আছে। উহা দৃষ্টার্থাপত্তির উদাহরণ; তদ্ভিন্ন শ্রুতার্থাপত্তি স্বতন্ত্র। শ্রুতার্থাপত্তি শব্দশ্রবণঘটিত। যোগ্যানু-পলব্ধি প্রমাণের উদাহরণ এইরূপ। এখানে যদি ঘট থাকিত, দেখিতে পাইতাম। দেখিবার যোগ্য অথচ কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই, অথচ দেখিতেছি না। যেহেতু দেখিতেছি না সেইহেতু 'নাই' ইত্যাদি। এই অনুপলব্ধি প্রমাণটী কেবলমাত্র অভাবজ্ঞান জন্মায়।

অনভিমত। ইহাঁরা বলেন. "ন কদাচিদনীদৃশম্" অর্থাৎ এখন যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে ইহার আত্যন্তিক ও সর্ব্বথা অন্যথাভাব কোনও কালে ছিল না। বিশদ কথা—সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় যুক্তিবিরুদ্ধ সুতরাং মিথ্যা। শাস্ত্রোক্ত প্রলয়শব্দ খণ্ডপ্রলয় অর্থেই পর্য্যবসিত। মহাপ্রলয়বাক্য এতন্মতে অর্থবাদ।

দেবতা। জৈমিনি মুনির দ্বাদশাধ্যায়ী দর্শনে দেবতার স্বরূপ বিচারিত হয় নাই। তাঁহার যে সংকর্ষণকাণ্ড অথবা দেবতাকাণ্ড নামে চতুরধ্যায়ী দর্শন আছে, তাহাতে দেবতাতত্ত্বের বিচার নিহিত আছে। সে পুস্তক আমরা দেখিতে পাই নাই। সেই জন্য আমরা দেবতাসম্বন্ধে জৈমিনি মুনির বিস্পষ্ট মত কি তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে লিখিতে পারিলাম না। তদীয় সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণ বলেন, পুরাণাদি শাস্ত্রে যে শরীরধারী ইন্দ্রাদি দেবগণের বর্ণনা আছে সে সকল অর্থবাদ। অর্থাৎ বর্ণিতপ্রকার আকারধারী দেবতা বাস্তব পক্ষে নাই। যাগকালে সেই সেই আকার ধ্যান করিতে হয় এবং সেই সেই প্রকারের ধ্যানই মহিমান্বিত। "তদাকারতয়া ধ্যাতস্য মন্ত্রস্য লক্ষিতস্য দেবতাত্বম্।" এইরূপ বলিয়া তাঁহারা প্রমাণস্থলাভিষিক্ত যাগ্যবক্যের ও পুরাণের কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করেন। একটী বচন এই—

"যস্য যস্যতু মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যাচ দেবতা।
তদাকারং ভবেত্তস্য দেবত্বং দেবতোচ্যতে॥"

আর একটী এই—

"পূজয়েৎ" এই বিধা[illegible] প্রজেশং মন্ত্রবিগ্রহম্।"
ইত্যাদি।

আচার্য্যেরা উক্ত প্রকারে বিগ্রহবতী দেবতা নাই বলিয়া ঘোষণা করায় আধুনিক অধ্যাপকেরা সাহস সহকারে বলিয়া থাকেন, মীমাংসকগণ বিগ্রহবতী দেবতা মানেন না। মীমাংসকের মতে সেই সেই মন্ত্রই দেবতা। পরন্তু শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যায় মীমাংসকের ঐ মত খণ্ডন করিয়া দেব দেবীর শরীর থাকা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন।

বেদান্তদর্শন ব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আচার্য্য মাধব ইহাকে "সর্ব্বদর্শন-শিরোমণি" আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কেবল মাধব নহে, ন্যায়াচার্য্যেরাও "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণিঃ" এইরূপ এইরূপ বাক্যে বেদান্তের সর্ব্বমান্যতা খ্যাপিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। বেদান্ত ক্রমমুক্তি ও জীবন্মুক্তি ফলের উৎকৃষ্ট সোপান, এই ভাব হৃদিস্থ করিয়া শাস্ত্রাচার্য্যগণ বেদান্তের তত অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। বেদান্তের সম্মান অন্যকারণসম্ভূত নহে। "উত্তরমীমাংসা" "ব্রহ্মসূত্র" "শারীরকমীমাংসা" এ সকল শব্দ বেদান্ত দর্শনের পর্য্যায়। এই দর্শনের অন্য নাম চতুরধ্যায়ী। চারি অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া চতুরধ্যায়ী, ব্রহ্মতত্ত্ব সূচিত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মসূত্র ও শরীরস্থ জীবরহস্য নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া শারীরক নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বেদান্ত দর্শনও সূত্ররচিত। সূত্রের সংখ্যা ৫৫৭। প্রথমাধ্যায়ে ১৩৪, দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১৫৮, তৃতীয়াধ্যায়ে ১৮৮ এবং চতুর্থাধ্যায়ে ৭৮। সমুদায়ে ৫৫৭। অধ্যায়গুলি চারি চারি পাদে বিভক্ত, সুতরাং পাদসংখ্যা ১৬। অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল। বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক শ্রুতি সমূহের অর্থ ব্রহ্মে সমন্বয় (তাৎপর্য্য) প্রদর্শন করায় প্রথম অধ্যায়ের নাম সমন্বয়। সমন্বয় রক্ষার্থ শ্রুত্যন্তরের ও স্মৃত্যন্তরের বিরোধ ভঞ্জন করায় দ্বিতীয়াধ্যায় অবিরোধ। ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ীভূত বিবেক বৈরাগ্যাদি বিচারিত হওয়ায় তৃতীয়াধ্যায় সাধন ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান ফল মুক্তি ও মুক্তির স্বরূপাদি বর্ণিত হওয়ায় চতুর্থাধ্যায় ফল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমন্বয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে নানাস্থানগত বিস্পষ্ট ব্রহ্মবাক্যের সমন্বয় (ব্রহ্মে তাৎপর্য্যনিশ্চয়), দ্বিতীয় পাদে উপাস্যব্রহ্মবাক্যের সমন্বয়, তৃতীয় পাদে ধ্যেয়ব্রহ্মবাক্যের অস্পষ্টতা পরিহার এবং চতুর্থ পাদে অব্যক্ত অর্থাৎ সন্দিগ্ধপদ সমূহের ব্রহ্মার্থতা ব্যবস্থাপন করিতে দেখা যায়।

---

* উপাস্য ব্রহ্ম ও ধ্যেয় ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মেরই ধ্যান ও উপাসনাদি হইতে দেখা যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ম্মল প্রজ্ঞাগম্য। ধ্যান কি চিন্তা, কোন কিছুর গম্য নহে।

অবিরোধাধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যাদি স্মৃতির সহিত ব্রহ্মসমন্বয়ের বিরোধ পরিহার, দ্বিতীয় পাদে সেই সেই স্মৃতির যথাশ্রুত অর্থের প্রতি দোষারোপ, তৃতীয় পাদে মহাভূতপ্রতিপাদক ও জীববোধক শ্রুতি বাক্যের বিরুদ্ধার্থ পরিহার, এবং চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীরনির্ণায়ক শ্রুতিকদম্বের বিরোধ ভঞ্জন করিতে দেখা যায়।

সাধনাধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পাপ পুণ্যের ফলাফল বিচার দ্বারা বৈরাগ্য উৎপাদন, দ্বিতীয় পাদে শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিরুদ্ধার্থ সংশোধন, তৃতীয় পাদে সগুণব্রহ্মোপাসনার্থ গুণসমূহের উপসংহার অর্থাৎ একাধারে সংকলন ও নির্গুণ উপাসনার্থ অনুক্তশব্দের অর্থনির্ণয়, চতুর্থ পাদে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন যাগ যজ্ঞাদি ও নিষ্কাম আশ্রমধর্ম্ম ও অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন নিরূপিত হইয়াছে।

ফলাধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রবণাদি সহকৃত উপাসনার দ্বারা সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক সাক্ষাৎকার নামক জ্ঞানের উৎপত্তি ও জীবমুক্তি, দ্বিতীয় পাদে মুমুর্ষু দিগের প্রাণ বিয়োগের পর বিশেষ বিশেষ গতি লাভের বিবরণ, তৃতীয়পাদে ব্রহ্মোপাসক দিগের দেবযানগতি এবং চতুর্থ পাদে নির্গুণ উপাসনায় নির্ব্বাণ মুক্তি অভিহিত ও বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

বেদান্তদর্শনের প্রত্যেক অধ্যায়ে ও প্রত্যেক পাদে যাহা বর্ণিত, প্রতি-পাদিত ও বিচারিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। এক্ষণে যে প্রণালী অবলম্বনে সূত্রগণ সন্দর্ভিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদটী অনুবাদযুক্ত করিয়া মুদ্রিত করিলাম।

অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১

অথ=অনন্তর। অতঃ=সেই হেতু। ব্রহ্ম=বক্ষ্যমাণলক্ষণ আত্মা। জিজ্ঞাসা=জানিবার ইচ্ছা।

যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরম পুরুষার্থ লব্ধ হয়, সেইহেতু আগে ব্রহ্মবিজ্ঞা-নের সাধনস্বরূপ শম-দম-বৈরাগ্যাদি গুণ জন্মান, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচারজনিত জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞ হইবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য।

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২

জন্মাদি=জন্ম, স্থিতি ও লয়। অস্য=ইহার অর্থাৎ জগতের। যতঃ=যাহা হইতে ও যাহাতে।

জগৎ যাহা হইতে জন্মিয়াছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে, ও যাহাতে লীন হইতেছে ও হইবে তাহা ব্রহ্ম।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩

শাস্ত্র = বেদচতুষ্টয়। যোনি = উৎপত্তিস্থান অথবা জানিবার উপায়।

জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্ব জ্ঞানের আকর মহান্ শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান। সেই হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি। অথবা একমাত্র শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার উপায়, উপায়ান্তর নাই।

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪

তৎ = তিনি বা সেই। তু = শঙ্কানিরাসার্থ। সমন্বয়াৎ = সমন্বয়হেতু।

সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ও উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ ব্রহ্ম শাস্ত্রগম্য কি না সে আশঙ্কা করিও না। তিনি শাস্ত্রগম্যই। কারণ, যে কিছু শাস্ত্র বাক্য অর্থাৎ বেদান্তশ্রুতি, সমুদায়েরই ব্রহ্মে সমন্বয় দেখা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক অর্থে তাৎপর্য্য থাকা দৃষ্ট হয়।

পর পর কথিত সূত্র চতুষ্টয় বেদান্তচতুঃসূত্রী নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ মহাসংরম্ভে চতুঃসূত্রী ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়া শাস্ত্রপারদর্শিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রদর্শিত ৪ সূত্রে বেদান্তমত পরিসমাপ্ত, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কারণ, ঐ ৪ সূত্রেই ব্রহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী, উপায় ও ফল, প্রায় সমস্তই বলা হইয়াছে। অতঃপর কেবল স্বমত রক্ষার্থ পর মত খণ্ডন ও কতকগুলি স্বমতের পোষক কথা বলা আবশ্যক বিধায় সেই গুলি বলিবার জন্যই ঋষি গ্রন্থকায়া তত বিস্তৃত করিয়াছেন।

উল্লিখিত সূত্র চতুষ্টয়ের এক সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম জগৎকারণ। এ সিদ্ধান্ত স্থির থাকিতে পারে, যদি সাংখ্যাদি দর্শনের মত ভ্রান্ত হয়। সাংখ্য বলিয়া গিয়াছেন, জড়স্বভাবা প্রকৃতি জগৎকারণ। ন্যায় ও বৈশেষিক বলিয়াছেন, পরমাণু জগৎকারণ। এইরূপ অন্যান্য দর্শনেও অন্যান্য জগৎকারণের কথা লিখিত আছে। ব্রহ্মের জগৎকারণতা অন্য দর্শনে বর্ণিত হয় নাই। সে সকল মত জাগরূক থাকিতে ব্রহ্মকারণবাদ আত্মলাভ বা স্থিতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না দেখিয়া, বেদান্তপ্রণেতা ঋষি স্বোক্ত ব্রহ্মকারণবাদ পরিরক্ষার্থ পরমতের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। পর

মতের মধ্যে সাংখ্যমত অত্যন্ত পুরাতন ও প্রবল। সেইজন্য প্রথমে সাংখ্য মতের বেদবাহ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অপ্রামাণিকতাখ্যাপন আবশ্যক বলিয়া পঞ্চমাদি সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তদ্‌যথা—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ৫

'ঈক্ষতেঃ' তিনি ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন, এইরূপ শ্রুতি থাকায়, 'ন' নহে। 'অশব্দম্' বেদ শব্দের অবাচ্য অর্থাৎ অপ্রতিপাদ্য প্রধান বা প্রকৃতি নামক গুণ।

সাংখ্যোক্ত প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি জগৎকারণ নহে। যেহেতু তাহা অশব্দ অর্থাৎ বেদশব্দের অবাচ্য। বেদ প্রকৃতির জগৎকারণতা বলেন নাই। বেদ বলিয়াছেন, জগতের কর্ত্তা জগৎসৃষ্টি কালে ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনা করা চেতনের কার্য্য। সুতরাং তাহা অচেতন-স্বভাব প্রকৃতিতে অসম্ভব।

গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ ॥ ৬

'গৌণ' ঔপচারিক প্রয়োগ। 'চেৎ' যদি। 'ন' নহে। 'আত্মশব্দাৎ' 'তাহা আত্মা' এইরূপ প্রয়োগ থাকায়। সাংখ্য হয় ত বলিবেন, ঈক্ষণ শব্দের প্রয়োগ গৌণ, মুখ্য নহে। তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ, তাহাতে (জগৎকারণে) আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে। ঈক্ষণকর্ত্তা জগৎকারণ আত্মশব্দে বিশেষিত হওয়ায় প্রধানের গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব নিবারিত হইয়াছে। অচেতন পদার্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ সর্ব্বথা অসম্ভব।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭

'তন্নিষ্ঠস্য' আত্মনিষ্ঠের অর্থাৎ আত্মজ্ঞের 'মোক্ষোপদেশাৎ' মোক্ষ হয়, এইরূপ উপদেশ থাকায়।

আত্মজ্ঞ মুক্তিলাভ করে, এইরূপ শ্রৌত উপদেশ থাকায় স্থির হয়, প্রযুক্ত আত্মশব্দ গৌণ নহে, কিন্তু মুখ্য। প্রমাণভূত শাস্ত্র কি জন্য সর্ব্বজ্ঞ চেতনকে অচেতন হইবার উপদেশ করিবেন?

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮

'হেয়ত্ব' ত্যাজ্যতা। 'অবচনাৎ' না বলায়।

জগৎকারণ আত্মা যদি গৌণ আত্মা হইত তাহা হইলে শ্রুতি তাহাকে ত্যাগ করিতে বলিতেন। ত্যাগ করিতে না বলায় তাহা মুখ্য আত্মা বলিয়া গণ্য করা হয়। *

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯

'স্ব' আপনার স্বরূপে। 'অপ্যয়' লীন হওয়া।

শ্রুতি বলিয়াছেন, সুষুপ্তি কালে জীব আপনার স্বরূপে লীন হয় এবং সেই স্বরূপই সৎ ও আত্মা। সুতরাং জগৎকারণ-শ্রুতিস্থ সৎ শব্দ, ও তাহা আত্মারই বাচক, প্রকৃতির বাচক নহে।

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০

'গতি' অবগতি অর্থাৎ জানা। 'সামান্য' সমান ভাব।

যেহেতু সমুদায় সৃষ্টিবোধক বেদান্ত বাক্যে সমানরূপে চেতনের জগৎ কারণতা অবগত হওয়া যায় সেই হেতু চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ। প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি জগৎকারণ নহে।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১

'শ্রুতত্বাৎ চ' শ্রুতিবোধিত বলিয়াও।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে "সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ" এইরূপ অভিহিত হওয়ায় অবধারিত হয় যে, চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ। অচেতন প্রধান বা পরমাণু প্রভৃতি জগৎকারণ নহে।

---

* শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহা জগৎকারণ তাহাই সৎ ও আত্মা নামে বিখ্যাত। অপিচ, জগৎকারণ আত্মাকে আপন অভেদে জানিতে হইবেক। "তৎ ত্বং অসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি। অপিচ, আত্মা কি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সকলকেই আত্মা বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, এ সকল আত্মা নহে। আত্মা এ সকলের অতীত। গৌণ আত্মা বলিলে অবশ্যই শরীরাদির ন্যায় তাহারও নিষেধ করিতেন।

প্রদর্শিত ১১টী সূত্রে 'ব্রহ্মই জগৎকারণ' এইরূপ স্থির করা হইয়াছে। অতঃপর তাহার জ্ঞান ও উপাসনা উভয় উদ্দেশে সূত্রান্তরের অবতারণা করিতে দেখা যায়। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম দ্বিরূপে অবগমনীয়। এক সোপাধিক রূপে, অপর নিরুপাধিক প্রকারে। অর্থাৎ সগুণভাবে ও নির্গুণভাবে। সেই কারণে ব্রহ্ম একাদ্বয় তত্ত্ব হইলেও বেদান্তমধ্যে উপাস্য ও জ্ঞেয় উভয় প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর তাহারই অবধারণ ও বিচার দর্শিত হইতেছে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২

'আনন্দময়' প্রচুর আনন্দ। 'অভ্যাস' পুনঃ পুনঃ কথন।

যেহেতু পরমাত্মবিষয়ে আনন্দ শব্দের ভূরি (বহু) প্রয়োগ দেখা যায়, সেই হেতু, তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় আত্মা পরমাত্মারই বাচক অর্থাৎ বোধক। [তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রথমে অন্নময় আত্মার কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন—অন্ন ময়ের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময়, মনোময়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা বিরাজিত। এই আনন্দময় পরমাত্মা। এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানময় জীব নামে খ্যাত]

বিকারশব্দাৎ নেতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩

"বিকার শব্দাৎ" বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান থাকায়। 'নেতি চেৎ ন' আনন্দময় পরমাত্মা নহে বলিবে, তাহা পারিবে না। কেননা, 'প্রাচুর্য্যাৎ' প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান দৃষ্ট হয়।

আনন্দময় শব্দ ময়ট্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন, ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ বিকার, সেজন্য উক্ত আনন্দময় শব্দ পরমাত্মবাচী নহে। পরমাত্মা নির্ব্বিকার, সুতরাং পরমাত্মবাচী নহে, যদি এরূপ আশঙ্কা কর, তাহা হইলে বলিব, প্রচুর অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান দৃষ্ট হয়। আনন্দময় আনন্দপ্রচুর। আনন্দের বিকার নহে।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪

'তদ্ধেতু' আনন্দের হেতু—আনন্দের মূল। 'ব্যপদেশ' উল্লেখ।

শ্রুতিতে ব্রহ্মই জীবের আনন্দের মূলকারণ (আকর), এরূপ উল্লেখ থাকায় আনন্দময় শব্দের একাংশে অবস্থিত ময়ট্ প্রত্যয় বিকারবাচী নহে, কিন্তু প্রাচুর্য্যবাচী।

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫

'মান্ত্রবর্ণিক' মন্ত্রাত্মক শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ।

মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন সেই ব্রহ্মই উক্ত আনন্দময় বাক্যে গীত হইয়াছেন। তাহাতেও আনন্দময়ের পরমাত্মতা অবধারিত হয়।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬

'ন ইতরঃ' জীব নহে। অনুপপত্তেঃ অনুপপন্ন হয় বলিয়া।

ঐ আনন্দময় জীব নহে। আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭

'ভেদব্যপদেশ' জীবভিন্ন বলিয়া উল্লেখ।

শ্রুতি আনন্দময়কে জীবের প্রাপ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আনন্দময় প্রাপ্য, জীব তাহার প্রাপক। প্রাপ্য ও প্রাপক এক নহে, প্রত্যুত ভিন্ন।

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮

'কামাৎ' জগৎকারণে কামনার অস্তিতা শ্রুত থাকায়। 'ন' নহে। 'অনুমানাপেক্ষা' আনুমানিক প্রকৃতির নিমিত্তভাব। আনুমানিক—অনুমান প্রমাণের গম্য।

শ্রুতিতে জগৎকারণের কাময়িতৃত্ব (ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টি করা) অভিহিত থাকায় অনুমেয় প্রধান আনন্দময় ও সৃষ্টিকর্ত্তা দুএর কিছুই নহে।

অস্মিন্ অস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯

'অস্মিন্' আনন্দময় বিষয়ে। 'অস্য' জীবের। 'তদ্‌যোগং' আনন্দময়ের যোগ অর্থাৎ তদ্ভাবপ্রাপ্তি। 'শাস্তি' শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

যেহেতু শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, জীব আনন্দময়কে জানিয়া আনন্দময় হয়, সেই হেতু আনন্দময় জীব নহে, প্রকৃতিও নহে।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০

'অন্তঃ' আদিত্য মণ্ডলের মধ্যে। 'তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ' পরমাত্মার ধর্ম্ম (লক্ষণ) উপদিষ্ট হওয়ায়।—ছান্দোগ্য উপনিষদে, উপাসনার্থ আদিত্য মণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষের উপদেশ আছে। সে উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক। (উদেশ—উপাসনার বিধান)। ফলিতার্থ—পরমাত্মার লক্ষণ উপদিষ্ট হওয়ায় সে উপাসনা পরমাত্মারই উপাসনা এবং তিনি আদিত্যোপাধিক পরব্রহ্ম।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১

'ভেদব্যপদেশাৎ' ভিন্ন বলিয়া অভিহিত থাকায়। 'অন্যঃ' আদিত্য হইতে ভিন্ন।

ঈশ্বর আদিত্য দেবতা হইতে ভিন্ন, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকায়, আদিত্য আধারে উপাসনীয় হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্য নহে। তিনি আদিত্য দেবতা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ উহা আদিত্যের উপাসনা নহে। উহা পরব্রহ্মের উপাসনা।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২

'আকাশ' আকাশ-শব্দের প্রয়োগ। "ব্রহ্ম অর্থে" এটুকু উহ্য। 'তল্লিঙ্গাৎ' ব্রহ্ম লক্ষণ থাকায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে আকাশের উপাস্যতা ও বিজ্ঞেয়তা অভিহিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মবাচী। হেতু এই যে, সেই স্থানে সমুদায় ব্রহ্মলক্ষণ কথিত হইয়াছে। ফলিতার্থ—তাহা ভূতাকাশ নহে; তাহা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিরবয়ব ও মহান্ বলিয়া ব্রহ্মে আকাশ শব্দের গৌণ প্রয়োগ।

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩

'অতএব' উক্ত হেতুতে। 'প্রাণঃ' প্রাণশব্দ। "ব্রহ্মবাচী" এই টুকু উহ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্গীথ উপাসনা প্রসঙ্গে যে প্রাণ শব্দের প্রয়োগ আছে, অর্থাৎ প্রাণোপাসনার বিধান আছে, তাহাও ব্রহ্মবাচী এবং সে উপাসনাও পূর্ব্বোক্ত হেতুতে (ব্রহ্মলক্ষণ দৃষ্টে) ব্রহ্মের উপাসনা।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪

'জ্যোতিঃ' জ্যোতিঃ শব্দ। 'চরণাভিধানাৎ' "এক পাদ" এইরূপ বর্ণনা থাকায়। মিলিতার্থ—ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচী। ভৌতিক-তেজোবাচী নহে। হেতু এই যে, উক্ত শ্রুতির মূলীভূত মন্ত্রে অভিহিত আছে, এই বিশ্ব ঐ জ্যোতির এক পাদ। সুতরাং ঐ জ্যোতিঃ সামান্য জ্যোতিঃ নহে। উহা ব্রহ্ম।*

ছন্দোভিধানাৎ নেতি চেৎ ন তথাচেতোর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনম্ ॥ ২৫

'ছন্দোভিধানাৎ' ছন্দোবিশেষের (গায়ত্রী নামক ছন্দের) কথন হেতু। 'ন ইতি চেৎ ন' উক্ত জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচী নহে বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না। কেননা, 'তথা চেতোর্পণনিগদাৎ' সেই স্থানেই তাহাতে বা সেই প্রকার পদার্থে চিত্ত অর্পণ করিবার উপদেশ আছে বলিয়া। 'তথাহি দর্শনম্' তাহা দেখাও যায়।

অভিহিত প্রস্তাবে ছন্দোবাচক গায়ত্রী শব্দের উল্লেখ থাকায় গায়ত্রী ছন্দঃই তাহার (তত্রস্থ জ্যোতিঃশব্দের) প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম তাহার প্রতি-পাদ্য নহে, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ এই যে, উক্ত বাক্যে গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত নিবেশ করিবার উপদেশ আছে। অন্যান্য শ্রুতিতেও অন্যান্য বিকার (সূর্য্যাদি) অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান থাকা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ উপাসনা ব্রহ্মের উপাসনা এবং ঐ জ্যোতিঃ শব্দও ব্রহ্মের বাচক।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥ ২৬

'ভূতাদি' ভূতপ্রভৃতিকে। 'পাদব্যপদেশ' পাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'উপপত্তেশ্চ এবং' তাহা ব্রহ্ম অর্থেই উপপন্ন (সাধিত) হয়, সুতরাং সেই অর্থ সর্ব্বগ্রাহ্য।

সে গায়ত্রীর প্রথম পাদ ভূত, দ্বিতীয় পাদ পৃথিবী, তৃতীয় পাদ দেহ, চতুর্থ পাদ হৃদয়, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ব্যতীত ঐরূপ রূপক অন্যত্র অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে হইবেক, গায়ত্রীশব্দ উপলক্ষিত পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যে প্রস্তাবিত হইয়াছেন।

---

* "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

[পুরুষসূক্তীয় মন্ত্র।]

উপদেশভেদাৎ নেতি চেৎ ন উভয়স্মিন্ অবিরোধাৎ ॥ ২৭

'উপদেশভেদাৎ ন ইতি চেৎ ন' উপদেশের ভেদ অর্থাৎ এক বাক্যে দিবি ও অন্য বাক্যে দিবঃ—স্বর্গে ও স্বর্গ পর্য্যন্ত, এই রূপ বিভক্তি ভেদের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্ববাক্যের পরব্রহ্ম পরবাক্যে অনুকৃষ্ট হন নাই বলিতে পারা যায় না। কারণ, 'উভয়স্মিন্ অবিরোধাৎ' দিবি ও দিবঃ স্বর্গে ও স্বর্গ পর্য্যন্ত, এই দুই বাক্য পরস্পর ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞানের বিরোধী নহে।

কেবলমাত্র বিভক্তির ভিন্নতা দেখিয়া পূর্ব্ববাক্যের ব্রহ্ম পরবাক্যে অনুবৃত্ত হন নাই বলা সাহস মাত্র। কারণ, উক্ত উভয় প্রয়োগের কোনও প্রয়োগ ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞানের বাধক নহে। (ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞা=পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম এই, এইরূপ জ্ঞান)।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮

কৌষিতকি-ব্রাহ্মণোপনিষদে যে প্রাণোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মের উপাসনা। তৎপ্রতি হেতু এই যে, সে স্থানের শব্দসন্দর্ভ পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থই প্রতীত হয়।

বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯

'বক্তুরাত্মোপদেশাৎ' বক্তা আপন আত্মাকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন দেখিয়া তাহা জীবের উপাসনা, ব্রহ্মের উপাসনা নহে, অপিচ, ঐ শব্দ ব্রহ্মবাচী নহে, এরূপ আশঙ্কার উদয় হয় না। কেননা, 'অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্" ঐ অধ্যায়ে পরমাত্মসম্বন্ধীয় বহুল উপদেশ দৃষ্ট হয়।

কৌষিকি উপনিষদে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকা উপলক্ষে প্রাণোপাসনার বিধান হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র প্রতর্দ্দন নামক শিষ্যকে এই বলিয়া উপদেশ করিতেছেন যে, "আমিই প্রাণ এবং আমিই প্রজ্ঞাত্মা। তুমি অজর অমর ও অমৃত আমাকে উপাসনা কর।" এই বাক্য অবশ্যই এইরূপ আশঙ্কা জন্মাইতে পারে যে, ইন্দ্রোক্ত প্রাণ ইন্দ্রদেবতা বা ইন্দ্রনামক জীব। সে আশঙ্কা কাহার যেন না হয়, এই অভিপ্রায়ে ব্যাস মীমাংসা করিতেছেন যে, ঐ প্রাণশব্দ জীববাচী অথবা দেবতাবাচী নহে। কারণ, ঐ সন্দর্ভে যে কিছু উপদেশ আছে সমস্তই ব্রহ্মপর। সুতরাং তত্রোক্ত প্রাণশব্দও ব্রহ্মপর। সেই জন্য তাহা প্রাণোপাধিক সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০

'শাস্ত্র দৃষ্ট্যা' শাস্ত্রীয় জ্ঞান অনুসারে। 'বামদেববৎ' বামদেব মুনির ন্যায়।

ইন্দ্র যে আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমাকে জান, উপাসনা কর, বলিয়াছিলেন, তাহা বামদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্রজ জ্ঞানে। বাম ঋষি ব্রহ্মতত্ব সাক্ষাৎকারান্তে আপনার সর্ব্বাত্মতা অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ।" আমিই মনু এবং আমিই সূর্য্য প্রভৃতি।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ নেতি চেৎ ন উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১

'জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ' জীবের ও মুখ্য প্রাণের লিঙ্গ অর্থাৎ লক্ষণ থাকায়। 'ন ইতি চেৎ ন' ঐ প্রাণবাক্য ব্রহ্মবোধক নহে, এরূপ বলিতে পারা যায় না। তৎপ্রতি হেতু—'উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ' সে পক্ষে উপাসনার একত্ব ভঙ্গ হইয়া গিয়া ত্রৈবিধ্য নিশ্চয় হয় পরন্তু তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ। 'আশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ' এখানেও ব্রহ্ম লক্ষণ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ন্যায় আশ্রিতব্য অর্থাৎ অবলম্বনীয়।

জীব লক্ষণ ও মুখ্যপ্রাণের লক্ষণ উভয় লক্ষণ দেখিয়া উক্ত বাক্যের ব্রহ্ম-পরতা ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। করিতে গেলে বাক্যভেদ দোষ হয়। অর্থাৎ একই বাক্যে জীবের, প্রাণের ও ব্রহ্মের উপাস্যতা বোধিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ জীবের ও প্রাণের উপাসনা নিষ্ফল। ঐ সকল কারণে, ইতিপূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মধর্ম্ম দৃষ্টে প্রাণ শব্দের ব্রহ্মপর অর্থ স্থাপনা করা হইয়াছে সেইরূপ এখানেও ব্রহ্মলিঙ্গ অনুসারে ব্রহ্মপর অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদ
সমাপ্ত।

বেদান্ত দর্শনের সূত্রভাগ যে প্রকারে সন্দর্ভিত তাহা দর্শিত হইল। যদ্রূপ পূর্ব্বমীমাংসার পদার্থরাশি পঞ্চাঙ্গ অধিকরণে বিচারিত হয়, তদ্রূপ বেদান্ত নামক উত্তরমীমাংসার পদার্থও পঞ্চাঙ্গ অধিকরণে মীমাংসিত হয়। এস্থলে আমরা দিগ্‌দর্শনার্থ প্রথম পাদের প্রথম ও শেষ, দুইটী মাত্র অধিকরণ সংক্ষেপ কথায় বর্ণন করিলাম।

প্রথম অধিকরণ বা প্রথম বিচার। আত্মদর্শন (জ্ঞান) উদ্দেশে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিনের বিধান দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বিধান বাক্য বিষয় অর্থাৎ বিচারযোগ্য। সংশয় ব্যতীত বিচারারম্ভ হয় না। আত্ম-দর্শনের প্রধান ও প্রথম অঙ্গ শ্রবণ। তাহার অর্থ—পরমাত্মায় অর্থাৎ ব্রহ্মে বেদান্ততাৎপর্য্য অবধারণার্থ ন্যায়বিচার অবলম্বন। সেই ন্যায়বিচার আত্মজিজ্ঞাসু দিগের কর্ত্তব্য কি না, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে দেখা যায়। তৎপরে পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষ শব্দের অর্থ—অবিচারিত পক্ষ গ্রহণ। বিচারের পূর্ব্বে প্রথমতঃ এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সন্দিগ্ধ বস্তুই বিচার্য্য; পরন্তু আত্মার লক্ষণাদি সন্দিগ্ধ নহে। অপিচ, বিচারের পরে কাহাকেও মুক্ত হইতে দেখা যায় নাই এবং জড়-চেতনের অধ্যাসও দুর্নিরূপ্য। সুতরাং আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের পর পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তিনিরাস। আপত্তিনিরাসের পর সিদ্ধান্ত স্থাপন। আপত্তি অনেক, তাহার নিরাসপ্রণালীও বিস্তৃত। সে জন্য সে সকল পরিত্যাগ করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত—তাহাই সংক্ষেপে বলা গেল। সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে, একদিকে স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝাই-তেছেন, অপর দিকে লৌকিক জ্ঞান দেহাদিকে আত্মা বলিয়া বিষয় করিতেছে। সুতরাং আত্মার লক্ষণাদি অসন্দিগ্ধ নহে, অধ্যাসও দুর্নিরূপ্য নহে। এবং ব্রহ্মাত্মভাব প্রতীতির জীবন্মুক্তিরূপ ফল তত্ত্বজ্ঞানীর অনুভব নীয়। সেজন্য তাহা নিষ্ফলও নহে। সুতরাং আত্মবিচার অনারম্ভনীয়ও নহে; প্রত্যুত তাহা অবশ্য আরম্ভনীয়।

প্রথম পাদের শেষ অধিকরণ বা শেষ বিচার।

কৌষিতকি উপনিষদের ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে প্রতর্দ্দনের প্রতি ইন্দ্রের উপদেশ—"আমি প্রাণ ও আমি প্রজ্ঞাস্বরূপ। আমাকে অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।" এই উপদেশ বাক্য বিচারের যোগ্য। উহাতে সংশয়—

ঐ প্রাণ শব্দ কি শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক শারীর বায়ুর বোধক? কি ইন্দ্র দেবতার বাচক? কি জীববোধক? কি ব্রহ্মপ্রতিপাদক? কোন প্রবল প্রমাণ না থাকায় ঐ সংশয় অপনীত হয় না। ইহার সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবোধক। ব্রহ্ম-বোধকতারই প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সকল প্রমাণ বিদ্যমানে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য তিন পক্ষে ঐ বাক্যের সমন্বয় প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মই উক্ত প্রাণশব্দের বাচ্য।

সমুদায় বেদান্তে ঐ আকারের ১৯৫টী অধিকরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত থাকিতে দেখা যায়। সে সকলের অনেক ব্যাখ্যা উপব্যাখ্যা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সূত্রের উপর যে ভাষ্যব্যাখ্যা আছে তাহা অধিকরণের মর্ম্মে লিখিত হইলেও অধিকরণের আকারে লিখিত নহে। পূর্ব্বে যে ভাষ্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে সেই লক্ষণ অনুসারেই তাহা লিখিত।

বেদান্তদর্শন-নামক উত্তরমীমাংসা শাস্ত্র হিন্দুজাতির বিশেষ আদরের বস্তু। পূর্ব্বকালে ইহার অত্যধিক সম্মান ছিল। সংসারী অসংসারী সমুদয় লোকে এই শাস্ত্রকে প্রয়োজনীয় মনে করিত। সেই কারণে, বেদান্ত গ্রন্থের ভাষ্য বৃত্তি বার্ত্তিক নানাপ্রকার ব্যাখ্যা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ব স্ব মতের অনুকূলে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই এমন সম্প্রদায় অপ্রসিদ্ধ। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় মধ্যে বেদান্ত সূত্রের যথোচিত আদর ও সম্মান আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ ও আধুনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির,—শৈব সম্প্রদায়ে অবধূতাচার্য্য * প্রভৃতির—সন্ন্যাসীদলে শঙ্কর প্রভৃতির ব্যাখ্যা অনুশীলিত হইতে দেখা যায়। এমন কি ৺ রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ও এই বেদান্তসূত্রের স্বমতানুযায়ী ব্যাখ্যা লিখিতে বিশেষ চেষ্টাবান্ ছিলেন। যে সকল ব্যাখ্যাকারের কথা লিখিত হইল, ইহাদের পূর্ব্বেও মুনি ঋষি আচার্য্যের ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। বেদান্তসূত্রের খুব পুরাতন ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায় না। পুরাতন ব্যাখ্যাকারের মধ্যে বোধায়ন ঋষি ও উপবর্ষ মুনি এই দুই মহাপুরুষের ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ *।

---

* বোধায়ন একজন ঋষি অথবা মুনি। এই বোধায়নের ধর্ম্মসূত্র গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উপবর্ষ পাণিনি মুনির গুরু অর্থাৎ অধ্যাপক। কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে ইঁহার বিস্তর

অনেক স্থলেই দেখা যায়, রামানুজ ও শঙ্করস্বামী এই দুই ভাষ্যকার ঐ দুই প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের বাক্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া অতিসাবধানতার সহিত বিচার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্র গুরু, শিষ্য ও আচার্য্য সমাজে বিশেষ মান্য গণ্য ও আদরণীয় ছিল। মধ্যে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবে ইহার হতাদর ও বিরল প্রচার ঘটনা হইয়াছিল সত্য, পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই ভগবান্ শঙ্করসূর্য্য উদিত হইয়া ভাষ্যকিরণ বিস্তার করতঃ সমুদায় অধ্যাত্মবিদ্যার আবরক অন্ধকার দূরীকৃত করিয়াছিলেন। সম্বৎ অব্দের ৮৪৫ অতীত হইলে কেরলদেশের কালপি-গ্রামে শিবগুরু ব্রাহ্মণের ঔরসে শঙ্করের জন্ম হয়। প্রথিত আছে, সর্ব্বজ্ঞকল্প শঙ্কর ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সমুদায় উপনিষদের, গীতার, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ের ও ব্রহ্মসূত্রের উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি প্রকরণ গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। আজ কাল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের যতগুলি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, সে সকলের মধ্যে শঙ্করের শারীরক ভাষ্যই অধিক পুরাতন। শঙ্করের অনেক পরে বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মতের অনুকূলে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজ যে ভাবে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন সে ভাব ব্যাসের অভিপ্রেত কিনা তাহা কে বলিবে। যাহাই হউক, আগে শঙ্করের মনোগত ভাব অল্প কিছু বলা যাউক। শঙ্কর লইয়াই বেদান্ত; সুতরাং শঙ্করের কথা অল্প কিছু না বলিলে বেদান্ত বলা সিদ্ধ হয় না। শঙ্কর যাহা বলেন, তাহার স্থূল ও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"জীব, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অন্তে ব্রহ্ম হয়।" "আত্মজ্ঞ লোক সংসার অতিক্রম করে।" * এই সকল প্রমাণভূত শ্রুতি ও তদনুকূল যুক্তি উভয় প্রমাণে নির্ণীত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য উপায়

বিবরণ পাওয়া যায়। পাণিনি মুনি শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তদীয় গুরু উপবর্ষের ব্যাখ্যা তৎপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। তদনুসারে স্থির হয়, ব্রহ্মসূত্র অত্যন্ত পুরাতন। ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণ ব্যাসের কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় না। মহাভারত প্রণেতা ব্যাস গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" এইরূপ উক্তি করায় স্পষ্টই প্রতীত হয়, মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র উভয়ই বাদরায়ণ ব্যাসের প্রণীত।

* "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" "তরতি শোকমাত্মবিৎ।" ইত্যাদি।

নাই। "আমি ব্রহ্মই" ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান উৎপাদনের প্রধান উপায় শ্রবণ—বেদান্তমহাবাক্য শ্রবণ।† মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। বেদান্ত মহাবাক্য কর্ণপ্রবিষ্ট হইলেই যে শ্রবণ সিদ্ধ হয় তাহা নয় না। গুরুসকাশে সেই সেই বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ, সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদায় বেদান্তের তাৎপর্য্য, এইরূপ বিশ্বাস, এতগুলি একত্রিত হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হয়। ঐরূপ শুনাই শুনা, তদ্ভিন্ন শুনা শুনা নহে।

অনেকেই হয় ত বলিবেন, শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি-মহাবাক্যও শ্রবণ করে, যথোচিতরূপেই শ্রবণ করে, অথচ তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আবার ইহাও দেখা যায়, সময়ে সময়ে অনেক লোক বেদান্ত না পড়িয়াও, তত্ত্বমসি মহাবাক্য না শুনিয়াও তত্ত্বজ্ঞানী হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণেরই ফল, এ কথা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? ইহার প্রত্যুত্তরে শঙ্কর বলেন, চিত্তের অনির্ম্মলতা অথবা জন্মান্তরীণ পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহার কারণতার অভাব অবধারিত হয় না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণি মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহকার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, সেস্থলে যেমন অগ্নি দাহকারণ নহে, এরূপ অবধারিত হয় না, তেমনি, শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা কারণে অবরুদ্ধ থাকিলে শ্রবণ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ নহে, এরূপ অবধারণ করা যায় না। প্রতিবন্ধক দূর হইলেই তাহা উদিত হইবে, এইরূপ অবধারণই যুক্তিযুক্ত। বামদেবাদি ঋষিবৃন্দের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এতজ্জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল। অতএব, শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞান লাভের মুখ্য কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। মনন ও নিদিধ্যাসন উভয়ের প্রভাবে প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে। "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে প্রথমতঃ অবিশ্বাস বা অসম্ভব বোধ প্রভৃতি উপস্থিত হয় তাহা মননের দ্বারা দূরীকৃত হইতে পারে। মননের পরেও যদি অসন্দিগ্ধরূপে "আমি ব্রহ্ম" এ অনুভব না হয় তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসন দৃঢ় হইলে ঐ অনুভব নিষ্প্রতিবন্ধকে দৃঢ় হইতে পরে।

---

† শ্রবণং নাম ষড়্বিধৈর্লিঙ্গৈ র্ব্রহ্মণি বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাবধারণম্।"

এই স্থলে কোন কোন বৈদান্তিক বলেন, নিদিধ্যাসন ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তির মুখ্য কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সহকারী কারণ। কেন না, নিদিধ্যাসনের প্রভাবেই ব্রহ্ম মানস প্রত্যক্ষের গোচর হন।

আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি, ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। ব্রহ্ম আত্মারই অপর নাম। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও তাহাকে দৃঢ় বিশ্বাসে আবদ্ধ করিতে হয়। অনন্তর "ব্রহ্ম আমি" এই জ্ঞান অভ্যস্ত করিতে হয়। আমি, আমার, এই, ইত্যাদিবিধ জ্ঞানে অথবা আপাত জ্ঞানে ভাসমান দেহাদি, সমস্তই ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং চিরপ্রবৃত্ত আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন চিত্ত প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মে অর্থাৎ চিন্ময় আত্মায় রজ্জুতে সর্পের ন্যায় মিথ্যা দৃষ্ট হইতেছে, এই জ্ঞান অবিচাল্য করিতে হয়। শ্রদ্ধা যত্ন ও আদর সহকারে দীর্ঘকাল ঐরূপ চেষ্টা করিলে এক দিন না এক দিন আপনা আপনি "অহং" অর্থাৎ "আমি" এই জ্ঞান শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এ সকল ত্যাগ করিয়া চিন্ময় ও কেবল ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিবে। অহং-জ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। তদ্বিধ তত্ত্বজ্ঞান হইলে মোক্ষ তখন অনিবার্য্য। তাহাকে মোক্ষ বল, জীবত্বনাশ বল, আমিত্ববর্জ্জিত অবস্থা বল, মনোলয় বল, নির্ব্বাণ বল, কৈবল্য বল, তুরীয়প্রাপ্তি বল, ব্রহ্মবিশ্রান্তি বল, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। সে অবস্থা গুণাতীত বা নির্গুণ। এখন যাহাকে সুখ ও দুঃখ বলা যাইতেছে, সে অবস্থা এ সুখ দুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন আনন্দ, একরস, নিত্য, নির্বিকার বা কূটস্থ ও বাস্তব নিত্য।

চৈতন্য বস্তুই সৎ—নিত্য সৎ। তাহা এক পরিপূর্ণ বস্তু। সেই একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্য জীবে বিরাজমান এবং তাহা বৃহত্ত্ব হেতু ব্রহ্ম ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া আত্মা। তাহা

"যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততোভাবস্তস্মাদাত্মেতি শব্দ্যতে॥"

এই ব্যাসোক্ত রীতির আত্মা। [বিষয়—রূপ রস গন্ধাদি। ইহ—এই ষাট্‌কৌষিক দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া।]

এই অনাদি অনন্ত অখণ্ড বা অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য আকাশের ন্যায় উপাধি

ভেদে অর্থাৎ আধার ভেদে ভিন্ন প্রায়; সেই জন্ম পশ্চাৎ আধার পরিত্যাগে এক। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন লোক ও ত্রিলোকস্থ যে কিছু, সমস্তই ঐ ব্রহ্মচৈতন্তে বা আত্মচৈতন্তে অবভাসিত। যেহেতু পূর্ণ বা ব্যাপী ব্রহ্মে অর্থাৎ চৈতন্তে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল অবভাসিত হইতেছে, সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা ও বিশ্বাধার চৈতন্ত সত্য। শঙ্কর বলেন, এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। ঐ প্রতীতি সুদৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীবের জীবত্ব গিয়া ব্রহ্মত্ব আবির্ভূত হয়। শক্তি-মান্ গুরু যখন বিবেকী ও বুভুৎসু শিষ্যকে "তৎ ত্বং অসি" "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন, তখন তাহার প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পরোক্ষ প্রতীতি উপস্থিত হয়, পরে তাহা মননাদির দ্বারা অপরোক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতাকে কৃতার্থ করে।

বাক্য শ্রবণে যে বাক্যার্থ বোধ জন্মে, তাহা বিষয় অনুসারে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার। বাক্প্রকাশ্য বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে উপস্থিত) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তদ্বস্তু বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, বাক্য মাত্রেই যে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় তাহা নহে। অনেক বাক্য, বিষয়ের সান্নিধ্য অনুসারে শ্রোতাকে বিষয়সাক্ষাৎকার করাইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ—দশম-বাক্য ও রাজপুত্র-বাক্য। "তুমিই দশম" এই বাক্য শ্রোতার "দশম নাই" এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া দশমত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়াছিল। "তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ" এই বাক্য জনৈক রাজপুত্রের ব্যাধ ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইয়াছিল।* এই

---

* দশম বাক্য। দশ জন চাষা একদা দেশান্তরে যাইতেছিল। পথি মধ্যে এক নদী, তাহা সন্তরণ ব্যতীত পার হইবার উপায় নাই দেখিয়া, তাহা তাহারা সন্তরণ দ্বারা পার হইল। দশ জনই আছি কি না, কেহ কুম্ভীরের ভক্ষ্য হইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত একে একে সকলেই সকলকে গণিয়া দেখিল। পরন্তু গণনা মধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট না করায়, গণনায় নয় বৈ দশ না হওয়ায়, সকলেরই "দশম নাই" এই প্রতীতি (ভ্রান্তি) জন্মিল এবং সকলেই দশমের জন্য রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে জনৈক বিজ্ঞ পথিক তথায় আগমন করতঃ তাহাদের শোকের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহা-দিগকে পুনর্ব্বার গণনা করিতে বলিলেন। নবম পর্য্যন্ত গণনা হইলে পথিক বলিলেন, "তুমিই দশম।" "তুমিই দশম" এই উপদেশে তাহাদের ভ্রান্তি গেল, এবং দশম জ্ঞান তাহাদের অপরোক্ষ হইয়া শোক মোহ বিনষ্ট করিল। বাক্য এতদনুরূপ স্থলে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, গুরূপদিষ্ট তত্ত্বমস্যাদি বাক্যও শিষ্যের মানুষ্যভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎ করাইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া থাকে। "যথোক্তলক্ষণ ব্রহ্মই তুমি" এই বাক্য শ্রবণে * শ্রোতার মনে আত্মব্রহ্মভাব আবির্ভূত হইবার হেতু এই যে, ব্রহ্মই স্বাশ্রিত অজ্ঞানে আবৃত হইয়া 'আমি অমুক' এই সদ্বয়ভাব বা পরিচ্ছেদভ্রান্তি প্রাপ্ত ও জীব হইয়াছেন। সুতরাং অদ্বয়ব্রহ্মবোধক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উক্ত স্থানে উক্ত অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ করিয়া স্বাত্মভ্রান্তি অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি বোধ বিদূরিত করতঃ ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ হয়। উপদেশাত্মক মহাবাক্য সকল আত্মজিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে প্রথমতঃ ব্রহ্মাকারাবৃত্তি উদিত করায়, তাহাতে তাহার "আমি অমুক" "আমি মনুষ্য" এই নিরূঢ় ভ্রান্তি কিয়ৎপরিমাণে বিনিবৃত্ত হয়। পরে মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বসিদ্ধ অদ্বয়ব্রহ্মভাব স্থায়িত্ব লাভ করে। এই অদ্বয়ব্রহ্মভাবই মোক্ষ।

যদিও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান বিরোধী পদার্থ, তথাপি, উক্ত উভয়ের অভিভাবক অভিভাব্য ভাব অপ্রত্যাখ্যেয়। অদূরদর্শী লোকেরাই আপত্তি করে, যেমন আলোক ও অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না, অর্থাৎ আলোকে অন্ধকারের অবস্থান অসম্ভব, তেমনি, ব্রহ্মে অজ্ঞানের অবস্থান অসম্ভব। কেন না, ব্রহ্ম জ্ঞানরূপী। কিন্তু তাহারা জানে না যে, ঐ নিয়ম বৃত্তি জ্ঞানে—চৈতন্যে নহে। যে সময়ে ঘটজ্ঞান হয় অর্থাৎ ঘটাকারা মনোবৃত্তি হয়, সে সময়ে ঘটের অজ্ঞান অর্থাৎ ঘটাভাবাকারা মনোবৃত্তি থাকে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু যাহা মূল জ্ঞান—যাহার অন্য নাম

রাজপুত্র-বাক্য। এক সময়ে কোন এক রাজপুত্র চৌরনীত, ব্যাধকুলে বিক্রীত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে জনৈক রাজ অমাত্য অনুসন্ধানে রাজপুত্রের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, কোন এক অবসরে রাজপুত্রের নিকটগামী হইয়া রাজপুত্রকে অভিজ্ঞান সহ বার বার "তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ" এইরূপ উপদেশ করায় রাজপুত্রের ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত ও স্বরূপ সম্বোধ হইয়াছিল।

* "সেই ব্রহ্মই তুমি" এইটুকু বলিলে হইবেক না, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন ও ঐ তথ্যের অনুকূলে জগৎ সৃষ্টির উপদেশ করা আবশ্যক। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ বিষয়ের বিস্তর উপদেশ বাক্য আছে। "জগৎ আগে ব্রহ্ম মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল, এ সকল ছিল না, পরে অমুক অমুক প্রকারে জীব ও জীবভোগ্য উৎপন্ন হইয়াছে।" এইরূপ অভিধানের পর উপদেশ করা হইয়াছে "তৎ ত্বং অসি শ্বেতকেতো!" হে শ্বেতকেতু! সুতরাং সেই ব্রহ্ম তুমি ইত্যাদি।

চৈতন্য—তাহা ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয় কালে সমান ও বিদ্যমান থাকে। নিপুণ হইয়া লক্ষ্য করিলে আত্মচৈতন্যের পাশাপাশি উক্ত দ্বিপ্রকার বৃত্তির অবস্থান দৃষ্ট হইবে। সেইজন্য বলিয়াছি, অদূরদর্শীরাই ব্যব-হারিক বৃত্তি জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা দৃষ্টে ব্রহ্মচৈতন্যে তদীয় শক্তিস্বরূপ অনিবার্য্য অজ্ঞানের আক্রমণ নিষেধ করিবার চেষ্টা পায়, পরন্তু তাহাদের সে চেষ্টা বৃথা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহা তাহাদের ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্ধকার যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি, অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। সেই জন্যই শ্রুতি স্মৃতির কথা—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" অপিচ, আলোক ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, চিৎ ও জড়, এ সকল যুগল বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত হইলেও পরস্পর পরস্পরের অববোধক। অন্ধকার না থাকিলে কি কেহ আলোক বুঝিতে পারিত? অজ্ঞান না থাকিলে কি কেহ জ্ঞান থাকা জানিতে পারিত? জড় না থাকিলে কি কেহ চেতন থাকা সপ্রমাণ করিতে পারিত? তাহা পারিত না। ইহার দ্বারাও বুঝা উচিত যে, কোন এক প্রকারে ব্রহ্মে অজ্ঞানসম্বন্ধ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে। অপিচ, জ্ঞান ও অজ্ঞান বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত বলিয়াই আমরা মোক্ষের আশা করি। যেমন অন্ধকার কালে আলোকের অপসার, আলোক কালে অন্ধকারের অপসার, তেমনি, অজ্ঞান প্রাবল্যে জ্ঞানের অভিভব এবং জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞানের পলায়ন অনিবার্য্য। আমরা এখন আত্ম-অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাই আমরা বদ্ধ, কিন্তু যখন আমাদের জ্ঞান হইবে তখন আমাদের আবরক অজ্ঞান পলায়ন করিবে। এই স্থির সত্য বুঝিতে পারিয়াই আমরা অজ্ঞান নিবারণের উপায় অন্বেষণ করি। অজ্ঞানই সংসার, অজ্ঞানই বন্ধন, অজ্ঞান পলায়ন করিলে সুতরাং মোক্ষ।

মূলে এক নিরতিশয় বৃহৎ বা পূর্ণ অখণ্ড চৈতন্য ও তদীয় শক্তিস্বরূপ এক মূল অজ্ঞান, এই দুই নামের পদার্থ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরন্তু শক্তিস্থানীয় অজ্ঞান চৈতন্যাপেক্ষা পৃথক্ পদার্থ কি না তাহা অবধারণ করা যায় না। উষ্ণতা বা দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ নহে বলিয়াই অবধারণ করা ন্যায়সঙ্গত। সেই কারণে, এবং ঐ অজ্ঞান অনাদি হইলেও অনন্ত নহে, অর্থাৎ উহা মিথ্যাজ্ঞানরূপী বলিয়া জ্ঞানের নাশ্য, এই কারণে, মূলে ও সত্যে অদ্বৈত। মিথ্যা, তুচ্ছ ও চৈতন্যাধীন অজ্ঞান পদার্থের দ্বারা দ্বৈতহানি হইতে পারে না।

উক্ত অজ্ঞান ঠিক্ শক্তি নহে। কিন্তু শক্তি স্থানীয় অর্থাৎ শক্তির মত। তাহারই প্রাদুর্ভাবে প্রথমতঃ মনের জন্ম, পরে মনের উপধানে পরিচ্ছেদভ্রান্তি

অর্থাৎ জীবভাব। ঐ মন যখন নিজ মূলের উচ্ছেদে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, জীব তখন যে নিরঞ্জন সেই নিরঞ্জন বা যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই হইবে। বর্ণিত প্রকারের ব্রহ্মাশ্রিত অনাদি অজ্ঞান এতৎ শাস্ত্রে মায়া ও জগদ্‌যোনি প্রভৃতি নামে এবং শাস্ত্রান্তরে ঐশী শক্তি, ঈশ্বরেচ্ছা, সৃজনশক্তি, মূলা প্রকৃতি ও প্রধান প্রভৃতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইয়াছে বা জগদ্রূপে প্রকাশ করিয়াছে। সেই কারণে জগৎ ও ব্রহ্ম এখন একাবভাসে অবভাসিত এবং সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। কোন্ রূপ ব্রহ্মের এবং কোন্ রূপ জগতের? তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলা যায়—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥"

'অস্তি' আছে। 'ভাতি' প্রকাশ পাইতেছে। 'প্রিয়ং' ভাল বোধ। 'রূপং' দৃশ্যমান আকারাদি। 'নাম' সংজ্ঞা। সত্তা, প্রকাশ, সৌন্দর্য্য, নাম ও রূপ, অর্থাৎ কোন এক আকার, এই পাঁচ প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন অর্থাৎ সত্তা, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব, এই তিন ব্রহ্মভাব। নাম ও রূপ, এই দুই জগতের ভাব। জগদ্ভাব নাম ও রূপ কল্পিত, সেজন্য মিথ্যা। সত্তা, প্রকাশ, প্রিয়ত্ব, এই তিন ব্রহ্মভাব অকল্পিত বলিয়া সত্য। অকল্পিত কেন? তাহা ভাষ্যমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

সংসার দশার 'অহং' বা 'আমি'-জ্ঞান নিতান্ত অস্থির। সংসার কালের আমি-জ্ঞান একাকার নহে বলিয়া অপ্রমাণ অর্থাৎ ভ্রান্তিময়। সংসার কালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন বা শরীর অবলম্বন বা অবগাহ করে। প্রত্যক্ চৈতন্য অবলম্বন বা অবগাহন করে না। সেই জন্য অজ্ঞানীর অহং জ্ঞান অপ্রমা। জননীর ন্যায় হিতাভিলাষিণী শ্রুতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা উক্ত অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্তা। অনাদি কালের নিরূঢ় ভ্রান্তি সহজে বিদূরিত হইবে না বলিয়া শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বুদ্ধিমালিন্য নিবারণের জন্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান প্রভৃতি সাধন সমূহের উপদেশ করিয়াছেন। নিতান্ত দুর্লক্ষ্য পরব্রহ্মে চিত্ত সুমাধান করা দুঃসাধ্য বিবেচনায় নানা প্রকার স্থূল উপাসনার বিধানও করিয়াছেন। সে সকলের অনুষ্ঠানে চিত্ত প্রতিবন্ধকশূন্য ও নির্ম্মল

হয়। প্রতিবন্ধকশূন্ত ও নির্ম্মল হইলেই শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান আপনা হইতে উদিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান কি? তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মাকারা অহংবৃত্তি। অহংবৃত্তি বা অহং-জ্ঞান ব্রহ্মাবগাহিনী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে আত্মবিষয়ে অজ্ঞান ছিল, সেই জন্য 'আমি' এই মাত্র জানিতাম, কিন্তু, কি আমি তাহা জানিতাম না। পরন্তু এখন জানিলাম, আমি ব্রহ্ম।

শ্রুতি শ্রোতার চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান নামক ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, এ লক্ষণ স্বরূপসন্নিবিষ্ট। ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ লক্ষণ তটস্থ*। জগৎকারণ হইলেও তিনি সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী কারণ এবং বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় আরম্ভক কারণ নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় (অনির্বাচ্যস্বভাব অজ্ঞানের) বৃথা আলিঙ্গনে আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি জগতের প্রতি অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান বিবর্ত্তী কারণ। লূতা (মাকড়সা) যেমন স্বসৃজ্য তন্তুর প্রতি নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, তেমনি, ব্রহ্মও স্বসৃজ্য জগতের প্রতি উভয়বিধ কারণ। লূতা যে সূত্র সৃজন করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথাও পায় না। তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে।' মাকড়সা নিজ লালার দ্বারা সূত্র সৃজন করে। সেই জন্য সে স্বশরীরপ্রাধান্যে উপাদান এবং স্বচৈতন্য প্রাধান্যে নিমিত্ত। "বিকার" ও "বিবর্ত্ত" এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকারে পরিণত হইলে তাহা বিকার। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা তাহার বিকার। রজ্জু সর্পরূপে প্রতীত হয়, তাহা তাহার বিবর্ত্ত।

---

* তটস্থ—পরিচায়ক মাত্র। যেমন কোন এক কালের কাক সম্বন্ধ গ্রহণে লোকে বলে "কাকবত্ত গৃহ," তেমনি। চলিত ভাষায় তটস্থ লক্ষণ বুঝিবার উদাহরণ "তাল পুকুর।" কোন এক সময়ে তাল গাছ ছিল, তাই তালপুকুর নাম হইয়াছিল। পরে তালগাছ না থাকিলেও তালপুকুর। চিরকালই তাল পুকুর।

জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে কিন্তু বিবর্ত্ত। সুতরাং জগৎ ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা। মহামায়াবী ঈশ্বর নিজ ইচ্ছাশক্তির বা মায়ার দ্বারা এতজ্জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছা শক্তি এতৎ শাস্ত্রে (বেদান্তে) মায়া নামে পরিভাষিত হইয়াছে। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের অর্থাৎ সত্বরজস্তমের প্রভেদ অনুসারে ভেদ প্রাপ্ত এবং তদনুসারে জীবেশ্বর বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্ট সত্বের প্রাবল্যে মায়া এবং মলিনসত্বের প্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ায় উপহিত ব্রহ্মচৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় উপহিত ব্রহ্মচৈতন্য জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া এক, সে জন্য ঈশ্বরও এক। মালিন্যের অল্পাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা। যেমন সুর, নর, অসুর ও পশু প্রভৃতি। মায়ার জ্ঞানশক্তির, ইচ্ছাশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির চরমোৎকর্ষ। সেইজন্য তদুপহিত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। ঐ সকল শক্তির অল্পতা বশতঃ জীব সেরূপ নহে। জীবব্রহ্মের প্রভেদ কথিত প্রকারে বর্ণিত হইলেও ব্রহ্মের জীব হওয়া কৌন্তেয় কর্ণের রাধেয় হওয়ার অনুরূপ। অপিচ, যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনি, ব্রহ্মও মনুজাদি উপাধিতে জীব, ও তদপগতে ব্রহ্ম।

শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভব, ত্রিবিধ উপায়ে জানা যায় যে, যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহা তাহাতে কল্পিত। তরঙ্গের অস্তিত্ব ও প্রকাশ জলের অধীন, সে জন্য তাহা জলেই পরিকল্পিত এবং সেই কারণে তরঙ্গের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ, এই দৃশ্যমণ্ডলের অস্তিত্ব ও প্রকাশ আত্ম চৈতন্যের (ব্রহ্মের) অধীন বলিয়া আত্ম চৈতন্যেই পরিকল্পিত। চৈতন্যে পরিকল্পিত বলিয়া এ সকলের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য।

যেমন দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছতা প্রচ্ছন্ন করে, তেমনি, আপনারই অজ্ঞান আপনার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই সে জীব হইয়াছে। জীব হওয়াতেই সে দ্বৈতপ্রপঞ্চের আত্মকল্পিতত্ব ও মিথ্যাত্ব জানিতেছে না। বিচারাত্মক শ্রবণাদির দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য মার্জ্জিত হইলে তখন বুঝিতে পারিবে, আমি পরিচ্ছিন্ন জীব নহি, আমি পূর্ণ বা পরম চৈতন্য মাত্র।

আত্মা আকাশের ন্যায় মহান্ ব্যাপী। আত্মা চেতন ও স্বয়ম্প্রকাশ ইহার আশ্রিত অনাদি অজ্ঞান নামক দোষ ইহাতে প্রথমতঃ অহংপ্রতিভাস উৎপন্ন করে, অহং উৎপন্ন হওয়ায় তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে অসংখ্য দ্বৈত উৎপন্ন হয়। জীব পরম হইয়াও উক্ত অজ্ঞানের দোষে অপরম ও বৃথা পরিচ্ছেদভ্রান্তি ও বৃথা কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অনুভব করিতেছেন। তাই জননী

অপেক্ষা হিতৈষিণী শ্রুতি জীবকে তাহার পরমত্ব প্রতীত করাইবার অভি-প্রায়ে জীব ব্রহ্মের অভেদ বোধক "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করিয়াছেন।

এই স্থানে কোন কোন বাদী হয়-ত বলিবেন, "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এ সকল প্রয়োগ ঔপচারিক। লোকে যেমন উপচার ক্রমে অমাত্যকেও রাজা বলে, তেমনি, শ্রুতিও চৈতন্যাংশে সাদৃশ্য থাকায় জীবকে ব্রহ্ম বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অথবা জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মের অংশ, অথবা জীব ব্রহ্মের সেবক, শ্রুতি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত জীবকে উপচার ক্রমে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। সাদৃশ্য, অংশাংশিভাব অথবা সেব্যসেবকভাব থাকিলে ঐরূপ গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে। হয় ত সত্য সত্যই শ্রুতির অভিপ্রায়—জীবব্রহ্মের অংশাংশিভাব অথবা সেব্যসেবকভাব আছে।

এ বিষয়ে শঙ্কর বলেন, তাহা নহে। শ্রুতিসন্দর্ভের পূর্ব্বাপর বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, অভেদ অর্থই মুখ্য। কোন্ অর্থ মুখ্য ও কোন্ অর্থ গৌণ তাহা উপক্রমাদি ষড়্বিধ নিয়মের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। * তদনুসারে ভেদঘটিত অংশাংশিভাব বা সেব্যসেবকভাব শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিরোধী। আকাশের ন্যায় নিরবয়ব বিভু পরমেশ্বরের অংশ নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ অংশাংশিভাব পক্ষ জন্যত্ববিনাশিত্বাদি দোষে প্রলিপ্ত। সেব্য সেবক ভাবও সেইরূপ। অপিচ, উপক্রমে ও উপসংহারে পরিপঠিত "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম মাত্র ছিল" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" "অদ্বয় ব্রহ্মই আদি তত্ত্ব" এই সকল শ্রুতি সুব্যক্তরূপে ব্রহ্মাদ্বৈত উপদেশ করিয়াছেন। পরে তৎপ্রতিপাদনার্থ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ভেদঘটিত স্বামিভৃত্যভাব কি অংশাংশিভাব ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। অপিচ, "তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হই-লেন" "তিনিই এই শরীরে প্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতি স্বসৃষ্ট সংঘাতে (শরীরে)

---

* উপক্রম ও উপসংহার একই প্রকারণ। মধ্যে মধ্যে উপক্রান্ত পদার্থের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কথন। অপূর্ব্বতা অর্থাৎ তাহা অন্যত্র অলব্ধ। ফল বর্ণন ও তাহার পোষক বাক্য। সে বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন। এই ছয় প্রকার চিহ্নের দ্বারা গ্রন্থসন্দর্ভের ও প্রস্তাবের তাৎপর্য্যার্থ স্থিরী কৃত হয়।

অবিকৃত পরমেশ্বরের অনুপ্রবেশ বর্ণন করিয়াছেন। দুই একটী ভেদ ঘটিত শ্রুতি আছে সত্য ; পরন্তু বহু শ্রুতির অনুরোধে সে কয়েকটীর ঔপচারিক অর্থ গ্রাহ্য। আরও কথা এই যে, অদ্বয় ব্রহ্মবাদেই "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতি সাধু ও সদর্থ হইতে পারে। তাহাই বেদপুরুষের হৃদয় অথবা বেদান্তনিহিত রহস্য।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা আচার্য্য শঙ্করের অভিমত। শঙ্কর উক্তরূপে শ্রুতি রহস্য অনুভব করতঃ অদ্বৈতবাদে বেদান্তব্রহ্মসূত্রের বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহ-পর-লোকের সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্যাখ্যার নাম শারীরক ভাষ্য। ভাষ্য মধ্যে তিনি উপরোক্ত তত্ত্বের অনুকূলে নানা যুক্তি, নানা উদাহরণ ও নানা প্রমাণ বিন্যস্ত করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনের সামর্থ্য জননার্থ যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সে সকলের উপদেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যের উপকরণ, শ্রুতিবিচারের প্রণালী, সাধনরহস্য, উপাসনা-পদ্ধতি, কর্ম্মের ও উপাসনার ফল, জীবন্মুক্তি, ক্রমমুক্তি, নির্ব্বাণ, এ সমস্তই বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন। ঈদৃশ শাঙ্কর ভাষ্যের পূর্ব্বে বৌধায়ন মুনির ও আচার্য্য উপবর্ষের ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা যে কি মর্ম্মে ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। রামানুজ স্বামীর ভাষ্য দৃষ্টে জানা যায়, বৌধায়ন ও উপবর্ষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর ব্যতীত অন্য কেহ নির্ব্বিশেষাদ্বৈত হৃদগত করেন নাই। নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম একরূপ, এক রস ও এক। তাঁহাতে কোনও প্রকার বিশেষ অর্থাৎ ভেদ নাই। আমি, তুমি, তাহা, ইহা, এ সকল প্রতিভাস মাত্র অর্থাৎ আত্মভ্রান্তির বিস্তৃতিমাত্র। ব্রহ্মই সমুদয় বিশ্বের তত্ত্ব ও বিশ্ব অতত্ত্ব অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিভাস।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সংক্ষেপ কথা এই যে, ব্রহ্মে অন্য দুই প্রকার ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। যেমন বৃক্ষ এক ; পরন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, ইত্যাদি নানা ভেদ আছে, তেমনি, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার জীব ও জগৎ প্রভৃতি নানা প্রভেদ আছে। ব্রহ্ম সেব্য ও জীব তাঁহার সেবক। এই মত রামানুজ স্বামীর। রামানুজ স্বামী ঐ ভাব হৃদিস্থ করিয়া বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শুদ্ধদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যের মতে জীব ও জগৎ উভয়ই অতিরিক্ত তত্ত্ব ও সত্য।

এই সকল মত শঙ্করের পরভাবী ও শঙ্কর মতের বিপরীত। শঙ্করের অভিপ্রায়—যাবৎ না অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপত্তি (জ্ঞান) হয় তাবৎ অনিমোক্ষ। ভগবৎ

সারূপ্য ও ভগবৎস্থান লাভ করিলেও আত্যন্তিক মোক্ষের সম্ভাবনা নাই। পদে পদে সেবকের সেবাপরাধ সংঘটন হয়। হইলে পুনঃ সংসারদুঃখ সংঘটন হয়। ভগবানের নিত্য পার্ষদ জয় বিজয় তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব, সাযুজ্য সারূপ্য ও সালোক্য প্রভৃতি মোক্ষ নহে। কর্ম্মী দিগের মধ্যে যাহা স্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ, দ্বৈতদর্শনের সাযুজ্য স্বারূপ্যাদি তাহারই প্রভেদ। পরম মোক্ষ উৎকর্ষাপকর্ষ শূন্য, একরূপ ও একরস অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অদ্বৈত। অদ্বৈত ব্যতীত সদ্বৈতে ভয় নিবারণ হয় না। অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বে সংসার-নিবৃত্তি হয় না। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।" শঙ্করকৃত শারীরক ভাষ্য নামক বেদান্তভাষ্যে এইরূপ নানা কথা আছে, সে সকল তদ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। যাহা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, তাহারই কিয়দংশ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব শেষ করিলাম।
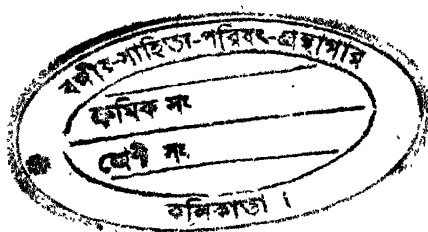
বেদান্তসারঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধার-মাশ্রয়েঽভিষ্টসিদ্ধয়ে॥

প্রতিজ্ঞা।

অর্থতোঽপ্যদ্বয়ানন্দানতীতদ্বৈতভানতঃ।
গুরূনারাধ্য বেদান্ত-সারং বক্ষ্যে যথামতি॥১॥

প্রারম্ভঃ।

বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্। তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ॥২॥

মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দময় এবং বাক্য মনের অগোচর, অথচ জগতের আধার, এবম্বিধ পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) আমি অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত আশ্রয় করি।

প্রতিজ্ঞা।

আমি জীব, ব্রহ্ম আমার অতিরিক্ত, ইত্যাকার ভেদজ্ঞান বিদূরিত হওয়াকে যাঁহার "অদ্বয়ানন্দ" নাম সার্থক হইয়াছে, সেই অদ্বয়ানন্দ গুরুকে সেবা করিয়া আমি যথাবুদ্ধি বেদান্তসার (বেদান্তের সার অর্থাৎ মুখ্য সিদ্ধান্ত) বর্ণন করিব।

শাস্ত্রারম্ভ।

বেদান্ত কি?

প্রত্যেক বেদের অন্তে অর্থাৎ শেষভাগে যে ব্রহ্মাত্ম-প্রতিপাদক বাক্য-রাশি আছে; তাহার নাম "উপনিষৎ"। সেই উপনিষদ্ভাগই বেদান্ত; এবং

অস্য বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ তদীয়ৈরেবানুবন্ধৈস্তদ্বত্তাসিদ্ধেন তে পৃথগালোচনীয়াঃ ॥৩॥

তত্রানুবন্ধো নাম অধিকারিবিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনানি ॥৪॥

অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽ-

তাহার উপকারী বলিয়া শারীরক সূত্র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও বেদান্ত। উপ+নি+ষদ+কিপ্‌=উপনিষৎ। উপ=সমীপস্থ; অর্থাৎ অত্যন্তসমীপ অন্তরাত্মা। নি=নিশ্চয় অর্থাৎ ইনিই (এই আত্মাই) ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয়। ষদ=নাশ; অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ। মিলিতার্থ এই যে, যে বিদ্যা অনুশীলন করিলে দুঃখ, জন্ম ও মরণাদির মূলীভূত অজ্ঞান নাশ হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান যে যে গ্রন্থের দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে, তাহাও উপনিষৎ ও বেদান্ত নামের যোগ্য। ২

আমার এই গ্রন্থ বেদান্তের প্রকরণ অর্থাৎ বেদান্তের প্রধান অংশের প্রতিপাদক। প্রধান অংশ জীবব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব। সুতরাং বেদান্তের যে অনুবন্ধ, ইহারও সেই অনুবন্ধ। কাজেই সে গুলি আর স্বতন্ত্ররূপে বলিতে হইবে না। ৩

অনুবন্ধ কি?

নিমিত্ত। অনুবন্ধ ও নিমিত্ত তুল্য কথা। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন, এই চারি প্রকার অনুবন্ধ বা নিমিত্ত প্রত্যেক শাস্ত্রেই আছে। অভিপ্রায় এই যে, অধিকারী অর্থাৎ বুঝিতে ও করিতে সক্ষম, এরূপ ব্যক্তি যদি না থাকে, তবে বলা না বলা তুল্য। অতএব, বক্তব্য শাস্ত্রের অধিকারী কেহ আছে কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। অধিকারীর ন্যায় শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ কোনও এক বিশিষ্ট ফলপ্রদ প্রতিপাদ্য বস্তু থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে আত্মহিতেচ্ছু লোকের তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে না। সেই প্রতিপাদ্য বস্তু ও শাস্ত্র, উভয়ের পরস্পর প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধ থাকাও আবশ্যক; নচেৎ অসম্বন্ধপ্রলাপ হইবে। অধিকারী, বিষয় ও সম্বন্ধ থাকিলেও হইবে না; প্রয়োজন থাকাও আবশ্যক। বিনা প্রয়োজনে কেহই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সেই জন্য, প্রত্যেক শাস্ত্রেই উল্লিখিত চারি প্রকার অনুবন্ধ থাকে এবং এই বেদান্তশাস্ত্রে তাহার অসদ্ভাব নাই। ৪

কিরূপ ব্যক্তি বেদান্তের অধিকারী?

যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া তাহার স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছেন,

ধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা ॥৫॥

কাম্যানি স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি। নিষিদ্ধানি নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি ব্রহ্মহননাদীনি। নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি। নৈমিত্তিকানি পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাত্যেষ্ট্যাদীনি। প্রায়শ্চিত্তানি পাপ-ক্ষয়মাত্রসাধনানি কৃচ্ছ্রচান্দ্রয়ণাদীনি। উপাসনানি সগুণব্রহ্ম-

ইহজন্মে কি জন্মান্তরে, কাম্যকর্ম্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী চারি প্রকার সাধন অভ্যস্ত করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অধিকারী। ৫

কাম্য কর্ম্ম কি ?

শাস্ত্রে স্বর্গের কি অন্যান্য সুখের কামনায় যে সকল কর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে, সেই সকল কর্ম্ম কাম্য। যেমন জ্যোতিষ্টোম যাগ, সোমযাগ, রাজসূয় যাগ প্রভৃতি।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি ?

নরক কি অন্য কোন অনিষ্টের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ আছে, সেই সকল কার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য। যথা—ব্রহ্মহত্যা ও বৃথা হিংসা প্রভৃতি।

নিত্যকর্ম্ম।—যাহা না করিলে পাপক্ষয় হয় না, তাহাই নিত্যকর্ম্ম। যেমন সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম।—যে সকল কর্ম্ম কোনও এক নিমিত্ত (কারণ) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যথা—পুত্রেষ্টি-যাগ ও জাতকর্ম্ম প্রভৃতি।

প্রায়শ্চিত্ত।—যে সকল কার্য্য কেবল মাত্র পাপক্ষয়ের জন্য বিহিত, তাহা প্রায়শ্চিত্ত। চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য অনেক প্রকার প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছে।

বিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি। এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্। উপাসনানান্তু চিত্তৈকাগ্র্যম্। "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদিশ্রুতেঃ "তপসাকল্মষং হন্তি" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। নিত্যনৈমিত্তিকয়োরুপাসনানাঞ্চ অবান্তর-ফলং পিতৃলোকসত্যলোকপ্রাপ্তিঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোক" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥৬॥

সাধনানি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্রফলভোগবিরাগ-শমদমাদিসম্পত্তিমমুক্ষুত্বানি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকস্তাবৎ ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনম্।

উপাসনা।—শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, সগুণ ব্রহ্মে মনোনিবেশ করা উপাসনা নামে প্রখ্যাত। শাস্ত্রে অনেক প্রকার উপাসনার উপদেশ আছে। তন্মধ্যে "শাণ্ডিল্যবিদ্যা" নামে উপাসনাটী ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য মুনি যে উপাসনা করিয়া ছিলেন। তাহা শাণ্ডিল্য বিদ্যা।

উল্লিখিত কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধিশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের দোষরাশি বিদূরিত হয় এবং উপাসনার দ্বারা চিত্তের চঞ্চল ভাব তিরোহিত হইয়া একাগ্রভাব স্থায়ী হয়। বেদে উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রাহ্মণেরা বেদ অর্থাৎ বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি এবং মানসব্যাপার রূপ উপাসনার দ্বারা সেই এই আত্মাকে (সেই=পর-মাত্মা। এই=জীবাত্মা।) জানিতে পারিবেন।

স্মৃতিকার ঋষিরাও বলিয়াছেন, "তপস্যার দ্বারা পাপক্ষয় হয়, এবং উপাসনার দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।"

চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতা লাভ ভিন্ন ঐ সকল কর্ম্মের পিতৃলোক ও সত্যলোক প্রাপ্তিরূপ আনুষঙ্গিক ফলও আছে। বেদে উক্ত হইয়াছে, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বর্গগতি হয় এবং উপাসনার দ্বারা সত্যলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ৬

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার সাধন কি কি?

(১) কোন্ বস্তু নিত্য, কোন বস্তু অনিত্য, তাহা বিবেচনা করা। (২) ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্য। (৩) আত্মাস্ত শমদমাদি

ঐহিকানাং স্রক্‌চন্দনাদিবিষয়ভোগানাং কর্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকানামপ্যমৃতাদিবিষয়ভোগানামনিত্যতয়া তেভ্যো নিতরাং বিরতিঃ ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ ॥৭॥

শমদমাদয়স্তু শমদমোপরতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধাঃ। শমস্তাবৎ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসোনিগ্রহঃ। দমঃ বাহেন্দ্রিয়াণাং তদ্‌ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনম্। নিবর্ত্তিতানাং এতেষাং তদ্‌ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্য-উপরমণং উপরতিঃ। অথবা বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা পরিত্যাগঃ ॥৮॥

ছয় প্রকার গুণের উদ্রেক করা। (৪) মুমুক্ষু হওয়া। এই চারি প্রকার আত্ম-ব্যাপারের নাম সাধন। সাধন=আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপকরণ।

নিত্যানিত্য বস্তু বিচার কিরূপ ?

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিত্য, অবশিষ্ট সমস্তই অনিত্য, এইরূপ অবধারণ করা।

ঐ অবধারণ দৃঢ় হইলে স্বতঃই ঐহিক আমুষ্মিক ফলভোগে বিরক্তি জন্মে। অভিপ্রায় এই যে, গন্ধ-মাল্য-বনিতাদি ঐহিক ভোগ্য বিষয় যেমন যত্নসাধ্য বলিয়া অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণবিনাশী, সেইরূপ, স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ও যত্নসাধ্য বলিয়া অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর। বিষয়ের নশ্বরত্ব এবং আনন্দময় ব্রহ্মের নিত্যত্ব পূর্ণত্ব জানিতে পারিলে জীবের নশ্বর বিষয় সুখের প্রতি সহজেই বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। ৭

শমদমাদি ছয় প্রকার কি কি ?

(১) শম, (২) দম, (৩) উপরতি, (৪) তিতিক্ষা, (৫) সমাধান, (৬) শ্রদ্ধা।

শম।—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিয়মন ; অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অনুপযোগী বৃথা বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে প্রতিনিবৃত্ত করা।

দম।—বহিরিন্দ্রিয় দমন ; অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয় রাশি হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে প্রতিনিবৃত্ত করা।

উপরতি।—বিষয়প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইলেও যাহাতে পুনর্ব্বার বিষয়প্রবৃত্তি না হয়, সেরূপ করা। কিংবা বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঃ সমাধানম্। গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা। মুমুক্ষুত্বং মোক্ষেচ্ছা। এবম্ভূতঃ প্রমাতা (জীবঃ) অধিকারী। 'শান্তো দান্ত' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ "প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যক্তোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে" ইতি ॥৯॥

বিষয়ঃ জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাৎ। সম্বন্ধস্তু তদৈক্যপ্রমেয়স্য তৎপ্রতিপাদকোপনিষৎপ্রমাণস্য চ বোধ্যবোধকভাবলক্ষণঃ। প্রয়ো-

তিতিক্ষা।—শীতোষ্ণ, মানাপমান ও শোকহর্ষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব (যুগল) সহ্য করা। অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া। ৮

সমাধান।—আত্মাতে চিত্তের একতানতা।

শ্রদ্ধা।—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।

মুমুক্ষুত্ব।—মুক্ত হইবার ইচ্ছা।

এতাদৃশ ব্যক্তিই অধিকারী, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। যথা—"শান্ত, দান্ত, বিষয় হইতে উপরত, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মায় পরমাত্মা দর্শন করিবেক।" অপিচ, "যে ব্যক্তির চিত্ত শান্তি লাভ করিয়াছে, বহিরিন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে, কামক্রোধাদি মনোদোষ দূরীভূত হইয়াছে, যে উল্লিখিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, যে আপনাতে সদ্গুণ চতুষ্টয় আহরণ করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অনুগত হয়, তবে তাহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবেক।" ৯

অধিকারী নির্ণীত হইল, এক্ষণে বিষয় কি, তাহা বলা যাইতেছে।

এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ প্রধান প্রতিপাদ্য, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। মনুষ্য ভ্রান্তিক্রমেই আপনাকে ব্রহ্মনামক সর্ব্বগুণাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে। তাহাদের সেই ভ্রান্তিজ্ঞান বিদূরিত হইলে যে জ্ঞানময় বা চৈতন্যাত্মক প্রমেয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই প্রমেয়। যেহেতু তাহাতেই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

জনন্তু তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তৎস্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ১০ ॥

অয়মধিকারী জনন-মরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তো-দীপ্তশিরা জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি। "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। স গুরুঃ পরমকৃপয়া অধ্যারোপাপবাদন্যায়েনৈনমুপদিশতি। "তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনা-

সম্বন্ধও আছে। যেহেতু শাস্ত্র অসম্বন্ধ কথা বলেন না। সম্বন্ধ, প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক বা বোধ্য বোধক। যেহেতু সেই ঐক্যরূপ প্রমেয়, উপনিষদাদি শাস্ত্রের বোধ্য বা প্রতিপাদ্য, সেই হেতু শাস্ত্র তাহার বোধক বা প্রতিপাদক।

প্রয়োজন কি?

আত্মা হইতে অপৃথক্ ব্রহ্মচৈতন্যে যে অজ্ঞানসম্পর্ক ঘটিয়াছে, যে অজ্ঞান-সম্পর্কে জীব আপনার নির্দুঃখতা জানে না, ব্রহ্মভাব জানে না, আপনাকে সুখ দুঃখ ভোক্তা ও জন্মমরণবান্ জীব বলিয়া জানে, সেই অজ্ঞান নিবৃত্তি ও তদনন্তর আপনার আনন্দময়ত্ব অনুভব, এই দুই প্রকার প্রয়োজন। শ্রুতিও এই কথা বলিয়াছেন। যথা—"আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই অজ্ঞানকল্পিত শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়।" "ব্রহ্মজ্ঞই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।" ১০

মস্তক জ্বলিয়া উঠিলে লোক যেমন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জলসমীপে গমন করে, সেইরূপ, জন্মমরণাদি-যাতনাময় সংসারানলে পরিতপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অধিকারী উপঢৌকনগ্রহণপূর্ব্বক বেদবেদান্তপারগ ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকট গমন করেন ও তাঁহার অনুগত হন। বেদও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। যথা—"সমিৎ (গুরুর উপযুক্ত উপায়ন) হস্তে লইয়া বিদ্বান্ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন।" অনন্তর সেই বিদ্বান্ গুরু, কৃপা করিয়া শিষ্যকে "অধ্যারোপ" ও "অপবাদ" এই দুই পথ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপদেশ (অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাপন করার নাম উপদেশ) করিবেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে

ক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" ইত্যাদিশ্রুতেঃ॥ ১১॥

অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যা-রোপঃ। বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদিসকল-

যে, "বিদ্বান গুরু বিধিবিধানক্রমে সমীপে উপস্থিত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন।" ১১

অধ্যারোপ কি? ভ্রম। ভ্রম, আরোপ ও অধ্যারোপ তুল্যার্থ। অধি+আ+রূপ=অধ্যারোপ। অধি=অধিকরণ অর্থাৎ বস্তু। আ = মিথ্যা। রূপ=আকার। মিলিতার্থ এই যে, সর্পের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, এরূপ এক রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ; বস্তুতে অবস্তুর আরোপ অধ্যারোপ। পরিষ্কার কথা—সত্য বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর মিথ্যা জ্ঞান হওয়ার নাম অধ্যারোপ।

এক, অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ, আনন্দাত্মক ও জ্ঞান ব্রহ্মই বস্তু। অজ্ঞান ও তদ্বিজৃম্ভিত অন্যান্য যে কিছু, সমস্তই অবস্তু। অজ্ঞান কি? অজ্ঞান এক প্রকার জ্ঞান-নাশ্য অনির্ব্বাচ্য রহস্য। তাহা ভাব ও অভাব, বস্তু ও অবস্তু, দুয়ের বহির্ভূত। তৃতীয়া প্রকৃতি অর্থাৎ ক্লীব যেমন স্ত্রী ও পুরুষ, দুয়ের বহির্ভূত, সেইরূপ, অজ্ঞানও ভাবাভাব ব্যতিরিক্ত। অজ্ঞান শশশৃঙ্গের ন্যায়, বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়, আত্যন্তিক অবস্তু নহে। যেহেতু তাহা জীবমাত্রেই "আছে বলিয়া" অনুভব করিতেছে। অজ্ঞান ব্রহ্মপদার্থের ন্যায় বস্তুও নহে। কেননা, তাহা জ্ঞান হইলে থাকে না। জ্ঞানোত্তরকালে তাহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয়। যাহা থাকে না, যাহার ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই, যাহা মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে কিরূপে বস্তু বলা যাইবে? অতএব, তাহা বস্তু কি অবস্তু, সৎ কি অসৎ, সাবয়ব কি নিরবয়ব, কিছুই বলা যায় না। যাহাকে "ইহা অমুক বা অমুক প্রকার" বলিয়া অবধারণ করা যায় না, তাহা অনির্ব্বাচ্য। জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, সাহস করিয়া সে কথা বলা যায় না। "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" কথার অন্তর্গত জ্ঞানশব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় অভাব, পদার্থ নহে। শাস্ত্রে চৈতন্যকে জ্ঞান বলে, আবার বুদ্ধিবৃত্তিকেও জ্ঞান বলে। কেহ কেহ জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন। অজ্ঞান এই তিন প্রকার জ্ঞানের

জড়সমূহঃ অবস্তু। অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।

কোন্ প্রকার জ্ঞানের অভাব? প্রথমোক্ত জ্ঞানটী নিত্য নিরবয়ব; সুতরাং তাহার অভাব অস্বীকার্য্য। দ্বিতীয়টী বাস্তব জ্ঞান নহে, কেন না তাহা জড়। বুদ্ধিবৃত্তি স্বয়ং বস্তু প্রকাশ করে না, চৈতন্যব্যাপ্ত হইয়াই বস্তু প্রকাশ করে। বুদ্ধিবৃত্তি যখন চৈতন্য ছাড়িয়া বস্তু প্রকাশে সক্ষম নহে, তখন তাহা অবশ্যই জড়। জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যের সংশ্লিষ্ট বলিয়া লোকে তাহাকে উপচারক্রমে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। সুতরাং অজ্ঞান তাহারও অভাব নহে। তৃতীয় পক্ষও নহে। কেননা, জ্ঞান নামক আত্মগুণের একবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ, যখনই "আমি অজ্ঞান ছিলাম—কিছুই জানিতেছিলাম না" বলিবে, তখনই তোমার জ্ঞানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবে। তৎকালে তোমার অন্য কোন জ্ঞান না থাকুক, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। তুমি যে অজ্ঞান ছিলে, এ অনুভবটীও জ্ঞান। "অজ্ঞান ছিলাম" ইহার অর্থ কি? না তোমার জ্ঞান (চৈতন্য) তৎকালে অজ্ঞান ভিন্ন অন্য বিষয় অবগাহন করিতেছিল না। ইহাই উহার অর্থ। সুতরাং অজ্ঞান অভাব বা শূন্যরূপী নহে। উহা ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন। উহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ এক প্রকার তুচ্ছ অস্থির পদার্থ।

অজ্ঞান বলিলে লোকে পাছে অভাব পদার্থ বুঝিয়া লয়, সেই ভয়ে "ভাবরূপং" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। নির্দ্ধারিতরূপে উহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বলিয়া "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং" বলা হইয়াছে। মিথ্যা জ্ঞান নামক আত্মগুণ নহে বলিয়া "ত্রিগুণাত্মকং" বলা হইয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধিতা থাকায় অর্থাৎ জ্ঞান হইলেই অজ্ঞান তিরোহিত হয় দেখিয়া উহাকে "জ্ঞানবিরোধি" বলা হইয়াছে। অজ্ঞান পদার্থকে ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ব্রহ্মপদার্থের ন্যায় পারমার্থিক ভাব নহে। তাহা বুঝাইবার জন্য "যৎকিঞ্চিৎ" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ এক প্রকার অস্থির বা অনির্ব্বাচ্য তুচ্ছ পদার্থ। এরূপ অজ্ঞান যে আছে, তাহা অনুভবসিদ্ধ। সকল লোকেই "অহং অজ্ঞঃ" আমি অজ্ঞ, আমি জানি না, আমি কে তাহা আমি জানি না, ইহা কি, উহা কি, তাহা আমি জানি না, ইত্যাদি কথা বলিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ঐরূপ ঐরূপ অনুভব প্রতি ব্যক্তিতে অজ্ঞানসদ্ভাবের প্রমাণ। অজ্ঞান যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ

অহমজ্ঞ ইত্যাদ্যনুভবাৎ "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ১২ ॥

ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। তথাহি—যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি, তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমানজীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদেকত্বব্যপদেশঃ। অজামেকামিত্যাদিশ্রুতেঃ। ১৩॥

ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বগুণকং সদ-

তাহাও উক্তরূপ অনুভবের দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে। অজ্ঞান কি? তাহা নির্দ্ধারিতরূপে জানা না থাকাতেই আমরা মোহে অভিভূত হইয়া থাকি। অতএব, অজ্ঞান যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় যৎকিঞ্চিৎ পদার্থ তাহা অনুভব ও শাস্ত্র, উভয়প্রমাণসিদ্ধ। এ বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই যে, স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার শক্তিস্বরূপ অজ্ঞান আপন গুণের দ্বারা গুপ্ত আছে। ১২

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত অজ্ঞান আপাততঃ নানারূপে ভাসমান হইলেও বস্তুতঃ এক। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা উহার সমষ্টি (সমুদায় বা অপৃথক্‌ভাব) লক্ষ্য করিয়া এক এবং ব্যষ্টি (ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা) লক্ষ্য করিয়া বহু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমষ্টিভাবে এক বন এবং জলের সমষ্টিভাবে এক জলাশয়, সেইরূপ, জীবগত নানা প্রকার অজ্ঞানের সমষ্টিভাবে তাহা এক। এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা—"কাহারও সৃষ্ট নহে এরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক অজ্ঞান এক।" ১৩

ঐ সমষ্টি অজ্ঞান উৎকৃষ্টের অর্থাৎ অপ্রতিহতস্বভাব পরিপূর্ণ চৈতন্যের বা ঈশ্বরের উপাধি বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান। (উপ+আ+ধা+ই) যাহা নিকটে থাকিয়া আপনার গুণ সমীপস্থ বস্তুতে আরোপ করে, তাহা উপাধি। জবা পুষ্প স্ফটিক-নিকটে থাকিয়া আপনার লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত করে বলিয়া জবা পুষ্প স্ফটিকের উপাধি। অজ্ঞানও চৈতন্য-সন্নিধানে থাকিয়া আপনার দোষ গুণ চৈতন্যে আরোপিত করে বলিয়া চৈতন্যের উপাধি। যে যাহার উপাধি, সে তাহার উপহিত। চৈতন্যের উপাধি অজ্ঞান, সেজন্য

সদব্যক্তমন্তর্য্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি শ্রুতেঃ॥ ১৪॥

অস্যেয়ং সমষ্টিরখিলকারণত্বাৎ কারণশরীরং আনন্দপ্রচুরত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদকত্বাচ্চানন্দময়কোষঃ সর্ব্বোপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ। অতএব স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। যথা বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ বৃক্ষা ইত্যনেকত্বব্যপদেশঃ যথা বা

চৈতন্য অজ্ঞানের উপহিত। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ প্রধান, এই দুই শব্দের দ্বারা এরূপ ভাবার্থ পাওয়া যায় যে, সৃষ্টি কালে মূল প্রকৃতি ভিন্ন মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোন ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না। সে জন্য তাহা উৎকৃষ্ট। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় যখন সমান থাকে, তখন সৃষ্টি হয় না। যখন কোন একটা বৃদ্ধি পায়, তখন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির বা অজ্ঞানের সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বমর্য্যাদাকারক সর্ব্ববীজস্বরূপ সুখময় ও প্রকাশক সত্ব প্রবৃদ্ধ হইয়া মহত্তত্ব প্রসব করে। ক্রমে তাহা হইতে অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। অতএব, সমষ্টি অজ্ঞানে ও মহত্তত্বে সত্বগুণ প্রবল থাকে,—রজঃ ও তমোগুণ বিলুপ্ত প্রায় বা অভিভূতপ্রায় থাকে। কাজেই তাহাকে বিশুদ্ধসত্বপ্রধান বলা যায়।) সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎকারণ এবং ঈশ্বর প্রভৃতি নাম দ্বারা অভিহিত হন। ১৪।

তাদৃশ সমষ্টি অজ্ঞানের অবভাসক বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সমষ্টি অজ্ঞানের গর্ভে সকল জ্ঞানই থাকে। তাদৃশ সমষ্টি অজ্ঞানকে তিনি জানিতেছেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ। এ বিষয়ে শ্রুতি এই যে, সমষ্টি ও তদন্তঃপাতী ব্যক্তি সমস্তই জানেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমেশ্বর।

ঈশ্বরের উপাধিস্বরূপ সমষ্টি অজ্ঞান যাবন্ত জন্য বস্তুর কারণ; সেই হেতু তাহা ঈশ্বরের কারণশরীর। আনন্দের প্রাচুর্য্য থাকায় আনন্দময়। কোষের ন্যায় আচ্ছাদক বলিয়া কোষ। মিলিয়া আনন্দময়কোষ নামে উক্ত হয়। আকাশাদি সমস্ত জন্য বস্তুই উহাতে উপরত অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা মহাসুষুপ্তি অর্থাৎ প্রলয় নামে অভিহিত হয়। যেহেতু উহা মহাসুষুপ্তি, সেই হেতু উহাকে স্থূল প্রপঞ্চের লয়স্থান বলা যায়।

জলাশয়স্থ ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলানীতি তথাঽজ্ঞানস্থ ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদনেকত্বব্যপদেশঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অত্র সমস্তব্যস্তব্যাপিত্বেন সমষ্টি ব্যষ্টিব্যপদেশঃ ॥১৫॥

ইয়ং ব্যষ্টির্নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিতচৈতন্যমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য প্রাজ্ঞত্বং অস্পষ্টোপাধিতয়াঽনতিপ্রকাশকত্বম্ ॥১৬॥

অস্যাপীয়মহঙ্কারাদিকারণত্বাৎ কারণশরীরং আনন্দপ্রচুর-

যেমন বনের ব্যষ্টি বৃক্ষ, তাহা অনেক; আর জলাশয়ের ব্যষ্টি জল, তাহাও অনেক; সেইরূপ, সমষ্টি অজ্ঞানের ব্যষ্টি অজ্ঞান অনেক। শ্রুতি আছে যে, "পরমেশ্বর বহু মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

এ স্থলে দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি নানা প্রভেদযুক্ত জীবব্যাপী অজ্ঞানকে ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং মহত্তত্ত্ব নামক অবিভক্ত ঈশ্বরানুগত মূল অজ্ঞানকে সমষ্টি-অজ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৫

ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্টের অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্ জীবের উপাধি ও মলিনসত্ত্বপ্রধান। ইহাতে যে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যাহাকে জীব বলে, তাহা অল্পজ্ঞ। অল্পজ্ঞতা হেতু উহাকে অনীশ্বরত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ (প্র+অজ্ঞ) বলা যায়। "মলিনসত্ত্বপ্রধান" ইহার ভাবার্থ এই যে, মহত্তত্ত্ব নামক মূলজ্ঞানের পর উহার রজঃ ও তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কার ও অন্তঃকরণ নিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। রজঃ ও তমোমিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণাদির প্রকাশশক্তি অল্প সুতরাং তদুপহিত চৈতন্যও অল্পপ্রকাশক। সেইজন্য জীব অল্পজ্ঞ।

জীবকের প্রাজ্ঞ নাম দিবার কারণ এই যে,জীব সমস্ত অজ্ঞানের অবভাসক নহে, মাত্র ব্যষ্টি অজ্ঞানের অবভাসক। জীবের উপাধিটীও অস্পষ্ট অর্থাৎ রজস্তমোমিশ্রিত হওয়ায় মলিন। কাজেই অল্পপ্রকাশক। প্রাজ্ঞ=প্রায়েণ অজ্ঞঃ অর্থাৎ প্রায়ই জানে না। ১৬

ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধি জীবের অহঙ্কারাদির আদিকারণ বলিয়া

ত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদকত্বাচ্চ আনন্দময়কোষঃ সর্ব্বোপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ। অতএব স্থূলসূক্ষ্মশরীরলয়স্থানমিতি চোচ্যতে ॥১৭॥

তদানীমেতাবীশ্বরপ্রাজ্ঞৌ চৈতন্যপ্রদীপ্তাভিরতিসূক্ষ্মাভিরজ্ঞানবৃত্তিভিরানন্দমনুভবতঃ। আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞ ইতি শ্রুতেঃ "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষং" ইত্যুত্থিতস্য পরামর্শোপপত্তেশ্চ ॥১৮॥

অনয়োর্ব্যষ্টিসমষ্ট্যোর্বনবৃক্ষয়োরিব জল জলাশয়োরিব চাভেদঃ ॥১৯॥

কারণশরীর, আনন্দের বাহুল্য হেতু আনন্দময়, কোষের ন্যায় আত্মাচ্ছাদক বলিয়া কোষ, জাগ্রৎ ও স্বাপ্ন পদার্থ ইহাতে লয় হয় বলিয়া সুষুপ্তি, (জীবের সুষুপ্তিই ব্যষ্টি অজ্ঞান বুঝিবার উত্তম দৃষ্টান্ত), সুতরাং ইহাকেও স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের লয় স্থান বলিয়া ব্যবহার করা যায়। ১৭

সুষুপ্তিকালে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়েই চৈতন্য-প্রদীপ্ত সূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তির দ্বারা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। (ভাবার্থ এই যে, তৎকালে অন্য কোন প্রবিভক্ত বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না। কেবল একটীমাত্র অবিভক্ত অর্থাৎ অখণ্ডাকার অজ্ঞানবৃত্তি থাকে। সেই বৃত্তির দ্বারা উভয়ে আপনার আনন্দস্বরূপতা অনুভব করেন।) এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই যে "প্রাজ্ঞ সুষুপ্তি কালে চৈতন্যব্যাপ্ত অবিদ্যা বৃত্তির দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন।" এ বিষয়ে অনুভব প্রমাণও আছে। যথা—লোকের সুষুপ্তি ভঙ্গ হইলে, "আমি সুখে ছিলাম, কিছুই জানিতে ছিলাম না" এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে আনন্দের ও অজ্ঞানের অনুভব না থাকিলে কদাচ উক্তরূপ স্মরণ হইত না। সুখ ও অজ্ঞান তৎকালে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই লোকে সুপ্তিভঙ্গের পর তৎকালানুভূত সুখ ও অজ্ঞান স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। ১৮

পূর্ব্বে যে ব্যষ্টি সমষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কল্পনা মাত্র। বন আর বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, জলাশয় ও জল যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, তদ্রূপ, পূর্ব্বোক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি, দুই অজ্ঞানই বস্তুতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক। ভিন্নতা কল্পনা ব্যবহারিক। ১৯

এতদুপহিতয়োরীশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশয়োরিব জলাশয়জলগতপ্রতিবিম্বাকাশয়োরিব চাভেদঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২০॥

বনবৃক্ষতদবচ্ছিন্নাকাশয়োঃজলজলাশয়তদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশয়োর্বা আধারভূতানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিতচৈতন্যয়োরাধারভূতং যদনুপহিতং চৈতন্যং তত্তুরীয়মিত্যুচ্যতে। শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২১॥

উপাধি অভিন্ন হইলে তদুপহিত চৈতন্যও অভিন্ন হইবে। বনের উপহিত (বনাবচ্ছিন্ন) আকাশ, আর বৃক্ষের উপহিত (বৃক্ষাবচ্ছিন্ন) আকাশ যেমন ভিন্ন নহে, কিংবা জলপ্রতিবিম্বিত আকাশ ও জলাশয়প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন ভিন্ন নহে, সেইরূপ, ঈশ্বরসংজ্ঞক সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য, আর সৌষুপ্ত জীব বা প্রাজ্ঞনামক ব্যষ্টি-অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য ভিন্ন নহে। যখন উপাধি দূর করিলে চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু থাকে না; তখন অবশ্যই চৈতন্য এক। শ্রুতিও মহাসুষুপ্তি ও খণ্ডসুষুপ্তি অবস্থাপন্ন চৈতন্যকে পশ্চাদুক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনিই সর্ব্বান্তর্যামী, ইনিই সকলের কারণ, ইনিই সকল ভূতের উৎপত্তির ও প্রলয়ের স্থান (মূল কারণ)।" ২০

বন ও তাহার উপহিত আকাশ এবং বৃক্ষ ও তাহার উপহিত আকাশ; কিংবা জলাশয় ও তৎপ্রতিবিম্বিত আকাশ এবং জল ও জলাবচ্ছিন্ন আকাশ, এই সমুদায় অখণ্ডদণ্ডায়মান এক মহাকাশে কল্পিত। সেই মহাকাশ অপেক্ষাকৃত তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। তাহার ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং তাহাদের উপহিত চৈতন্য এক মহাচৈতন্যে কল্পিত। (অনুপহিত চৈতন্যই মহাচৈতন্য) সেই অনুপহিত বিশুদ্ধ অদ্বয় অনবচ্ছিন্ন কেবল মহাচৈতন্যও তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য যেমন চতুর্থ, সেইরূপ, জীবেরও বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অবস্থা অপেক্ষা কেবল চৈতন্য অবস্থা তুরীয়। কেবল চৈতন্যাবস্থাই মোক্ষ। নির্গুণতা হেতু নাম কল্পনা না থাকায় চতুর্থ শব্দে উল্লেখ হয়।) এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই

ইত্থমেব তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যং অজ্ঞানাদিতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সন্মহাবাক্যস্য বাচ্যং বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমিত্যুচ্যতে ॥২২॥

অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি। আবরণশক্তিস্তাবৎ অল্পোঽপি মেঘোঽনেকযোজনায়তমাদিত্যমণ্ডলমবলোকয়িতৃনয়নপথপিধায়কতয়া যথাচ্ছাদয়তীব তথাঽজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যাত্মানমপরিচ্ছিন্নমসংসারিণমবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধা-

যে, "সর্ব্বদোষবর্জ্জিত মঙ্গলময় ও অদ্বিতীয় বা অখণ্ড বিশুদ্ধ চৈতন্যকে পণ্ডিতেরা চতুর্থ বলিয়া জানেন। তিনিই পরমাত্মা ও তিনিই বিজ্ঞেয়।" ২১

"লোহায় দগ্ধ করিতেছে" এই বাক্যের যেমন দুইটী অর্থ অর্থাৎ একটী বাচ্যার্থ ও একটী লক্ষ্যার্থ, সেইরূপ, "তত্ত্বমসি" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি অদ্বৈতবোধক মহাবাক্য নিচয়েরও একটা বাচ্যার্থ ও একটী লক্ষ্যার্থ আছে। অত্যন্ত সংযোগ বলে লোহার সহিত একীভূত হওয়ায়, অগ্নি ও লোহা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ হইলেও, লোহার দাহিকা শক্তি না থাকিলেও, সাংসারিক লোক বলিয়া থাকে, "লোহায় পুড়িয়াছে।" ঐ স্থলে লোহা শব্দের অর্থ লোহা নহে। লোহার সহিত একীভাব প্রাপ্ত অগ্নি ঐ লোহা শব্দের অর্থ। এই অর্থটী লৌহ শব্দের বাচ্যার্থ। আর লোহা ছাড়িয়া দিলে যে অগ্নি থাকে, তাহা তাহার লক্ষ্যার্থ। এতদ্দৃষ্টান্ত উল্লিখিত সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান, আর তদুপহিত চৈতন্য, দুয়ের একভাব, তত্ত্বমস্যাদি শব্দের বাচ্যার্থ। আর উপাধি পরিত্যক্ত কেবল চৈতন্য তাহার লক্ষ্যার্থ। শাস্ত্রেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ২২

তাদৃশ অজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে। একটীর নাম আবরণ শক্তি, অপরটীর নাম বিক্ষেপ শক্তি।

আবরণ শক্তি বুঝিবার দৃষ্টান্ত এই যে, অত্যল্প এক খণ্ড মেঘ, দর্শকের নয়ন মাত্র আচ্ছন্ন করে; কিন্তু দর্শক মনে করে, মেঘ সূর্য্যকে ঢাকিয়াছে। সেইরূপ, অজ্ঞানও নিজে বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে আবৃত করায় বোদ্ধার আত্মগত সর্ব্বব্যাপকত্বাদি অনুভব হয় না। (সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যের যে, অংশে বুদ্ধি, সেই অংশ জীব। জীবাংশ অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় জীব আপনাকে বদ্ধ ও সংসারী বলিয়া অনুভব করে।) আবরণ

রকত্বয়াচ্ছাদয়ন্তীব তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তং "ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা" ॥২৩॥

অনয়াবৃতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখিত্বদুঃখিত্বাদিসংসারসম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা ॥২৪॥

বিক্ষেপশক্তিস্তু যথা রজ্জ্বজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা সর্পাদিকমুদ্ভাবয়তি, এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা

শক্তির ব্যাখ্যা এই যে, অজ্ঞান যে শক্তির দ্বারা আত্মার স্বরূপ আবৃত করে, সেই শক্তির নাম আবরণ শক্তি। আত্মজ্ঞগণ ঐ কথাই বলিয়াছেন যথা—"অজ্ঞ মনুষ্য যেমন মেঘাচ্ছন্নচক্ষু হইয়া সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য দেখে, তেমনি, অবিবেকী পুরুষ স্বীয় অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন হইয়াই আপনাকে বদ্ধ দেখে। যিনি মূঢ় বুদ্ধির দৃষ্টিতে বদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমি।" ২৩

জ্ঞাতব্য বস্তু যদি অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় অর্থাৎ তাহা যদি সর্ব্বাংশে স্ফূর্ত্তি না পায় তাহা হইলে তাহাতে কোন এক বিপরীত প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। যেমন রজ্জু কি জলধারা অজ্ঞানাবৃত হইলে তাহাতে সর্প কি তৎসদৃশ অন্য এক কল্পিত বস্তু দৃষ্ট হয়। অতএব, পরমাত্মার স্বরূপ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্ব প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম সকল কল্পিত হইয়া থাকে। উক্ত অজ্ঞান যে শক্তিতে ঐ সকল কল্পনা করে সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ। ২৪

বিক্ষেপ-শক্তি আর সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য একই কথা। (আবৃত হইলেই বিক্ষেপ অর্থাৎ কল্পনা উপস্থিত হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ) রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান (রজ্জুর সর্ব্বাংশ না জানা) যেমন সর্পাদি সৃষ্টি করে, তেমনি, আত্মবিষয়ক অজ্ঞান স্বাবৃত আত্মায় তুচ্ছ অবস্তু আকাশাদি সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানের যে শক্তির দ্বারা তাদৃশ সৃষ্টি হয়, সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ-শক্তি। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ এই যে, "অজ্ঞানের বিক্ষেপ-শক্তি নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকে।" লূতা অর্থাৎ মাকড়শা যেমন আত্মচৈতন্যের প্রাবল্যে স্বোৎপাদ্য তন্তুর নিমিত্ত কারণ ও শরীর দ্বারা উপাদান কারণ; তেমনি,

আকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তং "বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ" ইতি ॥২৫॥

শক্তিদ্বয়বদজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং স্বোপাধিপ্রধানতয়া উপাদানঞ্চ ভবতি। যথা লূতা তন্তুকার্য্যং প্রতি স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং স্বশরীরপ্রধানতয়োপাদানঞ্চ ভবতি।

তমঃপ্রধানবিক্ষেপশক্তিমদজ্ঞানোপহিতচৈতন্যাদাকাশঃ আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ ॥২৬॥

তেষু জাড্যাধিক্যদর্শনাৎ তমঃপ্রাধান্যং তৎকারণস্য। তদানীং সত্ত্বরজস্তমাংসি কারণগুণপ্রক্রমেণ তেম্বাকাশাদিষুৎ-

পরমাত্মাও স্বীয় মায়ার দ্বারা সৃষ্টির উপাদান কারণ ও চৈতন্যের সান্নিধ্যে নিমিত্ত কারণ হন। লূতা স্বচৈতন্যের প্রভাবে ও স্বকীয় শরীরের সন্নিধান প্রভাবে, আপনার অন্তর্বর্ত্তী বিকার (লালা), দ্বারা সূত্রের সৃষ্টি করে; আত্মাও চৈতন্যের সন্নিধান প্রভাবে মায়িক বিকারের দ্বারা বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন। উৎপত্তির প্রণালী এইরূপ :—। ২৫

তমোগুণবহুল বিক্ষেপ-শক্তি-যুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে প্রথমতঃ আকাশ, পরে আকাশ হইতে বায়ু, পরে তদ্যুক্ত বায়ু হইতে অগ্নি, পরে তাহা হইতে জল, অনন্তর তচ্চতুষ্টয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এ বিষয়েও শ্রুতি প্রমাণ আছে। যথা—অজ্ঞানোপহিতচৈতন্যনামধেয় পরমেশ্বর হইতে আকাশ জন্মিয়াছে। পরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।" ২৬

সমুৎপন্ন আকাশাদিতে প্রকাশ শক্তির অল্পতা ও জড়ভাবের আধিক্য থাকায় উহাদের প্রত্যেকের মূল কারণ মায়ায় যে তমোগুণের প্রাবল্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই সেই সকল আকাশাদিতে কারণগুণের তারতম্যক্রমে সত্ত্বাদিগুণ সকল তারতম্যরূপে অনুক্রান্ত হইয়াছিল।

পদ্যন্তে। ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাণ্যপঞ্চীকৃতানি চোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে ॥২৭॥

সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি। অবয়বাস্তু—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। এতান্যাকাশাদীনাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্‌ক্রমেণোৎপদ্যন্তে। বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ। মনো নাম সংকল্পবিকল্পাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ ॥২৮॥

অনয়োরেব চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ। অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিশ্চিত্তম্। অভিমানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিরহঙ্কারঃ। এতে পুনরাকাশাদিগতসাত্ত্বিকাংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যেতে। এতেষাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ সাত্ত্বিকাংশকার্য্যত্বম্।

প্রথমোৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থকে পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্র ও অপঞ্চীকৃত মহাভূত বলেন। এই সকল সূক্ষ্ম ভূত হইতে জীবের সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হয়। (পুনঃ প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত এ সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূত সকল বিদ্যমান থাকে)। ২৭

সূক্ষ্মশরীর সপ্তদশ অবয়বে উপেত। সূক্ষ্ম শরীরের অন্য নাম লিঙ্গশরীর। সপ্তদশ অবয়ব কি কি? পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং শরীরস্থ পাঁচ বায়ু। জ্ঞানেন্দ্রিয়=জ্ঞানজনক ইন্দ্রিয়। তাহার সংখ্যা পাঁচ। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতের সাত্ত্বিক অংশে সমুৎপন্ন।

অন্তঃকরণের নিশ্চয়-করণ-শক্তি যুক্ত বৃত্তির নাম বুদ্ধি। সংকল্প ও বিকল্প শক্তিমতী (বিবিধ কল্পনা করিবার শক্তি সমেত) বৃত্তির নাম মনঃ। চিত্ত ও অহঙ্কার বুদ্ধি মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত, আর অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহঙ্কার। ২৮

উল্লিখিত বুদ্ধি ও মন, মিলিত পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশে সম্ভূত। কেন না

ইয়ং বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি। অয়ং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে ॥২৯॥

মনস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সৎ মনোময়কোষো ভবতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি—বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি। এতানি পুনরাকাশাদীনাং রজোহংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্‌ক্রমেণোৎপদ্যন্তে ॥৩০॥

বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। প্রাণোনাম প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। আপানো নাম অবাগ্‌গমনবান্ পায়্বাদিস্থানবর্ত্তী। উদানঃ কণ্ঠস্থানীয় ঊর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ। সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদিসমীকরণ-

ঐ দুই পদার্থ প্রকাশস্বভাব। বুদ্ধি ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমুদায়ের সমষ্টিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায়।

বিজ্ঞানময় কোষকেই ইহ-পর-লোক-সঞ্চারী জীব বলিয়া ব্যবহার করা হয়। এবং বিজ্ঞানময় কোষেই "অহং কর্ত্তা, অহং করোমি, অহং ভোক্তা, অহং সুখী" এইরূপ অভিমান উত্থিত হইয়া থাকে। ২৯

মন আর পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হইলে তাহাকে মনোময় কোষ বলা যায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয় কি কি?

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এই পাঁচটীর দ্বারা কর্ম্ম বা কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়।

পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় আকাশাদির রজঃ অংশের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। ৩০

বায়ু পঞ্চক কি কি?

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, ও সমান।

প্রাণ।—অর্থাৎ অগ্রনিঃসরণস্বভাব নাসাগ্রসঞ্চারী বায়ু।

অপান।—অধোগমনশীল বায়ু।

ব্যান।—সর্ব্বনাড়ীসঞ্চারী বা সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ু।

উদান।—ঊর্দ্ধগতিস্বভাব কণ্ঠস্থানস্থ বায়ু। ইহাকে উৎক্রমণ বায়ুও বলে।

করঃ। সমীকরণস্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদি-করণঞ্চ ॥৩১॥

কেচিত্তু নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে বায়বঃ সন্তীত্যাহুঃ। তত্র নাগঃ উদগীরণকরঃ, কূর্ম্মঃ নিমীলনাদি-করঃ, কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ, দেবদত্তঃ জৃম্ভণকরঃ, ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ। এতেষাং প্রাণাদিষন্তর্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চৈ-বেতি কেচিৎ। ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং আকাশাদিগতরজোংং-শেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যতে ॥৩২॥

ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং সৎ প্রাণময়-কোষো ভবতি। অস্য ক্রিয়াত্মকত্বেন রজোংংশকার্য্যত্বম্। এষু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপঃ। মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ। প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তি-মান্ কার্য্যরূপঃ। যোগ্যত্বাদেবমেতেষাং বিভাগ ইতি বর্ণ-য়ন্তি। এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীরমিত্যু-চ্যতে ॥৩৩॥

সমান।—ভুক্ত দ্রব্যের সমীকরণকারী বায়ু। সমীকরণ অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, তদনন্তর রসরক্তাদির বিভাগ ও যথাযথ স্থানে প্রেরণ। ৩১

কেহ কেহ বলেন যে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচ প্রকার বায়ু আছে। নাগ বায়ুর কার্য্য উদ্গীরণ, কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য উন্মীলন, কৃকরের কার্য্য ক্ষুধা, দেবদত্তের কার্য্য জৃম্ভণ, ধনঞ্জয়ের কার্য্য পুষ্টি।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, নাগ প্রভৃতি উপবায়ু সকল প্রাণাদি বায়ুর অন্তর্ভূত; সুতরাং পাঁচ বায়ু ব্যতীত দশ বায়ু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

এই প্রাণাদি পাঁচ বায়ু, মিলিত আকাশাদি পঞ্চকের রজঃ অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ৩২

উক্ত পাঁচ প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পাঁচ প্রকার বায়ু মিলিত করিয়া প্রাণ-ময়কোষ বলা যায়।

এই সকল কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়-কোষটী জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ও কর্ত্তৃ রূপ। মনোময় কোষটী ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট ও কারণরূপ। প্রাণময়কোষটী

অত্রাপ্যখিলসূক্ষ্মশরীরং একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বদ্বা সমষ্টিঃ, অনেকবুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষবজ্জলবদ্বা ব্যষ্টিশ্চ ভবতি। এতৎসমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ ইতি চোচ্যতে। সর্ব্বানুস্যূতত্বাৎ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমদপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমানিত্বাচ্চ ॥৩৪॥

অস্যৈষা সমষ্টিঃ স্থূলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরম্, বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ম্, জাগ্রদ্বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ,অতএব স্থূলপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। এতদ্ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং তৈজসো ভবতি তেজোময়ান্তঃকরণোপহিতত্বাৎ ॥৩৫॥

ক্রিয়াশক্তিযুক্ত কার্য্যরূপ। যোগ্যতা অনুসারে এতদ্রূপ বিভাগ কল্পনা করা হইল। সম্মিলিত কোষত্রয়কে সূক্ষ্ম শরীর বলা যায়। ৩৩

এই সূক্ষ্ম শরীরে ও বন বৃক্ষের ন্যায় কিংবা জলাশয় জলের ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টি আছে। একত্ব বুদ্ধির বিষয় হইলে সমষ্টি ; পৃথক্ বুদ্ধির বিষয় হইলে ব্যষ্টি। (স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীর সূত্রাত্মা নামক হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির বিষয় হওয়াতে সমষ্টি ; এবং প্রত্যেক জীবের স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির বিষয় হওয়াতে ব্যষ্টি।)

সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে ব্যবহৃত হয়। সূত্রের ন্যায় প্রত্যেকে অনুস্যূত বলিয়া সূত্রাত্মা এবং জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত সূক্ষ্ম ভূতাভিমানী বলিয়া হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ। ৩৪

হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ ঐ সমষ্টি কোষত্রয় (সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি) স্থূল জগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম ; বিশীর্ণ হয় বলিয়া শরীর ও জাগ্রৎ সংস্কার রূপতা হেতু স্বপ্ন ও স্থূল প্রপঞ্চের প্রলয় স্থান নামে উক্ত হয়। (হিরণ্যগর্ভের স্বপ্নে স্থূল দৃশ্যের প্রলয় হইয়া থাকে।)

ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে উপহিত চৈতন্যের নাম তৈজস। তেজোময় অন্তঃকরণ মাত্র তাঁহার উপাধি। অর্থাৎ ইনি স্বপ্নকালে কেবল অন্তঃকরণকল্পিত বিষয় অনুভব করেন। ৩৫

অস্যাপীয়ং ব্যষ্টিঃ স্থূলশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরং বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং জাগ্রদ্বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ,অতএব স্থূলশরীরলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। এতৌ সূত্রাত্মতৈজসৌ তদানীং সূক্ষ্মাভির্মনোবৃত্তিভিঃ সূক্ষ্মবিষয়াননুভবতঃ। প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥৩৬॥

অত্রাপি সমষ্টিব্যষ্ট্যোস্তদুপহিতসূত্রাত্মতৈজসয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ জলাশয়বৎ তদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চাভেদঃ। এবং সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তিঃ ॥৩৭॥

স্থূলভূতানি তু পঞ্চীকৃতানি। পঞ্চীকরণন্তু আকাশাদিপঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ভাগা-

ব্যষ্টি তৈজসাত্মার উপাধি অর্থাৎ প্রত্যেক সূক্ষ্মশরীর, স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর, জাগ্রৎসংস্কাররূপতা হেতু স্বপ্ন, ও স্থূল শরীরের লয় স্থান।

সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী সূত্রাত্মা আর প্রত্যেক সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসাত্মা উভয়েই স্বপ্নকালে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করেন। (সূক্ষ্ম = অস্পষ্ট বা অস্থূল)। এ বিষয়ে "তৈজস ও সূত্রাত্মা সূক্ষ্ম মনো বৃত্তির দ্বারা সূক্ষ্ম ভোগ করেন" এইরূপ শ্রুতি আছে। ৩৬

এ স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরের বস্তুগত অভেদ ও তদুপহিত চৈতন্যেরও অভেদ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত বন, বৃক্ষ ও তদবচ্ছিন্ন আকাশ, এবং জলাশয়, জল ও তৎপ্রতিবিম্বিত আকাশ, দৃষ্টান্ত স্থলে গণনীয়। এবং ক্রমে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি জানিবে। ৩৭

স্থূল ভূত কি?

পঞ্চীকৃত ভূত। পাঁচ প্রকার সূক্ষ্ম ভূত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

পঞ্চীকরণ কিরূপ?

ন্তরেষু সংযোজনম্। তদুক্তং "দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে" ইতি।

অস্যাপ্রামাণ্যং নাশঙ্কনীয়ং ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ। পঞ্চানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানেঽপি তেষু চ "বৈশিষ্ঠ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদ" ইতি ন্যায়েন আকাশাদিব্যপদেশ সম্ভবতি ॥৩৮॥

তদানীমাকাশে শব্দোঽভিব্যজ্যতে। বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ। অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপরসাঃ। পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ ॥৩৯

জগৎ সিসৃক্ষু পরমেশ্বর আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেক মহাভূতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সঞ্জাত দশ ভাগের মধ্যে পুনর্ব্বার প্রত্যেকের প্রত্যেক প্রাথমিক পাঁচ ভাগকে সমান চারি ভাগ করিয়া প্রত্যেক চারি চারি অংশ স্বীয় দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া অন্য চারি ভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রিত করিয়াছিলেন। এতদ্রূপ মিশ্রীকরণের নাম পঞ্চীকরণ। আচার্য্য বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতকে সমান দুই ভাগ করিবেক, পরে প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতের প্রথম ভাগকে চারি ভাগ করিয়া অন্য ভূতের প্রত্যেক প্রথমাংশে ঐ চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে পঞ্চীকৃত হইবেক। পঞ্চীকরণ পক্ষে প্রমাণ নাই বলা যায় না। কারণ, পঞ্চীকরণবোধক শ্রুতি না থাকুক, ত্রিবৃৎকরণ বোধক শ্রুতি আছে। সেই ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতির "ত্রি" শব্দটী উপলক্ষণ অর্থাৎ পঞ্চ শব্দের বোধক। কেননা, পঞ্চীকরণেই উহার তাৎপর্য্য। ৩৮

পঞ্চভূত উক্তরূপে পঞ্চাত্মকতায় সমান হইলেও তাহাদের প্রত্যেককে আকাশাদি নামে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ বায়ুতে আকাশ, জল, তেজ ও মৃত্তিকার অংশ থাকিলেও বায়ুর আধিক্য আছে বলিয়া বায়ু বলা যায়। জলাদি পক্ষেও ঐরূপ জানিবে। ৩৯

সূক্ষ্ম ভূত সকল যখন পঞ্চীকৃত অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া স্থূল হইল, তখন তাহাদের স্বীয় স্বীয় গুণ অভিব্যক্ত হইল। আকাশে তখন শব্দ গুণ,—

তদানীমেতৌ বিশ্ববৈশ্বানরৌ দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিভিঃ-ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমাৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্, অগ্নীন্দ্রোপেন্দ্রযমপ্রজাপতিভিঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন বাগাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমাদ্বচনাদানগমনবিসর্গানন্দান্, চন্দ্রচতুর্ম্মুখশঙ্করাচ্যুতৈঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যেনান্তরিন্দ্রিয়চতুষ্কেণ ক্রমাৎ সংশয়নিশ্চয়াহঙ্কার্য্যচৈত্তাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ স্থূলবিষয়াননুভবতঃ। জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥৪৪॥

অত্রাপ্যনয়োঃ স্থূলব্যষ্টিসমষ্ট্যোস্তদুপহিতয়োর্ব্বিশ্ববৈশ্বানরয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ জলাশয়জলবত্তদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চ বা পূর্ব্ববদভেদঃ। এবং পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতেভ্যঃ স্থূলপ্রপঞ্চোৎপত্তিঃ ॥৪৫॥

পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে কথন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ, আনন্দ (মিথুনজ আহ্লাদ) এই পাঁচ বাহ্যবিষয় অনুভব করেন।

চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত,—এই চারি অন্তরিন্দ্রিয় যথাক্রমে সঙ্কল্প,বিকল্প, নিশ্চয়, অহন্তা অর্থাৎ আমি বা আমার ইত্যাকার অভিমান এবং অনুব্যবসায় বা অনুসন্ধান—এই চারি প্রকার স্থূল বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে। যথা—"জাগ্রৎ অবস্থান্বিত বিশ্ব ও বৈশ্বানর বাহ্য বিষয় জানেন।" ৪৪

উল্লিখিত স্থূলব্যষ্টি ও স্থূলসমষ্টি এবং তদুভয়ে উপহিত বিশ্ব নামক চৈতন্য ও বৈশ্বানর, পূর্ব্বোক্ত বনবৃক্ষ ও জলজলাশয় এবং তদুপহিত বা তৎপ্রতিবিম্বিত আকাশের দৃষ্টান্তে এক বা অভেদ বুঝিতে হইবে।

পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে কথিত প্রকারে স্থূল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। ৪৫

কথিত প্রকারের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ সমুদায় প্রপঞ্চের সমষ্টিতে এক মহাপ্রপঞ্চ হয়। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনের সমষ্টিতে এক মহৎ বন ও পৃথক্ পৃথক্ জলাশয়ের সমষ্টিতে এক মহান্ জলাশয় হয়, সেইরূপ।

এষাং স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরপ্রপঞ্চানাং সমষ্টিঃ একো মহান্ প্রপঞ্চো ভবতি। যথা অবান্তরবনানাং সমষ্টিরেকং মহদ্বনম্। যথা বা অবান্তরজলাশয়ানাং সমষ্টিরেকো মহান্ জলাশয়ঃ। এতদুপহিতবিশ্ববৈশ্বানরাদীশ্বরপর্য্যন্তং চৈতন্যমপি অবান্তরবনাবচ্ছিন্নাকাশবৎ অবান্তরজলাশয়গতপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চ একমেব ॥৪৬॥

আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সৎ অনুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেবেতি মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমপি ভবতি ॥৪৭॥

এই মহৎ প্রপঞ্চে উপহিত বৈশ্বানর ও বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ, সমস্তই এক চৈতন্য। যেমন সমস্ত বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও সমস্ত জলাশয়-প্রতিবিম্বিত আকাশ বস্তুতঃ এক, সেইরূপ। ৪৬

উক্ত মহাপ্রপঞ্চ ও মহাপ্রপঞ্চোপহিত চিদাত্মা তপ্তলৌহপিণ্ডের দৃষ্টান্তে পরস্পর অবিবিক্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। সেই অনুপহিত বিশুদ্ধ মহান চৈতন্য "এতাদৃশ প্রকারে প্রতীয়মান যে কিছু, সমস্তই ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি অদ্বৈতবোধক মহাবাক্যের বাচ্যার্থ এবং তাহার বিবিক্ত ভাব অর্থাৎ দৃশ্য ভাগ অলীক, অস্তিতারূপী চৈতন্যই সত্য; এইরূপ পৃথক্ ভাব সেই সকল মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ। ৪৭

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বস্তুতে অবস্তুর আরোপ অধ্যারোপ। সেই অধ্যারোপ সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইল। এক্ষণে মূঢ়েরা প্রতিশরীরবর্ত্তী পরমাত্মায় যে সকল বিশেষ বিশেষ আরোপ করিয়া থাকে; সেই সকল বিশেষ আরোপের কথা বলা যাইতেছে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ উপযোগী।

অতিস্থূলদৃষ্টি অর্থাৎ অত্যন্ত মূঢ়েরা "আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ্ করেন" এই শ্রুতি প্রমাণ দিয়া বলে, পুত্রই মনুষ্যের বহিশ্চর আত্মা। আপন আত্মা যেমন প্রীতির আধার, পুত্রও তেমনি প্রীতির আধার। পুত্র ভাল থাকিলে, আমি ভাল থাকি এবং পুত্রের মন্দ হইলে আমি ক্লেশ অনুভব করি, এই স্বানুভব তৎপক্ষে প্রমাণ।

এবং বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ সামান্যেন প্রদর্শিতঃ। ইদানীং প্রত্যগাত্মনি ইদমিদময়মারোপয়তীতি বিশেষ উচ্যতে। তথাচ—অতিপ্রাকৃতস্তু "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্বস্মিন্নিব স্বপুত্রেঽপি প্রেমদর্শনাৎ পুত্রে পুষ্টে নষ্টেঽহমেব পুষ্টো নষ্টশ্চেত্যাদ্যনুভবাচ্চ পুত্র আত্মেতি বদতি। চার্ব্বাকস্তু "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়" ইত্যাদি শ্রুতেঃ প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রং পরিত্যজ্যাপি স্বস্য নির্গমদর্শনাৎ স্থূলোঽহং কৃশোঽহং ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ স্থূল-শরীরমাত্মেতি বদতি। অপরশ্চার্ব্বাকঃ "তে হ প্রাণাঃ প্রজা-পতিং সমেত্য ব্রূয়ু"রিত্যাদি শ্রুতেঃ ইন্দ্রিয়াণামভাবে শরীর-চলনাভাবাৎ কাণোঽহং বধিরোঽহং ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়া-ণ্যাত্মেতি বদতি ॥৪৮

এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশালী চার্ব্বাকেরা স্থূল দেহকে আত্মা মনে করে। তাহারাও "এই সেই আত্মা, যাহা অন্নরসের বিকার" এই শ্রুতি প্রমাণ দেয়। যুক্তি বলে, যখন দেখা যায়, প্রাণী সকল গৃহে অগ্নি লাগিলে পুত্র পরিত্যাগ করিয়াও দেহ রক্ষা করে এবং দেহ স্থূল বা কৃশ হইলে আমি স্থূল, আমি কৃশ,ইত্যাকার অনুভব করে, তখন, এই স্থূল শরীরই আত্মা, পুত্র আত্মা নহে।

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার বুদ্ধি অন্য এক চার্ব্বাক বলে—স্থূল শরীর আত্মা নহে, ইন্দ্রিয় সমষ্টিই আত্মা। ইহারাও "সেই সকল ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির নিকট গমন করতঃ জিজ্ঞাসা করিল,আমাদের মধ্যে আত্মা কে?" এই শ্রুতি প্রমাণরূপে উল্লেখ করে এবং যুক্তি দেখায়, যখন ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর নিস্পন্দ ও বিধ্বস্ত হয় ও ইন্দ্রিয় বিশেষ চক্ষুর অভাবে আমি কাণা, শ্রবণের অভাবে আমি বধির, এইরূপ অনুভব করে, তখন শরীর আত্মা নহে, ইন্দ্রিয় সমষ্টিই আত্মা। ৪৮

অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি অন্য এক দল নাস্তিক বলে,—ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, প্রাণই আত্মা। প্রাণ না থাকিলে সকল ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয় হয় এবং প্রাণ থাকাতেই আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি তৃষ্ণার্ত্ত, এইরূপ এইরূপ প্রাণ ধর্ম্ম

অন্যস্তু চার্ব্বাকঃ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয়চলনাযোগাৎ অহমশনায়াবানহং পিপাসাবান্ ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ প্রাণ আত্মেতি বদতি। ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ অহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি ॥৪৯॥

বৌদ্ধস্তু অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ কর্ত্তুরভাবে করণস্য ভোক্তুরভাবাৎ অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ বুদ্ধিরাত্মেতি বদতি ॥৫০॥

প্রাভাকরতার্কিকৌ তু "অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ বুদ্ধ্যাদীনামজ্ঞানে লয়দর্শনাৎ অহমজ্ঞ ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ অজ্ঞানমাত্মেতি বদতঃ ॥৫২॥

অনুভব করে। সুতরাং স্থির করা যায়, প্রাণই আত্মা। ইহারাও "অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ" এই শ্রুতি প্রমাণ দেয়।

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ মার্জ্জিতবুদ্ধি অন্য এক সম্প্রদায় বলে,—প্রাণও আত্মা নহে। কারণ এই যে, যখন মন শয়ন করিলে অর্থাৎ মন লয় প্রাপ্ত হইলে প্রাণেরও অভাব হয়, মন না থাকিলে আমি ইচ্ছা করি, আমি কল্পনা করি, আমি মনে করি, ইত্যাদিরূপ অনুভব হয় না, তখন মনই আত্মা, প্রাণ আত্মা নহে। মন যে আত্মা, তৎপক্ষে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। যথা—"অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, তিনি মনঃস্বরূপ।" ৪৯

চার্ব্বাক অপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি বৌদ্ধ বলে—মন আত্মা নহে, বিজ্ঞানই আত্মা। বিজ্ঞানই আত্মা, এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ এই যে "অন্তরাত্মা মন হইতে ভিন্ন, তিনি বিজ্ঞানময়।" এ বিষয়ে যুক্তি এই যে, মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার করণ পরন্তু কর্ত্তা না থাকিলে কে করণকে প্রয়োগ করিবে? মন করণ, সে জন্য তাহাকে প্রেরণ করিতে পারে, এমন এক কর্ত্তা আছে। তাহা বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি। বুদ্ধিই আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি প্রকার অনুভব করিয়া থাকে। বুদ্ধিই মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করে, সুতরাং বুদ্ধিই আত্মা। ৫০

প্রভাকর মতাবলম্বীরা ও তার্কিকেরা বলে, অজ্ঞান নামক পদার্থই বুদ্ধির অধিকরণ. শ্রুতি তাহাকেই আত্মা বলিয়াছেন। যথা—"অন্তরাত্মা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, এবং তিনি আনন্দময়।" সুষুপ্তিকালে যখন বুদ্ধিও থাকে না, বুদ্ধি

ভট্টস্তু "প্রজ্ঞানঘনএবানন্দময় আস" ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ প্রকাশাপ্রকাশসদ্ভাবাৎ মামহং ন জানামীত্যাদ্যনুভবাচ্চ অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যমাত্মেতি বদতি ॥৫২॥

অপরো বৌদ্ধঃ "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ সর্ব্বাভাবাৎ অহং সুপ্তঃ সুষুপ্তৌ নাসমিত্যুত্থিতস্য স্বাভাবপরামর্শবিষয়ানুভবাচ্চ শূন্যমাত্মেতি বদতি ॥৫৩॥

এতেষাং পুত্রাদীনাং শূন্যপর্য্যন্তানামনাত্মত্বমুচ্যতে। এতৈরতিপ্রাকৃতাদিবাভিরুক্তেষু শ্রুতিযুক্ত্যনুভবাভাসেষু পূর্ব্ব-পূর্ব্বোক্তশ্রুতিযুক্ত্যনুভবাভাসানামুত্তরোত্তর-শ্রুতি-যুক্ত্যনুভবা-ভাসৈরাত্মবাধদর্শনাৎ পুত্রাদীনামনাত্মত্বং স্পষ্টমেবেতি ॥৫৪॥

অজ্ঞানে লয় হয়, তখন "আমি অজ্ঞ" এইরূপ অনুভবই হইতে থাকে। সুতরাং অজ্ঞানই আত্মা, বুদ্ধি আত্মা নহে। ৫১

ভট্টনামক এক জন মীমাংসক বলেন—অপ্রকাশস্বভাব জড় অজ্ঞান কোন ক্রমে আত্মা নহে। অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যই আত্মা। সুষুপ্তিতেও প্রকাশ অপ্রকাশ উভয়রূপ বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানসহ আত্মায় খদ্যোতিকার ন্যায় চিৎ অচিৎ উভয়রূপতা প্রকাশ পায়। অতএব, অজ্ঞান ও চৈতন্য উভয়ের একীভাবই আত্মা। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। যথাঃ—"প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় আত্মা।" এ বিষয়ে লোকের "আমি আমাকে জানি না" এইরূপ অনুভব প্রমাণ। ৫২

অন্য এক বৌদ্ধ বলেন, সমস্তের অভাব আত্মা। অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বশূন্য-রূপী। সুষুপ্তিতে কিছুই থাকে না, শূন্যাবশেষ হয়। সুষুপ্তির পরে "নাহমাসং, আমি ছিলাম না" এইরূপ অনুভব হয়। শ্রুতিতেও ঐরূপ উক্তি আছে। যথাঃ—"এই নামরূপাত্মক জগৎ পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ শূন্য ছিল।" অতএব, শূন্যই আত্মা। ৫৩

অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ ঐ ঐ রূপে পুত্র হইতে শূন্য পর্য্যন্তকে আত্মা বলে। পরন্তু ঐ গুলির কোনটীই আত্মা নহে। কেন আত্মা নহে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত মূঢ়দিগের কথিত পুত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও শূন্য, ইহার কোনটীই যে আত্মা নহে, সমস্তই অনাত্মা, তাহা তাহারাই পরস্পর

কিঞ্চ, প্রত্যগস্থূলঃ অচক্ষুরপ্রাণঃ অমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সদিত্যাদিপ্রবলশ্রুতিবিরোধাৎ অস্য পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তস্য জড়স্য চৈতন্যভাস্যত্বেন ঘটাদিবদনিত্যত্বাৎ অহং ব্রহ্মেতি বিদ্বদনুভবপ্রাবল্যাচ্চ তত্তৎশ্রুতিযুক্ত্যনুভবাভাসানাং বাধিতত্বাদপি পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তমখিলমনাত্মৈব ॥৫৫॥

অতস্তত্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং প্রত্যক্

খণ্ডন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। সে জন্য আমাদের আর নূতন করিয়া পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্তের অনাত্মতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন হয় না। ৫৪

আমরাও বলি, "প্রতিশরীরবর্ত্তী পরমাত্মা স্থূল নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নহে, মন নহে, এবং কর্ত্তাও নহে। আত্মা সৎ, বিশুদ্ধ ও চৈতন্য।" এই শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত প্রতিপক্ষগণের উদাহৃত শ্রুতি অপেক্ষা প্রবল—স্বার্থে তাৎপর্য্য থাকায় প্রবল। ঐ সকল দুর্ব্বল শ্রুতি উক্ত প্রবল শ্রুতির নিকট বাধিত। অর্থাৎ সেই সেই শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ অগ্রাহ্য। তাহারা যে যুক্তি কথা বলিয়াছে, তাহাও বাধিত। কেননা, "পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সমস্তই জড়। যে জড় সে নিজে প্রকাশ পায় না, তাহার অস্তিত্ব কোন এক স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ পদার্থের সহায়তায় সিদ্ধ হয়। সেই স্বপ্রকাশ বস্তু চৈতন্য। যে যে চৈতন্যের প্রকাশ্য, সেই সেই অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর। ঘট পট গৃহ ইত্যাদি যেমন জড় ও নশ্বর, সেইরূপ, পুত্রাদিও জড় ও নশ্বর। এই যুক্তির নিকট বাধিত। অর্থাৎ তাহাদের উদাহৃত যুক্তি প্রকৃত যুক্তি নহে, কিন্তু যুক্ত্যাভাস। যুক্তির মত একটা যৎসামান্য কথা। তাহারা যে "আমি কাণা, আমি খঞ্জ, আমি ইচ্ছা করি, ইত্যাদি প্রকারের আত্মানুভূতি অনুভব করে, সে অনুভবও মূঢ় অনুভব। যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা অনুভব করেন, "আমি ব্রহ্ম"। বিদ্বানের অনুভবের নিকট মূঢ়ের অনুভব অকিঞ্চিৎকর। প্রাকৃত ব্যক্তির অনুভব অপেক্ষা তত্ত্ববিৎদিগের অনুভব যে প্রবল, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব, পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত কেহই আত্মা নহে, সমস্তই অনাত্মা। তবে আত্মা কি? আত্মা সেই সেই পদার্থের প্রকাশক নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সৎ স্বরূপ চৈতন্যই আত্মা। আর সব অনাত্মা। ইহা বেদান্তবিদ্দিগের অনুভবসিদ্ধ কথা। ৫৫

ইতিপূর্ব্বে যে অধ্যারোপের ও অপবাদের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অধ্যারোপ প্রণালী বলা হইল। এক্ষণে অপবাদ কি? তাহা বলিতেছি।

অপবাদ অর্থাৎ জন্য পদার্থের মিথ্যাত্ববোধন। পূর্ব্বোক্ত অধ্যারোপ

চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বমিতি বেদান্তবিদনুভবঃ। এবমধ্যারোপঃ॥৫৬॥

অপবাদো নাম রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বম্। তদুক্তং—"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার-ইত্যুদীরিতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃত"ইতি ॥৫৭॥

প্রণালীর বিপরীত ক্রমে জন্য পদার্থের মিথ্যাত্ব দেখান। কার্য্য সকল মিথ্যা, কারণই সত্য, ইহা প্রদর্শন করা। মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, ও সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল জন্মে, এস্থলে ঘট মিথ্যা—মৃত্তিকাই সত্য এবং কুণ্ডল মিথ্যা—সুবর্ণই সত্য। রজ্জু-বিবর্ত্তিত সর্প মিথ্যা, রজ্জুই সত্য। তদ্দৃষ্টান্তে, বস্তুবিবর্ত্ত অবস্তু সকল মিথ্যা, বস্তুই সত্য। বস্তু চিদাত্মা। চিদাত্মায় অজ্ঞানকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, চিদাত্মাই সত্য। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, কার্য্য দুই প্রকার। এক বিকার্য্য, অপর বিবর্ত্ত্য। যে কারণ স্বরূপ প্রচ্যুত হইয়া কার্য্য জন্মায়, সেই কার্য্য বিকার্য্য। ৫৬

বিকার ও পরিণাম সমান কথা। যাহা বিকৃত হয় তাহা বিকারী ও পরিণামী। যেমন দুগ্ধ ও দধি। যে, কারণ স্বরূপ প্রচ্যুত না হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে, সেই কারণ বিবর্ত্তী। বিবর্ত্ত্য কার্য্য বিবর্ত্তীর আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। যেমন রজ্জু ও সর্প। ফল কথা এই যে, ভ্রমকল্পিত পদার্থমাত্রই বিবর্ত্ত্য। চিদাত্মরূপ অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে। চিদাশ্রিত অজ্ঞানই বিকারী,পরিণামী বা দৃশ্য বস্তুর উপাদান। চিদাত্মা কেবল সন্নিধিরূপে নিমিত্ত। জগৎপ্রপঞ্চ স্বকারণে লীন হইলে ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাহার প্রাণালী বলিতেছি। স্থূল ভোগের আয়তন চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর, ভোগ্য অন্নপানাদি, সে সমুদায়ের আধার পৃথিব্যাদি, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমুদায়ের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই স্বীয় স্বীয় উপাদানে লীন হইয়া পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত মাত্রে অবশেষিত হয়।

পরে শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত সেই সকল পঞ্চীকৃত ভূত ও সূক্ষ্মশরীর সকল স্বকারণ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে পরিণত হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতে পর্য্যবসিত হয়।

অনন্তর, সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে লীন হইলে অর্থাৎ পৃথিবীভূত জলে, জলভূত তেজে, তেজোভূত, বায়ুতে, বায়ুভূত আকাশে এবং আকাশ-ভূত অজ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হইলে, তখন কেবল অজ্ঞানোপহিত চিদাত্মামাত্রঅবশিষ্ট থাকেন। ৫৭

তথাহি খলুচ্যতে। যথা—এতদ্ভোগায়তনং চতুর্ব্বিধস্থূল-শরীরজাতং এতদ্ভোগ্যরূপান্নপানাদিকং এতদাশ্রয়ভূতভূরাদি-চতুর্দ্দশভুবনানি এতদাশ্রয়ভূতং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চৈতৎ সর্ব্বং এতেষাং কারণরূপপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবতি। এতানি শব্দাদিবিষয়-সহিতানি পঞ্চীকৃতভূতজাতানি সূক্ষ্মশরীরজাতঞ্চৈতৎ সর্ব্ব-মেতেষাং কারণরূপমপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবতি। এতানি সত্ত্বাদিগুণসহিতানি অপঞ্চীকৃতপঞ্চভূতান্যুৎপত্তিব্যুৎক্রমেণৈ-তৎকারণ ভূতাজ্ঞানোপহিতচৈতন্যমাত্রং ভবতি। এতদজ্ঞানং অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং চেশ্বরাদিকং এতদাধারভূতানুপহিত-চৈতন্যরূপং তুরীয়ব্রহ্মমাত্রং ভবতি। আভ্যামধ্যারোপাপবা-দাভ্যাং তত্ত্বম্পদার্থশোধনমপি সিদ্ধং ভবতি। তথা হি—অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং চৈতন্যং এতদনুপহিতং চৈতন্যঞ্চৈতত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাস-মানং তৎপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূত-মনুপহিতং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ॥৫৮॥

অজ্ঞানাদি-ব্যষ্টিঃ এতদুপহিতাল্পজ্ঞত্বাদিশিষ্টচৈতন্যং এত-

সেই অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্য এবং তাহার ঈশ্বরত্বাদি সমস্ত ধর্ম্ম অধিকরণস্বরূপ অনুপহিত চৈতন্যে অবশেষিত হয়। সেই অনুপহিত চৈতন্যের অন্য নাম তুরীয় ও ব্রহ্ম।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অধ্যারোপ ও সম্প্রতি-উক্ত অপবাদ, বর্ণনা করাতে তৎ-পদার্থের ও ত্বংপদার্থের শোধন হইল। কিরূপে? তাহা বলিতেছি। অজ্ঞান, সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর, তদুপহিত চৈতন্য,অর্থাৎ ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটচৈতন্য এবং অনুপহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য, প্রতপ্তলৌহগুলিকার ন্যায় এক জ্ঞানের বা অভেদ জ্ঞানের গোচর হইলে তাহা তৎ-শব্দের বাচ্যার্থ হয়। অর্থাৎ ঐ সকলের ভিন্নতা বিবেচনা না করিয়াই শাস্ত্রে তৎশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অপিচ, ঐ সকলকে পৃথক্ করিয়া চৈতন্য মাত্র গ্রহণ করিলে তাহা লক্ষ্যার্থ হইবে। ৫৮

এইরূপ অজ্ঞানাদির ব্যষ্টি অর্থাৎ ব্যষ্টি অজ্ঞান, ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর, ব্যষ্টি

দনুপহিতং চৈতন্যঞ্চৈতত্ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাসমানং ত্বংপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং চৈতন্যং ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ॥৫৯॥

স্থূলশরীর, তদুপহিত প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব ও তৎসমুদায়ের আশ্রয়ীভূত অনুপহিত তুরীয় চৈতন্য, দগ্ধলৌহ পিণ্ডের ন্যায় অপৃথক্‌রূপে অর্থাৎ অবিবিক্ত রূপে ত্বং শব্দের বাচ্যার্থ হয়। এবং পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ চৈতন্য তাহার লক্ষ্যার্থ হয়। ৫৯

গুরু যে তৎ ও ত্বং শব্দের দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্যের বোধ করাইবেন, সেই তৎ ও ত্বং শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলা হইল। এক্ষণে উক্ত মহাবাক্যের অর্থাৎ তত্ত্বমসি-বাক্যের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বর্ণন করা যাইতেছে।

পৃথক্ পৃথক্ শব্দের নাম পদ। বহু পদ একত্র হইয়া যে একটী বস্তু বুঝাইয়া দেয় তাহার নাম বাক্য। মহৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থের বোধক বলিয়া মহাবাক্য। শ্বেত, সূক্ষ্ম, বস্ত্র, এই তিনটী পদ বা শব্দ এক সঙ্গে উচ্চারিত হইয়া কোন এক বিশেষ বস্তুর বোধ জন্মাইলে তাহা বাক্য হইবে, নচেৎ শব্দ মাত্র থাকিবে। শব্দের উচ্চারণ করিলেই যে অর্থবোধ হয়, তাহা হয় না। তাহা যোগ্যতা, আসত্তি ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উচ্চারিত হইলে অর্থবোধক হয়, নচেৎ হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানের ব্যাঘাত না থাকার নাম যোগ্যতা। পর পর উচ্চারণ করার নাম আসত্তি এবং জিজ্ঞাসার উদ্রেক থাকার নাম আকাঙ্ক্ষা। চন্দ্র প্রস্তর, এই বাক্যে যোগ্যতা নাই। কেন না, চন্দ্রে প্রস্তর বুদ্ধি জন্মিবার ব্যাঘাত আছে। এখন বলিলে শ্বেত, আর চারদণ্ড পরে বলিবে বস্ত্র, তাহা হইলে অর্থবোধক হইবে না। কেন না আসত্তি নাই। যাহাতে শব্দ সকলের পরস্পর সঙ্গতি থাকে, এরূপ ভাবে উচ্চারিত হইলেই তাহা অর্থবোধক হয়। অসঙ্গত বাক্য অর্থবোধক হয় না। যদি কোন স্থলে অসঙ্গত বাক্য শুনিতে পাও তবে সঙ্গতির জন্য তাহার কতক ছাড়িয়া দিয়া কতক বা কিছু বাড়াইয়া লইয়া অর্থগ্রহ করিতে হয়। ছাড়িয়া দেওয়া বা বাড়াইয়া লওয়াকে লক্ষণা বলে। লক্ষণার দ্বারা যে অর্থের উদ্বোধ হয় তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। একটা কালো যাইতেছে বলিলে কালো অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ জীব, এইরূপ বাড়াইয়া অর্থবোধ করিতে হইবে। সেই

অথ মহাবাক্যার্থো বর্ণ্যতে। ইদং তত্ত্বমসিবাক্যং সম্বন্ধ-ত্রয়েণ অখণ্ডার্থবোধকং ভবতি। সম্বন্ধত্রয়ং নাম, পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং পদার্থয়োর্ব্বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ প্রত্যগাত্মপদার্থয়োর্লক্ষ্যলক্ষণভাবশ্চেতি। তদুক্তং "সামানাধিকরণ্যঞ্চ বিশেষণবিশেষ্যতা। লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগাত্মনাম্" ॥ ইতি ॥৬০॥

সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধস্তাবৎ, যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যে তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তবাচক স শব্দস্য এতৎকালবিশিষ্ট-

এই নাম বলিলে দর্শনের কাল ও দেশ প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া কেবল পূর্ব্বদৃষ্ট মনুষ্যকেই বুঝিতে হইবে। এ সকল নিয়ম সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌকিক বাক্যের ন্যায় শাস্ত্রবাক্যও ঐ নিয়মের অধীন।' শাস্ত্রে যে অদ্বয় ব্রহ্মাত্মবোধক বাক্য আছে, তাহাও ঐ নিয়মের অধীন। কিরূপ প্রণালীতে তাদৃশ মহাবাক্য সকলের অর্থবোধ করিতে হয় এবং মহাবাক্যস্থ পদ সকলের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ রাখিলে অখণ্ড অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ অর্থ বুদ্ধ্যারূঢ় হয়, তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক ঋষি শ্বেতকেতুকে জগৎকর্ত্তার উপদেশ করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, তৎ ত্বং অসি অর্থাৎ পূর্ব্বোপদিষ্ট জগৎকারণ তুমিই। শ্বেতকেতু ঐ তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা কিরূপে জগৎকারণোপলক্ষিত চৈতন্য ও জীবচৈতন্য এক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে।

তত্ত্বমসি বাক্যটী তিন প্রকার সম্বন্ধের দ্বারা অখণ্ড অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চৈতন্যের অববোধক হয়।

তিন প্রকার সম্বন্ধ কি কি? বলিতেছি। পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক অর্থ বুঝাইবার যোগ্যতা, পদার্থের দ্বারা বিশেষ্য বিশেষণ ভাব ও লক্ষ্য-লক্ষণরূপ সম্বন্ধ। এই তিন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ চৈতন্য লক্ষণার দ্বারা বোধ্য এবং ঐ দুই পদ তাহার লক্ষণ। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "প্রত্যগাত্মার, পদের ও পদার্থের একার্থবৃত্তি, ও তদ্দ্বয়ের বিশেষণবিশেষ্য-ভাব ও লক্ষ্য-লক্ষণ-ভাব।" ৬০

সামান্যাধিকরণ্য সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত "সেই দেবদত্ত এই"। এই বাক্যে যেমন পূর্ব্বকালদৃষ্ট দেবদত্তের বোধক 'সেই' শব্দ, আর এতৎকালদৃষ্ট দেব-

দেবদত্তবাচকায়ংশব্দস্য চ একস্মিন্ দেবদত্তপিণ্ডে তাৎপর্য্য-সম্বন্ধঃ। তথা তত্ত্বমসি বাক্যেঽপি পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্য-বাচকতৎপদস্য তথা অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্য-বাচক-ত্বং পদস্য চৈকস্মিন্ চৈতন্যে তাৎপর্য্যসম্বন্ধঃ ॥৬১॥

বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধস্তু যথা তত্রৈব বাক্যে সশব্দার্থ-তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য অয়ংশব্দার্থৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য চান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ। তথাত্রাপি বাক্যে তৎপদার্থ-পরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-চৈতন্যস্য ত্বংপদার্থাপ

দত্তের বোধক 'এই' শব্দ, এই দুই শব্দের এক দেবদত্ত ব্যক্তিতেই তাৎপর্য্য আছে, সেইরূপ, "তৎ ত্বং অসি" এ বাক্যেও অননুভূত ঈশ্বরাদিচৈতন্য-বোধক তৎ শব্দ, আর স্বয়ং অনুভূত স্বচৈতন্যের বোধক ত্বং শব্দ, উভয় শব্দের একমাত্র চৈতন্য পদার্থে তাৎপর্য্য আছে। তৎ-শব্দের তাৎপর্য্য ঈশ্বর চৈতন্যে, আর ত্বং-শব্দের তাৎপর্য্য জীবচৈতন্যে অবধারিত আছে। উভয় চৈতন্যই চৈতন্য, তদংশে প্রভেদ নাই। ৬১

বিশেষণবিশেষ্য ভাব সম্বন্ধের উদাহরণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত "সেই দেবদত্ত এই" এই লৌকিক বাক্যস্থ 'সেই' শব্দের অর্থ পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্ত, আর 'এই' শব্দের অর্থ বর্ত্তমানদৃষ্ট দেবদত্ত, যেমন পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়ের ভিন্নতা নিবারণ করিয়া এক দেবদত্তকেই বুঝাই-তেছে, সেইরূপ, 'তত্ত্বমসি' বাক্যস্থ অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদিচৈতন্যরূপ তৎপদার্থ, আর প্রত্যক্ষ জীবচৈতন্যরূপ ত্বং পদার্থ, পরস্পর পরস্পরের বিভিন্নতা দূর করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়াছে। যাহা বস্তুর নানাত্ববোধ নিবারণ করিয়া একমাত্র বস্তু বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম বিশেষণ। যেমন পদ্ম বলিলে শ্বেত রক্ত নীল পীত নানাপ্রকার পদ্মের জ্ঞান জন্মিতে পারে; কিন্তু নীল কি রক্ত শব্দের যোগে উচ্চারণ করিলে নীল পদ্মের অথবা রক্ত পদ্মের জ্ঞান জন্মে, সুতরাং নীল শব্দটী ভিন্ন ভিন্ন পদ্মের জ্ঞান হওয়া নিবারণ করে বলিয়া বিশেষণ ও পদ্মশব্দটী তাহার বিশেষ্য হয়, তেমনি, সেই শব্দ ও এই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বোধ হওয়া নিবারণ করিয়া একমাত্র দেবদত্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেয় বলিয়া ঐ দুই শব্দ

রোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য চান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ ॥৬২॥

লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধস্তু যথা তত্রৈব সশব্দায়ংশব্দয়োস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেন অবিরুদ্ধদেবদত্তেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ। তথাত্রাপি বাক্যে তত্ত্বম্পদয়োস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধচৈতন্যেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ। ইয়মেব ভাগলক্ষণেত্যুচ্যতে ॥৬৩॥

অস্মিন্ বাক্যে নীলমুৎপলমিতি বাক্যবদ্বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র নীলপদার্থনীলগুণস্য উৎপলপদার্থোৎপলদ্রব্যস্য চ শুক্লপটাদিব্যাবর্ত্তকতয়াঽন্যোন্যবিশেষণবিশেষ্যরূপ-

পরস্পর বিশেষণবিশেষ্য ভাবান্বিত হয়। অপিচ, উহার ন্যায় 'তৎ' ও 'ত্বং' এই দুই শব্দও চৈতন্যের ভিন্নতা বোধ নিবারণ করিয়া অভেদ বোধ করায় বলিয়া পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য। ৬২

লক্ষ্যলক্ষণ সম্বন্ধের সঙ্গতি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যেমন পূর্ব্বোক্ত 'সেই দেবদত্ত এই' এতদ্বাক্যের 'সেই' আর 'এই' উভয় শব্দের যথাক্রমে পূর্ব্বকালদৃষ্টত্ব ও বর্ত্তমানকালদৃষ্টত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাজ্য অর্থাৎ ঐ দুই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবিরুদ্ধ দেবদত্ত অর্থই লক্ষ্য বা গ্রাহ্য, তেমনি, তৎ ও ত্বং এই দুই পদেরও বিরুদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিয়া (অপ্রত্যক্ষতা ও প্রত্যক্ষতা এক নহে বলিয়া ঐ দুই অর্থ বিরুদ্ধ সুতরাং ঐ দুই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া) অবিরুদ্ধ কেবল চৈতন্য উহার লক্ষ্য বা গ্রাহ্য অর্থ। 'সেই দেবদত্ত এই' এই শব্দটী লক্ষণ আর দেবদত্ত ব্যক্তি লক্ষ্য। প্রকৃত স্থলে, তত্ত্বমসি বাক্য লক্ষণ আর চৈতন্য বস্তু তাহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-লক্ষণভাব-সম্বন্ধের নাম 'ভাগলক্ষণা'। ৬৩

'নীল পদ্ম' এই বাক্যের অর্থ সঙ্গতি যে প্রকারে হয়, তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ সঙ্গতি ঠিক সে প্রকারে হয় না। 'নীলপদ্ম' এতদ্বাক্যস্থ নীল শব্দের অর্থ নীল গুণ, আর পদ্ম শব্দের অর্থ তন্নামক দ্রব্য। এই দুইটী পরস্পর পরস্পরের বহুপ্রকারতা নিবারণ করে বলিয়া (কেবল নীল বলিলে ঘট, পট, মঠ,

সংসর্গস্য অন্যতরবিশিষ্টস্যান্যতরস্য বা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্বাঙ্গীকরণে প্রমাণান্তরবিরোধাভাবাৎ বাক্যার্থঃ সঙ্গচ্ছতে। অত্র তু তৎপদার্থপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য ত্বংপদার্থাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য চান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবসংসর্গস্য অন্যতরবিশিষ্টস্যান্যাতরস্য বা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাৎ বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে ॥৬৪॥

প্রভৃতি নানাপ্রকার উপস্থিত হয় এবং কেবল পদ্ম বলিলেও শ্বেত, লোহিত, নীল, নানা প্রকার পদ্ম মনে হয়। কিন্তু নীল পদ্ম বলায় তাদৃশ নানা বুদ্ধির আগমন নিবৃত্ত হইয়া পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্য ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। কেন না, উক্ত উভয় এক আধারে থাকার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নাই। পরন্তু তত্ত্বমসি বাক্যের তৎ-শব্দার্থ অপ্রত্যক্ষচৈতন্য, আর ত্বং-শব্দার্থ প্রত্যক্ষচৈতন্য, পরস্পর পরস্পরের ভিন্নতা বোধ নিবারণ করিলেও (বিশেষণবিশেষ্যভাব স্বীকার করিলেও) বস্তুতঃ উক্ত উভয়ের ঐক্য অর্থাৎ ঐ দুই চৈতন্য এক বস্তু, এরূপ জ্ঞান হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক আছে। সেইজন্য উক্ত উভয়ের বিশেষণবিশেষ্য ভাবের ব্যাঘাত আছে। ব্যাঘাত কি? প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ। মনে কর, যিনি অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর যাঁহাকে প্রত্যক্ষ চৈতন্য বলিয়াছি, তিনি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ অর্থাৎ অত্যল্প জ্ঞানশালী। সুতরাং যুক্তিতে উক্ত উভয় এক হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ অনুভবও করান যায় না। সেই কারণেই নীলগুণবিশিষ্ট পদ্মের ন্যায় অপ্রত্যক্ষচৈতন্যবিশিষ্ট প্রত্যক্ষচতন্য, এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। ৬৪

"গোপ গঙ্গায় বাস করিতেছে" এই বাক্যে জহল্লক্ষণা। জহৎ অর্থাৎ ত্যাগ। শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎসংক্রান্ত কোন এক বস্তুতে অর্থ স্বীকার করার নাম জহল্লক্ষণা ও জহৎস্বার্থলক্ষণা। তাহা অন্যত্র সঙ্গত হইতে পারে বটে; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে জহল্লক্ষণা সঙ্গত হইতে পারেনা। বিবেচনা কর, গঙ্গা শব্দের লোক প্রসিদ্ধ অর্থ জলপ্রবাহ। তাহাতে বাস সম্ভবে না। জলরাশি গোপ নামক মনুষ্য জাতির আধার, আর জলের আধেয় গোপ, এ অর্থ প্রমাণবিরুদ্ধ। সুতরাং শ্রোতার বুদ্ধি, গঙ্গার জলপ্রবাহরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎসংক্রান্ত তীরে কি নৌকায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়।

অত্র তু গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতীতিবজ্জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেয়ভাবলক্ষণস্য বাক্যার্থস্যাশেষতো বিরুদ্ধত্বাৎ বাচ্যার্থমশেষতঃ পরিত্যজ্য তৎসম্বন্ধিতীরলক্ষণায়া যুক্তত্বাজ্জহল্লক্ষণা সঙ্গচ্ছতে। অত্র তু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যরূপৈকত্বস্য বাক্যার্থস্য ভাগমাত্রে বিরোধাদ্ভাগান্তরং অপরিত্যজ্যান্যলক্ষণায়া অযুক্তত্বাৎ জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ॥৬৫॥

ন চ গঙ্গাপদং স্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থং যথা লক্ষয়তি তথা তৎ পদং ত্বংপদং বা বাচ্যার্থপরিত্যাগেন ত্বংপদার্থং বোধয়তু তৎ কুতো জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ইতি বাচ্যম্। তত্র তীরপদাশ্রবণেন তদর্থাপ্রতীতৌ লক্ষণয়া তৎপ্রতীত্যপেক্ষায়ামপি

কাজেই গঙ্গাশব্দের তীর বা নৌকা অর্থ যুক্তিযুক্ত ও জহল্লক্ষণা সুসঙ্গত। কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে সেরূপ অর্থ করিবার কোন উপায় নাই।

বিবেচনা কর, প্রত্যক্ষচৈতন্য আর অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য উভয় চৈতন্যের চৈতন্যগত একতাপক্ষে কোন বিরোধ নাই সত্য, পরন্তু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দুই বিশেষণাংশে বিরোধ আছে। যাহা বিরুদ্ধ তাহাই বাক্যার্থ সঙ্গতির জন্য পরিত্যক্ত হইতে পারে। নচেৎ গঙ্গাশব্দের ন্যায় তৎ ও ত্বং শব্দের সমস্ত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন বস্তুতে লক্ষণা করা যাইতে পারে না। ৬৫

গঙ্গা শব্দ যেমন আপন অর্থ (জল) পরিত্যাগ করিয়া তীর বা তৎসংসৃষ্ট নৌকারূপ অর্থকে লক্ষ্য করে, সেইরূপ, তৎশব্দও আপন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ত্বং শব্দের অর্থ লক্ষ্য করুক, এবং ত্বং শব্দও স্বীয় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎ শব্দের অর্থ লক্ষ্য করুক, তাহা হইলে জহল্লক্ষণা অসঙ্গত হইবে না, এরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত নহে।

মনে কর, পূর্ব্বোক্ত বাক্যে তীর শব্দের উল্লেখ নাই, অথচ তাহার জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সেখানে জহল্লক্ষণা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ, ও ত্বং উভয় শব্দেরই স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঐ দুই শব্দেরই

তত্ত্বংপদয়োঃ শ্রূয়মাণত্বেন তদর্থপ্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনঃ অন্য-তরপদেনান্যতরপদার্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাৎ ॥৬৬॥

অত্র শোণো ধাবতীতি বাক্যবদজহল্লক্ষণাপি ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র শোণগুণগমনলক্ষণস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাত্তদপরিত্যাগেন তদাশ্রয়াশ্বাদিলক্ষণায়াং তদ্বিরোধপরিহারসম্ভবাদজল্লক্ষণা সম্ভবতি। অত্র তু পরোক্ষত্বাদ্যপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্যৈ-কত্বস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাত্তদপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিনো যস্য কস্যচিদর্থস্য লক্ষিতত্বেপি তদ্বিরোধাপরিহারাদজহল্লক্ষণাপি ন সম্ভবত্যেব ॥৬৭॥

ন চ তৎপদং ত্বং পদং বা স্বার্থবিরুদ্ধাংশপরিত্যাগেনাং-শান্তরসহিতং তৎপদার্থং ত্বং পদার্থং বা লক্ষয়তু অতঃ কথং প্রকারান্তরেণ. ভাগলক্ষণাঙ্গীকরণমিতি বাচ্যম্। একেন

দ্বারা চৈতন্যরূপ অর্থের প্রতীতি হয় সুতরাং অন্যরূপ লক্ষণার প্রয়োজন হয় না। ৬৬

'একটা রক্তবর্ণ যাইতেছে' এই বাক্যের ন্যায় অজহৎ স্বার্থলক্ষণা গ্রহণ করাও সঙ্গত নহে। রক্ত বর্ণের গমন নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া রক্তবর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থ বজায় রাখিয়া বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত রক্ত বর্ণের আধার কোন জীবকে লক্ষণা করা যাইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বোধক বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণার দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় অন্য যে কোন অর্থ লক্ষ্য করিলেও বিরোধ নিবারণ হয় না। সেই জন্য অজহৎলক্ষণা অসম্ভব হয়। স্বার্থ বজায় রাখিয়া তৎসংক্রান্ত পদার্থান্তর বোধ করা নয় বলিয়া নাম অজহৎস্বার্থ। ৬৭

আর এক প্রকার লক্ষণা আছে, তাহার নাম ভাগলক্ষণা। উক্ত বাক্যে সে লক্ষণাও স্বীকার্য্য নহে। একই শব্দে স্বীয় অবিরুদ্ধ অর্থাংশ আর অন্য এক অশ্রুত পদার্থ, দ্বিবিধ অর্থের জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তপিচ, তৎশব্দে, কিংবা তৎশব্দে, কোনও শব্দে উক্তরূপ লক্ষণা স্বীকার করিতে পার না। কারণ, অবশিষ্ট শব্দের দ্বারা বিনা লক্ষণায় তাদৃশ অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়। যে অর্থ বিনা লক্ষণায় উপস্থিত হয়, সে অর্থের জন্য লক্ষণা করা

পদেন স্বার্থাংশপদার্থান্তরোভয়লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ পদান্তরেণ তদর্থপ্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনরন্যতরপদার্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাচ্চ ॥৬৮॥

তস্মাদ্ যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যং তদর্থো বা তৎকালৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তলক্ষণস্য বাচ্যার্থস্যাংশে বিরোধাৎ বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বাংশং পরিত্যজ্যাঽবিরুদ্ধং দেবদত্তাংশমাত্রং লক্ষয়তি তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যং তদর্থো বা পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্বলক্ষণস্য বাচ্যার্থস্যাংশে বিরোধাদ্বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ববিশিষ্টত্বাংশং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধমখণ্ডচৈতন্যমাত্রং লক্ষয়তি ॥৬৯॥

অথ অহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুভববাক্যার্থো বর্ণ্যতে। এবমাচার্য্যেণাধ্যারোপাপবাদপুরঃসরং তত্ত্বম্পদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেঽববোধিতেঽধিকারিণোঽহং নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-

নিষ্প্রয়োজন। অতএব "সেই দেবদত্ত এই" এই বাক্য যেমন তৎকালবিশিষ্ট দেবদত্ত আর এতৎকাল বিশিষ্ট দেবদত্ত এতদ্রূপ অর্থের তৎকাল ও এতৎকাল উভয়ের ঐক্য জ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া, মাত্র ঐ দুই ভাগ পরিত্যাগ করাইয়া অবিরুদ্ধ দেবদত্তরূপ অর্থাংশ বোধ করায়; সেইরূপ, তত্ত্বমসি বাক্যও অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট ও পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্যরূপ অর্থের ঐক্য জ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত বিরুদ্ধ অংশ অর্থাৎ পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব অংশ পরিত্যাগ করাইয়া কেবল মাত্র একাত্ময় চৈতন্য অববোধ করায়।৬৮

উক্তরূপ ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে পর, জীবের আমি মনুষ্য, আমি জীব, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি প্রকার অনুভব নিবৃত্ত হইয়া যায়। জীব তখন "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অনুভব করে। "আমি ব্রহ্ম" এই অনুভব বাক্যের তাদৃশ অর্থ যেরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহা বর্ণনা করিতেছি।৬৯

আচার্য্য কর্তৃক বর্ণিত প্রকারের অধ্যারোপ ও অপবাদ উভয় প্রণালী অবলম্বনে তৎ ত্বং শব্দের অর্থ সংশোধিত হইলে শিষ্য সেই গুরূপদিষ্ট "তৎ ত্বং অসি" মহাবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত আপনার একতা অনুভব করে।

সত্য-স্বভাব-পরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাস্মীত্যখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি। সা তু চিৎপ্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেব বাধতে। তদা পটকারণতন্তুদাহে পটদাহবৎ অখিলকার্য্যকারণেঽজ্ঞানে বাধিতে সতি তৎকার্য্যস্যাখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদন্তর্ভূতাখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরপি বাধিতা ভবতি ॥৭০॥

তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভাঽবভাসনাসমর্থা সতী তয়াঽভিভূতা ভবতি তথা স্বয়ং প্রকাশমানপ্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মাঽবভাসনানর্হতয়া তেনাভিভূতং সৎ স্বোপাধিভূতাখণ্ডবৃত্তের্ব্বাধিতত্বাৎ দর্পণাভাবে মুখপ্রতিবিম্বস্য মুখমাত্রত্ববৎ প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মমাত্রং ভবতি ॥৭১॥

এবঞ্চ সতি মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং যন্মনসা ন মনুতে ইত্যনয়োঃ শ্রুত্যোরবিরোধঃ। বৃত্তিব্যাপ্যত্বাঙ্গীকারেণ ফলব্যা-

যে পূর্ব্বে আপনাকে জীব ভাবিত, এক্ষণে সে "আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, ও সৎ অনন্ত পরমানন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" এইরূপ অখণ্ড চিত্তবৃত্তি উদিত হওয়ায় ব্রহ্মসম্পন্ন হইল। ঐরূপ চিত্তবৃত্তি তখন চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত হইয়া চৈতন্য হইতে অভিন্ন অজ্ঞাত ব্রহ্ম অবগাহন করিয়া তদ্গত অজ্ঞান বিনষ্ট করে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং জীবভাবও বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মভাবে পর্য্যবসিত হয়। যেমন বস্ত্রের কারণীভূত সূত্র দগ্ধ হইলে তৎকার্য্যভূত বস্ত্রও দগ্ধ হয়, তেমনি, অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্যভূত সেই অখণ্ডাকারা মনোবৃত্তিটীও নষ্ট হইয়া যায়।৭০

দীপপ্রভা যেমন সূর্য্য প্রভা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অভিভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সমুদিত চিত্তবৃত্তি ও তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য উভয় স্বপ্রকাশ উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্য প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অভিভূত বা অভাবগ্রস্ত হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মমাত্র অবশেষ থাকে।৭১

লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন দর্পণের অভাবে মুখপ্রতিবিম্ব মুখমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির অভাবে ব্রহ্মও স্বস্বরূপে

প্যত্বপ্রতিষেধপ্রতিপাদনাৎ। উক্তঞ্চ "ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্। ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।' স্বয়ংপ্রকাশমানত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে" ইতি চ ॥৭২॥

জড়পদার্থাকারাকারিতচিত্তবৃত্তের্বিশেষোঽস্তি। তথাহি অয়ং ঘট ইতি ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিরজ্ঞাতং ঘটং বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞাননিরসনপুরঃসরং স্বগতচিদাভাসেন জড়মপি ঘটং অবভাসয়তি। তদুক্তং—"বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ"

অবস্থিতি করেন। সেই কারণে তত্ত্বজ্ঞ দিগের "আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাকার অনুভব হইয়া থাকে। অতএব, তাঁহাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে এবং মন তাঁহাকে মনন (প্রকাশ) করিতে পারে না, এই দুই শ্রুতির বিরোধ ভঞ্জন হইল। মনোবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বিদূরিত হয় ও তদ্‌বৃত্তিপ্রতিফলিত চৈতন্য (আভাসচৈতন্য) তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অভিভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায় বুঝা গেল, মনের দ্বারা দর্শন হয়, ও মন তাঁহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ, এই দুই পক্ষই যথার্থ। বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, "শাস্ত্রকর্তারা বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা পরব্রহ্মের প্রকাশ হওয়া পক্ষ নিবারণ করিয়াছেন। কেন না, আভাস-চৈতন্য স্বপ্রকাশ বৃহৎ চৈতন্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা কেবল ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি উদিত হইয়া তদ্গত অজ্ঞানকেই নাশ করে, ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বভাব সে জন্য তিনি স্বতঃই প্রকাশিত হন।৭২

লৌকিক ঘটপটাদি জড়পদার্থের জ্ঞান, আর পরিপূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের জ্ঞান, দুয়ের বৈলক্ষণ্য এই যে, ঘটপটাদি পদার্থকারা মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহা তদাশ্রিত অজ্ঞান দূর করে ও তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাহাদিগকে প্রকাশ করে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "অন্তঃকরণবৃত্তি ও চিদাভাস (প্রতিবিম্ব চৈতন্য) উভয়ই ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ঘটপটাদি পদার্থে ব্যাপ্ত হয়। পরে অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা ঘটের অজ্ঞানতা নষ্ট হয়, এবং তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা

ইতি। যথা প্রদীপপ্রভামণ্ডলমন্ধকারগতং ঘটাদিকং বিষয়ী-কৃত্য তদ্গতান্ধকারনিরসনপুরঃসরং স্বপ্রভয়া তং অবভাসয়-তীতি ॥ ৭৩ ॥

এবং স্বস্বরূপচৈতন্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং শ্রবণমনননিদিধ্যা-সনসমাখ্যানুষ্ঠানস্যাপেক্ষিতত্বাৎ তেঽপি প্রদর্শ্যন্তে। শ্রবণং নাম ষড়্বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়াত্মবস্তুনি তাৎ-পর্য্যাবধারণম্। লিঙ্গানি তু, উপক্রমোপসংহারাভ্যাসো-ঽপূর্ব্বতা ফলার্থবাদোপপত্ত্যাখ্যানি। তদুক্তং "উপক্রমোপ-সংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে" ॥৭৪॥

তাঁহার স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ হয়। যেমন দীপপ্রভা অন্ধকারস্থ ঘটপটাদি প্রাপ্ত হইয়া অন্ধকার নষ্ট করতঃ প্রভার দ্বারা তাহাদিগকে প্রকাশ করে, সেইরূপ, অন্তঃকরণবৃত্তিও ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট করতঃ স্বপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা তাহাদিগকে প্রকাশ করে। এ নিয়ম ঘটপটাদি জ্ঞানে অনুস্যূত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে নহে। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না, মাত্র ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকেই নষ্ট করে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।৭৩

যাবৎ না উল্লিখিত প্রকারে স্বরূপচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়, তাবৎ, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পরাত্মচৈতন্য সাক্ষাৎকার স্বতঃ বা সহজে হয় না, শ্রবণাদি চতুষ্টয়ের অভ্যাস দ্বারাই হয়, সে জন্য সেগুলিও প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রবণ।—গুরুসকাশে বেদান্ত অধ্যয়ন ও তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক ছয় প্রকার বোধক নিয়মের দ্বারা অদ্বিতীয়ব্রহ্মবস্তুতে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করার নাম শ্রবণ।

ছয় প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক নিয়ম কি কি?

উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অপবাদ এবং উপপত্তি। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, এই ছয় প্রকারের দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানা যায়।৭৪

অত্র প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যার্থস্য তদাদ্যন্তয়োরুপাদানং উপক্রমোপসংহারৌ। যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রকরণপ্রতিপাদস্যাদ্বিতীয়বস্তুনঃ একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদৌ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যন্তে চ প্রতিপাদনম্। প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনং অভ্যাসঃ। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে তত্ত্বমসীতি নবকৃত্বঃ প্রতিপাদনম্। প্রকরণপ্রতিপাদস্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণাবিষয়ীকরণং অপূর্ব্বত্বম্। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মানান্তরাবিষয়ীকরণম্। ফলন্তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যাত্মজ্ঞানস্য বা তত্র তত্র শ্রূয়মাণং প্রয়োজনম্। যথা তত্রৈব "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"

উপক্রম ও উপসংহার।—যে শাস্ত্র যে বস্তুর উপদেশ করেন, তৎশাস্ত্রের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে সেই বস্তুর উল্লেখ। শাস্ত্রের বা প্রকরণের আরম্ভ ও সমাপ্তি পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার প্রতিপাদ্য জানা যায়। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' এবং সমাপ্তিতেও 'এ সমস্ত আত্মা' এইরূপ উক্তি আছে। প্রদর্শিত আরম্ভ ব্যাক্যের ও সমাপ্তি বাক্যের একরূপতা দৃষ্টে বুঝা যায়, অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

অভ্যাস।—বার বার বলার নাম অভ্যাস। যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণে বার বার সেই প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপন্ন করা। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যের দ্বারা নয় বার অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অপূর্ব্বতা।—যাহা অন্য কোন প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, তাহার উপদেশ। অর্থাৎ যাহা যে প্রকরণের প্রতিপাদ্য, তাহা প্রমাণান্তরের অবিষয় হওয়া আবশ্যক। যথাঃ—উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে ব্রহ্মের উপনিষন্মাত্র গম্যতা। উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য প্রমাণের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ফল।—প্রকরণ প্রতিপাদ্যের কিংবা তৎসাধক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে। অথ সম্পৎস্যে" ইত্য-হদ্বিতীয়বস্তুজ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনং শ্রূয়তে। প্রকরণ-প্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনং অর্থবাদঃ। যথা তত্রৈব "উত তমাদেশমপ্রাক্ষোযেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত" মিত্যদ্বিতীয়বস্তুপ্রশংসনম্। প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থ-সাধনে তত্র তত্র শ্রূয়মাণা যুক্তিঃ উপপত্তিঃ। যথা তত্রৈব "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচার-ম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইত্যাদাবদ্বিতীয়-বস্তুসাধনে বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রূয়তে ॥৭৫॥

মননন্তু শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিরনব-রতমনুচিন্তনম্॥ বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্বিতীয়বস্তু-

বর্ণনা। উক্ত উপনিষদের উক্তাধ্যায়ে "আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই জানিতে পারেন, অন্যে পারেন না, ব্রহ্মজ্ঞানীর মুক্তি হইতে সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে পর্যান্ত না তাহার দেহপাত হয়, দেহ পাত হইলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মলাভরূপ ফল বা প্রয়োজন অভিহিত হইয়াছে।

অর্থবাদ।—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে গুরু নিম্নলিখিত প্রকারে প্রশংসা করিয়াছেন যথা "যাহা শুনিলে অশ্রুত বস্তুরও শ্রবণ সিদ্ধ হয়, যাহা কখনও মনে করা যায় নাই তাহারও মনন সুসম্পন্ন হয়, অজ্ঞাত পদার্থেরও জ্ঞান হয়।" ইত্যাদি।

উপপত্তি।—অনুকূল যুক্তি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তি প্রদর্শন। তাহা উক্ত উপনিষদে "হে মনোজ্ঞ শ্বেত-কেতু! যেমন মৃত্তিকাপিণ্ডের জ্ঞান হইলে তদ্বিকার সমুদয় মৃৎপাত্র জানা হয় এবং ঘট, কলস, শরাব, এ সকল কেবল নামমাত্র অর্থাৎ মিথ্যা, মৃত্তিকাই ঐ সকলের সত্য।" ইত্যাদি প্রকারে অদ্বৈত বস্তু বুঝাইবার উপযোগী বিকারের অনিত্যতা প্রভৃতি যুক্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।৭৫

মনন কি?

সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ নিদিধ্যাসনম্। সমাধিস্তু দ্বিবিধঃ। সবিকল্পকো নির্ব্বিকল্পকশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়াঽদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্। তদা মৃণ্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপ্যদ্বৈতং বস্তু ভাসতে। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—"দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমব্যয়ম্। অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তম্। দৃশিস্তু শুদ্ধোঽহমবিক্রিয়াত্মকো ন মেঽস্তি বন্ধো ন চ মে বিমোক্ষঃ।" ইত্যাদি ॥৭৬॥

নির্ব্বিকল্পকস্তু, জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়াঽদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থা-

অদ্বৈত জ্ঞানের অবিরোধী যুক্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ বস্তুর চিন্তা করার নাম মনন।

নিদিধ্যাসন কি ?

মধ্যে দেহাদি জড় পদার্থ বিষয়ক বিজাতীয় জ্ঞান উপস্থিত না হয়, এরূপ সুনিয়মে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উত্থাপনের নাম নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ধ্যান।

সমাধি।—সমাধি অর্থাৎ তীব্র একাগ্রতা। ইহা দুই প্রকার। প্রথম সবিকল্প, দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞানের লয় হওয়ার অপেক্ষা নাই। ঐ তিন জ্ঞান সত্ত্বেও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে পারে। যেমন মৃণ্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকা জ্ঞান থাকে, সেইরূপ, দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, সাধক সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, সর্ব্ব বস্তুর দ্রষ্টা, সাক্ষী, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বভাব, উৎপত্তিরহিত, বিনাশবর্জ্জিত, অলিপ্ত অথচ সর্ব্বত্র বিরাজিত, সর্ব্বকালেই বিমুক্তস্বভাব যে উৎকৃষ্ট চৈতন্য, তাহাই আমি।"৭৬

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই বিকল্প ত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ উক্ত বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে লীন

নম্। তদা তু জলাকারাকারিতলবণানবভাসেন জলমাত্রাবভাসবদদ্বিতীয়বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্ত্যনবভাসেনা অদ্বিতীয় বস্তুমাত্রমেবাঽবভাসতে। ততশ্চাস্য সুষুপ্তেশ্চাভেদশঙ্কা ন ভবতি। উভয়ত্র বৃত্ত্যভানে সমানেঽপি তৎসদ্ভাবাসদ্ভাবমাত্রেণানয়োর্ভেদোপপত্তেঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্যাঙ্গানি যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ঃ। তত্রাঽহিংসা-সত্যাঽস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাঽপরিগ্রহাঃ যমাঃ। শৌচসন্তোষতপস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি আসনানি। রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ। ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। অদ্বিতীয়াত্ম

হইয়া যায়; সুতরাং একটী মাত্র অখণ্ডাকারা মনোবৃত্তি অবশিষ্ট থাকে। জলবিলীন লবণ, জলাকার প্রাপ্ত হইলে লবণ-জ্ঞানের লয় হেতু যেমন কেবল জল-জ্ঞানই বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ, ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির বিলয় হেতু ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান থাকে। সমাধির এতদ্রূপ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হওয়াতে সুষুপ্তির সহিত সমাধির অভেদের আশঙ্কা থাকিল না। সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় অবস্থাতেই বৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না সত্য, কিন্তু সুষুপ্তিতে বৃত্তি থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না, সুতরাং সুষুপ্তি ও সমাধি সমান নহে।৭৭

এবম্প্রকার নির্ব্বিকল্প সমাধির আটটী অঙ্গ অর্থাৎ সাধন আছে। যথাঃ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্পসমাধি। এই আট অঙ্গ আয়ত্ত হইলে নির্ব্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ করা যায়।

যম।—অহিংসা, সত্য, অদত্ত-পরদ্রব্য গ্রহণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ ও অভিলাষতঃ মৈথুন পরিত্যাগ করা, এবং অসৎ পরিগ্রহ বর্জ্জন করা, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম "যম"।

নিয়ম।—শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, জ্ঞান শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং ঈশ্বরভক্তি, এই পাঁচ প্রকারকে 'নিয়ম' বলে।

আসন।—শরীর ও মনের স্থিরতা কারক উপবেশন বিশেষ আসন নামে প্রসিদ্ধ। এই আসন স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ প্রকারে বিভক্ত।

বস্তুনি চিত্তস্থাপনং ধারণা। তত্রাঽদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তিপ্রবাহঃ ধ্যানম্। সমাধিস্তু উক্তঃ সবিকল্পক এব ॥ ৭৮ ॥

এবমস্যাঙ্গিনো নির্ব্বিকল্পকস্য লয়বিক্ষেপকষায়রসাস্বাদ-লক্ষণাশ্চত্বারো বিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি। লয়স্তাবৎ। অখণ্ডবস্ত্বন-বলম্বনেন চিত্তবৃত্তের্নিদ্রা। অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তের ন্যাবলম্বনং বিক্ষেপঃ। লয়বিক্ষেপাভাবেঽপি চিত্তবৃত্তেরাগা-দিবাসনয়া স্তব্ধীভাবাৎ অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনং কষায়ঃ। অখণ্ড-

প্রাণায়াম।—প্রাণ বায়ু স্বায়ত্তকরণ। ইহা রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামক প্রক্রিয়া অভ্যাসে সাধিত হইয়া থাকে।

প্রত্যাহার।—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গণকে শব্দস্পর্শাদি বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা।

ধারণা।—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণ স্থাপিত করা।

ধ্যান।—সেই অদ্বিতীয় বস্তুতে মনোবৃত্তিপ্রবাহ উৎপাদন করা।

সবিকল্পসমাধি।—সবিকল্প-সমাধি কি তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।৭৮

এই অষ্টাঙ্গক নির্ব্বিকল্প সমাধির চারি প্রকার বিঘ্ন আছে।

কি কি ? লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ।

লয়।—তুমি সমাধি-চিকীর্ষায় উপবিষ্ট হইলে; কিন্তু তোমার মন অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া ক্রমে নিদ্রিত হইল। এইরূপ বিঘ্ন হইলে তাহাকে 'লয়' বলে।

বিক্ষেপ।—ব্রহ্মসমাধি করিতে বসিলে, কিন্তু তোমার চিত্ত সেই অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বন করিতে না পারিয়া অন্য এক বস্তু অবলম্বন করিয়া বসিল। সেরূপ হইলে তাহার নাম 'বিক্ষেপ।'

কষায়।—সমাধি-চিকীর্ষায় বসিলে; লয় বা বিক্ষেপও হইল না, কিন্তু রাগাদি বাসনায় অভিভূত হইয়া মন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বন করিতে পারিল না; না এদিক্ না ওদিক্ কিছুই হইল না। এরূপ হইলে তাহাকে 'কষায়' বলা যায়।

রসাস্বাদন।—নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বন না করিতে

যস্তুনবলম্বনেনাপি চিত্তবৃত্তেঃ সবিকল্পানন্দাস্বাদনং রসাস্বাদঃ। সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পানন্দাস্বাদনং বা ॥ ৭৯ ॥

অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবদচলং সদখণ্ডচৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা তদা নির্ব্বিকল্পকঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে। তদুক্তং "লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ। নাস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ" ইত্যাদি। "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে" ইত্যাদি চ ॥ ৮০ ॥

অথ জীবন্মুক্ত লক্ষণ-মুচ্যতে। জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ড শুদ্ধব্রহ্ম-জ্ঞানেন তদজ্ঞান-বাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্মসংশয়বিপর্য্যয়াদী-

করিতে সবিকল্পক আনন্দ অনুভব হওয়া। এরূপ হইলেও নির্ব্বিকল্পের বিঘ্ন হয় এবং তাহার নাম "রসাস্বাদ বিঘ্ন।"৭৯

যদি উল্লিখিত চারি প্রকার বিঘ্নের কোন এক প্রকার উপস্থিত না হয় এবং চিত্ত যদি নির্ব্বাতস্থ দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প হইয়া একমাত্র অখণ্ডচৈতন্য চিন্তায় রত থাকে, তাহা হইলে, সেই অবস্থা নির্ব্বিকল্প সমাধি নামের যোগ্য। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য আছে, "লয়রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ করিবে। বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে তাহাকে শান্ত করিবে। কষায় বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া কিয়ৎকাল নিবৃত্ত থাকিবে। অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুতে একাগ্রতা জন্মিলে আর তাহা হইতে চিত্ত পরিচালন করিবে না। সে সময়ে কোন সবিকল্পক আনন্দ অনুভবও করিবেক না। প্রজ্ঞার দ্বারা নিঃসঙ্গ হইবেক।" স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে "নির্ব্বাতস্থ দীপ যেমন নিশ্চল হয়, সেইরূপ হইবেক।"৮০

এক্ষণে জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলা যাউক। অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বাধ (বিলয়) হইলে স্বস্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রভাবে, অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত পুণ্য, পাপ, সংশয় ও বিপর্য্যয় প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়। সে অবস্থাকে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা যায়।

নামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ ৮১॥

অয়ন্তু ব্যুত্থানসময়ে মাংসশোণিতমূত্রপুরীষাদিভাজনেন শরীরেণ আন্ধ্যমান্দ্যাপটুত্বাদিভাজনেনেন্দ্রিয়গ্রামেণ অশনায়া-পিপাসাশোকমোহাদিভাজনেনান্তঃকরণেন চ তত্তৎপূর্ব্ব-পূর্ব্ববাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধা-ন্যারব্ধফলানি চ পশ্যন্নপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থতো ন পশ্যতি। যথা ইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি। "সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ "সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ।

এবং জীবদ্দশায় সংসার মুক্ত হয় বলিয়া জীবন্মুক্তও বলা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ অন্তঃকরণনিষ্ঠ সমুদয় ভ্রম নষ্ট হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয়, এবং সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মফল দগ্ধ হইয়া যায়।"৮১

এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ কালে বা অসমাহিত অবস্থায়, রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি বীভৎসতর মলের আধাররূপ শরীর, ও অন্ধতা অক্ষমতা অপটুতা প্রভৃতির আশ্রয় ইন্দ্রিয়, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক ও মোহাদির আকরস্বরূপ অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানের অবিরোধে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল (যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে) ভোগ করতঃ দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না। অর্থাৎ অস্মদাদির ন্যায় সত্য জ্ঞান করেন না। যেমন ঐন্দ্রজালিক পদার্থের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে দেখেন মাত্র, তাহার সত্যতা মনে করেন না, সেইরূপ। শ্রুতিতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথাঃ— "জীবন্মুক্ত ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু স্বসংযুক্ত দৃশ্যকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে না, এবং কর্ণ থাকিতেও কর্ণহীন, মন থাকিতেও

তথাপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ।” ইতি ॥ ৮২ ॥

অস্য জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং বিদ্যমানানামেবাহারবিহারাদীনাং অনুবৃত্তিবচ্ছুভবাসনানামেবানুবৃত্তির্ভবতি শুভাশুভয়োরৌদসীন্যং বা। তদুক্তং “বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে। ব্রহ্মবিত্ত্বন্তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ” ইতি ॥ ৮৩ ॥

তদানীমমানিত্বাদীনি জ্ঞানসাধনান্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ঃ সদ্গুণাশ্চালঙ্কারবদনুবর্ত্তন্তে। তদুক্তং—“উৎপন্নাত্মাববোধস্য

অমনস্ক, প্রাণ সত্ত্বেও নিষ্প্রাণ” ইত্যাদি। আচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, “যিনি জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তের ন্যায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যকেও যিনি অদ্বিতীয় দর্শন করেন, বাহ্যে কর্ম্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিষ্কর্ম্ম, যিনি কেবল পূর্ব্বসংস্কারের বলে অভ্যস্তের ন্যায় কার্য্য করেন, অহং অভিমান পূর্ব্বক করেন না, তিনিই আত্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত, তদ্ভিন্ন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে, ইহা নিশ্চয়।”৮২

এতাদৃশ ব্যক্তি পূর্ব্বে যে আহার বিহারাদি করিত, এক্ষণে কেবল তাহারই অনুবৃত্তি হইবে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই করিবেন না। সুতরাং তাঁহার যথেচ্ছাচরণ হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেন না, পূর্ব্বে তিনি শুভকর্ম্মের অভ্যাস ও অশুভ কর্ম্মের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিংবা শুভ ও অশুভ উভয় কর্ম্মেই উদাসীন হন। ইহার প্রসিদ্ধ প্রমাণ এই যে, “অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞাত হইলে যদি যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তবে অশুচি ভক্ষণাদি বিষয়ে কুক্কুরাদির সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রভেদ কি? অর্থাৎ যথেষ্টাচার ঘটনা হয় না)। তত্ত্বজ্ঞান হইলে যাঁহার যথেষ্টাচরণ নিবৃত্ত হয়—তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই আত্মজ্ঞ, অন্যে নহে।”৮৩

এ অবস্থাতেও অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন সদ্গুণ সকল ও অহিংসাদি সদ্গুণ সকল অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে। (পূর্ব্বের অভ্যাসের বলে স্বতঃই উপস্থিত হয়, যত্নপূর্ব্বক করিতে হয় না।) এ কথা শাস্ত্রে উক্ত

হৃদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ।”
ইতিঃ ॥ ৮৪ ॥

কিং বহুনা, অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছা-প্রাপিতানি সুখদুঃখলক্ষণান্যারব্ধফলান্যনুভবন্নন্তঃকরণাভাসাদীনামবভাসকঃ সন্ তদবসানে প্রত্যগানন্দপরব্রহ্মণি প্রাণে লীনে সতি অজ্ঞানতৎকার্য্যসংস্কারাণামপি বিনাশাৎ পরম-কৈবল্যমানন্দৈকরসমখিলভেদপ্রতিভাসরহিতমখণ্ডং ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে। “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে” “বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” ইত্যেবমাদিশ্রুতেঃ ইতি ॥ ৮৫ ॥

বেদান্তসারঃ সমাপ্তঃ।

হইয়াছে। যথাঃ—“অদ্বেষ্টৃত্বাদি সদ্‌গুণ সকল অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানীর বিনা যত্নেই অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে।”৮৪

অধিক বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্ত কথা এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ মাত্র দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা, এই তিন প্রকারে প্রাপ্ত সুখ দুঃখ রূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল আভাসরূপে অনুভব করতঃ অন্তঃকরণাদির প্রকাশক চিন্মাত্র হইয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে অর্থাৎ ভোগ দ্বারা কর্ম্মফল সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রাণ প্রত্যক্ চৈতন্যে লীন হয়, সুতরাং অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসংস্কার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি পরম কৈবল্যরূপ (কেবল+যং=সর্ব্ব প্রকার ইতর বিশেষ পরিশূন্য অর্থাৎ এক) পরম আনন্দ, পরিপূর্ণ, অদ্বৈত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ভেদ শূন্য, অখণ্ডব্রহ্মরূপে অর্থাৎ সৈন্ধবপিণ্ডবৎ একরস ব্রহ্মতত্ত্বে অবস্থান করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, “দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ সকল লোকান্তর গমন করে না, ব্রহ্মেই লীন হয়। সুতরাং তিনি সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মকৈবল্য প্রাপ্ত হন।৮৫

বেদান্তসারের অনুবাদ সমাপ্ত।
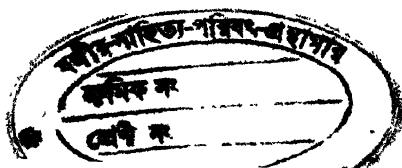
ENGLISH WORKS

BY THE

Hon'ble R. C. Dutt, I.C.S., C.I.E.

1. **Civilization in Ancient India,** Revised Edition, 2 vols., (Trübner's Oriental Series), Kegan Paul & Co., London 21*s*.

2. **Lays of Ancient India,** Selections from Indian Poetry rendered into English Verse. (Trübner's Oriental Series) Kegan Paul & Co., London 7*s*. 6*d*.

3. **A Brief History of Ancient & Modern India,** Entrance Course for 1894, 1895, 1896, cloth Rs. 1-10, paper Rs. 1-8.

4. **A Brief History of Ancient & Modern Bengal,** cloth Ans. 12, half cloth Ans. 10.

5. **The Peasantry of Bengal,** Revised edition, *In preparation.*

6. **The Literature of Bengal,** Rs. 3.

7. **Rambles in India,** Rs. 2.

8. **Three Years in Europe,** 1868 to 1871 with accounts of visits to Europe in 1886 and 1893, Rs. 3.